রামেসিস

সান অফ লাইট

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তর: মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

উনিশতম রাজবংশের দ্বিতীয় ফারাও, সেটি'র কনিষ্ঠ পুত্র রামেসিস। প্রথম পুত্র শানারের পরবর্তী ফারাও হবার ব্যাপারটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু তবু কেন যেন ফারাও সেটি তার কনিষ্ঠ সন্তানকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। তাহলে কী রামেসিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফারাও-এর অন্য কোনও চিন্তা আছে?

এভাবেই শুরু হয় দ্বিতীয় রামেসিস বা ইতিহাসের 'রামেসিস দ্য গ্রেট'-এর সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার এবং এক পর্যায়ে ফারাও হবার গল্প।

কী নেই এই গল্পে? তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আছে, প্রেম আছে, বন্ধুত্ব আছে। আছে দম আটকানো অভিযান আর আছে পিতার কাছ থেকে সরাসরি রামেসিসের শিক্ষা পাওয়ার গল্প। চুপি চুপি বলি, মোজেস, মেনেলাউস, হেলেন আর হোমারও আছেন!

প্রাচীন মিশর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চিয়ান জাঁকের অনবদ্য এই রচনা পাঠককে নিয়ে যাবে সেই অতীতের মিশরে। উন্মোচিত করবে নতুন এক দুনিয়া!

ISBN 978 984 91918 7 2
9 789849 191872

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক একজন ফরাসী লেখক ও মিশরবেত্তা। প্রাচীণ মিশরকে কেন্দ্র করে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। এদের মাঝে সবচাইতে জনপ্রিয় হলো রামেসিস সিরিজ।

তেরো বছর বয়সে, 'হিস্টোরি অফ অ্যানশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন' বইটি দিয়ে তার প্রাচীণ মিশরের রহস্যময় দুনিয়ার সাথে পরিচয় হয়। সতেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম মিশর ভ্রমণ করেন। এরপর ইজিপ্টোলজি আর আকিওলজী বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেন সরবোন ইউনিভার্সিটিতে।

বয়স যখন তার আঠারো, তখন তিনি আটটি বইয়ের গর্বিত লেখক! তখন থেকে এই পর্যন্ত তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। সেই সাথে মিশর সংক্রান্ত নানা তথ্য-মূলক গ্রন্থ তো আছেই। তার পাঠক নন্দিত সিরিজ রামেসিস-এর পাঁচটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের মাঝে। প্রতিটা বই রামেসিস এর জীবনের এক একটি অংশ নিয়ে লেখা।

রামেসিসঃ সান অফ লাইট

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার , ৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল অগাস্ট ২০১৬

প্রচ্ছদ : ফুয়াদ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৩২০ টাকা

Ramses Son Of Light By Chritian Jacq
Translated By Md. Fuad Al Fidah
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 320 Tk. U.S. : 12 $ only
ISBN : 978 984 91918 7 2

ভূমিকা

প্রাচীন মিশর সারা বিশ্বের অগণিত মানুষকে বিমোহিত করেছে এবং এখনও করছে। ফারাওদের ইতিহাস পড়ে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। সৌভাগ্যক্রমে, আমি সেই হাতে গোনা মানুষদের মাঝে পড়ি না।

অনেকটা হঠাৎ করেই রামেসিস সিরিজটার কথা জানতে পারি। প্রথম বইটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরিজটা আমাকে আটকে ফেলেছে। বিশেষ করে রামেসিসের মতো একটা চরিত্রকে নিয়ে লেখা বই না পড়লে তো একটা অপূর্ণতা রয়ে যাবে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত আমি ভাবানুবাদের দিকে জোর দেই বেশি। এই বইটাও তার ব্যতিক্রম নয়। আমি অনুবাদ করার সময় মূল শব্দের অনুগত না থেকে মূল ভাবের অনুগত থেকেছি। আশা করি পাঠকদের ভালো লাগবে।

সাজিদ ভাইকে নতুন একটা সিরিজ শুরু করার সাহস দেবার জন্য ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ পাবে আদনান আহমেদ, মারুফ হোসেন আর ঘরের জন।

আশা করি যেমন আগ্রহের সাথে আমি পড়েছি বইটা, পাঠকরাও তেমন আগ্রহ পাবেন।

ভুলত্রুটি থাকা অতি স্বাভাবিক, আশা করি সেগুলোকে আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

লেখকের কথা

রামেসিস, বিজেতাদের বিজেতা, সৌর-রাজ, সত্যের রক্ষাকর্তা–এসব উপাধিতে নিজের আদর্শ, ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসকে অভিহিত করেছিলেন জাঁ-ফ্রানকোয়েস চ্যাম্পলিয়ন। রোজাটা স্টোনের লেখা পাঠ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে জাঁ আমাদের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন প্রাচীন মিশরের ইতিহাস।

যুগ যুগ ধরে টিকে আছে রামেসিসের খ্যাতি। প্রাচীন মিসরের ক্ষমতা আর শৌর্যের সাথে এক হয়ে গিয়েছে তাঁর নাম। খ্রিষ্টপূর্ব ১২৭৯ থেকে শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব ১২১২ সাল, এই সাতষট্টি বছরে রামেসিস তাঁর দেশকে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষমতার শীর্ষে।

এখনও মিশরে গেলে, প্রায় প্রতি পদেই রামেসিসের সাথে দেখা হয়ে যায় ভ্রমণকারীদের। জীবদ্দশায় অগণিত সৌধ বানিয়েছিলেন তিনি, অনেকগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধের পূর্ণনির্মাণও করিয়েছিলেন। বিশেষ করে আবু সিম্বেলের দুই মন্দিরের কথা না বললেই নয়। প্রিয় রানি নেফারতারিকে সাথে নিয়ে যেখানে চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছেন তিনি। কার্নাকের স্তম্ভের বিশাল সারি, লুক্সরের মন্দিরে বসে বসে হাসতে থাকা বিশাল মূর্তির কথাই বা ভুলি কী করে!

রামেসিসের জীবনকে একটি মাত্র বইয়ের পাতায় আবদ্ধ করা অসম্ভব। তার জীবন এক অভিযানের ওপর নাম। ফারাও হিসেবে পিতা সেটি (যিনি নিজেও পুত্রের মতোই অসাধারণ এক শাসক ছিলেন)-র প্রত্যক্ষ পরিদর্শনে শিক্ষা শুরু হওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগপর্যন্ত, তার জীবনের প্রতিটা দিন ছিল চাঞ্চল্যকর। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা নয়, পাঁচটা বই লিখব তাকে নিয়ে। যেখানে থাকবে সেটি, টুইয়া, মহতী নেফেরতারি, সুন্দরী ইসেট, নবী হোমার, সাপুড়ে সেটাও, হিব্রু মোসেস এবং অন্যদের গল্পও।

রামেসিসের মমি শোভা পাচ্ছে কায়রোর জাদুঘরে, এতদিনেও তার চেহারা থেকে রাজকীয় জেল্লা মুছে যায়নি। বেড়াতে আসা অনেকে এখনও তাকে জীবিত বলে ভুল করে, মনে করে এই যেন তিনি চোখ খুলে কথা বলে উঠবেন। আশা করি মৃত্যু যা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, এই উপন্যাস তার অনেক কিছুই ফিরিয়ে দেবে।

মিশরীয়বিদ্যা এবং কল্পনার সাহায্যে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে তার আশা এবং ভয়কে, যে নারীকে তিনি মন দিয়ে ভালবেসেছিলেন তাকে, তার সাথে করা বিশ্বাসঘাতকতা আর তাঁর বন্ধুদের আত্মত্যাগের গল্পকে। অশুভের বিরুদ্ধে লড়াই-এ পাঠকরা দাঁড়াতে পারবেন রামেসিসের পাশে।

একজন লেখকের জন্য, রামেসিস দ্য গ্রেট-এর চাইতে সেরা ভ্রমণসঙ্গী আর কে হতে পারে? জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামকরা একটা রাজত্বকে শক্ত হাতে সামলেছেন। ফলও পেয়েছেন, দেবতারা দু'হাত ভরে দিয়েছেন মিশরকে। সততা, ন্যায় আর সৌন্দর্য যে দেশের প্রাত্যহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মিশর এমন এক দেশ, যেখানে মৃত্যুর ওপারের জীবন এসে একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে প্রাণের সাথে।

মিশরের রামেসিস বলব, নাকি রামেসিসের মিশর?

MAP OF EGYPT
Mediterranean Sea
Rosetta
Alexandria
Damietta
Port Saïd
Tanta
Zagazig
Ismailia
Cairo
Giza
Memphis
Suez
Saqqara
Siwa Oasis
SINAI
Lake Karun
LIBYAN
El Faiyum
El Minya
Baharya Oasis
Beni Hasan
Hermopolis
Tell el-Amarna
Farafra Oasis
ARABIAN DESERT
Asyut
Nile
Akhmim
DESERT
Red
Abydos
Dendera
Nag Hammadi
Qena
Dakhla Oasis
Necropolis of Thebes
Luxor
Esna
Kharga Oasis
Edfu
Sea
Kom Ombo
Tropic of Cancer
Aswan
Elephantine
Philae
Abu Simbel
125 miles
N U B I A

MAP OF THE
ANCIENT NEAR EAST
AT NEW EMPIRE
Black Sea
Caspian Sea
Aegean Sea
Troy
EUBOEA
HATTI
Hattusa
Halys
ANATOLIA
HITTITE EMPIRE
Carchemish
NAHARINA
(MITANNI)
Nineveh
CRETE
Rhodes
Ugarit
Alep
Orontes
CYPRUS
Simyra
Kadesh
Mediterranean Sea
Sidon
Tyre
Byblos
SYRIA
ASSYRIA
Tigris
Euphrates
Damascus
CANAAN
Megiddo
Beth-Shan
Shechem
Jerusalem
Babylon
BABYLONIA
DELTA
Pi-Ramesses
Sile
Qantara
Gaza
MOAB
EDOM
Memphis
SINAI
Mt. Sinai
Persian Gulf
ARABIAN
DESERT
EGYPT
Nile
Koptos
Red Sea
310 miles
Thebes
Qoseir

এক

থমকে দাঁড়ালো বুনো ষাঁড়টা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তরুণ রামেসিসের দিকে।

প্রাণীটাকে দেখে যেকারও মাথায় প্রথম যে শব্দটা খেলে যাবে তা হলো-বিশাল। কালো চামড়া, থামের মতো মোটা মোটা পা, কান দুটো ঝুঁকে আছে, থুতনিতে চোখা পশম। তরুণের উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছে ওটা।

রামেসিসের নজর কেড়েছে ষাঁড়টার শিং। প্রশস্ত শিংদুটো খুলির কাছাকাছি এসে যেন জোড়া লেগে গিয়েছে। চৌদ্দ বছরের জীবনে এমন দশাসই ষাঁড় এর আগে দেখেনি ও।

সবচেয়ে দক্ষ শিকারীও পারতপক্ষে এই বিশেষ প্রজাতির সামনে পড়তে চায় না। আর যদি ভুলক্রমে পড়েও যায়, তাহলে গা বাঁচিয়ে পালাবার পথ খোঁজায় মন দেয়। নিজ পরিবেশে এই প্রাণীগুলো খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। দলের অসুস্থ, আহত আর শিশুদের প্রতি দেয় বিশেষ নজর। কেউ ধারে কাছে এলেই দলের নেতা ষাঁড়টি পরিণত হয়ে মূর্তিমান ত্রাসে। একটু উত্তেজিত করে তোলা হলে, অভাবনীয় গতিতে সুচালো শিং দুটো বাগিয়ে ছুটে যায় উত্যক্তকারীকে উদ্দেশ্য করে। প্রতিপক্ষকে ধূলোয় মিশিয়ে দেবার আগে শান্ত হয় না।

এক পা পিছিয়ে এলো রামেসিস।

ষাঁড়টার লেজ বাতাসে চাবুকের মতো শিস কেটে উঠল, অনাহূত অনুপ্রবেশকারীর দিকে রক্তলাল চোখে নজর রাখছে। লম্বা নলখাগড়ার আড়ালে বাছুর প্রসব করছে একটা গাভী। অন্যান্য মাদিরা ঘিরে রেখেছে মাকে। নীল নদের এই বদ্ধ তীরে বিশাল মদ্দাটা দলের উপর শক্তহাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। কর্তৃত্বের উপর কোনও ধরনের হুমকি এলেই হয়ে ওঠে হিংস্র। তরুণ রামেসিস ভেবেছিল, ঘন ঘাসের আড়ালে হয়তো ষাঁড়টা ওকে দেখতে পাবে না। কিন্তু ওটার কোটরে বসে থাকা বাদামী চোখ দুটো ঠিক রামেসিসকে খুঁজে বের করেছে। তরুণ জানে, পালাবার কোনও উপায় নেই। ভয়ার্ত সাদা চেহারাটা সাথে সাথে ঘুরে গেল বাবার দিকে। সেটি, মিশরের ফারাও, পুত্রের একটু পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

মিশরের ফারাও সবার কাছে 'বিজয়ী ষাঁড়' নাম পরিচিত। লোকমুখে শোনা যায়, তাঁর উপস্থিতিই প্রতিপক্ষকে জায়গায় জমিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। ঈগলের ঠোঁট যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি তীক্ষ্ণ তার নজর। ওটাকে ফাঁকি দিতে পারে না কোনওকিছুই।

দড়ির মতো পাকানো দেহ, শক্ত পোক্ত চেহারা, উঁচু কপাল, টিকালো নাক আর একটু বের হয়ে থাকা চোয়াল হাড় মিলিয়ে সেটির চেহারায় বিশেষ রূপ রয়েছে। দেখলেই মনে হয় তাঁর জন্ম হয়েছে আদেশ দেবার জন্য, কর্তৃত্ব করার জন্য। সবাই যেমন ভয় পায় তাকে, তেমনি পূজাও করে। দেশ বিদেশে প্রখ্যাত এই ফারাও মিশরকে এনে দিয়েছেন তার হারানো গৌরব।

জ্ঞান হবার পর, এই প্রথম বারের মতো পিতাকে এত কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছে রামেসিস। এতদিন বড় হয়েছে রাজপ্রাসাদ কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবকদের কাছে। ওরা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, বিশেষ করে শিখিয়েছে একজন রাজপুত্রের আচার-আচরণ। কিন্তু আজ সকালেই সেটি বেচারাকে হায়ারোগ্লিফিক ক্লাস থেকে নিয়ে এসে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পিতা-পুত্রের মাঝে একটা বাক্য পর্যন্ত বিনিময় হয়নি।

পথে গাছ-গাছড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, দুই ঘোড়ার রথ থেকে নেমে গিয়েছে তারা। হেঁটেই ঢুকে পড়েছে লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। এর মাঝে যে কখন ওই ষাঁড়ের এলাকায় প্রবেশ করেছে, তা টের পায়নি।

কে বেশি ভীতিপ্রদ? ফারাও? নাকি ওই প্রাণীটা? দুই শক্তিশালী প্রাণের মাঝে নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছে রামেসিসের। পুরাণে ষাঁড়কে দেয়া হয়েছে দৈব-প্রাণীর মর্যাদা। আর ফারাও তো নিজেই দৈব মর্যাদাপ্রাপ্ত। অধিকাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের তুলনায় লম্বা আর সাহসী হলেও, এ মুহূর্তে নিজেকে ফাঁদে পড়া জন্তু বলে মনে হচ্ছে রামেসিসের।

'আমাকে দেখে ফেলেছে।' কণ্ঠে সাহস আনার প্রয়াস পেল বেচারা।

'ভালো।'

রামেসিসকে উদ্দেশ্য করা বলা বাবার প্রথম শব্দটা শুনেই মনে হলো, তিনি যেন ওকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিচ্ছেন।

'প্রাণীটা বিশাল, ওটা...'

'আর তুমি? তোমার কী পরিচয়, বলো তো?'

রামেসিসকে চমকে দিল প্রশ্নটা। এদিকে ষাঁড়টি মাটিতে সামনের বাঁ পায়ের খুর দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করে চলছে, যেন যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার করছে।

'তুমি কি কোনও কাপুরুষ? নাকি আমার...ফারাও-এর পুত্র?' সেটির দৃষ্টি যেন ওর আত্মাকে দেখে নিচ্ছে।

'লড়তে আমি ভালবাসি, কিন্তু...'

'সাহসী মানুষ নিজের শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত লড়ে যায়। কিন্তু ফারাও? ফারাও তার শক্তির শেষ সীমাকেও অতিক্রম করে ফেলেন। তোমার যদি তা না করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে তুমি ফারাও হবার যোগ্য নও। আজকের পর আমাদের আর কখনও দেখা হবে না। তোমাকে মুখোমুখি হতে হবে না কোনও পরীক্ষার। চাইলে

চলে যেতে পার; আর যদি নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে চাও, তাহলে ওই ষাঁড়টাকে ধরে নিয়ে এসো।'

সাহস করে পিতার চোখে চোখে রাখল রামেসিস। 'আপনি আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।'

'তোমার দাদা আমাকে কী বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন, 'নিজের মাঝে ষাঁড়ের ক্ষমতাকে শুষে নাও। হৃদয়কে করে তোলো শক্ত। তোমার অস্ত্র যেন হয় সবচাইতে তীক্ষ্ণ। ষাঁড় যেমন তার শত্রুর চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়, নিজেকেও তেমনি শত্রুর চাইতে বেশি শক্তিশালী করে তোল।' রামেসিস, তুমি বাচ্চা এক ষাঁড়ের মতোই তোমার মায়ের গর্ভাশয় থেকে বের হয়ে এসেছিলে। এখন তোমাকে হতে হবে সূর্যের মতো উজ্জ্বল, যেন তোমার লোকদের পথ দেখাতে পার। এতদিন আমার ছায়ায় পড়ে ছিলে, আজ তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। হয় উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করো- আর নয়তো নিভে যাও।'

ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ষাঁড়, পিতা-পুত্রের গলার আওয়াজ ওকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে চারপাশে, যেন প্রকৃতিও আসন্ন লড়াইয়ের কথা টের পাচ্ছে।

ষাঁড়টির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো রামেসিস।

হাতাহাতি লড়াইয়ে, ওর চাইতে বড় আর শক্তিশালী মানুষকেও হারিয়ে দিতে পারে সে। প্রশিক্ষক নানা ধরনের কায়দা-কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই দানবের বিরুদ্ধে সেগুলো কাজে আসবে কি?

সেটি পুত্রের দিকে একটা লম্বা দড়ি এগিয়ে দিলেন, এক মাথায় ফাঁস বানানো ওতে। 'প্রাণীটার সমস্ত শক্তি তার মাথায়। শিং দুটো আঁকড়ে ধরলেই দেখবে কায়দা মতো পেয়ে গিয়েছ।'

আশার আলো দেখতে পেল তরুণ। দড়ি ছুঁড়ে কীভাবে প্রাণীদের কায়দা করতে হয়, সেই অনুশীলন প্রাসাদের লেকে প্রায়ই করতে হয় ওকে।

'ল্যাসোটা ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা মাত্র ছুটে আসবে ষাঁড়টা,' সাবধান করে দিলেন ফারাও। 'ফসকে যেন না যায়। মনে রেখ, সুযোগ মাত্র একবারই পাবে।'

কীভাবে কী করবে তা মনে মনে সাজিয়ে নিল রামেসিস, সেই সাথে সাহস সঞ্চয় করারও প্রয়াস পেল। বয়সের তুলনায় লম্বা সে, দেহও কোনও পেশাদার খেলোয়াড়ের মতো। চুলের ব্যাপারে ছোটবেলার আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলে। তখন থেকেই ওর লালচে খয়েরী চুল কানের একপাশে এনে কানের উপরে পাক খাইয়ে বাঁধা। রাজসভায় কোনও পদ পেলে তবে চুল রাখার এই রীতি পরিবর্তন করতে পারবে ও, অবশ্য ততদিন পর্যন্ত যদি বাঁচে আর কি।

যৌবনে সবাই একটু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ে, রামেসিসও তার ব্যতিক্রম নয়। নিজেকে প্রমাণের জন্য এতদিন উদগ্রীব হয়ে ছিল সে। কিন্তু কোনওদিন কল্পনাও করেনি ফারাও ওর সেই স্বপ্নকে এমন দুঃস্বপ্নে পরিণত করবেন!

মানুষের গন্ধ নাকে আসা মাত্র অধৈর্য হয়ে উঠল ষাঁড়। রামেসিস ওর ল্যাসোটাকে আঁকড়ে ধরল। ওটাকে ল্যাসোর ফাঁদে ফেলতে পারলেও, আটকে রাখতে প্রয়োজন হবে দানবীয় শক্তির। ওর দেহে সেই পরিমাণ শক্তি নেই। তাই কলিজা ফেটে মরার উপক্রম হলেও, নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে হবে ওর।

নাহ। দরকার হলে মরবে, কিন্তু তবুও ফারাওকে হতাশ করতে পারবে না।

নিজেকে তৈরি করে নিল রামেসিস; দড়িটাকে একবার পাক খাওয়াতেই ওর দিকে ছুটে এলো ষাঁড়টা, সূচালো শিং নীচু করে রেখেছে।

প্রাণীটার অসম্ভব গতি তার বিশাল দেহের সাথে একেবারেই বেমানান। অবাক হয়ে গেল তরুণ, কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি ষাঁড়ের গতিপথ থেকে সরে দাঁড়াতে ভুলল না। তাক ঠিক করে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ল্যাসো। বাতাস কেটে উড়ে গিয়ে ষাঁড়টার পিঠে গিয়ে পড়ল ওটা। টান সামলাতে না পেরে কর্দমাক্ত মাটিতে আছাড় খেল রামেসিস। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল ওর দিকে ছুটে আসতে থাকা শিং দুটোকে। ওগুলো যখন ওর বুকের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তখনও চোখ খুলে দেখছিল রামেসিস। মরতে ভয় পায় না সে, ভয় পায় না মৃত্যুর চোখে চোখ রাখতেও!

রাগান্বিত ষাঁড়টা দৌড়াতে দৌড়াতে নলখাগড়ার একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে গেল, এরপর ঘুরে আবার ছুটে এলো রামেসিসের দিকে। ততক্ষণে অবশ্য উঠে দাঁড়িয়েছে তরুণ। সরাসরি প্রাণীটার চোখের দিকে তাকালো সে, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই নজর সরবে না। সেটিকে দেখিয়ে দেবে, সম্মানের সাথে কী করে মরতে হয়, তা সে জানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা থমকে গেল ষাঁড়টা। ফারাও দক্ষতার সাথে আরেকটা ল্যাসো ওটার শিং দিয়ে গলিয়ে দিয়েছেন। হাজার চেষ্টা করেও ছোটাতে পারল না প্রাণীটা, উল্টো ফারাও দক্ষ হাতে উল্টে ফেললেন ওটাকে।

'লেজটা কেটে ফেল!' পুত্রকে আদেশ দিলেন তিনি।

দৌড়ে গিয়ে মসৃণ লেজটা আকড়ে ধরল রামেসিস। সেটির কোমরেও ওরকম একটা লেজ ঝুলছে-তিনি যে ষাঁড়ের শক্তি অর্জন করেছেন তার প্রমাণ।

পরাজিত প্রাণীটা ছটফট বন্ধ করে দিল, এখন কেবল হাঁপাচ্ছে আর থেকে থেকে গুঙিয়ে উঠছে। রামেসিসকে নিজের পেছনে এসে দাঁড়াবার ইঙ্গিত দিয়ে ওটাকে ছেড়ে দিলেন রাজা।

'এই প্রজাতির পুরুষ সদস্যদের হার মানানো যায় না,' বললেন তিনি। 'দরকার হলে পানির উপর দিয়ে বা আগুনের মাঝ দিয়ে দৌড়ে যায় এরা।'

ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়ালো ষাঁড়, আড়চোখে একবার প্রতিপক্ষদের দিকে তাকালো। ফারাও-এর শক্তির কাছে হার মেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পালের দিকে ফিরে গেল সে।

'আপনি ওটাকে হারিয়ে দিয়েছেন!' বলে উঠল রামেসিস।

'নাহ, আমরা একটা চুক্তি করেছি।' বলে খাপ থেকে ড্যাগার বের করলেন সেটি। রামেসিসকে নড়ার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে, ছেলেটার কানের উপরে বেঁধে রাখা টিকিটা কেটে ফেললেন।

'পিতা...'

'আজ তোমার শৈশবের শেষ দিন। আগামী কাল থেকে যৌবন শুরু, রামেসিস।'

'কিন্তু...কিন্তু আমি তো ষাঁড়টাকে হারাতে পারিনি।'

'ভয় নামক শত্রুটাকে তো পেরেছ! এটাই জ্ঞানের পথে তোমার প্রথম পদক্ষেপ।'

'এরকম শত্রু কি আরও আছে?'

'মরুভূমিতে যত বালিকণা আছে, তার চেয়েও বেশি আছে এমন শত্রু।'

তরুণ রাজপুত্রের মুখ থেকে প্রশ্নটা ফসকে বেরিয়ে এলো, 'আমি কি ধরে নেব...যে আপনি আমাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেছেন?'

'তোমার কি মনে হয়, রাজা হতে হলে কেবল সাহস থাকাই যথেষ্ট? অন্য কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই?'

দুই

সারী, রামেসিসের অভিভাবক আর শিক্ষক প্রাসাদ জুড়ে তার ছাত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর আগেও ছেলেটা অংক ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অলস আর ফাঁকিবাজ বন্ধুদের সাথে সময় কাটিয়েছে। সারীর সন্দেহ হচ্ছে, আজকেও তেমনি কিছু একটা করছে ছেলেটা। যখনই এমন কোনও কাণ্ড করে বসে রামেসিস, তখনই দুশ্চিন্তায় পরে যায় সারী। রামেসিসের বড় বোনের স্বামী হওয়ায়, 'রাজকীয় অভিভাবক'-এর দায়িত্বটা যে তার ঘাড়েই এসে চেপেছে।

অনেকেই এই দায়িত্ব পেতে উদগ্রীব হয়ে ছিল...কিন্তু তা তাদের কারও সেটির শক্ত মানসিকতার এই ছেলেকে সামলাবার অভিজ্ঞতা নেই বলেই। স্রষ্টা অসামান্য ধৈর্য শক্তি দিয়েছিলেন বলেই এত দিন ধরে টিকতে পেরেছে সে। নয়তো অনেক আগেই রণে ভঙ্গ দিত। প্রথা অনুসারে, নিজ সন্তানের বেড়ে ওঠা ও শিক্ষা দীক্ষা থেকে ফারাও নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন। সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে। এরপর ছেলের যোগ্যতার পরীক্ষা নেবেন তিনি, সিদ্ধান্ত নেবেন ছেলে পরবর্তী শাসক হবার যোগ্য কি না। তবে এই ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া হয়েছে। শানার, রামেসিসের বড় ভাই রাজা হবে। কিন্তু তাই বলে তো আর ছোট সন্তানকে ফেলে দেয়া যায় না। যোগ্যতা থাকলে দক্ষ কোনও সেনানায়কে পরিণত করা যাবে তাকে, আর না থাকলে রাজসভার সভাসদে।

ত্রিশের শেষ দিকে সারীর বয়স। বিশ বছর বয়সী স্ত্রীকে সাথে নিয়ে নিজ প্রাসাদের পুকুরে সময় কাটাতে কোনও আপত্তি নেই তার। কিন্তু সমস্যা হলো, অমনভাবে প্রথম দুই একদিন কাটাতে ভালো লাগে। এরপর তা একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। রামেসিসের বদন্যতায় ওর জীবনে এখন বৈচিত্র্যের কোনও অভাব নেই। প্রচণ্ড প্রাণচঞ্চল আর অসম্ভব কল্পনাপ্রবণ ছেলেটা এর আগে বেশ কয়েকজন অভিভাবককে হার মানিয়েছে। সারীর কথাও যে খুব শোনে তা নয়, তবে শিক্ষক হিসেবে নিজের যোগ্যতা ভালোভাবেই প্রমাণ করেছে সে। সত্যি বলতে কী, গোপনে গোপনে ছাত্রের বুদ্ধিমত্তা আর প্রখর অন্তঃদৃষ্টি নিয়ে গর্ব পর্যন্ত অনুভব করে!

কিন্তু রামেসিসের মাঝে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। যে ছেলেটা আগে এক মুহূর্তের জন্যও বসে থাকত না, সেই এখন জ্ঞানী তাহ-হোটেপের বাণীর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। এক ভোরে তো ওকে স্বপ্নীল চোখে আকাশে উড়তে থাকা সোয়ালো পাখির দিকে তাকিয়েও থাকতে দেখেছে সারী। পরিপক্ক হতে শুরু করেছে রামেসিস।

তবে কিনা এই পরিপক্কতা অনেক তরুণের মাঝেই শুরু হয়, শেষ হয় না। যদি ছেলেটার ভেতরের আগুনটাকে সামলানো যায়, তাহলে কী অসাধারণ এক মানুষ হিসেবেই না আত্মপ্রকাশ করবে সে!

তবে কোনও পথ কাঁটা ছাড়া নয়। রাজসভা এবং বর্তমান সমাজের প্রতিটা স্তর এখন মধ্যম পর্যায়ের মানুষের হাতে। নিজেদেরকে যেন ছোট দেখতে না হয়, তাই শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের এক পাশে সরিয়ে রাখে তারা। সেটির উত্তরাধিকারী আগে থেকেই নির্ধারিত, তাই হয়তো রামেসিসের ষড়যন্ত্রের শিকার হবার ভয় নেই। কিন্তু তাই বলে ওর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তাও বলা চলে না। ওর ভাইসহ আরও অনেকের বিষদৃষ্টিতে এরিমাঝে পরে গিয়েছে রাজপুত্র। হয়তো দূরের কোনও প্রাদেশিক রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওকে! কী হবে তখন? গ্রাম্য জীবনে খাপ খাইয়ে স্থিতু হয়ে বসতে পারবে?

স্ত্রীকে এসব দুশ্চিন্তার কথা জানায়নি সারী, মেয়েটা আবার বড় পেট আলগা। আর সেটিকে তো এসব বলার কোনও প্রশ্নই আসে না। ক্রমবর্ধমান রাজত্ব নিয়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত যে, রাজকীয় অভিভাবকের দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তার? পিতা-পুত্রের মাঝে যে কোনও সম্পর্ক নেই, তা-ও এক দিক দিয়ে ভালো। সেটির মতো এক প্রভাবশালী চরিত্রের সামনে পড়লে রামেসিসের হাতে মাত্র দুটি বিকল্প থাকবেঃ হয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠা আর নয়তো গুঁড়িয়ে যাওয়া। অভিভাবকের হাতে সন্তানকে তুলে দেয়াটা খুব ভালো একটা প্রথা; বাবারা সবসময় সন্তানের জন্য কোনটা ভালো হবে তা জানেন না।

রামেসিসের মা, রাজমহিষী টুইয়ার ব্যাপারটা পুরো ভিন্ন। সারীকে নিয়ে খুব অল্প ক'জন মানুষ ছোট ছেলের প্রতি তার তীব্র অনুরাগের কথা জানে। শিক্ষিত আর পরিমার্জিত টুইয়া'র কথাই প্রাসাদের শেষ কথা। অভিজাত আর সাধারণ, দুই শ্রেণির মানুষই তাকে শ্রদ্ধা করে। তবে টুইয়া'র কাছে যাবার কথাও ভাবতে পারে না সারী। এসব রানির কানে তুললে সারীর নিজের মর্যাদাই হুমকির মাঝে পড়ে যাবে। গুজব বা ভিত্তিহীন কথাবার্তা পছন্দ করেন না তিনি। তার চোখে ভিত্তিহীন অভিযোগ আর ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা সমান। তারচেয়ে নিজের দুশ্চিন্তা নিজের কাছে রাখাই ভালো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তাবলের দিকে এগোল সারী। ঘোড়াকে তীব্র ভয় পায় সে। আর সেকথা আস্তাবল রক্ষকদের অজানা নেই। ওদের ঠাট্টা-উপহাসকে পাত্তা না দিয়ে রামেসিসকে খুঁজে চলল সে। কিন্তু দুশ্চিন্তার কথা হলো, আস্তাবলের কেউ দুদিন হলো ছেলেটাকে দেখেনি!

দুপুরের খাবারের কথা ভুলে ছাত্রকে খুঁজে বেড়ালো সারী। রাত নামার আগে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটাকে প্রাসাদে ফেরার অনুমতি দিল না। রামেসিসের উধাও হয়ে যাওয়াটা শীঘ্রই জানাতে হবে ওকে, প্রমাণ করতে হবে এতে ওর কোনও হাত নেই। তারচেয়ে বড় কথা এমন এক সংবাদ নিয়ে স্ত্রীর সামনে কী করে দাঁড়াবে ও?

রয়াল অ্যাকাডেমির অন্যান্য শিক্ষকেরা যখন ওকে শুভেচ্ছা জানাল, তখনও এসব চিন্তায় মগ্ন ছিল সারী। ঠিক করল, সকাল হতেই রামেসিসের কাছের বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ

করবে সে। যদি এতে কোনও লাভ না হয়, তাহলে হার মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। কিন্তু এমন কোন অপরাধ করল সারী যে দেবতারা ওকে এই সাজা দিচ্ছেন? ওর কর্মজীবন এখানেই বিনা দোষে শেষ হয়ে যাবে, সভা থেকে বের করে দেয়া হবে, স্ত্রী পরিত্যাগ করবে, নীল নদে অববাহিকার অগণিত খেটে খাওয়া মানুষের একজনে পরিণত হতে হবে তাকে। অন্ধকার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় নিজের পছন্দের জায়গাটায় চলে গেল ও। লিপিকাররা সাধারণত যেমন চারজানু হয়ে বসে, সেভাবে বসে ভাবতে শুরু করল।

এই মুহূর্তে রামেসিসের ওর মুখোমুখি বসে থাকার কথা। আট বছর বয়সেই সুন্দর করে হায়ারোগ্লিফিক আঁকতে বা দক্ষতার সাথে পিরামিডের ঢালের কোণের পরিমাণ বের করতে পারত ছেলেটা। অবশ্য যতক্ষণ ব্যাপারটা ওকে আনন্দ দিত, ঠিক ততক্ষণই মন দিয়ে পড়াশোনা করত সে।

অভিভাবক চোখ বন্ধ করে ফেলল। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাই উজ্জ্বল অতীতের গৌরবান্বিত দিনগুলোর স্মৃতিচারণায় ডুব দিল।

'ঠিক আছো তো, সারী?'

গলাটা সাথে সাথে চিনতে পারল অভিভাবক, এমন গভীর আর কর্তৃত্বপরায়ণ গলা একজনেরই হতে পারে।

'তুমি? আসলেই কি তুমি?'

'চোখ খুলেই দেখ। অবশ্য ঘুমের আমেজ যদি কাটাতে না চাও, তাহলে ভিন্ন কথা।'

চোখ খুলল সারী, খুলেই দেখতে পেল রামেসিসকে। অগোছালো দেখাচ্ছে, তবে সেই সাথে উল্লসিতও।

'আমাদের দুজনেরই গোসল করা দরকার, গুরু। কিন্তু তোমার পোশাক এত নোংরা হলো কীভাবে?'

'গিয়েছিলাম আস্তাবলে। আরও কয়েক জায়গায় যেতে হয়েছে, তবে সেগুলোর নাম বলতে চাই না।'

'আমাকে খুঁজছিলে?'

হতভম্ব সারী উঠে বসল, রামেসিসের দিকে তাকাল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে।

'তোমার চুল এরকম হলো কেন?'

'পিতা নিজ হাতে টিকি কেটে ফেলেছেন।'

'অসম্ভব! প্রথা অনুসারে-'

'আমার কথায় সন্দেহ হচ্ছে?'

'মাফ চাইছি।'

'শান্ত হয়ে বস অভিভাবক, পুরোটা শুনে নাও আগে।'

রাজকুমারের কণ্ঠ থেকে বাচ্চা-বাচ্চাভাব উধাও হয়ে গিয়েছে। সারী অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, নিজের অজান্তেই ছেলেটার আদেশ মেনে বসে পড়েছে সে।

'পিতা আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাও বুনো ষাঁড় ব্যবহার করে।'

'কী? কিন্তু কেন-?'

'আমি প্রাণীটাকে হারাতে পারিনি, কিন্তু মুখোমুখি হয়েছি। আমার মনে হয়...না, আমি বিশ্বাস করি পিতা উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাকেই বেছে নিয়েছেন।'

'না রাজকুমার। তোমার ভাইকে এরইমাঝে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।'

'কিন্তু ফারাও কি তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'হয়তো তোমার পিতার কানে তোমার 'সুনাম' পৌঁছে গিয়েছে। তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন, বিপদের সামনে তোমার আচরণ কেমন হয়।'

'এই কাজ করে তিনি সময় নষ্ট করবেন! নাহ, আমি নিশ্চিত। এত ছোট ব্যাপারে সেটি নাক গলাবেন না।'

'বেশি আশা করো না, রামেসিস। এটা তো পাগলামী!'

'কেন?'

'কারণ সভায় প্রভাবশালী যারা আছে, তাদের কারও তোমাকে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। তারা তোমাকে চান না।'

'কেন? তাদের এমন কী ক্ষতি করেছি আমি?'

'তুমি কী করেছ তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি 'কে' তাতে যায় আসে।'

'তাহলে কি মানুষজনের সাথে আরও বেশি বেশি মিশতে বলছ?'

'আমার কথা শোন...'

'শুনলাম তো। কিন্তু ওই ষাঁড়ের অগ্নিপরীক্ষার কারণটাও তো ভাবতে হবে।'

'রামেসিস, রাজনীতি যে কতটা বীভৎস হতে পারে সে ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণাই নেই। এক ষাঁড়ের সাথে লড়াই করেই রাজনীতির শিখরে পৌঁছানো যায় না।'

'তাহলে আমাকে সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করো।'

'মানে?'

'তুমি রাজসভার ব্যাপারে সব কিছু জান। আমাকে বলে দাও কে আমার শত্রু আর কে মিত্র। আমার গোপন পরামর্শদাতা হও।'

'আমার কাছ থেকে এত বেশি আশা করাটা তোমার উচিত হচ্ছে না। আমি তো তোমার অভিভাবক মাত্র।'

'তোমাকে না কেবলই বললাম–আমার শৈশব আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ? হয় আমার শিক্ষক আর পরামর্শদাতা হও, আর নয়তো বিদায় নাও।'

'তুমি আমাকে অহেতুক ঝুঁকি নিতে বলছ। অথচ তুমি সিংহাসনের দাবিদারও নও। তোমার বড় ভাইকে ছোটবেলা থেকে ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। যদি ওর বিরুদ্ধাচারণ করো, রামেসিস, তাহলে তোমাকে ধ্বংস করে দিতে সে এক বিন্দু ইতস্তত করবে না।'

তিন

অবশেষে এসে উপস্থিত হলো বহুল আকাঙ্ক্ষিত রাতটি। নতুন চাঁদ উঠেছে আকাশে, আবছা আলো চারিদিকে। রামেসিস রয়াল অ্যাকাডেমিতে ওর সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। বলেছিল, সাহস থাকলে যেন শহরে ওর সাথে দেখা করে। এখন পর্যন্ত না বলা অনেক প্রশ্ন, ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলবে।

দোতলার একটি কক্ষে রামেসিসের আবাস। জানালা গলে সহজেই নিচে লাফিয়ে পড়ল সে। নরম মাটি অনেকটাই শুষে নিল উপর থেকে ওর পড়ার ফলে সৃষ্ট চাপ। দেয়াল ঘেঁষে চুপিচুপি এগোল তরুণ। প্রহরীদের নিয়ে খুব একটা চিন্তা নেই। দুয়েকজন ঘুমাচ্ছে আর অন্যরা পাশা খেলায় মত্ত। যদি কপাল ফেরে সতর্ক কোনও প্রহরীদের সামনে পড়েই যায়, তাহলে হয় কথার জালে ফেলে তাকে বোঝাবে আর নয়তো মেরে অজ্ঞান করে ফেলবে–এমনটাই ভাবনা রামেসিসের। তবে উত্তেজনায় এক বিশেষ প্রহরীর কথা ভুলে গিয়েছিল রাজকুমার। মাঝারী আকৃতির এক সোনালি পশমের কুকুর, প্রাসাদের অতন্দ্র প্রহরী। লম্বা লম্বা কান আর বাঁকানো লেজ নিয়ে ওটা রামেসিসের সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো।

কোনও কিছু না ভেবেই প্রাণীটার চোখে চোখ রাখল রাজকুমার। সাথে সাথে লেজ নাড়তে নাড়তে বসে পড়ল কুকুরটা। রামেসিস এগিয়ে গিয়ে আলতো চাপড় বসাল ওটার গায়ে। ব্যস, বন্ধুত্ব হয়ে গেল দুজনের মাঝে। ওটার গলায় একটা চামড়ার লাল কলার বাঁধা। তাতে নাম লেখা-'প্রহরী।'

'সাথে আসতে চাস?'

ছোট কালো নাকটা ঝাঁকিয়ে সদ্য পাওয়া মনিবকে পথ দেখিয়ে সদর দরজার দিকে নিয়ে চলল প্রহরী। রাত অনেক হলেও, মেমফিসের রাস্তায় লোকজন এখনও হাঁটাচলা করছে। দেশের অতীত রাজধানী এই শহরটা। দক্ষিণের নগর থিবস সম্পদের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে থাকলেও, মেমফিসে এখনও রয়েছে খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে রাজ পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। 'কাপ' নামে খ্যাত এই বিদ্যাপীঠে ভর্তি হওয়াটাই বিশাল এক কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু রামেসিস আর ওর মতো উচ্চ বংশীয় অন্যদের জন্য অ্যাকাডেমির দরজা সাদরে খুলে দেয়া হয়েছে। আর এরাই এখানকার পরিবেশকে দমবন্ধ করা বলে মনে করে, পালাতে চায়!

ছোট হাতার সাধারণ এক টিউনিক পরনে আছে বলে, খুব সহজেই মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যেতে সক্ষম হলো রামেসিস। মেডিক্যাল স্কুলের পাশেই একটা সরাইখানা আছে। শিক্ষানবিস চিকিৎসকেরা ওখানে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি ডুবাতে যায়। প্রহরীকে সাথে নিয়ে সরাইখানায় প্রবেশ করল রাজকুমার। কাপের নিয়ম অনুসারে, কোনও ছাত্র ওই সরাইখানায় পা পর্যন্ত রাখতে পারবে না। কিন্তু রামেসিস এখন আর বাচ্চা নেই। খাঁচায় আবদ্ধ পাখি যে মুক্তি পেয়েছে!

সরাইখানার প্রধান ঘরটা চুনকাম করা, মেঝেতে পাতা মাদুর আর টুল। দলবদ্ধ হয়ে মানুষ কড়া বিয়ার, ওয়াইন আর তালের রস পান করছে। মালিকও তার দামী মদের সংগ্রহ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। চুপচাপ একটা কোনা বেছে নিয়ে বসে পড়ল রামেসিস, নজর সদর দরজার দিকে।

'কী নেবেন?' জানতে চাইল এক পরিবেশক।

'এখুনি কিছু লাগবে না।'

'অপরিচিতদের আগে টাকা দিতে হয়।'

একটা ব্রেসলেট এগিয়ে দিল রাজকুমার। 'এতে চলবে?'

'চলবে। ওয়াইন না বিয়ার?'

'তোমাদের সেরা বিয়ারটা নিয়ে এসো।'

'কয় গ্লাস?'

'এখনও নিশ্চিত নই।'

'বোতলটা নিয়ে আসি। যখন বলবেন, তখন নাহয় গ্লাস এনে দেব।'

রামেসিস বুঝতে পারল, যেহেতু জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই তাই সম্ভবত ওকে ঠকানো হচ্ছে। স্কুল ছাড়ার সময় হয়েছে। বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে ওর কোনও ধারণাই জন্মায়নি। প্রহরী গুটিশুটি মেরে ওর পায়ের কাছে শুয়ে আছে। বন্ধুদের আসার অপেক্ষা করছে রামেসিস। ক'জন আসবে? মনে মনে তালিকা বানাতে শুরু করল সে।

অতি সাবধান আর কর্মজীবনের ব্যাপারে বেশি সচেতনদের বাদ দিল প্রথমেই। এরপর এক এক করে অন্যদের, শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনটি নাম ঠাঁই পেল ওর তালিকায়। বিপদ বা ঝামেলার আশংকা এই তিন জনকে হার মানাতে পারবে না।

সেটাওকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে হাসল রামেসিস। পেশীবহুল আর পৌরুষদীপ্ত দেহ, ত্বক আর চুল দুটোই কালো ছেলেটার। এক নাবিক আর তার নুবিয়ান স্ত্রীর সন্তান সেটাও। অস্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য এবং রসায়ন ও গাছগাছালিকে বোঝার প্রায় অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ওকে শুরু থেকেই আলাদা করে দিয়েছে। কাপ-এ এসেও ভালো করছে। কথা বার্তা বলতে খুব একটা পছন্দ করে না সে, তাই রামেসিসের পাশে এসে চুপ করে বসে রইল। ওদের মাঝে ঠিকভাবে সম্ভাষণ বিনিময়ও হয়নি এমন সময় এসে প্রবেশ করল আহমেনি।

আহমেনির মাঝে অসুখের ধাঁচটা একটু বেশিই প্রবল। খেলাধুলা বা ভারী কাজকর্মের জন্য একদম অনুপযুক্ত ছেলেটা। তবে কাজের মাঝে ডুবে গেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়, রাতে তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমায় না। হায়ারোগ্লিফিক ক্লাসে ও-ই সবার সেরা। সাহিত্য সম্পর্কে এখনি শিক্ষকদের চাইতে বেশি জানে। পলস্তারা লেপনকারীর সন্তান ও, পরিবারের অহংকার।

'প্রহরীকে ঘুষ হিসেবে আমার রাতের খাবার দিয়ে পার পেয়েছি।' গর্বের সাথে ঘোষণা করল আহমেনি। এ-ও রামেসিসের তালিকায় ছিল। রাজকুমার জানত, প্রয়োজন পড়লে সেটাও শক্তি প্রয়োগ করবে আর আহমেনি করবে বুদ্ধি।

পরের জনকে দেখে অবাক হয়ে গেল রামেসিস। কখনও ভাবেনি যে আহসা এত বড় ঝুঁকি নেবে। ধনী আর অভিজাত এক পরিবারের ছেলে বলে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তার। সরকারের কোনও উঁচু পদ ওর জন্য অপেক্ষারত। পাতলা এবং আভিজাত্যপূর্ণ চেহারাটায় চিকন গোঁফের পাশাপাশি উদ্ধতভাবটাও পরিষ্কার ফুটে থাকে। অথচ তাও মানুষ ওকে, ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়াকে আর মসৃণ কণ্ঠকে ভালো না বেসে পারে না।

তিন বন্ধুর মুখোমুখি এসে বসল আহসা।

'অবাক হয়েছ নাকি, রামেসিস?'

'তা একটু হয়েছি।'

'জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠছে। ভাবলাম একটু বৈচিত্র্য আনা যাক, মজা হবে।'

'ধরা পড়লে শিক্ষকরা মজা বের করবে কিন্তু।'

'ওই চ্যালেঞ্জের জন্যই তো এসেছি। যাই হোক, সবাই উপস্থিত?'

'নাহ।'

'তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আবার তোমাকে হতাশ করবে না তো?'

'নাহ, আসবে ও। দেখে নিও।'

কথা না বলে বিয়ারের অর্ডার দিল আহসা। একটু আগে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাগুলো বললেও, এখন রামেসিসের মনে বাসা বেঁধেছে হতাশা আর দুশ্চিন্তা। আর তাই এক বিন্দু গলায় ঢালতে পারল না সে। ছেলেটির ব্যাপারে কী তাহলে বড় ভুল করে বসেছে ও?

'এসে পড়েছে!' চিৎকার করে উঠল আহমেনি।

লম্বা ছেলেটার কাঁধ দুটো চওড়া, লম্বা-ঘন চুল আর চিবুকে হালকা দাড়িও আছে। দেখে মনেই হয় না মোজেসের বয়স মাত্র পনের। বংশানুক্রমিকভাবে তার হিব্রু পূর্বপুরুষেরা শ্রমিক। দেহে রামেসিসের মতোই শক্তি ধরে। অসাধারণ প্রজ্ঞা আর বুদ্ধিমত্তার কারণে একদম ছোট বেলায় কাপ-এ পাঠাবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল ওকে। প্রথম প্রথম তো রামেসিস আর মোজেস একে অন্যকে সহ্যই করতে পারত

না। এরপর এক হয়ে ওদের সব মনোযোগ শিক্ষকদের উত্যক্ত করার পেছেন ঢালবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

'পথে এক গার্ড পড়েছিল। বয়স বেশি বলে হাত তুলতে পারছিলাম না। তাই বুঝিয়ে শুনিয়ে আসতে হলো।'

একে অন্যকে অভিনন্দন জানিয়ে সবাই এক দফা পান করল। নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ বেশি হয়, তাই সবারই মনে হলো এবারের মতো সুস্বাদু বিয়ার আগে পান করেনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল রামেসিস, 'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করেই ফেলি,' সরাসরি বলল সে। 'সত্যিকারের ক্ষমতা কোথায় বা কিসের মাঝে রয়েছে বলে মনে করো?'

'হায়ারোগ্লিফস লেখা আর পড়ার মাঝে,' সাথে সাথে বলে উঠল আহমেনি। 'ওগুলো দেবতাদের ভাষা, জ্ঞানীরা এর মাধ্যমেই তাঁদের অর্জিত জ্ঞান আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। 'তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করো,' লিখিত আছে। 'কেননা তাঁরা তোমাদের আগেই জীবন সম্পর্কে জেনেছেন। জ্ঞানই শক্তি এবং একমাত্র লিখিত বাণীই একজনকে অমর করে রাখতে পারে।"

'ওসব অন্য কোনও লেখকের বোকার মতো বলা কথা।' সেটাও আপত্তি জানাল।

লাল হয়ে গেল আহমেনি। 'তুমি কী লিপিকারদের ক্ষমতা অস্বীকার করছ? সদাচারণ, আদব কায়দা, সততা, বিশ্বাস, ন্যায় বিচার, ঈর্ষা থেকে মুক্তি-এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বলিয়ান হতে চাই আমি। আর চাই নীরবতার মাঝে লেখালেখি করার সুযোগ। ওটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'মানতে পারলাম না,' বলল আহসা। 'ক্ষমতার পথ হিসেবে আমাকে বাছতে বললে আমি কূটনীতিকে বেছে নেব। আর সেজন্যই আমি বিদেশে যেতে চাই, বন্ধুদের...এবং আমাদের শত্রুদেরও ভাষা শিখতে চাই। বুঝতে চাই, কীভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সংঘঠিত হয়। অন্যান্য রাজতন্ত্রের নেতাদের আসল উদ্দেশ্য জানতে চাই, যেন তাঁদেরকে হাতের মুঠোয় রাখা যায়।'

'তুমি এই শহরে জন্মেছ, আর এখানেই বড় হয়েছ,' সেটাও বলে উঠল। 'প্রকৃতির সাথে তোমার কোনও সম্পর্কই নেই। শহর...এই শহরটাই আমাদের প্রধান শত্রু।'

'তাহলে তোমার মতে ক্ষমতার উৎস কী?' আহসা জানতে চাইল।

'জীবন আর মৃত্যু, সৌন্দর্য আর বিভীষিকা, বিষ আর তার প্রতিষেধকের মেলবন্ধন জানতে পারার মাত্র একটাই উপায় আছে। আর তা হলো, সাপকে অনুসরণ করা।'

'ঠাট্টা করছ!'

'কোথায় পাওয়া যায় সাপ? মরুভূমিতে, মাঠে, জলাভূমিতে, নীল নদ আর তার অগণিত খালে, রাখালের কুঁড়েতে, গোশালায় এমনকি ঘরের অন্ধাকারাচ্ছন্ন শীতল

কোনাতেও! সবখানেই সাপের আবাস। ওদের মাঝেই লুকায়িত আছে জীবন সৃষ্টির রহস্য। আমি সেই রহস্য উৎঘাটন করতে চাই।'

তর্ক করার চেষ্টাও করল না কেউ, সেটাও যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'মোজেস, তুমি কী বলো?'

ইতস্তত করল ছেলেটা, 'আমি তোমাদেরকে ঈর্ষা করি, বন্ধুরা। কেননা আমার কাছে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। অদ্ভুত সব চিন্তা আমাকে বিব্রত করে তুলছে আজ কাল। মন পরিবর্তন হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু তবুও নিজের ভবিষ্যৎ ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে। সম্ভবত আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও হারেমে চাকরির প্রস্তাব দেয়া হবে। সম্ভবত সেটা আমি নিয়েও নেব। তবে অপেক্ষা করব আরও উত্তেজনাকর কোনও কাজের জন্য।'

চার তরুণ চোখে প্রশ্ন নিয়ে রামেসিসের দিকে তাকালো। 'প্রকৃত ক্ষমতা বলতে আমি কেবল একটা জিনিসই বুঝি,' ঘোষণা দেয়ার সুরে বলল রাজকুমার। 'আর তা হলো, ফারাও-এর ক্ষমতা।'

চার

'তোমার কাছ থেকে এই উত্তরটাই আশা করছিলাম।' অনুযোগের সুরে বলল আহসা।

'পিতা আমাকে বুনো ষাঁড় ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখেছেন,' বোমা ফাটাল যেন রামেসিস। 'ফারাও হিসেবে আমাকে গড়ে তুলতে না চাইলে ওমন কাজ কেন করবেন তিনি?'

যেমনটা ভেবেছিল, সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল ওর কথা শুনে। সবার প্রথামে আহসা-ই নিজেকে সামলে নিল, 'কিন্তু সেটি তো ইতিমধ্যে তোমার ভাইকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন!'

'তাহলে ওকে কেন তিনি পরীক্ষা করে দেখেননি?

উজ্জ্বল হয়ে গেল আহমেনির চেহারা। 'দারুণ সংবাদ রামেসিস। কোনও দিন কল্পনাও করিনি যে ভবিষ্যতের ফারাও-এর সাথে বন্ধুত্ব হবে!'

'খুব বেশি আশাবাদী হবার দরকার নেই,' পরামর্শ দিল মোজেস। 'হয়তো সেটি এখনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।'

'যাই হোক। তুমি কি তোমরা আমার পক্ষে না বিপক্ষে?' জানতে চাইল রামেসিস।

'অবশ্যই পক্ষে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার পক্ষে।' উত্তর দিল আহমেনি।

মোজেসও নড করল।

'সব পয়সারই দুটো দিক থাকে,' নিজের মত বলল আহসা। 'যদি দেখি যে তুমি ধীরে ধীরে উন্নতি করছ, তাহলে তোমার ভাইয়ের উপর থেকে আমার ভরসা হটে যাবে। আর যদি উল্টোটা হয়, তাহলে বলি-আমি পরাজিত হতে পছন্দ করি না।'

আহমেনি রাগে মুষ্ঠিবদ্ধ করে ফেলল। 'তোমাকে ধরে চাব-'

'হয়তো আমিই আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী।' ভাবী কূটনীতিক বলল।

'তোমার ধারণা সত্যি হলে অবাক হব,' বলল সেটাও। 'তবে আমি বাস্তববাদী।'

'তাহলে ওই বাস্তববাদী মন কী বলছে, তা আমাদেরকেও বলো।'

'মিষ্টি কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কাজে বিশ্বাস করি। ভবিষ্যৎ রাজার সরীসৃপকে পোষ মানানো জানতে হবে। পরবর্তী পূর্ণিমার রাতে যখন সাপ শিকার করতে বেরোবে, তখন আমি রামেসিসকে নিয়ে বের হব। দেখি ও কী করতে পারে!'

'যেও না!' প্রার্থনার সুরে বলে উঠল আহমেনি।

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম তোমার কথা।' ওকে পাত্তা না দিয়ে সেটাওকে বলল রামেসিস।

কাপ-এর ভিত নাড়িয়ে দিল এই কেলেঙ্কারি।

এর আগে সবচেয়ে বড় ক্লাসের কোনও ছাত্র প্রকাশ্যে এমন কিছু করার সাহস পর্যন্ত পায়নি।

সারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অপরাধীদেরকে ধরে সাজার ব্যবস্থা করার। গ্রীষ্মকালীন ছুটির মাত্র কয়েকদিন আগে এমন একটা কাজ করার কোনও আগ্রহ ছিল না বেচারা সারীর। তার উপর এই পাঁচজনের প্রত্যেককে তাদের অসাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য সরকারী পদ দান করা হয়েছে। কাপ-এর সদর দরজা খুলে ওদের এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতে পা রাখার কথা।

রামেসিসকে একটা কুকুরের সাথে খেলতে দেখল সারী, ওটা তার মনিবের খাবারে ভাগ বসাতে শিখে গিয়েছে। আগের মনিবের সব অবহেলা নিজের ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায় রামেসিস। তাই খেলছে প্রহরী'র সাথে।

কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে মাটির তৈরি এক পানির পাত্রে মুখ ডোবাল। সুযোগটা লুফে নিল সারী। বলল, 'ঝামেলায় পড়ে গিয়েছ, রামেসিস।'

'কেন?'

'সরাইখানা ভ্রমণের কথা ভুলে গেলে?'

'শুধু শুধু ব্যাপারটা বড় করছ, সারী। আমরা কেউ মাতাল পর্যন্ত হইনি।'

'হওনি, কিন্তু বড় বোকামি করে ফেলেছ। তোমাদের প্রত্যেককে যে সরকারী পদ দেয়ার কথা হচ্ছিল, তা মনে নেই? এখন? এখন কী হবে?'

অভিভাবকের কাঁধ শক্ত করে ধরল রামেসিস। 'কী হয়েছে খুলে বলবে তো!'

'তোমার সাজা...'

'ওসব পরে শুনলেও চলবে। মোজেসের কী খবর?'

'ফাইয়ুম-এ অবস্থিত হারেমের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ওকে। বয়সের তুলনায় একটু বড় দায়িত্বই পেয়েছে।'

'ভালোই হয়েছে, ও সবাইকে নাড়িয়ে দেবে। আর আহমেনি?'

'রাজসভার লিপিকার।'

'অসাধারণ! সেটাও-এর ব্যাপারে বলো।'

'বৈদ্য এবং সাপুড়ে হিসেবে সনদ পেয়ে গিয়েছে। বিষের প্রতিষেধক হিসেবে সাপের বিষ জমা করার কাজও পেয়েছে। কিন্তু-'

'আহসা? আহসা'র কথা বলতে ভুলে গিয়েছ।'

'লিবিয়ান, সিরিয়ান আর হিট্টাইট–এর উচ্চতর কোর্সে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এরপর বিবলসে দোভাষী হিসেবে নিয়োগ পাবে। কিন্তু তোমাকে যা বলতে চাইছি তা হলো, তোমাদের সবার নিয়োগ স্থগিত করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।'

'কিন্তু...'

'অ্যাকাডেমির পরিচালক আর অনুষদের শিক্ষকরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমিও ছিলাম। তোমাদের আচরণ কোনওভাবেই মেনে নেয়া যায় না।'

কিছু একটা ভাবল রামেসিস। যদি ও বন্ধুদের সাথে নিয়ে প্রতিবাদ করে, তাহলে সে খবর সেটির কাছে পৌঁছবেই। ফারাও নিশ্চয় রাগে লাল হয়ে যাবেন!

'কাপ-এর শিক্ষা হলো সবসময় ন্যায্য পথটা বেছে নেয়া। তাই নয় কি সারী?'

'ঠিক।'

'তাহলে এক্ষেত্রে একমাত্র আমাকেই শাস্তি দেয়া হোক।'

'কিন্তু-'

'আমিই পুরো ব্যাপারটা সাজিয়েছি। স্থান, কাল এমনকি পাত্রও বেছে নিয়েছি। আমার প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ওই চারজন আইন ভেঙেছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে, প্রস্তাবটা ওরা হেসেই উড়িয়ে দিত।'

'সম্ভবত, তবে তাই বলে-'

'ওদের সবাইকে সুসংবাদ দাও। আমি একাই সবার সাজা ভোগ করব। এ ব্যাপারে আর কোনও কথা শুনতে চাই না।'

দেবতাদের ধন্যবাদ জানালো সারী। রামেসিসের এই পরিকল্পনা ওকে বিব্রতকর এক পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করবে। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গোণা কয়েকজন রাজকুমারকে পছন্দ করে। সাজা হিসেবে রামেসিসকে এখানেই ছুটির দিনগুলো কাটাতে হবে, গণিত আর সাহিত্য বিষয়ে বাড়তি পড়ালেখা করতে হবে। নতুন বছরের আনন্দ উদযাপনের সময়টা এর মাঝে পার হয়ে যাবে। ফারাও উৎসবে সব সময় উপস্থিত থাকেন। এবার শানারও তাঁর সাথে থাকবে। এদিকে রামেসিসের অনুপস্থিতি বোঝাবে সবাইকে, ও কতটা গুরুত্বহীন।

সাজা শুরু হবার আগে, বন্ধুদের বিদায় জানাবার অনুমতি পেল সে।

আহমেনি উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল বন্ধুকে। ছেলেটা প্রাসাদের কাছেই কাজ পেয়েছে, তাই জানাল প্রতিদিন রামেসিসের কথা স্মরণ করবে সে। যোগাযোগ করার কোনও না কোনও পদ্ধতি খুঁজে বের করবে। রামেসিস ছাড়া পেলেই, আহমেনি প্রতিজ্ঞা করল, ওদের ভবিষ্যতের দিকে পথ চলা শুরু হবে।

মোজেসও জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। তুলনামূলক একটু কঠিন কাজ নিয়েই মেমফিস ছেড়ে যাচ্ছে সে। এখনও বিভিন্ন স্বপ্ন ওকে ভাবিয়ে তুলছে। কিন্তু রামেসিস মুক্ত হবার পর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

আহসা আবার উল্টো। উপকার করার জন্য রাজকুমারকে ধন্যবাদ জানালো সে। এ-ও জানাল, ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ পেলে এর প্রতিদান সে অবশ্যই দেবে। তবে ওদের পথ আলাদা, তাই সে সুযোগ মিলবে বলে মনে হয় না।

সেটাও রামেসিসকে ওদের অভিযানের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জানালো, রামেসিস যখন বন্দী থাকবে, তখন ও স্থানীয় সব জায়গা ঘুরে দেখবে। খুঁজে বের করবে সাপ শিকারের জন্য উপযুক্ত জায়গা। শহর ছেড়ে যেতে পারছে বলে, সেটাও-এর আনন্দ আর বাঁধ মানছে না।

সারীকে অবাক করে দিয়ে চুপচাপ নিজের বন্দী দশা মেনে নিল রামেসিস। ওর বয়সী অন্যরা যখন আনন্দ ফুর্তিতে মেতে আছে, তখন সে মন দিল উপপাদ্য আর বিভিন্ন গুণী লেখকের লেখা পড়ার কাজে! মাঝে মাঝে শুধু কুকুরটাকে নিয়ে একটু হাঁটতে বের হতো-এই। প্রবল মনোযোগ আর প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ দিল রামেসিস। কয়েক সপ্তাহের মাঝে বালক থেকে পরিণত হলো পুরুষ মানুষে। শীঘ্রই দেখা গেল, ওর প্রাক্তন অভিভাবকের শেখাবার মতো আর কিছুই বাকি নেই।

নিজের এই শাস্তিটাকে গুরুত্বের সাথে নিল রামেসিস। যেন নিজের বিরুদ্ধেই এক যুদ্ধে নেমেছে, এমনভাবে দাঁতে দাঁত চেপে সারীর নির্দেশ মতো দিন কাটিয়ে দিল। বুনো ষাঁড়ের মুখোমুখি হবার পর, নতুন এক শত্রু খুঁজে পেয়েছে-বয়ঃসন্ধিকাল আর তার হাত ধরে আসা নানা সমস্যা। যেমন অতি আত্মবিশ্বাস, অধৈর্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতা।

তবে পুরোটা সময় ধরে রামেসিসের মনে একজন মানুষের কথা স্থির হয়েছিল। তিনি আর কেউ নন, ওর পিতা, সেটি। হয়তো আর কোনওদিন তাদের দেখা হবে না, একসাথে ষাঁড়টাকে হার মানাবার স্মৃতিটা সম্বল করেই দিন কাটাতে হবে ওকে। ওই প্রাণীটাকে মুক্ত করে দেবার পর, পুত্রকে ঘোড়ার লাগাম ধরার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই কোনও কথা না বলে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন লাগাম। কেন, তা জিজ্ঞাসা করার সাহস পায়নি রামেসিস। সেটি'র সাথে একাকী সময় কাটানো, তা যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন বিরল এক সম্মানের ব্যাপার।

ফারাও হতে পারবে কি? প্রশ্নটা এখন ওর কাছে অহেতুক বলে মনে হচ্ছে। সচরাচর যা হয়, নিজের কল্পনাশক্তিকে ইচ্ছা মতো ছুটতে দিয়েছে ও। কিন্তু সেটি ওকে বুনো

ষাঁড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। প্রাচীন এই প্রথাটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না। আর সেটি এমন মানুষ নন যে ভাবনা চিন্তা ছাড়া কোনও কাজ করবেন।

দিবাস্বপ্নে সময় নষ্ট না করে, এ কদিন আহমেনির মতো হবার চেষ্টা করেছে রামেসিস। নিজের জ্ঞানের মাঝে যে দুর্বলতাগুলো ছিল, সেগুলো দূর করার চেষ্টা করেছে। ভবিষ্যতে যে পেশাতেই যাক না কেন, শুধু সাহস আর প্রাণচাঞ্চল্য দিয়ে কাজ হবে না। প্রত্যেক ফারাও, এমনকি সেটি নিজেও, প্রথমে লিপিকার হিসেবে দীক্ষা পেয়েছিলেন।

ফারাও! যতই চেষ্টা করুক না কেন, চিন্তাটাকে একেবারে মাথা থেকে দূর করতে পারছে না ও।

সারী রামেসিসকে জানিয়েছে, সভায় ওর নাম উল্লেখ করা হয় না বললেই চলে। এমনকি নিন্দা করার জন্যও না। সবার চিন্তার আড়ালে চলে গিয়েছে সে। গুজব রটেছে, শীঘ্রই ওকে কোন এক প্রদেশের রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

কোনও কথা বলেনি রামেসিস। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে মন্দিরের দেয়াল বানাবার কাজে লাগানো পবিত্র ত্রিভুজ বা মা'ত-এর নিয়ম অনুসারে কোনও দালানের আকার কেমন হওয়া উচিত সেদিকে নিয়ে গিয়েছে। যে বালকটা ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে আর লড়াই করতে ভালবাসত, সে যেন ভুলেই গিয়েছে যে অ্যাকাডেমির দেয়ালের বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। উচ্ছ্বসিত সারীও ছেলেটাকে বিদ্বান বানাতে জানপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে। কয়েক বছরের মাঝেই এই প্রাক্তন বখাটে পরিণত হবে এক জ্ঞানী অধ্যাপকে! রামেসিসের সাজা অবশেষে তাকে সঠিক পথে নিয়ে এসেছে।

সাজার একেবারে শেষ দিনটায়, শিক্ষাগৃহের ছাদে বসে রাতের খাবার সারল রাজকুমার আর সারী। নলখাগড়ার মাদুরে বসে পান করল ঠাণ্ডা বিয়ার, সেই সাথে ছিল শুকনো মাছ আর শিমের বীচি।

'অভিনন্দন, রামেসিস। অসাধারণ উন্নতি হয়েছে তোমার।'

'ধন্যবাদ। আমার জন্য কি কোনও কাজ নির্বাচন করা হয়েছে?'

শিক্ষক অস্বস্তিভরে নড়ে চড়ে বসল।

'আসলে...কলুর বলদের মতো পরিশ্রম করেছ তুমি। এবার মনটাকে একটু বিশ্রাম দাও।'

'আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছ?'

'কীভাবে বলি! রাজ পরিবারের একজন সদস্য তুমি।'

'তাই বলে আমি সরকারের কোনও পদ পেতে পারি না?'

চোখ সরিয়ে নিল সারী। 'এই মুহূর্তে পাচ্ছ না।'

'এবার এই নির্দেশ কে দিল?'

'তোমার পিতা, ফারাও সেটি।'

পাঁচ

'প্রতিজ্ঞা কিন্তু প্রতিজ্ঞাই।' বলল সেটাও।

'তুমি কি আসলেই সেটাও?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রামেসিস।

ওকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী, সেটাওকে যে চেনাই যাচ্ছে না। গালে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি, মাথায় নেই পরচুলা, পরনে অ্যান্টিলোপের চামড়া দিয়ে বানানো টিউনিক। সেই আগের মানুষটার সাথে একদম মিল নেই। গার্ডরা তো ওকে দরজা দিয়ে ঢুকতেই দিতে চাইছিল না। পুরনো এক গার্ড কোনওক্রমে চিনতে পেরেছিল বলে রক্ষা।

'এ কী দশা!'

'কাজ বুঝলে। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। যাই হোক, ওয়াদা করেছিলাম। তাই এসেছি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'গেলেই দেখতে পাবে, অবশ্য যদি ভয় পেয়ে যেতে না চাও তো ভিন্ন কথা।'

জ্বলে উঠল রামেসিসের চোখজোড়া। 'চলো, যাই।'

গাধার পিঠে চড়ে রওনা দিল দুই বন্ধু। শহর ছেড়ে মরুভূমির পথ ধরল। পুরাতন এক সমাধিস্থলের দিকে এগোচ্ছে ওরা। শহরের নিরাপদ আলিঙ্গণের বাইরে এই প্রথম পা রাখল রামেসিস। উপস্থিত হলো এমন এক জগতে, যেখানে মানব আইনের কোনও ক্ষমতাই নেই।

'আজ পূর্ণিমার রাত!' বলল সেটাও, চোখ আনন্দে নাচছে। 'সব সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসবে।'

গাধা দুটো এমন এক পথ ধরে চলছে, যে পথটা সম্ভবত রাজপুত্রের নজরেই পড়ত না। নিশ্চিত আর নিরাপদ গতিতে এগিয়ে সমাধির আরও ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। নীল নদ আর সবুজ মাঠগুলোকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। সামনে যতদূর নজর যায়, ততদূর শুধু বালি, নীরবতা আর বাতাসের রাজত্ব। মরুভূমিকে কেন পুরোহিতরা 'সেট-এর লাল এলাকা' নামে ডাকে তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে রামেসিস। সেট, বজ্র আর মহাজাগতিক আগুনের দেবতা এই মাটিকে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেই সাথে মানবজাতি থেকে দূর করেছিলেন দুর্নীতি।

ভারী বাতাসে শ্বাস নিল রামেসিস। ফারাও এই লাল জমিরও মালিক। **যেমন** তিনি মালিক মিশরের সফল কালো মাটির। তাকে মরুভূমির সব রহস্য জানতে **হয়**, এর শক্তি আর ক্ষমতাকে নিজের কাজে লাগাতে পারা শিখতে হয়।

'চাইলে এখনও ফিরে যাওয়া যায়।' সেটাও রামেসিসকে বলল।

'ওসব না বলে, রাত যেন তাড়াতাড়ি আসে সে প্রার্থনা কর।' উত্তর দিল রামেসিস।

লালচে পিঠ আর হলদে পেট বিশিষ্ট এক সাপ রামেসিসের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে দুইটি পাথরের আড়ালে লুকাল।

'নিরীহ প্রজাতির সাপ,' বলল সেটাও। 'মরুভূমির সমাধিগুলোয় এমন সাপ শয়ে শয়ে বাস করে। দিনের বেলা সমাধির ভেতরে গিয়ে ঘুমায়। আমার পিছু পিছু এসো।'

দুই-বন্ধু একটা খাড়া ঢাল বেয়ে নীচে নেমে এলো, ঢালের পাদদেশে একটা সমাধি রয়েছে। পিছিয়ে গেল রামেসিস।

'এখানে কোনও মমি নেই। ভয় পাবারও কিছু নেই, ভেতরটা ঠাণ্ডা আর শুষ্ক।' সেটাও একটা তেলের কুপি জ্বালাল। ছাপড়ার মতো একটা জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করল রামেসিস, দেয়াল আর ছাদ দুটোই অদক্ষ হাতে বানানো। সম্ভবত এই সমাধিতে কখনও কাউকে কবর দেয়া হয়নি। সাপুড়ে সেটাও কোত্থেকে যেন কতগুলো ছোট আর নিচু টেবিল ভেতরে নিয়ে এসেছে। ওগুলোর উপরে একে একে একটা শান পাথর, ব্রোঞ্জের ক্ষুর, কাঠের চিরুনি, লেখার বোর্ড, লাউয়ের খোলস, লিপিকারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি এবং ক্রিম ও মলম ভর্তি অনেকগুলো পাত্র সাজিয়ে রাখল। সেই সাথে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন অনেক কিছুও রাখল-অ্যাস্ফল্ট, পেতল, লেড অক্সাইড, লাল অপিচ, ফিটকিরি, বিভিন্ন শুকানো গাছ ইত্যাদি।

সূর্যাস্তের সময় কমলা বর্ণ ধারণ করল সূর্য। মরুভূমিকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওটা আসলে সোনার সমুদ্র। এক বালিয়াড়ি থেকে অন্য বালিয়াড়িতে চলে যাওয়া বালিকে ভ্রম হচ্ছিল সমুদ্রের পানি বলে।

'পোশাক খুলে ফেল।' আদেশের সুরে বলল সেটাও। রাজকুমার কথা মতো কাজ করলে, ওর দেহে পেঁয়াজ আর পানি দিয়ে বানানো একটা ঘ্যাঁট মাখিয়ে দিল সেটাও।

'সাপ এই গন্ধটা একদম সহ্য করতে পারে না,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আচ্ছা, কোথায় কাজ করবে যেন বললে?'

'কোথাও করব না।'

'কাজ ছাড়া রাজপুত্র! সারীর কর্ম নিশ্চয়?'

'নাহ, আমার পিতার আদেশ।'

'ওহ, তারমানে তিনি তোমার সাথে ষাঁড়ের লড়াই দেখে খুব একটা প্রভাবিত হননি।'

প্রতিবাদ করতে চাইল রামেসিস, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল। হয়তো ঠিকই ধরেছে ওর বন্ধু। হয়তো সে জন্যই ওকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

'রাজসভার গুল্লি মার। ওখানে রাজনীতি আর অন্যের পিঠে ছুরি মারা ছাড়া আর কোনও আলাপ হয় না। আমার সাথে কাজ করো নাহয়। সাপ বিপদজনক হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা বলে না।'

কেঁপে উঠল রামেসিস, বন্ধুর কথা ওকে নাড়িয়ে দিয়েছে। পিতা কেন ওকে সেদিন সত্যি কথাটা বললেন না? কেন বললেন না যে, নিজেকে প্রমাণের আর কোনও সুযোগ সে পাবে না।

'এবার হবে আসল পরীক্ষা, রামেসিস। সাপের বিষ যেন তোমার কোনও ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য তোমাকে প্রতিষেধক পান করতে হবে। যথেষ্ট বিপদজনক এই প্রতিষেধক, রক্ত চলাচলের গতি কমিয়ে দেয়। একেবারে বন্ধও করে দিতে পারে। যদি বমি কর, তাহলে মারা পড়বে। আহমেনি হলে জীবনেও এটা পান করতে বলতাম না। কিন্তু তুমি যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সামলে উঠতে পারলে, অধিকাংশ সাপের বিষ তোমার উপর কোনও প্রভাবই ফেলতে পারবে না।'

'অধিকাংশ? সব নয়?'

'বড় বড় যেসব প্রজাতি আছে, ওদের বিষ অনেক বেশি শক্তিশালি। প্রতিষেধক হিসেবে প্রতিদিন অল্প অল্প করে দেহে কোবরা'র রক্ত নিতে হয়। পেশাদার সাপুড়েরা অমন করে। যাক, এখন এটা পান করে নাও।'

সেটাও-এর বাড়িয়ে দেয়া পানীয়টার স্বাদ একেবারে বাজে। রামেসিসের মনে হলো, শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। উগড়ে দিতে ইচ্ছা হলো।

'সামলাও নিজেকে।'

পাকস্থলীর ব্যথাটা জ্বালাচ্ছে ওকে, মন চাচ্ছে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়...

হাতে সেটাও-এর চাপ অনুভব করল রামেসিস, শুনতে পেল ওর বন্ধু বলছে, 'হাল ছেড় না, চোখ খোল!'

ঘুমাবার ইচ্ছাটাকে জোর করে তাড়িয়ে দিল রামেসিস। সেটাও কোনওদিন কুস্তিতে ওকে হারাতে পারেনি। কিন্তু এখন...

কিছুক্ষণের মাঝে শান্ত হয়ে এলো পাকস্থলী, ঠাণ্ডা ভাবটা চলে গিয়েছে।

'তুমি শক্তিশালী বটে,' বলল সেটাও। 'তবে কোনওদিন রাজা হতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?'

'কেননা তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছ। আমি তো তোমাকে বিষ দিলেও দিতে পারতাম।'

'কেন দেবে? তুমি আমার বন্ধু!'

'কথাটা যে সত্যি, তা কীভাবে জান?'

'জানি, জানি।'

'আমি সাপ ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করি না। ওরা সবসময় এক, কোনওদিন নিজ প্রকৃতির বাইরে কিছু করে না। মানুষের কথা আলাদা। সুযোগ পেলেই ধোঁকা দেয়।'

'তুমিও তো মানুষ।'

'আর সেজন্যই আমি মরুভূমিকে বেছে নিয়েছি।'

'আমি জানি, বিপদ হলে তুমি আমাকে বাঁচাতে।'

'টিউনিক পরে নাও, যাবার সময় হয়েছে। দেখে যতটা বোকা মনে হয়, ততটা বোকা তুমি নও।'

মরুভূমির রাতগুলো আশ্চর্য এক সময়। এত অবাক করা দৃশ্য দেখতে পেল রামেসিস যে, হায়েনার পিলে চমকানো হাসি, শেয়ালের হুক্কাহুয়া আর শতশত ভীতিকর আওয়াজও ওকে বিরক্ত করতে ব্যর্থ হলো। সেটের লাল এলাকা ভুতুড়ে শব্দে ভরপুর। উপত্যকাটাও সুন্দর, তবে সৌন্দর্যের চাইতে ওটার অপার্থিব ক্ষমতার আভাস রামেসিসকে বিস্মিত করল বেশি।

সত্যিকারের ক্ষমতা...ওটা হয়তো সেটাও'র এই একাকী আবাসের কোথাও লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ ওদের চারপাশ থেকে হিসহিস শব্দ ভেসে এলো। সামনে সামনে চলছে সেটাও, হাতে ধরা লম্বা লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে থেকে থেকে। ওর উদ্দেশ্য সামনে স্তূপ করে রাখা পাথর। চাঁদের আলোয় ওটাকে আত্মার দুর্গ বলে মনে হচ্ছে।

নির্ভয়ে পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করে চলল রামেসিস, বিপদের বিন্দুমাত্র আশংকাও করছে না। তাছাড়াও, ওর বন্ধু প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জামাদি আগেই কোমরে বেঁধে দিয়েছে। পাথরের স্তূপটার একদম কাছে এসে থামল ওরা।

'আমার শিক্ষক এখানে থাকেন,' বলল সেটাও। 'তিনি বের না-ও হতে পারেন। অপরিচিত মানুষকে তিনি বড় ভয় পান। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক, আশা করি তিনি বেরোবেন।'

দুই তরুণ পায়ের উপর পা তুলে বসল। নিজেকে পেঁজা তুলোর মতো মনে হচ্ছিল রাজকুমারের। যেন হাওয়ায় ভাসছে, থেকে থেকে শ্বাসের সাথে টেনে নিচ্ছে মরুভূমির মিষ্টি অন্ধকার। তারায় তারায় উজ্জ্বল এই রাতটাই আজ তার শ্রেণি কক্ষ।

স্তূপের মাঝখান থেকে একটি চটপটে অথচ মার্জিত একটা অবয়ব এগিয়ে এলো। পূর্ণিমার আলোয় জ্বলজ্বল করতে থাকা একটা কালো কোবরা, দৈর্ঘ্যে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমান। নিজের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, রাজসিক ভঙ্গিতে ফণা তুলে

রেখেছে, রুপালী চাঁদের আলোতে অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। মাথা দোলাল ওটা, ছোবল হানার জন্য প্রস্তুত।

সামনে এগিয়ে গেল সেটাও, হিসিয়ে উঠল কালো কোবরা। রামেসিসকে কাছে আসার ইঙ্গিত দিল সাপুড়ে।

একবার এর দিকে আর আরেকবার ওর দিকে তাকালো সাপটা, যেন কোন অনুপ্রবেশকারীকে আগে শাস্তি দেবে তা ভাবছে।

আর দুই পা সামনে এগিয়ে গেল রামেসিস, সাপটা থেকে এখন আর মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। অনুসরণ করল রামেসিসও।

'আপনি রাতের প্রভু। আপনার আদেশেই মাটিতে ফসল ধরে।' গুনগুণ করে বলল সেটাও, প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার করে উচ্চারণ করছে। কমপক্ষে দশবার একই বাক্য আওড়াল সে, রামেসিসকেও তা করার নির্দেশ দিল। মনে হলো কাজ হচ্ছে, আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে সাপটা। দুবার ছোবল মারতে গিয়েও সেটাও-এর চেহারার কাছে এসে থমকে গেল ওটা। অবশেষে যখন সেটাও ওটার মাথায় হাত রাখল, একদম বরফের মতো জমে গেল সাপটা। রামেসিসের মনে হলো সরীসৃপটার চোখে লাল দ্যুতি দেখতে পাচ্ছে ও।

'তোমার পালা, রাজপুত্র।'

হাত বাড়াল রামেসিস, কিন্তু সাথে সাথে ছোবল দিল কোবরা।

বিষদাঁতের স্পর্শ অনুভব করল রামেসিস। কিন্তু পেঁয়াজের গন্ধের জন্যই হয়তো কামড় বসালো না ওটা।

'সাপের মাথায় হাত রাখো।'

এক বিন্দু না কেঁপে তাই করল রামেসিস। কোবরাটা হার মেনেছে বলে মনে হলো। রাজকুমারের বাড়িয়ে দেয়া আঙুলগুলো স্পর্শ করল সাপটার মাথা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য 'রাতের প্রভু' হার মানল 'রাজার পুত্রের' কাছে।

আচমকা সেটাও টেনে সরাল রামেসিসকে। বাতাসে শিষ কাটল সাপের ছোবল।

'আরও তাড়াতাড়ি কাজ সাড়া উচিত ছিল, বন্ধু। ভুলে যেও না, অন্ধকারের শক্তিকে একেবারে দূর করা যায় না। তোমার পিতা, ফারাও সেটি'র মুকুটে কোন প্রাণীকে ব্যবহার করা হয়েছে দেখনি? মিশরের রক্ষাকর্তা কোবরার প্রতীক। যদি এই কোবরাটা আমাদের কাউকে ছোবল দিত, তাহলে তার অবস্থা কী হতো ভেবে দেখেছ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকালো রামেসিস।

'অসাবধান হলেও যথেষ্ট সৌভাগ্যবান তুমি,' সেটাও ওকে বলল। 'কোবরার বিষের কোনও প্রতিষেধক নেই।'

ছয়

গুচ্ছ দড়ির মতো পাকিয়ে রাখা জীর্ণ প্যাপিরাসের স্তুপের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে আছে রামেসিস। ওতে অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখা আছে। তবে তার নাম শুনেই অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়ে গিয়েছে। সবাই ওকে হারাতে উদগ্রীব। হয়তো নদীর তীরে তাকিয়ে থাকা সুন্দরী তরুণীরাই এর কারণ! সৌভাগ্যের জন্য নানা ধরনের তাবিজ পরে রয়েছে সবাই-ব্যাঙ, ষাঁড়ের পা, জাদুর চোখ ইত্যাদি। রামেসিসের দেহে কোনও তাবিজ নেই, অথচ ও-ই সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ছে।

অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীর লক্ষ্য মেয়ে পটানো। কিন্তু সেটি'র কনিষ্ঠ পুত্র একজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য অংশ নিয়েছে। আর সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। প্রমাণ করতে চাইছে, সামর্থের বাইরে গিয়েও কিছু করার ক্ষমতা ওর আছে।

রামেসিস নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর অনেকটা আগেই সাঁতার শেষ করল, পেছনের জন কমপক্ষে পাঁচ জন মানুষের সমান পেছনে পড়ে গিয়েছিল। তবে কিনা দমও হারায়নি রাজকুমার। গাল ফুলালেও, অন্যান্যরা বাধ্য হলো রামেসিসকে শুভেচ্ছা জানাতে। ফারাও-এর দ্বিতীয় পুত্র হওয়াটা কোনও সুখকর বিষয় নয়। তাছাড়াও, শীঘ্রই বেচারাকে দূরের কোনও শহরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

তরুণী এক কালোচুলো মেয়ে রামেসিসের কাছে এগিয়ে এলো। বয়স কম হলেও, দেহ পূর্ণ যৌবনা নারীকে হার মানায়। এক টুকরা কাপড় এগিয়ে দিয়ে মেয়েটা বলল, 'ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শরীর মুছে নাও।'

'দরকার নেই।'

মেয়েটার গোলাকার মুখে দারুণ মানিয়ে গিয়েছে সবুজ চোখ, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যেন। সেই সাথে রয়েছে ছোট কিন্তু সোজা নাক আর টসটসে ঠোঁট। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাও মোহনীয়, সেরা মানের লিলেন দিয়ে তৈরি পোশাক পরনে। মাথার হেডব্যাণ্ডে শোভা পাচ্ছে একটা জল-পদ্ম।

'মুছে নিলেই ভালো করবে। যত শক্তিশালীই হও না কেন, এই বাতাসে ঠাণ্ডা লেগে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'জীবনে কখনও অসুস্থ হইনি আমি।'

'আমার নাম ইসেট,' বলে চলল মেয়েটি। 'রাতে কয়েক বন্ধুকে আপ্যায়ন করছি। আসবে নাকি?'

'অবশ্যই না।'

'খারাপ কথা। যাক, যদি মন পরিবর্তন করো তবে আসতে পার। আমন্ত্রণ রইল।' হাসতে হাসতে বলল মেয়েটি। এরপর একবারের জন্যও পেছনে না ফিরে চলে গেল।

নিজ বাগানের লম্বা লম্বা সিকামোর গাছের ছায়ায় ঝিমাচ্ছে সারী। বোন ডোলোরার সামনে পায়চারী করছে রামেসিস। কাছেই একটা চেয়ারে শুয়ে আছে মেয়েটি। নিজের আরাম আয়েশের বাইরে আর কোনও দিকে আগ্রহ নেই ডোলোরার। সারীকে বিয়ে করে ভালোই আছে ও, স্বামী যথেষ্ট অবস্থাসম্পন্ন বলে দৈনন্দিন ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয় না ওর। লম্বা, পাতলা আর প্রায় সর্বদা নিজ ত্বক নিয়ে মেতে থাকা রামেসিসের এই বোনের আগ্রহের বিষয় আর মাত্র একটা-রাজ সভা।

'আমাদেরকে দেখতে আরও বেশি বেশি আসা উচিত তোমার ভাই।'

'ব্যস্ত ছিলাম।'

'তাই নাকি? আমি তো অন্য কথা শুনলাম।'

'তোমার স্বামীকেই জিজ্ঞাসা করো।'

'এখানে নিশ্চয় শুধু আমার সাথে দেখা করার জন্য আসোনি...'

'নাহ। আমার কিছু পরামর্শ দরকার।'

খুশি হয়ে উঠল ডোলোরা, জানে সাহায্য চাইতে ঘৃণা করে রামেসিস।

'কোন ব্যাপারে? নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করো। আমার জানা থাকলে অবশ্যই সাহায্য করব।'

'তুমি কি ইসেট নামে কোনও মেয়েকে চেনো?'

'একটু বর্ণনা দাও তো।'

দিল রামেসিস।

'ফর্সা ইসেট!' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ওর বোন। 'খুব দেমাগী, বয়স মাত্র পনের। কিন্তু পিছে ছোঁক ছোঁক করা পুরুষ মানুষের অভাব নেই। কারও কারও মতে, মেমফিসের সব চাইতে সুন্দরী মেয়ে ও।'

'বাবা-মা?'

'ধনী আর সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান। অনেক পুরুষ ধরে রাজপ্রাসাদের সাথে সম্পর্ক আছে। তুমি তাহলে ইসেটের নবতম শিকার?'

'আমাকে রাতে এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

'হুম, মেয়েটার জন্য প্রতি রাত-ই কোনও না কোনও উৎসব। যাচ্ছ নাকি?'

'মেয়েটার সাহস একটু বেশিই বেশি।'

'কেন? নিজে থেকে এগিয়ে এসেছে বলে? এত প্রাচীনপন্থী হয়ো না তো। ইসেট তোমাকে পছন্দ করেছে, তাই নিজে থেকে কথা বলেছে। এই তো!'

'এই কমবয়সী অবিবাহিতা মেয়ের উচিত না-'

'কেন উচিত না? আমরা মিশরে বাস করছি, বাছা। আমাদের অসভ্য জংলীদের মতো আচরণ করার কোনও কারণ নেই। হ্যাঁ, ইসেটকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে আমি মানা করব। কিন্তু তাই বলে-'

'চুপ করো তো, ডোলোরা।'

'আরও কিছু তথ্য দেই তোমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ, বোন আমার। আর লাগবে না আপনার অভিজ্ঞ মতামত।'

'আরেকটা কথা বলি, তোমার মেমফিস ছাড়ার সময় হয়েছে।'

'আচমকা এই সর্তকবাণীর হেতু?'

'মেমফিসে তোমার আর কোনও গুরুত্ব নেই। এখানে আরও কিছুদিন থাকলে শুকিয়ে যাবে তোমার সবকিছু। তারচেয়ে কোনও একটা প্রদেশে চলে যাও। ওখানে সবাই তোমাকে সম্মান দেখাবে। তবে ইসেটকে সাথে নেবার কথা কল্পনাও করো না, মেয়েটা দুর্বল সম্ভাবনার কারও সাথে গাঁটছড়া বাঁধবে না। যতদূর শুনেছি, আমাদের ভাই, ভবিষ্যতের ফারাও আরকি, মেয়েটাকে পছন্দ করে ফেলেছে। যদি কম বয়সে মরতে না চাও, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইসেটের থেকে দূরে সরে যাও।'

অনুষ্ঠানটাকে কোনওভাবেই সাধারণের কাতারে ফেলা যাবে না। অভিজাত বংশের বেশ ক'জন তরুণী মেয়েকে নাচের অনুশীলন করতে দেখা গেল। রামেসিস ইচ্ছে করেই দেরি করে এসেছিল, যেন খেতে না হয়। কিন্তু এখন দেখা গেল, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও।

বারো জন মেয়ে নাচছে। পটভূমি হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে একটা বিশাল পদ্মময় পুকুরকে। মশালের আলো-ছায়ায় অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে পুকুরটাকে। পরনে ছোট ছোট টিউনিক, তার নিচে রয়েছে মুক্তা খচিত জাল। মাথার চুল তিন বার বেণী করা, হাতে ল্যাপিস লাজুলি দিয়ে বানানো ব্রেসলেট। তরুণীদের দেহের বাঁকে বাঁকে রয়েছে আমন্ত্রণ। একসাথে তাল মিলিয়ে নাচছে ওরা, অনুপস্থিত সঙ্গীকে আলিঙ্গন

করার জন্য ঝুঁকে পড়ল। দর্শকেরা তন্ময় হয়ে দেখছে, একটা মাংসপেশি পর্যন্ত নড়ছে না কারও।

আচমকা নৃত্যরত বারোজন যার যার পরচুলা, টিউনিক আর মুক্তার জাল খুলে ফেলল। চুলগুলোকে খোঁপা করে নিয়ে নগ্ন বক্ষা মেয়েরা উল্টো দিয়ে ডিগবাজি খেল। নিখুঁত...একেবারে নিখুঁত সবার সময় জ্ঞান। দর্শকদের স্তম্ভিত করে দিয়ে এরকম আরও কয়েকটা কাণ্ড করল ওরা।

এবার চার জন তরুণী এগিয়ে এলো, অন্যরা তখন গান গাইতে আর তালে তালে তালি বাজাতে ব্যস্ত। সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে এই গান। চার জন তরুণী এখন চার দিকের বায়ুর রূপ নিয়েছে। ইসেট হচ্ছে দক্ষিণের বাতাস, যে গরম গ্রীষ্মের দিনগুলোতে শান্তি বয়ে নিয়ে আসে।

রামেসিস যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। আসলেই, উপস্থিত সবার মাঝে এই মেয়েটিই সবচেয়ে বেশি সুন্দর। দক্ষ হাতে নিজ দেহটাকে যন্ত্রের মতো খেলাচ্ছে সে। এই প্রথমবারের মতো কোনও রমনীকে আলিঙ্গন করতে মন চাইল রামেসিসের।

অনুশীলন শেষ হবার সাথে সাথে ভিড় থেকে সরে, বাগানের একদম পেছন দিকে চলে এলো ও। গাধার আস্তাবলের পাশে বসল।

ইসেট ওকে নিয়ে খেলছে। রামেসিসকে না, শানারকে বিয়ে করতে চায় সে। এখন রামেসিসকে জ্বালাতে চাইছে শুধু। কেননা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও অভাব ওর না থাকলেও, বর্তমানে বলার মতো কোনও অগ্রগতিই করতে পারেনি সে। দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে ওকে। প্রদেশে পাঠানো হচ্ছে? ঠিক আছে। ওখানে থেকেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ছাড়বে রামেসিস।

'দুশ্চিন্তায় আছো মনে হচ্ছে?' নিঃশব্দে কখন যেন ইসেট ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে। হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

'নাহ, ভাবছি শুধু।'

'একেবারে ডুবে গিয়েছিলে মনে হচ্ছে। অতিথিরা সবাই বিদায় নিয়েছেন। আমার বাবা-মা আর চাকরেরাও শুয়ে পড়েছে।'

লজ্জা পেল রামেসিস, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ক্ষমা চাচ্ছি। এখুনি চলে যাব।'

'দরকার নেই,' বলল ইসেট। 'তুমি থাকায় মনে হচ্ছে বাগানটা পূর্ণতা পেয়েছে।'

খোলা চুলে মেয়েটার, বুক এখনও নগ্ন। সবুজ চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে নিজের মাঝে কেমন এক অদ্ভুত উষ্ণতা টের পেল রামেসিস। চলে যে যাবে, সে উপায়ও নেই। মেয়েটা পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি না আমার ভাইয়ের বাগদত্তা?'

'রাজকুমাররা কি যা শোনে, তাই বিশ্বাস করে বসে? আমি নিজের বর নিজেই খুঁজে নিতে চাই। আগেই বলে দেই, তোমার ভাইকে আমার পছন্দ না। আমি তোমাকে চাই, এখানেই এবং এখনই।'

'আমাকে ঠিক রাজকুমার বলা যায় কিনা, তাতে সন্দেহ আছে।'

'আমাকে ভালোবাসা দাও।'

শরীরে যতটুকু কাপড় ছিল, তা-ও খুলে ফেলল দুজনে।

'আমি সৌন্দর্যেরপূজারী, রামেসিস। আর তুমি নিজেই সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি।'

মেয়েটার সারা দেহে আলতো করে হাত বোলাল রামেসিস, নিজের মাঝে যে কামনা অনুভব করছে তা মেয়েটার মাঝেও ছড়িয়ে দিতে চায়। ইসেটকেও আগ্রহী বলে মনে হলো। মেয়েটা কুমারী, সে নিজেও তাই।

একে অন্যকে যারা যার কৌমার্য উপহার দিল দু'জন।

সাত

প্রহরী ক্ষুধার্ত, ঘুমন্ত মনিবের মুখ চেটে চলছে প্রাণীটা। যেন বলতে চাইছে: উঠে পড়!

লাফ দিয়ে উঠে বসল রামেসিস। ঘুম ভাঙলেও, স্বপ্নের রাজ্য ছেড়ে বেরোতে পারেনি এখনও। ওখানে গতকাল এক মেয়ের সাথে দেখা হয়েছিল ওর, দুজনে মিলে একে অন্যকে উপহার দিয়েছিল স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত।

তবে স্বপ্নে দেখা মেয়েটা বাস্তবেই আছে! আর বাস্তবেই সেই মেয়েটার সাথে অন্তরঙ্গ কিছু সময়ও কাটিয়েছে রাজপুত্র। ওর নাম ইসেট। আনন্দ কাকে বলে, তা দুজনেই একসাথে শিখেছে সে রাতে।

কিন্তু কুকুরটার আর তর সইছে না। রামেসিস বোঝার আগ পর্যন্ত কুঁই কুঁই করতেই থাকল প্রাণীটা। অবশেষে বুঝতে পেরে, প্রাসাদের রান্নাঘরের দিকে প্রহরীকে নিয়ে গেল রামেসিস। কুকুরটার খাওয়া শেষ হলে একসাথে হাঁটতে বেরোল।

রাজকীয় আস্তাবল একদম ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হয় সব সময়। কেননা ওতে বাস করে রাজসীক সব ঘোড়া। প্রচণ্ড আদর যত্নের সাথে পালা হয় প্রাণীগুলোকে। প্রশিক্ষণ দেয় অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের দল। তবে কিনা প্রহরী এই অদ্ভুত 'চারপেয়ে' জন্তুগুলোকে একদম বিশ্বাস করে না। তাই ক্লান্ত হলেও, প্রভুর পাশে পাশে হেঁটে চলল সে।

হঠাৎ সামনে একদল সহিসকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তাবলের এক ছেলে বিরক্ত করতে দেখা গেল। ছেলেটার হাতে নাদি ভর্তি ঝুড়ি। একজন পা বাড়িয়ে দিল ছেলেটার চলার পথে। ফলে যা হবার তাই হলো, ছেলেটা ওর ঝুড়িসহ পরে গেল মাটিতে।

'পরিষ্কার করে ফেল।' যে সহিস পা বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে আদেশ করল। লোকটা মোটা সোটা, বয়স পঞ্চাশের মতো হবে।

হতভাগ্য ছেলেটা ধুরে দাঁড়াতেই তার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল রামেসিস। আঁতকে উঠে বলল, 'আহমেনি!'

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল রাজপুত্র, সহিসকে ঠেকে এক পাশে সরিয়ে কম্পমান বন্ধুকে নিজ পায়ে খাঁড়া হতে সাহায্য করল। জানতে চাইল, 'এখানে কী করছ।'

আহমেনি এতটা নাড়া খেয়েছে যে, ওর মুখ দিয়ে অসংলগ্ন কিছু শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না। আচমকা একটা রুক্ষ হাত রামেসিসের কাঁধ আঁকড়ে ধরল, 'এই! আমাদের সাথে লাগার সাহস তোর হলো কী করে?'

লোকটাকে বুকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ফেলে দিল রামেসিস। অপমানিত সহিস নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দুই বেয়াদপকে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার!'

হলদে কুকুরটা দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল।

'দৌড়াও।' বন্ধুকে বলল রামেসিস। কিন্তু আহমেনি যেন জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

'একের বিরুদ্ধে ছয়'-রাজপুত্র জানে, লড়াইটা ওর বিপক্ষে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সহিসের দল ওকে পাত্তা দেবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত জেতার একটা আশা আছে বটে।

সহিস দলের সব চাইতে বিশালদেহী লোকটা দৌড়ে এলো ওর দিকে। মাথা নিচু করে লোকটার ছুঁড়ে দেয়া ঘুষি এড়াল রামেসিস। লোকটা কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই দেখতে পেল, মাটিতে আছাড় খেতে যাচ্ছে! একে একে রামেসিস আরও দু'জন আক্রমণকারীকে পেরে ফেলল।

প্রাসাদের প্রশিক্ষকদের মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ও। এই লোকগুলোর লড়াইয়ের কায়দা-কানুন বলতে কিছুই জানা নেই। ভেবেছিল শুধু শক্তির জোরে সহজেই জিতে যাবে। প্রহরীও ওর প্রভুর সাথে লড়ছে, চতুর্থ সহিসকে সামাল দিয়েছে। এদিকে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে আহমেনি, অশ্রু ঝরছে গাল বেয়ে।

নিজেদেরকে সামলে নিল সহিসেরা, একটু আগের আত্মবিশ্বাস সেই কোথায় উবে গিয়েছে! রামেসিস যে কৌশলে ওদেরকে ধরাশায়ী করেছে, তা কেবল অভিজাত বংশের কোনও সদস্যের পক্ষের জানা সম্ভব।

'কে তুমি?' দলনেতা মুখ গোমড়া করে জানতে চাইল।

'কেন? এক জনের বিরুদ্ধে ছয় জন লড়তেও ডরাচ্ছ?' রামেসিস পাল্টা প্রশ্ন করল।

ঘোঁত করে উঠল নেতা, বের করে আনল একটা ছুরি। 'সাবধান। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ওই সাধের চেহারার কী অবস্থা হবে তা কে জানে?'

এর আগে অস্ত্রধারী কারও বিরুদ্ধে লড়েনি রামেসিস।

'সাক্ষীও মিলবে...এমনকি তোমার বন্ধুও আমাদের পক্ষে সাক্ষী দেবে।'

অস্ত্র হাতে সহিস ওকে ঘিরে পাক খেল, খেলছে। পুরোটা সময় জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল রামেসিস, নজর ছুরির উপর নিবদ্ধ। এদিকে প্রহরীও লড়াইয়ে অংশ নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

'ওই কুৎসিত প্রাণীটাকে সাথে নিয়ে ঘুরছ? ওটাকে তো এতদিনে মেরে ফেলা উচিত ছিল।'

'সাহস থাকলে নিজের সমান কারও সাথে লেগে দেখা!'

'নিজের সমান! এখানে পাব কোথায়?' বিদ্রুপের কণ্ঠে বলল সহিস। 'ও, নিজের কথা বুঝাচ্ছ? তুমি? আমার সমান? হাহ!'

রামেসিসেস গালে আলতো ছোঁয়া দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ছোরা। সহিসের হাতে লাথি মেরে ওটাকে কসাতে চাইল ও, কিন্তু পারল না।

'মানলাম, তুমি লড়তে জানো। কিন্তু, আফসোস তোমার সাথে আর কেউ নেই।' এই বসে সহিসের দলের প্রত্যেকে ছুরি বের করল।

রামেসিস ভয় পেল না, এই দুর্বৃত্তদেরকে সামনে পেয়ে ওর ভেতর থেকে যেন এক অজানা শক্তি বেরিয়ে আসছে। সহিসের দল আক্রমণ করার আগেই সে ওদের দু'জনকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

'থাম সবাই!'

আস্তাবলের সামনের বারান্দায় একটা মনুষ্যবাহী চেয়ার দেখা গেল। অমন সুন্দর চেয়ার ব্যবহার করার অধিকার কেবল গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরই আছে। আর হয়েছেও তাই। হেলান দিয়ে বসে, হাতলে হাত আর পাদানিতে পা রেখে ওতে বসে আছে বিশ বছর বয়সী এক যুবক। কপালে চেপে রেখেছে সুগন্ধী মাখা রুমাল। গোলাকার চেহারা, প্রায় চাঁদের মতো, ফোলা গাল, ছোট ছোট চোখা আর লোভী একজোড়া ঠোঁট। মোটাসোটা খানে-ওয়ালা যুবকের ওজন যে বারোজন বাহকের বইতে কষ্ট হচ্ছে, তা পরিষ্কার।

ভয় পেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সহিসেরা। চেয়ারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো রামেসিস।

'রামেসিস! আবার আস্তাবলে এসেছ...অবশ্য তোমার জন্য মানুষের চাইতে পশুর সঙ্গই বেশি উপযুক্ত।'

'জায়গাটা যদি এতই অপছন্দ হয়, তাহলে এখানে এসেছ কেন শানার?'

'ফারাও-এর আদেশে ঘুরে দেখছি। ভবিষ্যৎ রাজার এসব ব্যাপারে জানা থাকা উচিত।'

'যাক, এসেছ যে সেজন্য দেবতাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমাকে একটা ব্যাপার জানানো দরকার।'

'কী?'

'আহমেনি সভার একজন লিপিকার। ওকে এই ছয়জন নির্যাতন করছিল।'

শানার হাসল। 'বেচারা রামেসিস, একেবারে অজ্ঞ তুমি! তোমার বন্ধু যে এখন এখানেই কাজ করে, তা জানায়নি?'

হতভম্ব রামেসিস ফিরে তাকালো আহমেনির দিকে।

'তোমার বন্ধু কেবল কাজ শুরু করেছে। এর দুঃসাহস কত চিন্তা করো! এরইমাঝে এক বয়স্ক লিপিকারের ভুল ধরেছে! শুধু তাই না, আগ বাড়িয়ে সেটা ঠিকও করে

দিয়েছে। আমাকে জানানো হলে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই বেয়াদবের শিক্ষা হওয়া দরকার। তাই আস্তাবলে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে ওকে।'

'আহমেনির শরীরে সেই শক্তি নেই।'

শানার চেয়ারটাকে মাটিতে নামাবার আদেশ দিল। ওর প্রধান ভৃত্য তড়িঘড়ি করে নামবার জন্য একটা মই লাগিয়ে দিলে পাদানির সাথে, তার প্রভুর পায়ে স্যান্ডেলও পড়িয়ে দিল।

'আমার সাথে একটু হাঁট। একান্তে তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

প্রহরীকে আহমেনির সাথে রেখে গেল রামেসিস।

প্রাঙ্গণে সুন্দর করে খোয়া বিছানো রাস্তার উপর হাঁটল দুই ভাই। শানার চায় না, ওর চামড়ায় সূর্যের আলো স্পর্শ করুক। দুই ভাইয়ের মাঝে এর চাইতে বেশি পার্থক্য হওয়া সম্ভব নয়। শানার খাটো, স্থূল, মেদবহুল এবং এখনই ওর চেহারায় ভোগ বিলাসের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। এদিক রামেসিস লম্বা, পাতলা আর মাংশল। চেহারায় রয়েছে যৌবন আর প্রাণ চাঞ্চল্য। সত্যি বলতে কী, এক পিতা ছাড়া এই দুজনের মাঝে আর কোনও ব্যাপারেই মিল পাওয়া দুষ্কর।

'আহমেনিকে ওর কাজ ফিরিয়ে দাও।' দাবি জানালো রামেসিস।

'বন্ধুর কথা ভুলে যাও। এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলাপ করতে চাই। যতদূর জানি, তোমার শহর ছেড়ে যাবার কথা ছিল।'

'তাই? আমাকে খবরটা কেউ জানায়নি।'

'এই তো জানালাম।'

'তুমি কবে থেকে আমাকে আদেশ দেয়া শুরু করলে?'

'যুবরাজ কে, সে কথা কি ভুলে যাচ্ছ?'

'নাহ, তবে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'আমার সাথে চালাকি করার চেষ্টা করো না রামেসিস। তোমার শক্তি ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখ। হয়তো একদিন আমি আর বাবা মিলে তোমাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করার সিদ্ধান্ত নেব। তবে কিনা, মেমফিস তোমার মতো একজনের জন্য নয়।'

'বলো কী? আমার তো শহরটা ভালো লাগতে শুরু করেছে!'

'যদি আমাকে বাবার কাছে প্রসঙ্গটা তুলতে হয়, তাহলে তাই করব আমি। শুধু শুধু নিজেকে ঝামেলায় ফেলছ। চুপচাপ চলে যাও। দুই কি তিন সপ্তাহের মাঝে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'আর আহমেনির কী হবে?'

'বললাম তো, ওই বেয়াদবের কথা ভুলে যাও। ওহ আরেকটা কথা, ইসেটের কথা মন থেকে মুছে ফেল। দ্বিতীয় সারির কেউ মেয়েটির যোগ্য নয়।'

আট

সারাদিনের পরিশ্রমে রানি টুইয়া বড় ক্লান্ত। তার স্বামী বর্তমানে রাজত্বের উত্তর পূর্ব দিকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত। তাই উজিরের সাথে, প্রাদেশিক দুই নেতার সাথে, অর্থমন্ত্রীর সাথে এবং রাজকীয় গ্রন্থাগারের এক লিপিকারের সাথে দেখা করতে হয়েছে তাকে। গুরুতর সমস্যার অভাব নেই, আর প্রতিটাতেই তার হস্তক্ষেপ দরকার।

এশিয়ান এবং সিরিও-প্যালেস্টিনিয়ান এলাকায় দানা বেঁধে ওঠা হিট্টিদের বিদ্রোহ নিয়ে চিন্তিত সেটি। অবশ্য সাধারণত এসব ক্ষেত্রে ফারাও-এর একবার পরিদর্শনই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট।

টুইয়ার বাবা ছিলেন রথের সারথি। স্বাভাবিকভাবেই, রাজকীয় রক্ত বা অভিজাত বংশ কোনওটাই তার ছিল না। কিন্তু নিজস্ব চরিত্র আর গুণাবলীর জোরে তিনি খুব সহজে জয় করে নিয়েছিলেন সভা আর জনসাধারণের মন। জন্মগতভাবে সুদর্শনা মহিলা তিনি, স্বামীর মতোই গম্ভীর। তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে সাধারণত একটা মাত্র উদ্দেশ্য থাকে-মিশরীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতার জোর রক্ষা করা এবং সম্ভব হলে তা বাড়ানো।

পরবর্তী সাক্ষৎকারের কথা চিন্তা করতেই উবে গেল রাণির সব ক্লান্তি। রামেসিস, তার সবচেয়ে আদরের ছেলে দেখা করতে এসেছে, দুপুরের খাবারটা মা-ব্যাটা একসাথে খাবে। মনে মনে টুইয়া প্রাসাদের বাগানকে তাদের খাবার জায়গা হিসেবে ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে পোশাকে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখবেন না, তা তো আর হয় না! তাই রানি পরে আছেন লম্বা, সোনালি সুতার কাজ করা লিলেনের রোব, ওড়নাতেও সোনার কাজ করা। গলায় শোভা পাচ্ছে নীলার নেকলেস।

রামেসিস এসে পৌঁছালে, রানি ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কয়েক মাসের মাঝে পুরোপুরি পুরুষ মানুষে পরিণত হয়েছে তার ছেলে। ভেতরে থেকে যেন শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে। ছেলেমানুষীভাবটা একদম নেই তা না, কিন্তু অসর্তকতা পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে।

মাকে দেখে বাউ করল রামেসিস।

'চুমু দেয়া নিষেধ নাকি?'

হেসে মাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল ছেলেটা।

'তিন বছর বয়সে একটা সিকামোর লাগিয়েছিলে, মনে আছে? অনেক বড় হয়েছে ওটা, দেখবে এসো।'

রামেসিসকে দেখার সাথে সাথে টুইয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, ছেলেটা রেগে আছে। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর বুঝতে পারলেন, এত সহজে সেই রাগ যাবে না।

'জানি বিগত কয়েকটা মাস বেশ কঠিন সময় গিয়েছে তোমার।' বললেন তিনি।

'আমাকে গৃহবন্দী করে রাখার কথা বলছ? নাকি ষাঁড় ধরতে ব্যর্থ হয়েছি, সে কথা বলছ? যেটাই হোক, কিছু যায় আসে না। আমার কিছু যায় আসে না। আমাকে যেটা ভাবাচ্ছে তা হলো, ন্যায়ের লড়াই-এ হার মানা।'

'তোমার কি কোনও অভিযোগ আছে? আনুষ্ঠানিকভাবে করতে চাও?'

'আমার বন্ধু আহমেনির বিরুদ্ধে মিথ্যা অসদাচারণের অভিযোগ আনা হয়েছে। ভাই ওকে প্রাসাদের লিপিকার পদ থেকে বরখাস্ত করে, আস্তাবলে শ্রমিক হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে। অথচ আহমেনির কায়িক পরিশ্রম করার সামর্থ্য নেই। আমার ভয় হচ্ছে, ও মারা পড়বে।'

'অভিযোগটা কিন্তু বড় গুরুতর। সত্যি তো? আমি গুজবের উপর ভিত্তি করে কিছু করতে পছন্দ করি না।'

'আহমেনি কোনওদিন আমাকে মিথ্যা বলবে না। শুধু আমাকে কেন, কাউকেই বলবে না। ও আমার বন্ধু আর শানার ওকে ভাঙতে পারেনি, এ কারণেই কি বেচারার মারা পড়া উচিত?'

'তুমি কি তোমার ভাইকে ঘৃণা করো?'

'আমি তো ওকে ঠিকমত চিনিই না।'

'ও যে তোমাকে ভয় পায়, তা জানো?'

'যদি ভয়-ই পায়, তাহলে আমাকে মেমফিস ছাড়ার হুমকি দিল কীভাবে?'

'তোমার আর ইসেটের ব্যাপারটা মনে হয় শানার সহজভাবে নিতে পারেনি।'

তোতলালো রামেসিস, 'তুমি...তুমি জেনে গিয়েছ?'

'আমার কাজই হলো তোমার খবর রাখা।'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে কি কিছুই নেই?'

'প্রথম কথা, তুমি ফারাও-এর সন্তান। আর দ্বিতীয়, ইসেট সুন্দরী হতে পারে। কিন্তু কথা পেটে রাখতে জানে না।'

'আমার সাথে থাকলে ও রানি হতে পারবে না। তাহলে গর্ব করে আমার কথা সবাইকে বলে বেড়াবে কেন?'

'সম্ভবত তোমার উপর ওর বিশ্বাস আছে তাই।'

'আসলে এটা...কী বলব...আমার ভাই এখন আর ওর জীবনের প্রথম পুরুষ হতে পারবে না।'

'ব্যাপারটা কি আসলেই এতটা সহজ, রামেসিস? তুমি ওকে ভালবাসো না?'

ইতস্তত করল ছেলেটা, 'শারীরিক আকর্ষণ আছে। তবে...'

'বিয়ের কথা ভাবছ?'

'বিয়ে!'

'আঁতকে ওঠার কিছু নেই। বিয়ে প্রকৃতিগত একটা ব্যাপার, বাছা।'

'এখনও ভাবছি না।'

'ইসেট একরোখা এক মেয়ে। একবার যেহেতু তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছে, সহজে আর ছাড়বে না।'

'কিন্তু ওর জন্য কি শানার অধিক উপযুক্ত নয়?'

'তুমি তা ভাব বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'হয়তো ইসেট আমাদের দুজনের মাঝে বাছবিচার করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে চায়।'

'তুমি তো দেখছি মেয়েদেরকে খুব নির্মম বলে ঠাওরেছ!'

'আহমেনির সাথে যা হলো, তারপর অন্য কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমাকেও না?'

মা'র ডান হাত নিজের হাতে নিল রামেসিস। 'আমি জানি, তুমি কখনও আমার বিশ্বাস ভাঙবে না।'

'তোমার বন্ধুকে বাঁচাবার একটা পথ বাতলে দিতে পারি।'

'কী?'

'নিজে রাজসভার লিপিকার হয়ে যাও। তাহলে সহকারী হিসেবে তাকে নিয়োগ করতে পারবে।'

আহমেনি'র দাঁতে দাঁত চেপে শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো রামেসিসের। ছেলেটা যেন পণ করেছে, ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। সহিসরা রামেসিসের সাথে ওর সম্পর্কের কথা জেনে গিয়েছে বলে অবশ্য এখন আর তারা অতটা জ্বালায় না। একজন তো মাঝে মাঝে ছেলেটাকে সাহায্যও করে। তারপরও, দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে আহমেনি।

রাজসভার লিপিকার হতে হলে, পরীক্ষা দিয়ে হতে হয়। রামেসিসের হাতে সেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবার মতো সময় নেই। অনেকেই অংশ নেবে তাতে। উজিরের কার্যালয়ের সামনে কাঠুরে ডেকে শামিয়ানা টাঙাবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রামেসিসকে বাড়তি কোনও সুবিধা দেয়া হয়নি, কেননা দিলে তা হতো মা'ত-এর আইন অমান্য করা। ওর বারবার মনে হচ্ছিল, এই পরীক্ষাটা আহমেনির দেয়া উচিত ছিলো। ভালো করত ছেলেটা। কিন্তু কী আর করা! বন্ধুকে বাঁচাতে হলে যা যা করা দরকার সব করতে প্রস্তুত ও।

বয়স্ক এক লিপিকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দিতে আসা পঞ্চাশ জন তরুণকে দেখছিল। এদের মাঝে মাত্র দু'জনকে বেছে নেয়া হবে।

'পরিক্ষার্থীরা,' শুরু করল সে। 'অনেকগুলো বছর তোমরা স্কুলে কাটিয়েছ। এখানে উপস্থিত সবাই সরকারের কোনও না কোনও পদ চায়। চায় তার সাথে আসা ক্ষমতার স্বাদ নিতে। কিন্তু এই পদের সাথে যে দায়িত্ব এসে চেপে বসে, সেটা কী কেউ জানো? তোমাদের সর্বদা পরিষ্কার লিলেন আর স্যান্ডেল পরে থাকতে হবে। নজর থাকবে প্যাপিরাসে, করতে হবে কঠোরতম পরিশ্রম। পড়তে পড়তে যখন আর মাথা কাজ করবে না, তখন আরও কিছুক্ষণ পড়ালেখা করে থামতে হবে। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে তোমার বড়দের কথা, সবদিকে উন্নতি করতে হবে। আর নিয়ম, মানবজাতির উন্নতিতে অবদান রাখতে চাইলে অবশ্যই নিয়ম মেনে চলতে হবে। বানর আদেশ পালন করতে পারে, সিংহ দেখাতে পারে খেলা কিন্তু এক অলস লিপিকারের জীবনে হতাশা ছাড়া আর কিছুই মেলে না,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শেষ করল কথা, 'পরীক্ষা শুরু হোক!'

প্রত্যেক প্রার্থীকে একটা করে সিকামোরের তক্তা দেয়া হলো। পাতলা একটা আবরণ রয়েছে উপরে। ওগুলোর মাঝখানে একটা গর্ত আর তাতে রাখা আছে তীক্ষ্ণ নলখাগড়া। কলম হিসেবে ব্যবহার করে হবে নলখাগড়াগুলোকে। প্রত্যেকের সাথে দুই রঙের কালি-কালো আর লাল। শুরু করার আগে সবাই জ্ঞানী ইমহোটেপকে স্মরণ করল। এমনকি তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য কিছু পরিমাণ কালি মাটিতে ফেলেও দিল।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা ধরে গাধার মতো খাটতে হলো প্রার্থীদেরকে। লেখা নকল করা, ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া, বীজগণিত আর জ্যামিতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা, চিঠি লেখা আর ক্লাসিক সব লেখা লিখতে হলো ওদের। কয়েকজন হাল ছেড়ে দিল, কয়েকজন মনোযোগ হারিয়ে ফেলল। একদম শেষে উপস্থিত হলো চূড়ান্ত পরীক্ষা-ধাঁধা।

চতুর্থ এবং শেষ ধাঁধাটায় এসে আটকে গেল রামেসিস, 'একজন লিপিকির কীভাবে মৃতকে জীবিত করে?' এই প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে জ্ঞানী লিপিকারও দিতে পারবে কিনা সন্দেহ! এদিকে এটা ছাড়াও চলবে না। তাহলে সম্ভবত বাদ পড়ে যেতে হবে ওকে। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল রামেসিস, কিন্তু কোনও উত্তর খুঁজে পেল না।

রাজসভার লিপিকার মনে হয় এ যাত্রা হওয়া হচ্ছে না, ভাবল ও। কিন্তু তাই বলে বন্ধুকে বাঁচাবার চেষ্টায় হাল ছাড়বে। দরকার হলে সেটাও-এর সাথে মরুভূমিতে সাপ ধরার কাজ নেবে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকায় থাকা, পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে ভালো।

প্রাঙ্গণ থেকে একটা বেবুন এসে পরিদর্শকরা কোনও কিছু টের পাবার আগেই রামেসিসের কাঁধে চেপে বসল। চুপচাপ বসে রইল রাজকুমার, মনে হলো যেন বেবুনটা ওর কানে কানে কিছু বলছে। এরপর যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনি আচমকা চলে গেল প্রাণীটা।

কয়েক মুহূর্তের মাঝে যেন এক হয়ে গিয়েছিল রাজকুমার এবং জ্ঞানের দেবতা থোটের পবিত্র প্রাণী, বেবুন। মনুষ্য হাতটা পরিচালনা করছিল প্রাণীর আত্মা। অবাক হয়ে নিজের লেখা উত্তরটার দিকে তাকিয়ে রইল রামেসিস, 'লিপিকর ঘষে তোলার যন্ত্র ব্যবহার করে, ব্যবহৃত তক্তা থেকে আবরণ তুলে ফেলে। এরপর আবার নতুন করে আবরণ বসানো হয়। এভাবেই সে মৃত তক্তাকে আবার জীবিত করে তোলে, পুনঃব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে।'

আহমেনি কাজ করতে করতে এতটা ক্লান্ত হয়ে পরেছিল যে আরেকটা ঝুড়ি ওঠাবার ক্ষমতা ওর ছিল না। মনে হচ্ছিল, দেহের প্রতিটা হাড় যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে যাবে। ঘাড় আর কাঁধকে কাঠের চাইতেও শক্ত মনে হচ্ছিল। ওরা যত ইচ্ছা তাকে মারুক, আর একটা আঙুলও নড়াবে না সে। লাভ কী? একসময় যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত, সেটা আবার ভেসে উঠল মানসপটে। আশায় ভরে উঠল বুক, শেষ বারের মতো ঝুড়িটাকে তোলার চেষ্টা চালালো। কিন্তু শক্ত একটা হাত এসে ওর হাত থেকে বোঝাটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। 'রামেসিস!' বন্ধুকে চিনতে পেরে অবাক হয়ে বলল আহমেনি।

'লেখালেখি করার এই যন্ত্রগুলোর ব্যাপারে তোমার মন্তব্য চাই।' বলে হাতে ধরা দামী জিনিসগুলো দেখাল রাজপুত্র। কিছু একটা ওতে খোদাই করে লেখা।

'অসাধারণ!'

'তোমার জন্য, অবশ্য যদি তুমি এই খোদাই করা লেখা পড়তে পার তবেই!'

'থোটের বেবুন রাজসভার লিপিকারকে রক্ষা করুক,' উঁচু গলায় বলল আহমেনি। 'বাচ্চারাও পারবে।'

'খুব ভালো। শোন তাহলে। আমি, রামেসিস, রাজসভার লিপিকার হিসেবে আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তোমাকে আমার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিলাম।'

নয়

গম ক্ষেতের দূরবর্তী কোনায় অবস্থিত নলখাগড়া দিয়ে বানানো কুটিরের চাইতে আর কোনও ভালো জায়গা দুই প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন অভিসারস্থল হতে পারে না। প্রহরীকে 'প্রহরা'য় রেখে তাই কুটিরের ভেতরে নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত ইসেট আর রামেসিস।

একটু আগে করা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আছে দু'জন। প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে গুন গুন করে গান গাইছে ইসেট।

'তুমি যে কেন এখনও আমার সাথে আছ, তাই আমি মাঝে মাঝে বুঝে পাই না।' বলল রামেসিস।

'কারণ এখন তুমি রাজসভার একজন লিপিকার।'

'চাইলে আমার চেয়ে যোগ্য কাউকে পেতে পারতে।'

'যোগ্য? আমার রাজকুমারের চেয়ে বেশি যোগ্য?' হাসিতে ভেঙে পড়ল ইসেট।

'রাজকুমারের চাইতে কি যুবরাজ যোগ্য নয়?'

মুখ কুঁচকে ফেলল ইসেট।

'অস্বীকার করব না, একবার যুবরাজের কথা ভেবে দেখেছিলাম। কিন্তু...ওকে আমার পছন্দ হয়নি। বেশি মোটা, বেশি...কী বলা যায়...বিরক্তিকর? ওই মোটা মোটা আঙুল আমাকে স্পর্শ করছে, এ কথা ভাবলেই গা শিহরিয়ে ওঠে। তাই তোমাকেই ভালবাসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'সিদ্ধান্ত?'

'কারও কারও জন্ম হয়েছে ভালোবাসা দেবার জন্য, কারও কারও নেবার জন্য। জেনে রাখো, আমি কোনওদিন কোনও পুরুষের সম্পত্তি হব না। রাজাও আমাকে বাধ্য করতে পারবেন না। তাই বলছি, আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি রামেসিস। আর তুমি নিয়েছ আমাকে। কেননা, আদপে আমরা একই মানসিকতার।'

ইসেটের সাথে কাটানো নির্ঘুম রাতের রেশ এখনও রামেসিসের চোখে লেগে আছে। লিপিকার হিসেবে নিয়োগ পাবার পর, ওকে নিজস্ব বাড়ি দেয়া হয়েছে। সেখানেই ফিরছে, এমন সময় আহমেনি একটি অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়ালো।

'তোমার সাথে কথা আছে।'

'আমি ক্লান্ত আহমেনি, পরে বলি?'

'নাহ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'তাহলে অন্তত কিছু খেয়ে নিতে দাও।'

'খেও। দুধ, নতুন বানানো রুটি, খেজুর আর মধু দিয়ে নাস্তা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমার জানা দরকার যে, রাজসভার লিপিকারকে তার ব্যক্তিগত সহকারীসহ প্রাসাদে একটা অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।'

'মানে... আমার পিতার... মানে রাজপ্রাসাদে?'

'আর কোন রাজপ্রাসাদ আছে এখানে?'

'ফারাও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন! ঠাট্টা করছো না তো?'

'গুরুত্বপূর্ণ খবর তোমার নজরে আনা সহকারীর কর্তব্য।'

'প্রাসাদে অনুষ্ঠান...'

রামেসিস ওর বাবাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। তবে রাজসভার লিপিকার হিসেবে ফারাও-এর কাছ থেকে বেশি সময় পাবে না। এত অল্প সময়ে সেটিকে কী বলবে ও? তার সাথে এই বিমাতাসুলভ আচরণের কারণ জানতে চাইবে? ওকে নিয়ে পিতার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানতে চাইবে? আচ্ছা, এমন কোনও পরিকল্পনা কি আদৌও আছে সেটির? যে প্রশ্নই করুক, খুব ভেবেচিন্তে করতে হবে।

'আরেকটা কথা।' ভ্রূ কুঁচকে বলল আহমেনি।

'বলো।'

'গতকাল বেশ কিছু কালির বাক্স এসেছে। ওদের মাঝে দুইটা বাক্স ব্যবহারের অযোগ্য, যদিও সীল-ছাপ্পড় সব ঠিক আছে। মনে হচ্ছে নতুন সাপ্লাই পুরোটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তোমার নাম ব্যবহার করে অনুসন্ধানের আদেশ দিতে চাচ্ছি।'

'তিলকে আবার তাল বানাচ্ছ না তো?'

'তুমি এখন আর শুধু রাজপুত্র রামেসিস নও, জাতির কাছে তোমার সিদ্ধান্ত এক মানদণ্ড।'

'তোমার যা ভালো মনে হয়, আহমেনি। এখন কি ঘুমাবার অনুমতি পেতে পারি?' দুষ্টুমি করে বলল রামেসিস।

সারী তার পুরাতন ছাত্রকে দেখতে এসেছিল। অবশ্য এখন আর রামেসিস ওর ছাত্র নেই। ছেলেটার রাজসভার লিপিকার হবার পেছনে সারীর প্রত্যক্ষ কোনও হাত না থাকলেও, ছাত্রের সাফল্যকে শিক্ষকের সাফল্য হিসেবেই ধরা হচ্ছে। কাপ-এর নব নিযুক্ত প্রধান সারীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন এখন একদম মসৃণ হয়ে গিয়েছে।

'স্বীকার করি, আমাকে অবাক করে দিয়েছ তুমি, রামেসিস। তবে সাফল্যের নেশায় বুঁদ হয়ে যাওনি দেখে আরও বেশি ভালো লাগছে। আহমেনিকে উদ্ধার করার সব কথা আমি শুনেছি। অন্যায়কে প্রতিহত করেছ তুমি। আচ্ছা, যথেষ্ট কি হয়নি?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'মনে আছে, একবার আমার সাহায্য চেয়েছিলে? কে তোমার পক্ষে আর কে বিপক্ষে তা জানতে চেয়েছিলে আমার কাছে? আমি আহমেনি ছাড়া আর কোনও বন্ধু দেখতে পাচ্ছি না। অন্যরা তোমার সাফল্যের ঈর্ষায় কাতর। তবে মেমফিস ছেড়ে গেলে, ওসবে তোমার কিছু যাবে আসবে না।'

'শানারের সুরে কথা বলছ দেখছি।'

এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল সারী। 'কথার ভেতর এমন কোনও অর্থ খুঁজে বের করতে যেও না রামেসিস, যেটা আসলে ওখানে নেই। যাক, প্রাসাদ থেকে দূরে থাক। আজকের অনুষ্ঠান তোমার সম্মানে হচ্ছে না।'

'আমিই তো রাজসভার লিপিকার, তাই না?'

'বিশ্বাস করো, তোমার উপস্থিতিতে কেউই খুশি হবে না।'

'আর যদি আমি যেতে চাই, তাহলে?'

'তুমি রাজসভার লিপিকারই থাকবে...তবে কোনও দায়িত্ব পাবে না। শানারকে ক্ষেপিও না। আমার কথা মেনে নাও। আর যদি না মান তাহলে বলব, তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু তুমি নিজেই।'

গমের ষোলো'শ বস্তা এবং সমপরিমাণ চাল আজ রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হয়েছে। কেক আর রোলের তো অভাব নেই। আর রাতে মিষ্টি বিয়ার ও মদের ফোয়ারা বইবে, তা তো নিশ্চিত।

প্রাসাদের সদর দরজা দিয়ে প্রথম যে দলটা ভেতরে প্রবেশ করল, রামেসিসও তাদের মাঝে ছিল। দরজায় দিন রাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সেটি'র ব্যক্তিগত রক্ষীরা। এরা ফারাও-এর কনিষ্ঠ পুত্রকে চেনে। তবুও সবকিছু পরীক্ষা না করে ভেতরে ঢুকতে দিল না। প্রাসাদের বাগানটা বিশাল, বন বললেও ভুল হবে না। তবে অসাধারণ সুন্দর। প্রাচীন আকেইশা গাছের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে মাঝখানে অবস্থিত কৃত্রিম লেকের পানিতে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজানো রয়েছে টেবিল, ওতে রাখা আছে ঝুড়ি ভর্তি পাউরুটি আর মিষ্টি। সাকি'রা মদের পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রামেসিসের নজর অবশ্য মাঝখানের দালানটার উপর নিবদ্ধ, প্রধান অনুষ্ঠানটা ওখানেই অনুষ্ঠিত হবে। উজ্জ্বল সিরামিক দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরগুলো। অতিথিরা অবাক বিস্ময়ে দেয়ালে দেয়ালে রঙের খেলা দেখছে। অ্যাকাডেমিতে যাবার আগে এই দালানের ব্যক্তিগত ঘরগুলোতে খেলে বেরিয়েছে রামেসিস। এমনকি সিংহাসন যে ঘরে অবস্থিত, তার দরজার কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল একবার। ফারাও-এর সিংহাসনকে একবার দেখার সেই স্মৃতি এখনও অম্লান ওর মনে। সিংহাসনের কথাও ভুলে যায়নি। ওটার নিচের দিকটা মা'তকে উদ্দেশ্য করে আঁকা নানা ছবি দিয়ে ভর্তি, ঐক্যতান আর সত্যের প্রতিমূর্তি।

রামেসিস মনে মনে আশা করেছিল যে, লিপিকারদের অন্তত প্রাসাদে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। কিন্তু বুঝতে পারল, ভুল ভেবেছিল সে। সবাই প্রাঙ্গণে জড়ো হবার পর, ফারাও সেটি কোনও একটা জানালা দিয়ে মুখ বের করবেন। এরপর উপস্থিত সবাইকে যার যার দায়িত্ব পালনের গুরুত্বের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত একটা বক্তব্য রেখে বিদায় নেবেন।

পিতার সাথে একান্তে কথা বলার কোনও সুযোগ ও পাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তিনি সাধারণত হাতে গোণা কয়েকজন অভিজাত বংশের সদস্য ছাড়া অন্য কারও সাথে দেখা করেন না। এদিকে ও, রামেসিস, পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। সে ছাড়া আর কেউ সর্বশেষ ধাঁধার উত্তরই দিতে পারেনি। সেটি'র সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নিজের পরিস্থিতির কথা জানাতে চায় ও। যদি মেমফিস ছাড়তেই হয়, তাহলে সে আদেশ নিজ পিতার মুখ থেকে শুনতে চায় রামেসিস।

ও ছাড়া আর কারও সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হলো না। হাসছে, গল্প করছে আর পান করছে সবাই। নিজেও তাই করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথমে মিষ্টি বিয়ার আর পরে ওয়াইন পান করল। আচমকা একটা খিলানের নিচে এক জোড়া নারী-পুরুষকে বসে থাকতে দেখল সে। চিনতেও পারল, শানার আর ইসেট।

ওদের দিকে এগিয়ে গেল রামেসিস। 'তুমি না মনোস্থির করে ফেলেছ প্রিয়? এই কি তার নমুনা?'

জমে গেল যেন ইসেট, তবে শানারের ভাবান্তর হলো না। 'ভদ্রতা ভুলে গেলে নাকি, ছোট ভাই? আমি কি কোনও লেডির সাথে আলাপচারিতা করতে পারি না?'

'লেডি? এখানে? কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'অভদ্রতা করো না।'

লজ্জায় বা রাগে লাল হয়ে ওঠা গাল দুটো নিয়ে যেন পালালো ইসেট। দুই ভাইকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

'নাহ, রামেসিস। তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না। মেমফিসে তোমার থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

'আমি রাজসভার লিপিকার।'

'পদ নিয়ে খুশি থাক, লাফাতে চাইলে লাফাতেও পার। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া কোনও দায়িত্ব পাবে না।'

'তোমার বন্ধু সারী আমাকে সাবধান করে দিয়েছে।'

'সারী তোমাকে ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে।'

'যাক গে, ইসেট থেকে দূরে থাকো।'

'আমাকে হুমকি দেবার সাহস তোমার হয় কী করে!'

'যদি আমার কিছুই না থাকে, তাহলে আমাকে হারাবার ভয় দেখিয়ে লাভ কি?'

পিছিয়ে এলো শানার। 'ঠিক বলেছ, ভ্রাতা,' ক্রুর কণ্ঠে বলল। 'প্রেমিকার প্রেম কে ভাগ করতে চায়? কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার মালিক তো ইসেট, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নাহয় আমরা অনুষ্ঠানের দিকেই মন দেই।'

'রাজা কখন বক্তব্য রাখবেন?' রামেসিস জানতে চাইল।

'শোননি? ফারাও সেনাবাহিনী পরিদর্শনের কাজে উত্তর সীমান্ত সফরে আছেন। তার নির্দেশেই আমি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। যেহেতু তুমি পরীক্ষায় সবার চাইতে বেশি নাম্বার পেয়েছ, তাই তোমার জন্য বিশেষ এক পুরষ্কারের ব্যবস্থা আছে- মরুভূমিতে শিকার করার সুযোগ পাচ্ছ তুমি।'

পিঠ দেখিয়ে হেঁটে গেল শানার।

কিছুই বুঝতে না পেরে আরেক পাত্র ওয়াইন গলায় ঢালল রামেসিস। তাহলে পিতার সাথে আজ আসলেই দেখা হচ্ছে না। শানার ওকে লোভ দেখিয়ে প্রাসাদে এনেছে। সীমার চাইতে একটু বেশিই পান করে ফেলল ও, কারও সাথে কথা না বলে চুপচাপ বসে সময় কাটাচ্ছে। অন্যান্য অতিথিদের কথা শুধু ওর বিরক্তি উৎপাদন করতেই সক্ষম হচ্ছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে এক সুদর্শন লিপিকারের সাথে ধাক্কা খেল সে।

'রামেসিস! তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি বন্ধু।'

'আহসা! তুমি এখনও মেমফিসে কী করছ?'

'আগামীকালই উত্তরের দিকে রওনা দিচ্ছি। নতুন খবর পেয়েছি, ট্রয়ের যুদ্ধ শেষের দিকে। গ্রীক অসভ্যরা প্রিয়ামের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেছে প্রায়। শুনলাম,

অ্যাকিলিস নাকি হেক্টরকে মেরে ফেলেছে! আমার প্রথম মিশন হচ্ছে, তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করা। তোমার কথা বলো, কী খবর? কোনও বিশেষ দায়িত্ব বা পদ?'

'এখন পর্যন্ত তো তেমন কিছু পাবার কথা শুনিনি।'

'লিপিকারদের পরীক্ষার কথা বলাবলি করছে অনেকে। কেউ কেউ কিন্তু ফলাফলে খুশি হয়নি।'

'ওসব আর গায়ে মাখি না।'

'বাইরে যেতে চাও না? ওহ, ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি তো বিয়ে করছ, তা-ও শুনলাম শীঘ্রই। থাকতে পারব না বলে আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। কিন্তু জেনো, আমার শুভকামনা সব সময় তোমাদের সাথে থাকবে।'

ও উত্তর দেবার আগেই, কূটনীতিবিদ আহসাকে ডেকে পাঠালেন। একা হবার সাথে সাথে রামেসিস বুঝতে পারল, মাতাল হয়ে গিয়েছে ও। চারপাশের দুনিয়াটা যেন ঘুরছে। বিরক্ত হয়ে দূরে ছুঁড়ে মারল পানপাত্র। ভবিষ্যতে আর কোনও দিন মাতাল হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল।

দশ

পশ্চিমের মরুভূমির দিকে যখন শিকারী দলটা রওনা দিল, তখনও সূর্য ঠিক মতো ওঠেনি। আহমেনির উপর প্রহরীকে দেখে রাখার ভার দিয়ে এসেছে রামেসিস। ওর সহকারীটি এখনও নিম্নমানের কালির ব্যাপারে অনুসন্ধানে ব্যস্ত। সবার আগে আগে রইল হালকা রথ, রামেসিস সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে সেনাবাহিনীর এক দক্ষ চালককে।

মরুভূমিতে ফিরে আসতে পেরে খুব আনন্দ লাগছে ওর। শিকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এক লিপিকারকে। ভদ্রলোক কোনও কিছুতেই কমতি রাখেননি। রথের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে প্রশিক্ষিত কুকুর। রথ ভর্তি খাবার আর পানিও নেয়া হয়েছে। এমনকি রাত হয়ে গেলে যেন থাকতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য তাঁবুও নেয়া হয়েছে। শিকারীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ল্যাসো, নতুন ধনুক এবং প্রচুর সংখ্যক তীর।

'শিকার করতে চাও, নাকি পাকড়াও?' জানতে চাইল রামেসিসের সঙ্গী।

'পাকড়াও।' উত্তর দিল ও।

'ঠিক আছে, তাহলে তুমি দড়ি নাও, আমি ধনুক নিচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, আমি জানি তুমি সেটি'র পুত্র। কিন্তু বিপদের সামনে তুমি আর আমি সমান।'

'ভুল বললে!'

'তোমার ধারণা তুমি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ?'

'নাহ, তুমি শ্রেষ্ঠ। কারণ তুমি অভিজ্ঞ, এবারই আমার প্রথম শিকার।'

শ্রাগ করল প্রাক্তন রথী। 'কথা অনেক হলো, নজর রাখা যাক এখন। যদি কোনও শিকার পাও, তাহলে আমাকে সাথে সাথে জানাতে ভুলবে না।'

ভয়ার্ত এক শেয়াল আর একটা জাবোয়া· ছুটে গেল ওদের সামনে দিয়ে, ফিরেও তাকালো না ওর সঙ্গী। কিছুক্ষণের মাঝেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল শিকারীরা।

আচমকা গ্যাজেল হরিণের একটা দল দেখতে পেল রামেসিস, সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদিকে।

'ভালো কাজ দেখিয়েছে!' রথ সেদিকে চালাতে চালাতে বলল রথী।

গ্যাজেলের দল থেকে তিনজন আলাদা হয়ে গেল, সম্ভবত ওগুলো অসুস্থ বা বয়স হয়েছে। কাছাকাছি একটা গিরিখাতের দিকে দৌড়াল, বর্ষাকালে পানিতে ভর্তি হয়ে যায় জায়গাটা।

থেমে গেল রথ।

'এবার পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।'

'কেন?'

'পাথর অনেক বেশি। চাকার ক্ষতি হবে।'

'কিন্তু হেঁটে গেল তো গ্যাজেলগুলোকে ধরতে পারব না।'

'পারব, এই এলাকা আমি হাতের তালুর মতোই চিনি। ওদিকে একটা গুহা আছে, সেখানেই যাচ্ছে।'

তাই পায়ে হেঁটে এগোল ওরা। প্রায় তিনঘণ্টা পায়ে হাঁটার পর যখন প্রচণ্ড তাপে প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, তখন থামল কেবল। সময় যেন নষ্ট না হয়, তাই সাথে আনা খাবার খেয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

'ক্লান্ত?'

'না।'

'তাহলে মরুভূমিতে টিকে থাকতে তোমার কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।'

পাথুরে এলাকা। থেকে থেকে ছোট ছোট কিছু পাথর ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই শুষ্ক, লাল জমি যে প্রাণদায়ী নদী, গাছ আর সুফলা মাঠের জন্ম দিতে পারে-তা ভাবাই যায় না। মরুভূমি আসলে পৃথিবীর মাঝে অবস্থিত আলাদা এক জগৎ!

নিজেকের অস্তিত্বকে বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হলো রামেসিসের। তবে সেই সাথে নিজের মাঝে অদ্ভুত এক শক্তির উপস্থিতিও টের পেল। স্রষ্টা মরুভূমিকে বানিয়েছেন যেন মানুষ এখানে এসে কান পেতে তাঁর কথা, পবিত্র আগুনের কথা শুনতে পায়। ফ্লিন্ট, পাথর দিয়ে বানানো ফলাগুলো পরীক্ষা করে দেখল রথী।

'সেরা না হলেও, কাজ চলবে।'

'গুহাটা কত দূরে?'

'এক ঘণ্টার মতো লাগতে পারে। কেন, ফিরে যেতে চাও?'

'কথা না বাড়িয়ে কাজে লেগে পড়ি, চলো।'

প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই আশেপাশে। নেই কোনও সাপ, এমনকি মরুভূমির বিছাও দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত কোনও পাথরের ছায়ায় গিয়ে ঘুমাচ্ছে, রাতের ঠাণ্ডায় বেরিয়ে আসবে।

'পায়ে সমস্যা হচ্ছে,' রামেসিসের সঙ্গী বলল। 'অনেক আগে চোট পেয়েছিলাম। একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

রাত নামল, কিন্তু ব্যথা কমার কোনও নাম নেই!

'ঘুমাও,' রামেসিসকে বলল সে। 'ব্যথায় আজ আর ঘুম হবে না। তবে যদি তন্দ্রা পেয়েই বসে, তাহলে ডেকে দেব না হয়।'

সর্ব প্রথমে দেহে মিষ্টি একটা উষ্ণতা অনুভব করল রামেসিস। এরপর আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল তাপ। প্রতিরাতে অ্যাপোফিসের সাথে যুদ্ধ করে সূর্য। বিজয়ী হয়েই দেখা দেয় প্রাণীজগতের সামনে।

ঘুম ভেঙে গেল ওর।

উঠে বসে দেখতে পেল, ওর শিকার সঙ্গী লাপাত্তা। একাকী হয়ে গিয়েছে ও- সাথে নেই পানি, খাবার বা অস্ত্র। কয়েক ঘণ্টা এই উত্তপ্ত সূর্যের নিচে হাঁটতে হবে ওকে, তবেই হয়তো দেখা মিলবে দলের অন্যান্যদের। দেরি করে লাভ নেই ভেবে, রওনা দিয়ে দিল।

সেনাবাহিনীর লোকটা ওকে ফেলে গিয়েছে, হয়তো ধরে নিয়েছে যে মরুভূমিই রামেসিসের একটা না একটা ব্যবস্থা করে ফেলবে রাজপুত্রের। কিন্তু বুদ্ধিটা বেরিয়েছে কার মাথা থেকে? দুর্ঘটনার আড়ালে কে হত্যাকে চাপা দিতে চায়? সবাই জানে, ফারাও সেটি'র ছোট সন্তান যা মনে আসে, তাই করে। সুতরাং কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহই করবে না।

শানার-ওর ঘৃণিত, চোরা স্বভাবের ভাই ছাড়া আর কে হবে!

রামেসিস মেমফিস ছাড়তে চায় না। তাই শানার ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠিয়েছে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করল ও, শানারকে সফল হতে দেবে না। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে এগোচ্ছে সে। পথে ওর পাশ দিয়ে ছুটে একটা গ্যাজেল, সেই সাথে এক বুনো ছাগল। রাজপুত্র বুঝতে পারল, প্রাণীগুলো নিশ্চয় এমন এক পানির উৎসের দিকে যাচ্ছে, যেটা ওর সঙ্গী আসার পথে দেখায়নি।

রামেসিসের সামনে এই মুহূর্তে দুটো পথ আছে, হয় একগুঁয়ের মতো এগিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে মারা যাওয়া অথবা এই প্রাণীগুলোকে বিশ্বাস করা। পরেরটা করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

অনেকক্ষণ হাঁটতে হলো ওকে। যখন বুনো ছাগল, গ্যাজেল আর ত্রিশ ফুট উঁচু গাছ নজরে পড়ল, তখন নিজেকে গালি দিচ্ছিল সে। গাছটার বাকল ধূসর। ডালে হলদে-সবুজ ফুল। মিশরে এমন গাছ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, বেশ মিষ্টি ফল ধরে এতে। এতটাই যে তিন ইঞ্চি লম্বা ফলগুলোর নামই হয়ে গিয়েছে 'মরুভূমির খেজুর'। সমস্যা হলো, গাছটা লম্বা সবুজ কাঁটা বিশিষ্ট। গাছের ছায়ায় রয়েছে অদ্ভুত এক ঝর্ণা। দেবতা সেটের আশীর্বাদ ধন্য বলে ধারণা করা হয় এমন ঝর্ণাগুলোকে। গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা লোক। রুটি খাচ্ছে। রামেসিস আরেকটু

নিকটে পৌঁছালে চিনতে পারল লোকটাকেঃ আহমেনিকে উত্যক্তকারী সহিসদলের প্রধান!

'দেবতারা আপনার উপর সুনজর রাখুক, রাজপুত্র। হারিয়ে গিয়েছেন নাকি?'

শুষ্ক ঠোঁট, কাঠ হয়ে আসা গলা আর জ্বলতে থাকা চামড়া বার বার রামেসিসের নজর সরিয়ে দিচ্ছে পানির দিকে।

'পিপাসা পেয়েছে? আফসোসের কথা। পানিটা ঠাণ্ডা, সুমিষ্ট। কিন্তু মৃত মানুষকে খেতে দিয়ে নষ্ট করে লাভ আছে?'

রামেসিস আর জীবনের মাঝে আর মাত্র দশ পা দূরত্ব।

'আমাকে অপমান করার এত কী দরকার ছিল তোর? নিজেকে রাজপুত্র হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলি? এখন আস্তাবলের সবাই আমাকে দেখে উপহাস করে।'

'একাজ যে নিজের বুদ্ধিতে করছ না, তা বুঝতে পারছি। কে লাগিয়েছে?'

সহিসের ঠোঁটে ক্রূর হাসি দেখা গেল। 'এই প্রথম আদেশ মানতে কোনও দ্বিধা করিনি। তোর শিকার সঙ্গী আমাকে পাঁচটা গরু আর দশ মানুষ সমান লম্বা লিলেন কাপড় দেবে বলে বলেছে। দ্বিতীয়বার ভাবার দরকারও পরেনি। আমি জানতাম তুই এখানেই আসবি।'

উঠে দাঁড়ালো লোকটা, হাতের ছুরি সূর্যের আলোতে ঝলকানি দিচ্ছে।

প্রতিপক্ষকে হিসেবী চোখে মেপে দেখল রামেসিস। কায়দা কানুন খাটাতে পারলে একে হারানো কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু এই ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত দেহ নিয়ে প্রতিপক্ষের মতো শক্তিশালী আর অস্ত্রধারীকে হারানো প্রায় অসম্ভব।

বাঁচতে হলে শক্তি খাটিয়েই জিততে হবে ওকে। ছোট্ট একটা চিৎকার করে, শরীরের সর্বশক্তি নিয়ে সহিসের দিকে ছুটল রামেসিস। ওকে লক্ষ্য করে ছোরা চালালো মানুষটা। কিন্তু লাগাতে পারল না। বরঞ্চ ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল গাছটার উপর। লকলক করতে থাকা ছুরির মতো কাঁটাগুলো এসে বিঁধল গায়ে।

অভিযোগ করার কোনও উপায় নেই শিকারীদের। জীবিত বা মৃত, এবারের অভিযানে কোনও শিকারের অভাব হয়নি। জীবন্ত একটা বুনো ছাগল, দুটো গ্যাজেল আর একটা ওরিক্স ধরা পড়েছে। বাচ্চা একটা গ্যাজেলকে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে একজন, আরেকজন ভীত সন্ত্রস্ত একটা খরগোশকে কান ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। একটা হায়েনাকে কাঠের তক্তার সাথে বেঁধে দু'জন বেয়ারা বয়ে চলছে। অধিকাংশ

প্রাণীকে প্রশিক্ষকের হাতে তুলে দেয়া হবে। তবে হায়েনাকে পাঠানো হবে মোটা-তাজা করার উদ্দেশ্যে। ওটার চর্বিযুক্ত কলিজার জন্য অভিজাতরাও পাগল।

আরও কিছু পশু শিকার করা হয়েছে। ওদেরকে পাঠানো হবে মন্দিরে। দেবতাদের উদ্দেশ্য ওগুলো বলি দেবার পর, ঠাঁই হবে মানুষের পেটে।

যেখান থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, সেখানে পুনরায় এসে এক হয়েছে শিকারিরা, কেবল রামেসিস আর তার সারথির কোনও হদীস নেই। অভিযানের প্রধান লিপিকারের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। খোঁজ করার জন্য রথ না পাঠালেই নয়, কিন্তু পাঠাবেটা কোন দিকে? আর যদি রাজপুত্রের কোনও ধরনের ক্ষতি হয়েই যায়, তাহলে কর্মজীবন বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না ওর। রামেসিসের ভবিষ্যৎ হয়তো খুব একটা উজ্জ্বল নয়, তাই বলে ওর অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা কারও নজরে পড়বে না, এ আশা করা বাতুলতা। পুরো দলটাকে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে আরও দু'জন শিকারীকে সাথে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লিপিকার।

উপায়ন্তর না দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রিপোর্ট লেখা শুরু করল সে, একবার লিখছে আবার পরক্ষণেই সব মুছে ফেলছে। আসলে কীভাবে লিখলে নিজের জান বাঁচাতে পারবে, তা বুঝে উঠতে পারছে না। যেভাবেই লেখুক না কেন, দু'জন শিকারীকে খুইয়েছে সে। তাদের মাঝে একজন আবার ফারাও-এর ছোট সন্তান।

আচমকা অনেক দূরে ছায়ার মতো কিছু একটা দেখতে পেল সে, এদিকেই আসছে। মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা খুব সাধারণ এক ব্যাপার। তাই নিশ্চিত হবার জন্য শিকারী দু'জনকে ডাকল। ওরাও একই কথা বলল, কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।

ক্ষণে ক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠল অবয়ব, ফিরে আসছে রামেসিস!

এগারো

প্রাসাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ দু'জনের হাতে নিজের হাত-পায়ের নখের পরিচর্যার ভার ছেড়ে দিয়ে, আরাম করছে শানার। নিজেকে উপস্থাপনের ব্যাপারটা ফারাও-এর প্রথম সন্তানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ভবিষ্যৎ প্রধান হিসেবে সর্বদা টিপটপ থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাছাড়া সেবা নিতে ওর খুব ভালো লাগে!

চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ তার একমনে 'সেবা নেওয়াটাকে' ভঙ্গ করে দিল! চোখ খুলে তাকিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে? এসব আমি-'

রামেসিস ঝড়ের বেগে শানারের বিলাসী বাথরুমে এসে প্রবেশ করল। 'সত্যি কথা জানতে এসেছি শানার। এখুনি বলো।'

যুবরাজের ইঙ্গিতে মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল ঘর, এখন শুধু দুই ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। 'শান্ত হও, ভাই। কোন সত্যের কথা বলছ?'

'আমাকে খুন করাতে চেয়েছিলে কেন?'

'স্বপ্ন দেখছ নাকি! এই চিন্তা করাটাও...'

'দুইজন আততায়ী...মিলে মিশে কাজ করছিল। একজন মৃত আর অন্যজনকে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'খুলে বলো সবকিছু। তবে আগে একটা কথা মনে করিয়ে দেই, আমি কিন্তু তোমার ভাই!'

'যদি এসবের পিছনে তোমার হাত থাকে, আমি ঠিক খুঁজে বের করব।'

'আমার হাত? বুঝে শুনে কথা বলো রামেসিস।'

'তুমি আমাকে মরুভূমির মাঝে শিকারে পাঠালে, আর কেউ একজন আমার জন্য সেখানে মৃত্যুফাঁদ পাতলো!'

রামেসিসের কাঁধ স্পর্শ করল শানার। 'স্বীকার করি, তোমার আমার মাঝে বলতে গেলে কোনও মিল নেই। একে অন্যকে আমরা পছন্দও করি না। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, আমরা প্রতিপক্ষ। এর চাইতে নিয়তিকে মেনে নিয়ে এক সাথে কাজ করাটাই কি ভালো না? আমি চাই, তুমি মেমফিস ছেড়ে যাও। একথা তো আমি সরাসরিই বলেছি। তোমাকে আমি সভার সদস্য হবার যোগ্য মনে করি না। তাই বলে তোমার কোনও ক্ষতি হোক, তা-ও আমি চাই না। নৃশংসতা আমি পছন্দ করি না। বিশ্বাস করো, আমি তোমার শত্রু নই।'

লেখালেখির সরঞ্জামাদির ব্যাপারে আহমেনি বরাবরই খুঁতখুঁতে। দিনে কম করে হলেও, দু'বার তো ওগুলো পরিষ্কার করবেই। কোনও কিছু একটু নষ্ট হলেই সেটা পরিবর্তন করে ফেলে। রামেসিসের সহকারী বলে, ওর এসবে খরচ করার মতো টাকারও কোনও অভাব নেই। তবে অপচয়ে বিশ্বাস করে না সে। তাই দামী প্যাপিরাস ব্যবহার করে খুব কম। খসড়া করতে হলে বেলেপাথরের উপরেই করে। লাল আর কালো রঙ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নিজে তৈরি করে গুঁড়া।

সবার শেষে যখন রামেসিস শিকার থেকে ফিরে এলো, অন্য সবার মতো আহমেনিও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। 'জানতাম, তুমি নিরাপদে আছ! বিপদে পড়লে টের পেতাম। তুমি ছিলে না বলে কিন্তু আমি বেহুদা সময় কাটাইনি। নিম্ন শ্রেণির কালির ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়েছি।'

'কী জানতে পারলে?'

'অনেক কিছুই। সরকারী দপ্তরের অনেক হাত ঘুরে আসে ওগুলো, এদের যে কোনও পর্যায়ে দুর্নীতি হতে পারে। তোমার নাম ব্যবহার করে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। তোমাকে হয়তো কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু শ্রদ্ধা যে করে তাতে সন্দেহ নেই।'

রাজপুত্র কৌতূহলী হয়ে উঠল। 'বিস্তারিত বিবরণ দাও।'

'কালির পিণ্ড আমাদের দেশে অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। পিণ্ড না থাকলে কালি থাকবে না, কালি না থাকলে কোনও কিছু লেখা হবে না। আর লেখা ছাড়া সভ্যতা কল্পনা করা যায় না।'

'লিপিকারদের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না!' দুষ্টামির সুরে বলল রামেসিস।

'যেমনটা ভেবেছিলাম, কালির উৎপাদন খুব শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রতিটা পিণ্ড পরীক্ষা করে দেখার পর গুদাম থেকে বের হয়। তাই নিম্নমানের পিণ্ড বাজারে আসার কথা না।'

'মানে...'

'মানে কোথাও কোনও গোলমাল আছে।'

'অথবা তুমি বেশি চাপ নিয়ে কাজ করছ, আর তা তোমার উপর প্রভাব ফেলছে।'

বাচ্চাদের মতো গাল ফুলাল আহমেনি। 'তুমি কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ না!'

'মরুভূমিতে বাধ্য হয়েছি একজনকে খুন করতে। না করলে নিজেকে মরতে হতো।' পুরো ঘটনা খুলে বলল রামেসিস।

মাথা নীচু করে ফেলল আহমেনি। 'আমাকে যে বোকা ভাবছ, তাতে আর আশ্চর্য কী! কালির পিণ্ড নিয়ে...দেবতাদের ধন্যবাদ। তারা তোমাকে রক্ষা করেছেন। সবসময় করবেন।'

'প্রার্থনা করো, তাদের যেন আমার দিকে নজর রাখার সময় হয়!'

মাঝরাতের বাতাসে ভরে আছে কুটিরটা। পাশের জলা থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক। রামেসিস ঠিক করেছে, ইসেটের জন্য সারারাত অপেক্ষা করবে। যদি মেয়েটা না আসে, তাহলে ধরে নেবে ওদের মাঝে আর কোনও সম্পর্ক নেই।

অপেক্ষা করতে করতে বারবার সহিস লোকটাকে খুন করার দৃশ্য মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। সত্যি কথা বলতে কী, কী করেছে বা কেন করেছে তা এখনও বলতে পারবে না। ভেবেচিন্তে করা কোনও কাজ ছিল না ওটা। আচমকা যেন মরুভূমির কোনও বালুঝড় উঠেছিল তার ভেতরে, এক লহমায় এনে দিয়েছিল দশ মানুষের শক্তি। রহস্যময় কোনও পৃথিবীর শক্তি ছিল ওটা? সেট নিজে ধার দিয়েছিলেন ক্ষমতা?

ওই মুহূর্তটার আগ পর্যন্ত রামেসিসের ধারণা ছিল, নিজের ভাগ্য সে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। দেবতা বা মানুষের তাতে কোনও হাত নেই। ধরে নিয়েছিল, যেকোনও লড়াইয়ে নিজের যোগ্যতাতেই বিজয়ী হবে সে। কিন্তু একটা কথা ভুলে গিয়েছিল। মৃত্যুর কথা, লড়াইয়ে মৃত্যু আসবেই। তবে আফসোস নেই রামেসিসের।

আচমকা রাস্তার একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গোপনে কেউ কুটিরের দিকে এগোচ্ছে।

হয়তো বোকামি হয়ে গিয়েছে এখানে আসাটা। মৃত সহিসের সহযোগী, ওর রথের সারথির এখন পর্যন্ত কোনও হদীস পাওয়া যায়নি। হয়তো সে-ই ওর পিছু নিয়ে এখানে এসেছে। আচমকা আক্রমণ করার জন্য এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে!

অনাহুত আগন্তুকের উপস্থিতি ঠাহর করতে পারল রামেসিস, তবে দেখতে পেল না। ঠিক কোথায় আছে মানুষটা, তা-ও বুঝতে পারল না। কুটিরের দরজায় ছায়া পড়া মাত্র লাফিয়ে উঠল রাজপুত্র, আগন্তুককে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার উপর চড়ে বসল।

'এমনভাবে স্বাগত জানাবে, বুঝতে পারিনি!'

'ইসেট! চোরের মতো আচরণ করছ কেন?'

'আমাদের চুক্তির কথা মনে আছে? এক নাম্বার শর্ত-সর্বাবস্থায় গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।'

প্রেমিককে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেয়েটি, তার কামনা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। 'ছেড়ো না!'

'আগে বলো, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ?'

'আমার এখানে উপস্থিত হওয়াটা কী সেকথা বলে দিচ্ছে না?'

'শানারের কী হবে?'

'ওসব কথা বাদ দেবে?'

পাতলা একটা টিউনিক পরে আছে মেয়েটি, নিচে আর কিছুই নেই। প্রেমে পাগল ইসেট ভুলে গিয়েছে, একদা সে মিশরের রানি হবার স্বপ্নে বিভোর থাকত। শুধু শারিরীক আকর্ষণ নয় এটি, আরও বেশি কিছু। রামেসিসের মাঝে এমন এক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে, যা সে নিজেই এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। এই ক্ষমতাটার দিকেই বার বার দৌড়ে আসছে ইসেট। কিছুই করার নেই মেয়েটির, বাঁধা পড়ে গিয়েছে যে! শানার ফারাও হবে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু এরইমাঝে লোকটা দাম্ভিক, একঘেঁয়ে। ইসেট কখনও সময়ের আগে নিজেকে বুড়িয়ে যেতে বা একঘেয়ে হয়ে যেতে দেবে না।

সকালের সূর্য উঁকি দিয়ে ওদেরকে একে অন্যের আলিঙ্গনে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেল। দেখল, প্রেমিকার চুলে প্রেমময় হাত বুলাচ্ছে রামেসিস।

'শুনলাম একজনকে নাকি হত্যা করেছ।'

'হ্যাঁ, আমাকে খুন করার জন্য কেউ লোকটাকে ভাড়া করেছিল।'

'কিন্তু কেন?'

'প্রতিশোধ নিতে।'

'তুমি যে রাজপুত্র, তা কি লোকটা জানত না?'

'জানত, কিন্তু যে টাকা দেয়া হয়েছিল তাতে ওসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আমার সাথে যে সারথি দেয়া হয়েছিল, তার সাথে দল বেঁধে যা করার করেছে।'

ইসেট এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসল। 'সারথিকে ধরতে পেরেছে?' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কণ্ঠে জানতে চাইল।

'এখনও পারেনি। পুলিশকে আমার বক্তব্য দিয়েছি। চেষ্টা চলছে।'

'আর যদি...'

'কেউ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে? শানার অস্বীকার করছে। দেখে তো মনে হলো খবরটা ওর কাছেও নতুন।'

'তাও সাবধানে থেক। খুব চালু মাল!'

'তাই নাকি? তুমি তো চালু পুরুষদের পছন্দ করো। আচ্ছা, আমাকে-ই যে চাও, সে ব্যাপারে নিশ্চিত তো?'

উদীয়মান সূর্যের সমস্ত উত্তাপ, সমস্ত প্রতিপত্তি দু'ঠোঁটে নিয়ে রামেসিসকে চুমু খেল ইসেট।

কেউ নেই আহমেনির অফিসে। এমনকি একটা নোট পর্যন্ত রেখে যায়নি ও। রামেসিস বুঝতে পারছিল, নিম্ন মানের কালির রহস্য ভেদ করার আগে ওর সহকারী বিশ্রাম নেবে না। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছে সে। বার বার বলেও লাভ নেই, শারীরিকভাবে যতটা দুর্বল আহমেনি, মানসিকভাবে তারচাইতে কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী।

পুলিশ প্রধানের সাথে দেখে করতে গেল রামেসিস। জানতে পারল, তদন্ত এখনও ফলপ্রসু হয়নি। সারথির কোনও হদীস পাওয়া যায়নি। পুলিশের অদক্ষতায় বিরক্ত রাজপুত্র নিজের মনোভাব লুকাবার কোনও চেষ্টাই করল না। সাথে সাথে ওকে আশ্বস্ত করল পুলিশ প্রধান। জানল, শীঘ্রই ধরা পড়বে লোকটা।

রামেসিস সিদ্ধান্ত নিল, এদের উপর ভরসা না করে নিজেই তদন্তে নামবে। মেমফিসে সেনা বাহিনীর যে ছাউনি আছে, ওখানে রথ মেরামতের জন্য আলাদা জায়গা করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধ আর শিকারের জন্য কোন কোন রথ ব্যবহার করা হয়েছে আর কে কে সেগুলো ব্যবহার করেছে, তা জানাটা রাজসভার লিপিকারের জন্য একদম ছেলেখেলা। কেননা এসব দামী যানবাহনের ব্যবহার খুব সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রামেসিসের আশা, খুনি লোকটা হয়তো ওখানে কাজ করত।

বেশ কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর, ওকে বলা হলো বাখেনের সাথে কথা বলতে। বাখেন রাজ আস্তাবলের প্রধান পরিদর্শক।

বাখেন তখন ব্যস্ত ছিল একটা ধূসর ঘোড়াকে পরীক্ষা করার কাজে। ঘোড়াটা একেবারে বাচ্চা, ভার টানার উপযুক্ত হয়নি। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত চেহারার এক সারথি। আর দুঃখ পাবেই না কেন, পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে যে বেচারার চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করছিল বাখেন! লোকটাকে দেখে মনে হয়, বিশ বছরে পা দেয়নি এখনও। শক্তপোক্ত শরীর, ছোট ছোট দাড়ি চোয়ালকে ঢেকে রেখেছে। ভরাট কণ্ঠ ওর শাপশাপান্তকে আরও ওজনদার করে তুলেছে।

বেচারা সারথি কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলে, ঘোড়াটার দিকে নজর দিল বাখেন। সুযোগ বুঝতে পেরে এগিয়ে গেল রামেসিস। 'বাখেন? আমি রাজপুত্র রামেসিস।'

'রাজপুত্র? ভালো তো, তোমার সৌভাগ্য।'

'আমার কিছু তথ্যের দরকার।'

'পুলিশের কাছে যাও।'

'ওরা সাহায্য করতে পারেনি। হয়তো তুমি পারবে।'

'সম্ভাবনা ক্ষীণ।'

'আমি এক সারথিকে খুঁজছি।'

'আমি শুধু ঘোড়া আর রথের দেখভাল করি।'

'পুলিশও খুঁজছে।'

'তাতে আমার কী?'

'এক অপরাধী ধরা পড়ুক, তা চাও না?'

বাখেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রামেসিসের দিকে তাকালো। 'আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছ? রাজপুত্র হও আর যা-ই হও, এখান থেকে দূরে থাক।'

'উত্তর না নিয়ে যাব না।'

হাসিতে ফেটে পড়ল বাখেন। 'সহজে হাল ছাড় না দেখছি।'

'তুমি কিছু একটা জানো, সেটা আমি জেনেই ছাড়ব।'

'সাহসেরও কমতি নেই দেখছি।'

চিঁহি স্বরে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া। দৌড়ে সেদিকে গেল বাখেন। অসাধারণ সুন্দর একটা কালচে বাদামী স্ট্যালিয়ন ওটা।

'শান্ত হ, শান্ত হ বাছা।' বাখেনের আওয়াজ শুনে যেন শান্ত হতে শুরু করল প্রাণীটা, এমনকি ওকে কাছেও আসতে দিল। অসাধারণ, ভাবল রামেসিস।

'নাম কী ওর?'

'দেবতা আমনও এর বীরত্বের প্রশংসা করেন। আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া।'

উত্তরটা বাখেন দেয়নি। ওটা এসেছে রাজপুত্রের পেছন থেকে, গলা শোনা মাত্র শীতল এক স্রোত রামেসিসের শিরদাঁড়া বেয়ে চলে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাউ করল ও। সামনে ওর পিতা, ফারাও সেটি দাঁড়িয়ে আছেন।

বারো

'আমরা এখুনি রওনা দিব, রামেসিস।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রাজপুত্রের, আবার এদিকে পিতাকে দ্বিতীয়বার বলার অনুরোধও করতে পারছে না। আনন্দের চোটে মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

নিজ ঘোড়ার দিকে এগোলেন সেটি, বিলকুল শান্ত হয়ে এসেছে ওটা। বাঁধন খুলে একটা হালকা রথে দিয়ে নিয়ে গেলেন ঘোড়াটাকে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওটাকে রথে বাঁধা দেখলেন। সেনাছাউনির প্রধান দরজায় ফারাও-এর গার্ডদের সর্তক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

রথে উঠে পিতার বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রামেসিস।

'লাগাম ধরো।'

নিজেকে ওর দিগ্‌বীজয়ী মনে হলো, গর্বে মাথা উঁচু করে বজরার দিকে ঘোড়া ছোটাল। ফারাও-এর নৌবাহিনী সেটি'র জন্য অপেক্ষা করছে।

যাচ্ছে যে, সে কথা আহমেনিকে বলার কোনও সুযোগ পায়নি রামেসিস। আচ্ছা ওকে কুটিরে না পেয়ে, ইসেট কী ভাববে? কিন্তু রাজকীয় বজরায় চড়ার পর এসব চিন্তা মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

এই সফরের ফারাও কর্তৃক নিযুক্ত লিপিকার ও। তাই সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখার কাজটা তার। লেখার মতো অনেক কিছুই পেল রামেসিস। মেমফিস থেকে ওদের গন্তব্য, জেবেল এল-সিলসিলার দূরত্ব প্রায় পাঁচশ মাইল। সতেরো দিনের ভ্রমণে অবাক করা অনেক কিছু দেখল ও, মনমুগ্ধকর নদী, সবুজ খেত, শান্তির চাদরে মুড়ে থাকা পাহাড়ী গ্রাম। মিশর যেন নিজ সৌন্দর্যের ঝাঁপি খুলে বসেছে শুধু ওরই জন্য।

তবে বজরায় ওঠার পর, পিতার সাথে আর দেখা হয়নি ওর। দিনগুলো যেন চোখের পলকে কেটে গেল। মোটা হতে লাগল ওর লেখার সংগ্রহ। সেটি'র রাজত্বের ষষ্ঠ বছর চলছে। এখন এক হাজার সৈন্য, পাথর খোদক আর নাবিককে জেবেল এল-সিলসিলায় পৌঁছাতে হবে। মিশরে বেলেপাথরের প্রধান খনি জায়গাটা। এখানে এসে নীল নদ সরু হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর প্রতিবাদেই যেন যতটুকু জায়গা পেয়েছে, তার মাঝে ফুঁসে উঠে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চাইছে সে। জাহাজডুবি এবং ডুবে মরার ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। গলুইয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন সেটি। ছোট ছোট দলে ভাগ করে দেয়া হয়েছে কর্মচারীদের, নেতাও নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। একে একে যন্ত্র আর খাবার ভর্তি বাক্স বজরা থেকে নামাচ্ছে ওরা। হাসছে, গাইছে মাঝে মাঝে একে অন্যকে খোঁচাও দিচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আন্তরিকতার আবহটা ফিকে হয়ে যায়নি।

দিন শেষ হবার আগেই দূত এসে ঘোষণা দিল, প্রতিটি শ্রমিককে মহামান্য ফারাও প্রতিদিন পাঁচ পাউণ্ড পরিমাণ রুটি পুরস্কার দেবেন। সেই সাথে থাকবে এক আঁটি সব্জি, রান্না করা মাংস, তিলের তেল, মধু, ডুমুর, আঙুর, শুকনো মাছ, মদ আর প্রতি মাসে দুই বস্তা চাল। এই বাড়তি খাবারটুকু শ্রমিকদের আরও জোরেসোরে কাজ করতে অনুপ্রাণীত করবে।

পাথর খোদকরা প্রথমে ছোট ছোট নালা বানায়, এরপর একে একে সেখান থেকে বেলেপাথরের ছোট ছোট অংশ নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে। একেবারে ছকে বাঁধা কাজ!

নেতাদের কাজ হলো এই খোদকদের জন্য উন্নত মানের বেলেপাথরের আকর খুঁজে বের করা। বড় বড় টুকরার ক্ষেত্রে প্রথমে ওগুলোতে চির ধরানো হয়। এরপর শুকনো কাঠ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ভেতরে। এরপর পানি দিয়ে কাঠটাকে ভিজিয়ে দিলে সেটা মোটা হয়ে পরে, ভেঙে যায় পাথর।

কিছু কিছু খণ্ড সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হয় রাজমিস্ত্রির কাছে, অন্যগুলো বজরায় ভরে পূর্ব নির্ধারিত নির্মাণরত মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রামেসিস যেন এখানে এসে নিজের মাঝে অন্য এক আগ্রহ খুঁজে পেয়েছে। সারাদিন ঘুরোঘুরি করে ও। ভাবে, এত বিশাল কর্মযজ্ঞকে কীভাবে শব্দের জালে আটকে রাখবে?

পুরো কর্মযজ্ঞের প্রতিটা ধাপের সাথে নিজেকে পরিচিত করল রামেসিস। শ্রমিকদের বিন্দুমাত্র বিরক্তি উৎপাদন না করে মিশে গেল তাদের ভীড়ে, শিখল ওদের মুখের বুলি। যখন ওরা রামেসিসকে পাথর কাটতে বলল, অসাধারণ দক্ষতার

পরিচয় দিল সে। ততদিনে আরামদায়ক লিলেনের পোশাক দেহ থেকে খুলে ফেলে রুক্ষ চামড়ার পোশাক দেহে চড়িয়েছে ও। গরম বা তাপ রাজপুত্রের উপর কোনও প্রভাব ফেলাতে পারেনি। রাজসভার চেয়ে জায়গাটা বেশি পছন্দ হয়েছে রামেসিসের। এখানকার মানুষেরা সহজ সরল। শক্ত পাথর ওদেরকে সৎ বানিয়েছে। বিলাসী জীবনকে ছেড়ে এসেছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানেই থেকে যাবে। ছল চাতুরীপূর্ণ শহর আর শহরের অধিবাসীরা আর ওকে টানছে না।

সেটি মনে হয় এটাই শেখাতে চাইছিলেন ওকে-নিজের বিলাসবহুল শৈশবের কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও কীভাবে তোমাকে বড় করে তোলা হয়েছে। রুক্ষ জীবন যাপনের দ্বারা নিজের ভেতরের মানুষটাকে খুঁজে বের করো। ষাঁড়ের ঘটনাটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভুল করে ফেলেছিল। যাক, এখন অন্তত ওর পিতার ইচ্ছা বুঝতে পেরেছে সে!

সভাসদ হিসেবে জীবন যাপন করার কোনও ইচ্ছা নেই ওর। শানার-ই আসলে বিলাসী জীবনে নিজেকে ডুবিয়ে ফারাও হিসেবে অভিনয় করার যোগ্য। শান্ত মনে রাতের তারাকে সঙ্গী করে ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে।

পরদিন সকাল সকাল ঘুম ভাঙল রামেসিসের। অবাক হয়ে লক্ষ করল, আশেপাশে প্রাণের কোনও স্পন্দন নেই! সাধারণত সকালে যখন পরিবেশ একটু ঠাণ্ডা থাকে, তখন কাজ শুরু করে দেয় শ্রমিকেরা। কিন্তু আজ কেন জানি নীরবতা বিরাজ করছে এলাকাজুড়ে। ছোট ছোট দলগুলোর নেতারাই বা কী করছে? নাম ডাকা শুরু করেনি কেন?

উঠে দাঁড়িয়ে হাতের তালুর মতো পরিচিত হয়ে যাওয়া এলাকাটা ঘুরে ফিরে দেখল রামেসিস। কানে যখন হাতুড়ির আওয়াজ এলো, তখন নিজের চিন্তার মাঝে গভীরভাবে ডুবে আছে রাজকুমার।

এলাকা ভাগ করে দেয়া আছে। কোন এলাকায় কোন দল কাজ করবে, সেটাও চিহ্নিত করে দেয়া। রামেসিসের ইচ্ছা হচ্ছিল, লিপিকারের যন্ত্রাদি ছুঁড়ে ফেলে হাতুড়ি তুলে নিতে। ইচ্ছা করছিল এই কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের সাথে জীবন কাটিয়ে দেয়, নিজের পরিচয় ভুলে যায়!

পুরো এলাকার একদম এক কোনায় অবস্থিত চ্যাপেলটার কাছে পৌঁছে গেল ও। পাথর কেটে বানানো হয়েছিল ওটা। প্রবেশদ্বারের বাঁয়ে অবস্থিত একটা পাথর। ওটাতে উদীয়মান সূর্যের প্রশংসা করে বিভিন্ন বাক্য খোদাই করে রাখা। ফারাও সেটি

ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। সূর্যের দিকে মুখ করে দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে আছেন তিনি। সূর্যের আলোকে স্বাগত জানাচ্ছেন, প্রার্থনা করছেন।

রামেসিস তাঁর সামনে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল।

প্রার্থনা শেষে সন্তানের দিকে ফিরলেন সেটি।

'এখানে কী খুঁজছ?'

'আমার জীবনের লক্ষ্য।'

'স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ কাজ চারটি, জানো?' ফারাও যেন ঘোষণা করলেন। 'তিনি সৃষ্টি করেছেন চার বাতাসকে, যেন প্রতিটা জীবন্ত প্রাণী শ্বাস নিতে পারে। তিনি পানি সৃষ্টি করেছেন, প্রতি বছর বন্যার ব্যবস্থা করেছেন যেন ধনী-গরীব সবাই উপকৃত হতে পারে। তিনি প্রতিটা মানুষকে সমান করে বানিয়েছেন। আর তিনি মানুষের মনকে এমনভাবে বানিয়েছেন যেন মৃত্যুর পর কীভাবে তা নিয়ে ভাবে সে। যেন অদেখা উদ্দেশ্য সে উৎসর্গ করে। কিন্তু মানুষ প্রায়ই স্রষ্টাকে অসম্মান করে। কেউ কেউ চেষ্টা চালায় তাঁর এই সৃষ্টির ভারসাম্য নষ্ট করতে। তুমি কি তাদের একজন?'

'আমি...আমি একজনকে হত্যা করেছি।'

'স্রষ্টার জীবন দানের উদ্দেশ্য কি আরেকটা জীবন কেড়ে নেয়া?'

'আত্মরক্ষা ছিল। মনে হচ্ছিল অদেখা কোনও শক্তি আমাকে পরিচালনা করছে।'

'তাহলে যা করেছ, সেটাকে মেনে নাও। নিজেকে আর করুণা করো না।'

'আমি পালের গোদাটাকে খুঁজে বের করতে চাই।'

'ওসব পাগলামির পেছনে সময় নষ্ট করো না। তুমি কি এক পবিত্র উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত?'

নড করল রাজপুত্র।

সেটা চ্যাপেলের ভেতরে ঢুকে পড়লেন, যখন বের হলেন তখন তাঁর হাতে একটা হলদে কুকুরকে দেখা গেল।

'প্রহরী!' উজ্জ্বল হয়ে এলো রামেসিসের চেহারা।

'তোমার কুকুর?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'একটা পাথর নিয়ে এর মাথা গুঁড়িয়ে দাও। দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করো। তবেই প্রায়শ্চিত্ত করেছ বলে বোঝা যাবে।'

কুকুরটাকে ছেড়ে দিলেন ফারাও, ছাড়া পেয়ে সরাসরি রামেসিসের দিকে দৌড়ালো ওটা।

'পিতা...'

'এখুনি।'

আদর চাইছে প্রহরী।

'পারব না।'

'আমার আদেশ অমান্য করতে চাইছ?'

'আমি এখানকার শ্রমিকদের সাথে যোগ দিয়ে এখানেই থেকে যাব। প্রাসাদে ফেরার আর কোনও ইচ্ছা আমার নেই।'

'একটা কুকুরের জন্য নিজের সবকিছু পরিত্যাগ করবে?'

'কুকুরটা আমাকে বিশ্বাস করে, আমি ওকে সুরক্ষা প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'আমাকে অনুসরণ করো।'

সেটি, রামেসিস এবং প্রহরী একটা ছোট টিবি বেয়ে উঠতে লাগল।

'কুকুরটাকে হত্যা করলে ধরে নিতাম, তুমি জঘন্যতম অপরাধীদের একজন। তোমার সিদ্ধান্ত এখন তোমাকে সামনের পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে।'

আনন্দে ভরে উঠল রামেসিসের মন। 'এখানে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারব আমি!'

'নাহ।'

'কঠোর পরিশ্রম করতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'এই ধরনের খনন এলাকা আমাদের সভ্যতাকে অমর করে তোলে। রাজার তাই বারবার পরিদর্শন করে দেখতে হয়। এসব মানুষের সাথে কাজ করলে, সরকারের কর্ম প্রণালী সম্পর্কে জানা যায়। পাথর আর কাঠ কাউকে ছাড় দিতে জানে না। ফারাও মিশরের তৈরি। আর ফারাও সর্বদা মিশরকে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত থাকেন।'

সেটি'র উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ যেন রামেসিসকে স্পর্শ করে গেল। নিজেকে তৃষ্ণার্ত পথিক বলে মনে হচ্ছিল রামেসিসের, আর পিতা সেটিকে সুমিষ্ট পানির ঝর্না।

'তাহলে তো আমার এখানেই থাকা উচিত।'

'ভুল বললে, পুত্র আমার। জেবেল এল-সিলসিলা এ দেশের অগণিত খনির একটা। তা-ও শুধু বেলেপাথরের। এখনও গ্রানাইট, অ্যালাবাস্টার, চুনাপাথর দেখা বাদ আছে তোমার। তোমার কপালে বিশ্রাম নেই, আরও ভ্রমণ করতে হবে তোমাকে। উত্তরে ফেরার সময় হয়েছে।'
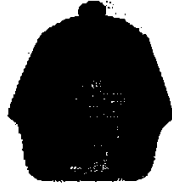
তেরো

নিজের প্রশস্ত অফিসে বসে, কাগজ গুছাচ্ছিল আহমেনি। বেশ কজন নিচু পর্যায়ের সরকারি চাকরিজীবী ওর চাপে পড়ে মুখ খুলেছে। গোয়েন্দাদের প্রতি সবসময় মনে মনে একটু দুর্বলবোধ করা আহমেনির মনে হচ্ছিল, সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ও। লাভজনক এই দুই নম্বুরী কাজটা কার নির্দেশে চলছে তা জানতে পারলেই, ক্যাঁক করে ধরবে।

কাজ শেষ হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় ইসেট এসে ওর অফিসে উপস্থিত হলো। হতভম্ব আহমেনি উঠে দাঁড়ালো, মিশরের নামকরা সুন্দরী এখানে কী করছে তা বুঝতে পারলেও, ওর এখন কী করণীয় তা ঠাহর করতে পারছে না।

'রামেসিস কোথায়?' জানতে চাইল মেয়েটি।

এই প্রশ্নটা আশা করছিল আহমেনি। 'আমার জানা নেই।'

'বিশ্বাস হলো না।'

'বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা, তবে আমি সত্যিটাই জানালাম।'

'রামেসিস নাকি তোমাকে সব কিছু বলে।'

'আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু এবার কিছু না জানিয়েই উধাও হয়ে গিয়েছে।'

'অসম্ভব!'

'সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কিছু একটা বলতে পারলে ভালো লাগত। তবে সমস্যা হলো, আমি মিথ্যা বলতে পারি না।'

'তোমাকে দেখে তো চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না।'

'ঠিক ধরেছ। রামেসিসকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।'

'কারণ, তুমি জানো ও কোথায় আছে। শুধু আমাকে বলছ না!'

'আসলেই জানি না আমি।'

'তুমি পুরোপুরি ওর উপর নির্ভরশীল।'

'দেখ, রামেসিস জলদি ফিরে আসবে। যদি ওর কিছু হতো, আমি তা অনুভব করতে পারতাম। যেহেতু পারছি না, তারমানে ও ভালোই আছে।'

'এসব...'

'বললাম তো জলদি ফিরবে। দেখে নিও।'

অস্পষ্ট আর অসঙ্গতিপূর্ণ গুজব রটেছে সভায়। কেউ কেউ বলছে, সেটি নিজে রামেসিসকে দক্ষিণে নির্বাসন দিয়েছেন। অন্যরা বলছে, বাৎসরিক বন্যার সময় ঘনিয়ে আসায়, রাজপুত্রকে পরীক্ষা পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছে। ইসেট পাগল হতে বাকি রেখেছে শুধু। জীবনে আর কোনওদিন, আর কেউ ওর সাথে এমন আচরণ করেনি। প্রথম যে রাতে কুটিরে গিয়ে রামেসিসকে পেল না, ইসেটের মনে হয়েছিল ছেলেটা ঠাট্টা করছে। বারবার ওর নাম ধরে ডেকেছিল মেয়েটি। উত্তরে পেয়েছিল ব্যাঙ আর কিছু সরীসৃপের ডাক। ভয় পেয়ে ফিরে এসেছিল ও।

এখন ভয় হচ্ছে ওর। আহমেনিও যদি রামেসিস কোথায় আছে তা না জানে, তাহলে হয়তো কোনও বিপদ নেমে এসেছে ওর প্রেমিকের উপর। একজন...মাত্র একজনের কাছেই মিলবে সব প্রশ্নের উত্তর।

শানারের দুপুরের খাবার প্রায় শেষ। অমৃত স্বাদের রোষ্ট করা কোয়েল পাখি দিয়ে শেষ করবে।

'আরে ইসেট! তোমাকে দেখলে সবসময় ভালো লাগে। কিছু খাবে নাকি? গর্ব করতে চাই না, কিন্তু বলতে হয়-আমার রাঁধুনির মতো ভাল রান্না এই শহরে আর কেউ করতে পারে না।'

'রামেসিস কোথায় লুকিয়ে আছে?'

'আমি কীভাবে বলব?'

'আমি তো জানতাম, শহরে কোথায় কী হয়, না হয় সেসব জানা তোমার কাজ বানিয়ে নিয়েছ।'

শানার হাসল, 'কথা মন্দ বলোনি।'

'তাহলে উত্তর দাও।'

'বসো, আমার সাথে ডুমুর খাও। কথা দিচ্ছি, সময়টা বৃথা যাবে না।'

আরামদায়ক একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসল মেয়েটি।

'ভাগ্য আমাদেরকে অদ্ভুত এক রাস্তার মোড়ে নিয়ে এসেছে, কী বলো?'

'বুঝলাম না।' উত্তর দিল ইসেট।

'তোমার সাথে আমার ভালোই জমে। আমার ভাইয়ের বাগদত্তা হবার আগে আরেকবার ভেবে নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবো।'

'আমার ভবিষ্যতের কথা তুমি কী জানো?'

'গাঁটছড়াটা আমার সাথে বাঁধলে, উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ পাবে।'

ইসেট ভালোভাবে শানারের দিকে তাকালো। মেয়েটির দৃষ্টির সামনে নিজেকে অভিজাত, আকর্ষণীয় আর আত্মবিশ্বাসী রূপে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেল যুবরাজ। কিন্তু আফসোস, রামেসিসের ব্যক্তিত্বের ছিটেফোঁটাও ওর মাঝে নেই।

'আমার ভাইয়ের বর্তমান অবস্থান জানতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'হয়তো জানলে দুঃখ পাবে।'

'ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই।'

'তুমি যদি আমার হতে, তাহলে এভাবে তোমাকে কোনওদিন ছেড়ে যেতাম না।'

'একা থাকতে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল শানার। 'রামেসিস জেবেল এল-সিলসিলার লিপিকার হিসেবে নাম লেখিয়েছে। ওখানে বেলেপাথর খুঁড়ে বের করার কাজ চলছে। এখন ওকে ওখানেই মাসের পর মাস থাকতে হবে। সাধারণ শ্রমিকদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। যাক সে কথা, তোমার-আমার ব্যাপারে বলো।'

'শানার, নিজেকে দুর্বল মনে হচ্ছে। আমি...'

'আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম।' বলে উঠে দাঁড়ালো যুবরাজ, হাত ধরে ইসেটকে উঠতে সাহায্য করল।

শানারের স্পর্শে যেন কুঁকড়ে গেল মেয়েটি। অবস্থা শুনে মনে হচ্ছে, রামেসিস ঝামেলায় আছে। হ্যাঁ, শানার ভবিষ্যতের ফারাও। আর যে মেয়েটি ওকে বিয়ে করবে, সে আরাম আয়েশ আর সম্মান, সবই পাবে। এখনই অভিজাত বংশের অনেক সুন্দরী ওকে বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার প্রয়াস পেল ইসেট। 'আমাকে ছেড়ে দাও!'

'স্বর্ণের দামে পাথর কিনে লাভ কী ইসেট?'

'আমি রামেসিসকে ভালোবাসি।'

'বাসো না, কে মানা করেছে? আমার তাতে কিছু যায় আসে না। বিয়ে করো আমাকে, দেখতে পাবে কিছুদিনের মাঝে তোমারও কিছু যাবে আসবে না। আমি চাই তুমি নিজের রূপ ধরে রাখ আর আমাকে একটা ছেলে সন্তান উপহার দেও। আমার পাশে দাঁড়াও, এই তো। ভেবে দেখ, পাগল ছাড়া আর কেউ এমন সুযোগ হাতছাড়া করবে না!'

'তাহলে আমি পাগল।'

শানার আবার হাত বাড়িয়ে দিল। 'যেও না, ইসেট। নয় তো...'

'নয় তো কী?'

শানারের চেহারা রাগে বিকৃত হয়ে গেল। 'শত্রু বানিও না আমায়। বুদ্ধি খাটাও।'

'বিদায়, শানার। তুমি তোমার পথে যাও। আমি আমার পথে।'

মেমফিস কোলাহলেপূর্ণ, ব্যস্ত এক শহর। নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলা চলে। বাণিজ্য তরীর আসা-যাওয়া, তাদের মালামাল খুব শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অগণিত লিপিকারকে একাজে সরকার নিয়োগ করে রেখেছে। তবে পোতাশ্রয়ের অগণিত গুদামঘরের মাঝে মাত্র একটাকে অফিসে সরবরাহ করা হয়, এমন মালামালের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে।

আহমেনি, ফারাও সেটি'র ছোট ছেলের সহকারীকে বিনা বাধায় পুরো গুদাম ঘুরে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কালির প্রায় প্রতিটি পিণ্ড পরখ করে দেখল সে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পেল না।

ওর ছোট খাট শরীরটা এধরনের অনুসন্ধানের জন্য একেবারে যথার্থ। ছোট ছোট দোকান আর ফলবাহী বা চাল গাধায় ভর্তি সরু রাস্তাগুলো দিয়ে অন্য কেউ এত সহজে যাওয়া আসা করতে পারত বলে মনে হয় না। একদম টাহ-এর মন্দির পর্যন্ত পুরো এলাকা ঘুরে দেখল ও। সারি সারি স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেবতা-রাজাদের গোলাপি গ্রানাইটের বিশাল মূর্তি। প্রাক্তন এই রাজধানীকে ভালোবাসে যুবক লিপিকার। মেনেস, উত্তর ও দক্ষিণকে একীভূত করা ফারাও এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। স্তম্ভগুলো ওকে মনে করিয়ে দেয় পদ্মফুলে ভরে থাকা লেকটার কথা, যার প্রতিটা কোনায় কোনার ফুটে থাকা ফুল মনকে অপরিচিত অনুভূতিতে পরিপূর্ণ করে তোলে। বিশ্রাম করার জন্য এর চাইতে ভালো জায়গা আর হয় না। তবে আজ ও আরামের জন্য আসেনি।

অস্ত্রাগারকে পাশ খাটিয়ে একটি ছোট ফ্যাক্টরির সামনে এসে উপস্থিত হলো আহমেনি। শহরের সবচেয়ে নামীদামী স্কুলগুলোতে এখান থেকেই কালি সরবরাহ করা হয়। শীতল অভ্যর্থনার মুখোমুখি হতে হলো ওকে, কিন্তু রামেসিসের নাম ব্যবহার করে ঠিক পৌঁছে গেল ফ্যাক্টরির উৎপাদন কক্ষে। ওখানে কর্মরত এক বয়োবৃদ্ধের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেল আহমেনি। এই লোকটা ওর-ই মতো। নিম্নমানের কালি সরবরাহ করেও অনেক উৎপাদনকারী রাজসভা কর্তৃক সমর্থিত বলে বিরক্ত। শেষ পর্যন্ত শহরের উত্তর দিকের একটা ঠিকানা নিয়ে ওই ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে এলো আহমেনি।

ঠিকানাটা শহরের জনবসতিপূর্ণ এলাকায়, প্রায় প্রান্তের দিকে অবস্থিত। এখানকার একেকটা নীচু দালানে অনেকগুলো পরিবার একত্রে বাস করে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর, আসল ঠিকানায় এসে উপস্থিত হলো ও। নিজের ক্লান্তিকে পাত্তা না দিয়ে, রহস্যের এই সূত্রকে পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল।

এক লোমশ, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স্ক গার্ড ফ্যাক্টরিটার সামনে দাঁড়ানো, হাতে ভারী এক গদা।

'শুভ সন্ধ্যা, আমি কি ভেতরে যেতে পারি?'

'কেবল মাত্র কর্মচারীদের প্রবেশ করার অনুমতি আছে।'

'আমি রাজসভার লিপিকারের ব্যক্তিগত সহকারী। আমাকে অনুমতি দিলেই ভালো করবেন।'

'হবে না।'

'লিপিকরের নাম রামেসিস, সেটি'র পুত্র।'

'ফ্যাক্টরি বন্ধ।'

'তাহলে তো ঘুরে ফিরে দেখার জন্য এর চাইতে ভালো সময় আর হয় না।'

'কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই।'

'এখন দেখতে না দিলে, পরে পুলিশ নিয়ে আসতে বাধ্য হব।'

'ভাগো এখান থেকে।'

নিজের দুর্বল দেহের জন্য নিজের উপরেই রাগ হলো আহমেনির। ওর জায়গায় রামেসিস হলে এই বেয়াদবকে ঘাড় ধরে নর্দমায় ফেলে দিত। তবুও, কর্তব্য তো পালন করতেই হবে...

গার্ডকে স্যালুট করে চলে যাবার ভঙ্গি করল ও। নজরের আড়ালে পৌঁছতেই, দালানটার পেছনে চলে এলো। ফ্যাক্টরির ঠিক পেছনেই রয়েছে শস্যের এক গুদাম। ওটার ছাদে লুকিয়ে রাখল নিজেকে। রাত নামলে চিমনী ব্যবহার করে অনুপ্রবেশ করল ফ্যাক্টরির ভেতর। প্রথমেই খুঁজে বের করল একটা বাতি। তার আলোয় দেখতে পেল, দুই তাক ভর্তি কালির পিণ্ড। প্রত্যেকটাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকের সীল দেয়া আছে।

প্রথম তাকটা পরীক্ষা করে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না, সবগুলো উন্নত মানের। কিন্তু পরেরটায় যে পিণ্ডগুলো আছে, ওগুলো আকারে একটু ছোট, একটু হালকা রঙের বলে মনে হলো। নিশ্চিত হবার জন্য একটা পিণ্ড তুলে নিল আহমেনি। অল্প একটু ব্যবহার করেই বুঝতে পারল, যা খুঁজছিল তা পেয়ে গিয়েছে।

জয়ের আনন্দে বিভোর লিপিকার পেছন থেকে ভেসে আসা পদশব্দ একদম টের পায়নি। তাই বন মানুষের মতো দেখতে গার্ডটা যে কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ও টের পায়নি। হাতের গদার এক আঘাতে ওকে অজ্ঞান করে ফেলল লোকটা। এরপর নিঃসাড় দেহটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে এগিয়ে গেল সবচেয়ে কাছের আস্তাকুঁড়ের দিকে। পুরো এলাকার সব জঞ্জাল এখানে এসেই জমা হয়। প্রতিদিনের ময়লা সূর্য ওঠার আগে প্রতিদিনই জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

উচিত শিক্ষা হবে এই ছোঁকছোঁক করা ছেলেটার। নিজ আবিষ্কারের কথা কাউকে জানাবার সুযোগ পর্যন্ত পাবে না ও।

চৌদ্দ

মেথরের ছোট্ট মেয়েটার চোখ থেকে এখনও ঘুম পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। বার বার চোখ ঘষতে ঘষতে বাবার পিছু পিছু এগোচ্ছে বাচ্চাটা। সূর্য ওঠার আগেই ওর বাবাকে কাজ সেরে ফেলতে হবে। লোকটার কাজ হলো, স্তূপ করে রাখা জঞ্জালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া। প্রতিদিনের জঞ্জাল প্রতিদিন পরিষ্কার করার ব্যাপারে সরকারের কড়া নির্দেশ রয়েছে। একঘেয়ে কাজ, কিন্তু বেতন ভালো। সেই সাথে সমাজের জন্য কিছু একটা করার প্রশান্তিও আছে।

এখন যে ব্লকে আছে ও, সেখানে এমন দুই পরিবার বাস করে যাদেরকে 'খচ্চর' বললেও অত্যুক্তি হবে না। বার বার সাবধান করে দিয়েও লাভ হয়নি, জরিমানা না করলে হবে বলে মনেও হচ্ছে না। মানবজাতির পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে মেয়ের হাত থেকে পড়ে যাওয়া পুতুলটা ওঠাল সে। কাজ শেষ করে মেয়েকে নিয়ে আজ ভালো ভালো খাবার দিয়ে নাস্তা সারার ইচ্ছা আছে ওর। তারপর গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ ঘুমাবে। দেবী নিথ-এর মন্দিরের পাশেই ওদের একটা পছন্দের জায়গা আছে।

কপাল ভালো, আজকে জঞ্জালের পরিমাণ অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক কম। তারপরও তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্য কয়েক জায়গায় আগুন ধরিয়ে দিল লোকটা।

'আব্বু, ওই বড় পুতুলটা দাও না!'

'কোন পুতুল সোনা?'

'ওই যে, ওটা।'

বাচ্চা মেয়েটা জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে আসা একটা হাতের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। 'ওটা দাও না, আব্বু।'

চমকে উঠল মেথর, এক লাফে জঞ্জালের ভেতর নেমে পড়ল।

হাতটা...হাতটা এক যুবকের! সাবধানতার সাথে অজ্ঞান দেহটাকে আগুন থেকে বের করে আনল সে। যুবকের মাথার পেছনদিককার চুল রক্তে মাখামাখা হয়ে আছে।

ফিরতি পথে পিতার সাথে দেখা হয়নি রামেসিসের। তবে পুরোটা সময় ধরে ব্যস্ত ছিল রাজপুত্র, নাবিকদের সাথে মিলে সবধরনের কাজ করেছে সে। কীভাবে রশিতে গিঁট বাঁধতে হয়, পাল তুলতে হয় এমনকী কীভাবে মাস্তুল খাটাতে হয় তা-ও বাদ পড়েনি। তবে সব চাইতে বেশি মনোযোগ দিয়েছে বাতাসকে বোঝার পেছনে। রহস্যময় দেবতা আমন বাতাসের রূপ ধরে আসেন। পাল ফুলিয়ে তুলে নৌকাকে পৌঁছে দেন নিরাপদ স্থানে।

বজরার ক্যাপ্টেনও রামেসিসকে খাটালেন, রাজপুত্র যেখানে নিজের অবস্থান ভুলে খাটতে চাচ্ছে সেখানে তার আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। নাবিককে যেসব কাজ করতে হয়, তার প্রত্যেকটা করালেন ওকে দিয়ে।

নীল নদ বেয়ে উত্তর দিকে যেতে হলে প্রয়োজন স্রোতের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখা।- সেই সাথে দরকার শক্ত হৃদয়ের একদল কর্মী। পানির উপর দিয়ে বজরার মসৃণভাবে এগিয়ে যাওয়ার অনুভূতি যে কেমন, তা বলে বোঝানো যাবে না।

অভিযান শেষে নৌ-বহরের ফিরে আসায় শহর জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল উৎসবের আমেজ। দলে দলে দর্শক এসে ভিড় জমাল মেমফিসের প্রধান পোতাশ্রয়ে। ওটার নামও দারুণ-নিরাপদ ভ্রমণ। নৌকা পোতাশ্রয়ে ভিড়তে-ই করতালিতে ফেটে পড়ল যেন সবাই। নাবিকদেরকে বরণ করে নেয়া হলো ফুলের মালা আর ঠাণ্ডা বিয়ার দিয়ে। প্রথা অনুযায়ী নাচের আয়োজন করা হলো। নাবিকদের বীরত্ব আর নদীর মহত্ব নিয়ে গান জুড়ল গায়কেরা।

কমনীয় একজোড়া হাত রামেসিসের গলায় নীল ফুলের মালা পরিয়ে দিল। 'রাজপুত্রের জন্য এই নগন্য মালা কি যথেষ্ট হবে?' দুষ্টামির ছলে জানতে চাইল ইসেট।

এড়াবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না রামেসিস। 'খুব রেগে আছ নিশ্চয়ই?' বলল ও। জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে, কপট রাগে বাধা দেবার ভান করল মেয়েটাও।

'সবার সামনে জড়িয়ে ধরলেই কি সাত খুন মাফ হয়ে যাবে? আমাকে যে কিছু না বলেই তুমি উধাও হয়ে গেলে, সেই অপরাধ ভুলে যাব ভাবছ? আচ্ছা গেলেই না হয়, কোনও না কোনও ভাবে কি জানানো যেত না?'

'কী বলব বল! ফারাও বললেন, লাফাও। আমিও সাত পাঁচ না ভেবে লাফ দিলাম।'

'তার মানে...'

'পিতা আমাকে সাথে করে জেবেল এল-সিলসিলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাসন-টির্বাসন কিচ্ছু না।'

আরও কাছে ঘেঁষে এলো ইসেট। 'এতদিন একসাথে সফর করলে...অনেক কথা হয়েছে নিশ্চয়!'

'বিলাস ভ্রমণে তো যাইনি! লিপিকার হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। সেই সাথে রাজমিস্ত্রি আর নাবিক হিসাবেও।'

'ফারাও তোমাকে কেন সাথে নিলেন?'

'সেই কারণটা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা করেছিলাম। আমাকে বলল, তোমার দিন শেষ। দ্বিতীয় শ্রেণির কোনও এক প্রাদেশিক কর্মকর্তা করে তোমাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ওর কাছে সব কিছু দ্বিতীয় শ্রেণির!'

'যাক, ফিরে তো এসেছ। নিজেকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিলাম।'

'ভেবে বলছ তো? রূপে আর বুদ্ধিতে তুমি রানি হবার যোগ্য।'

'শানার অবশ্য এখনও আমাকে চায়।'

'যাও না, মানা করেছে কে? এরচেয়ে ভালো প্রস্তাব আর পাবে না।'

'আমার প্রেমিক ওর চাইতে ভালো। এখন আর তোমাকে ছাড়া বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'ভবিষ্যৎ...'

'আমার আগ্রহ বর্তমানকে নিয়ে। আর বর্তমানে আমার বাবা-মা বাড়িতে নেই। বাড়ি ফাঁকা...নলখাগড়া দিয়ে বানানো কুটিরের চাইতে ভালো হবে না জায়গাটা?'

ইসেটের ন্যায় একই কামনায় দগ্ধ হচ্ছে রামেসিসও। কিন্তু একে কি ভালবাসা বলে? উত্তর খুঁজে পেল না ও। এখন পর্যন্ত শারীরিক আকর্ষণ, একে অন্যের মাঝে ডুব দেবার অনুভূতিটুকুকে যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

এই প্রথমবারের মতো বিয়ের কথা তুলল ইসেট। বিয়ের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত রামেসিস। মেয়েটার সঙ্গ ওর ভালো লাগে, কিন্তু লম্বা কোনও কিছুর জন্য এখনও প্রস্তুত করতে পারেনি নিজেকে।

এদিকে ওর দ্বিধা বুঝতে পেরে, ইসেট আর চাপ দেয়নি। মেয়েটি এখনও নিশ্চিত যে, একদিন না একদিন রামেসিস ওরই হবে। যতই ছেলেটাকে দেখছে, ততই যেন

গভীরভাবে প্রেমে পড়ে যাচ্ছে ও। জীবনে এই প্রথমবারের মতো মস্তিষ্ককে পাত্তা না দিয়ে হৃদয়ের কথা শুনছে।

রামেসিস শহরের কেন্দ্রের দিকে রওনা দিল। আহমেনি নিশ্চয় অধীর আগ্রহে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু ঘরে প্রবেশ করার মুখে দেখতে পেল, আহমেনি নয়, এক সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

'কী হয়েছে?'

'আপনি কি রাজপুত্র রামেসিস?'

'হ্যাঁ, আমিই সে।'

'আপনার সহকারী এক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। ব্যাপারটা পুলিশ সামলাচ্ছে।'

রামেসিস কথাটা শোনা মাত্র এক দৌড়ে বন্ধুর বিছানার পাশে চলে গেল।

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে শুয়ে রয়েছে আহমেনি, এক সেবিকা ওর দেখাশোনা করছে। 'চুপ,' রামেসিসকে আদেশ করল সে। 'ঘুমাচ্ছে।' বলে রাজপুত্রকে ঘর থেকে বের করে দিল।

'কী হয়েছে ওর?'

'শহরের উত্তর দিকে আস্তাকুঁড়ে ওকে ফেলে রাখা হয়েছিল।'

'বাঁচবে তো?'

'ডাক্তারদের তো তাই আশা।'

'কিছু বলেছে ও?'

'তেমন কিছু না। ব্যথা নাশক দেয়া হয়েছে তো, এখনও অসংলগ্ন কথা বার্তা বলছে।'

কালক্ষেপণ না করে পুলিশের সহকারী প্রধানের সাথে দেখা করতে চলে গেল রামেসিস। লোকটা শহরের দক্ষিণের ফাঁড়ি পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিল। নিজেদের ব্যর্থতার কথা মেনে নিয়ে ক্ষমা চাইল সে। জানাল, কোনও সাক্ষী পাওয়া যায়নি। অনেক চেষ্টা করেও একটা সূত্র পর্যন্ত খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। রামেসিসের নিখোঁজ সারথির মতো, এই খুনীও লাপাত্তা।

বাসায় যখন ফিরল, তখন আহমেনি কেবল জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। বন্ধুকে দেখা মাত্র, ব্যাণ্ডেজ করা চেহারাটায় যেন আলো ফুটে উঠল।

'ফিরে এসেছ! আমি জানতাম, তুমি ফিরে আসবে!' আহমেনি কাঁপা কাঁপা কিন্তু পরিষ্কার গলায় বলল।

'কেমন লাগছে এখন?'

'আমি খুঁজে পেয়েছি, রামেসিস!'

'তা করতে গিয়ে তো প্রাণটাই খুইয়ে বসেছিলে!'

'শক্ত মাথা আমার! এত সহজে ভাঙ্গবে না।'

'কে মেরেছে তোমাকে?'

'সম্ভবত যে ফ্যাক্টরিতে দুই নম্বর কালির পিণ্ড বানানো হয়, তার গার্ড।'

'রহস্যের সমাধান করে ফেলেছ তাহলে!'

গর্ব উঁকি দিয়ে গেল আহমেনির চোখে।

'ঠিকানাটা বল তো।' বলল রামেসিস।

'বিপদ হতে পারে। একা যেও না, পুলিশকে সাথে নিও।'

'চিন্তা করো না। এখন বিশ্রাম নাও। যত তাড়াতাড়ি দু'পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা ওই কালপ্রিটদের ধরতে পারব।'

আহমেনির নির্দেশনা মেনে ফ্যাক্টরিটাকে খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না রামেসিসের। ওটার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু সূর্যোদয়ের তিন ঘণ্টা পরেও যখন কাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেখা গেল না, তখন আশেপাশে খোঁজ নেবার সিদ্ধান্ত নিল ও। কিন্তু অদ্ভুত কিছুই জানতে পারল না। মনে হচ্ছিল, ফ্যাক্টরিটা পরিত্যক্ত। তাও নিশ্চিত হবার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। বৃথা চেষ্টা।

এবার পাশেই অবস্থিত দোকানগুলোতে খোঁজ নিল। 'ওই দালানটায় কী হয় জানেন?'

'কালির পিণ্ড বানায়।'

'বন্ধ কেন?'

'এক সপ্তাহ ধরেই বন্ধ। অদ্ভুত ব্যাপার।'

'মালিককে দেখেননি?'

'চিনিই না। শুধু কর্মচারীদের দেখেছি, মালিককে কখনও দেখিনি।'

'গ্রাহকদের দেখেছেন?'

'খেয়াল করিনি।'

আর কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে এবার আহমোনার পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল রামেসিস। চুরি করে প্রবেশ করল ফ্যাক্টরিতে।

দেখতে পেল, ভেতরে কিছুই নেই। পরিত্যাগ করা হয়েছে ফ্যাক্টরিটাকে।

অন্যান্য লিপিকারদের মতো রামেসিসকেও তাহ-এর মন্দিরে যাবার আদেশ করা হয়েছে। তাহ হচ্ছেন সেই দেবতা, যিনি শব্দের দ্বারা সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেক লিপিকারকে প্রধান পুরোহিতের সামনে দাঁড়িয়ে তার সাম্প্রতিক কাজের বিবরণ দিতে হলো।

অনুষ্ঠান শেষে সারী তার প্রাক্তন ছাত্রকে অভিনন্দন জানাবার জন্য এগিয়ে এলো। 'তোমার অভিভাবক ছিলাম বলে আমি গর্বিত। সমালোচকরা যা-ই বলুক না কেন, তুমি যে জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে চলছ, তা পরিষ্কার। এভাবেই এগোতে থাকো, একদিন তুমি বিবেকবান মানুষে পরিণত হবে।'

'সত্য অনুসন্ধানের চাইতে কি জ্ঞান অনুসন্ধান করা বেশি জরুরি?'

অপমানিত বোধ করল সারী। 'ভেবেছিলাম শান্ত হয়েছ কিছুটা। এখন তো দেখছি গুজব বলে যা উড়িয়ে দিয়েছি, তা আসলে সত্য।'

'গুজব?'

'গুজব না বলে, অদ্ভুত সব গল্প বলাই শ্রেয়...তুমি নাকি এক লাপাত্তা সারথিকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তোমার সহকারীর উপর আক্রমণ হয়েছে-এসব।'

'গল্প না, সত্যি।'

'এসব অনুসন্ধানের দায়িত্ব পুলিশের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। ওরা দক্ষ আর এসব করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও আছে। তোমার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অপেক্ষা করছে।'

মা'র সাথে একাকী খাওয়ার দুপুরটার জন্য মুখিয়ে থাকে রামেসিস। প্রচণ্ড ব্যস্ত মহিলা রাজমহিষী। নিজের বা নিজ পরিবারকে দেবার মতো সময় তাঁর খুব কম।

আগেরবারের মতোই এবারের আয়োজন। টুইয়া আজ লম্বা, কারুকাজকরা লিলেন গাউন আর পুরু সোনালি গলাবন্ধনী পরে আছেন। মাকে একই সাথে

ভালবাসে আবার শ্রদ্ধা করে রামেসিস। বংশগত দিক থেকে টুইয়া একেবারে সাধারণ, কিন্তু তাঁর জন্মই যেন হয়েছে রানি হবার জন্য।

আজকে খাবার তালিকায় আছে লেটুস, শসা, গরুর মাংস, ছাগলের দুধ দিয়ে বানানো পনির, মধু-নির্মিত কেক, গমের বিস্কুট আর পানি মিশ্রিত ওয়াইন। রানি দিনের এই সময়টা নিজের মতো করে কাটান। অন্য কাউকে বিরক্ত করার অনুমতি দেন না, তা সে যে-ই হোক না কেন।

'জেবেল এল-সিলসিলায় কেমন কাটল দিন?'

'প্রথমে রাজমিস্ত্রি হিসেবে আর পরে নাবিক হিসেবে দিন কাটিয়েছি। উভয় পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে গিয়েছে।'

'কিন্তু এ দুটোর কোনওটাই তোমার জন্য নয়।'

'পিতা চাননি আমি রাজমিস্ত্রি বা নাবিক হিসেবে দিন কাটাই।'

'তিনি তোমাকে বেড়ে উঠতে দেখতে চান।'

'আমাকে নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা আসলে কী?'

'তুমি কিন্তু খাচ্ছ না।'

'আমাকে কেন অন্ধকারে রাখতে হবে, তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

'ফারাওকে ভয় পাও, নাকি বিশ্বাস করো?'

'আমার হৃদয়ে তাঁর জন্য শুধু শ্রদ্ধা আর ভরসাই আছে।'

'তাহলে এত চিন্তা না করে, সামনের সমস্যাগুলোর জন্য নিজেকে তৈরি করায় মন দাও। পিতার সাথে কাটানো প্রতিটা মুহূর্তকে ঈশ্বরের উপহার হিসাবে ধরে নাও। এছাড়া সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দাও।'

রাজপুত্র খাওয়ায় মন দিল, মাংসটা দারুণ সুস্বাদু হয়েছে। যতটুকু দরকার, ততটুকুই রান্না করা হয়েছে। মসলার ব্যবহারও উল্লেখ করার মতো।

'আমার সাহায্য দরকার। পুলিশ সহযোগিতা করছে না।'

'খুব গুরুতর অভিযোগ করলে, বাছা।'

'গুরুতর হ্যাঁ, কিন্তু ভিত্তিহীন নয়।'

'প্রমাণ আছে?'

'একটা প্রমাণও নেই। সেজন্যই তো তোমাকে বলছি।'

'আমি কিন্তু আইনের উর্ধ্বে নই।'

'তবে যদি তুমি কোনও অনুসন্ধানের আদেশ দাও, তাহলে সেটাকে গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হবে সবাই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাকে কে হত্যা করতে চেয়েছিল, তা নিয়ে কারও কোনও মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। সেই সাথে কেউ দুই নম্বর কালির পিণ্ড নির্মাতা ব্যবসায়ীর নামও বলছে না। আমার বন্ধু আহমেনি ফ্যাক্টরি আবিষ্কার করতে গিয়ে মরতে বসেছিল। পরে যখন আমি খোঁজ নিতে গেলাম, তখন

দেখি ওটা বন্ধ। প্রতিবেশীরা মুখ খুলতেও ভয় পাচ্ছে। আমার সন্দেহ, গুরুত্বপূর্ণ কেউ ব্যাপারটার সাথে জড়িত।'

'লোকটার পরিচয় সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারছ?'

চুপ করে রইল রামেসিস।

'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।' টুইয়া কথা দিলেন।

পনেরো

রাজকীয় বজরা উত্তর দিকে এগোচ্ছে। মেমফিস ছেড়ে আসার বেশ কিছুক্ষণ পর, নীল নদের একটা ছোট প্রশাখায় প্রবেশ করেছে ওরা। এই মুহূর্তে আছে প্রশাখার অনেকটা ভেতরে।

চারপাশের দৃশ্য দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছে রামেসিস।

এই এলাকাটা মরুভূমির একেবারে উল্টো, এখানে দেবতা হোরেসের রাজত্ব। দেবতা সেটের রাজত্বে নদী একদম নালার মতো শুকিয়ে থাকে, মরুভূমির মাঝে সবুজ জায়গা খুঁজে পাওয়াটাই হয়ে পড়ে দুষ্কর। কিন্তু এখানে পানিই সর্বেসর্বা। এখন যে ব-দ্বীপটার পাশে আছে ওরা, ওটার ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত একটা বিশাল জলা। কী নেই ওখানে? প্যাপিরাস গাছে ভর্তি, সেই সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আর পাখি। নেই শুধু সভ্যতার ছায়া। শহর নেই, গ্রামও নেই। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মানুষের উপস্থিতি ঘোষণা করছে জীর্ণ শীর্ণ কুঁড়ে। জেলেরা বাস করে ওতে।

লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিকে ছুটে চলা কালো নদীর রাজত্বে বাস করে কালো ফ্ল্যামিংগো। পাখির মাঝে আরও রয়েছে হাঁস, হেরন আর পেলিক্যান। জীব-বৈচিত্রে ভরপুর এই জলাভূমি। এই কোনও বনবিড়াল মাছরাঙার ঘরে হানা দিচ্ছে তো এই একটা সাপ বুকে হেঁটে ঝোপের আড়ালে লুকাচ্ছে। মানুষ এখনও এই এলাকার উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি।

ধীরে ধীরে কমে এলো বজরার গতি, ক্যাপ্টেন এই পুরো এলাকাটা খুব ভালো মতোই চেনেন। বজরায় আছে মোট বিশজন নাবিক, গলুই-এ দাঁড়িয়ে কড়া নজর রাখছেন তাদের রাজা। সেটি'র পুত্র গোপনে পিতার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর চোখ ধাঁধানো ব্যক্তিত্বে বিমোহিত রামেসিস। সেটি যেন মিশরকে নিজের মাঝে ধারণ করে আছেন।

মিশরের অধিবাসীদের কাছে, ফারাও রহস্যময় একজন মানুষ। ওদের বিশ্বাস, ফারাও-এর আসল ঘর হচ্ছে স্বর্গে। তিনি দুনিয়াতে এসেছেন যেন তাদের সাথে পরবর্তী জীবনের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফারাও না থাকলে মিশর চলে যেত অসভ্যদের হাতে, আর তিনি আছেন বলে মিশরের সামনে রয়েছে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ।

আগের সফরের মতো এবারও অভিযানের সব কিছু লিখে রাখছে রামেসিস। তবে এবারের অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই তার। ওর পিতা বা বজরার কর্মী, কেউ মুখ খুলছে না। তবে সবার মাঝে যে একধরনের ভয় কাজ করছে, তা পরিষ্কার টের পাচ্ছে ও। যেন বিপদের আশংকা করছে সবাই, ভাবছে এই বুঝি কোনও দানব মাথা তুলে বজরাটাকে গিলে ফেলবে।

সেটি এবারও ওকে ইসেটের বা আহমেনির কাছ থেকে বিদায় নেবার সুযোগ দেননি। প্রেমিকার রাগ যেন এখনই টের পাচ্ছে রামেসিস। সেই সাথে পরের জনের দুশ্চিন্তাও। তবে তাতে কিছু যায় আসে না, সেটি যেখানেই যাবেন সেখানেই যাবে সে। প্রেমের বাঁধন বা বন্ধুত্বের টান ওকে থামাতে পারবে না।

আচমকা একটা প্রণালী এসে উপস্থিত হলো ওদের সামনে, মসৃণভাবে তীরে এসে থামল বজরা। প্রথমে নামলেন ফারাও নিজেই, তার পিছু পিছু এলো রামেসিস। পিতা-পুত্র এক সাথে তীরে অবস্থিত কাঠের এক টাওয়ার বেয়ে উঠলেন। উপরে এসে তাদের মনে হলো, আকাশে দাঁড়িয়ে আছেন!

সেটি এত মনোযোগ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন যে কিছু বলার সাহস পেল না রামেসিস।

'রামেসিস, দেখো!'

সূর্যকে প্রায় স্পর্শ করে দক্ষিণ দিকে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক অতিথি পাখি।

'আমাদের জানা বিশ্বের বাইরে থেকে আসে ওরা,' বললেন সেটি। 'যেখানে দেবতারা প্রাণের সৃষ্টি করে থাকেন, সেখান থেকে। যখন স্বর্গে থাকে ওরা, তখন ওদের মাথা হয় মানুষের মতো, খাবার হিসেব গ্রহণ করে সূর্যালোক। কিন্তু যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসে, তখন রূপ নেয় চড়ুই বা অন্য কোনও অতিথি পাখির। এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে তোমার। কেননা, ওরা আমাদের পূর্বসুরীদের প্রতিনিধি। ফারাওকে নতুন নতুন পথ দেখায়, যে পথ কোনও মরণশীল মানুষের চোখে পড়ার কথা না।'

রাত নামলে আকাশে উঁকি দিল একগাদা তারা। সাথে সাথে সেটি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পুত্রকে নক্ষত্র সম্পর্কে শেখাতে। বিভিন্ন গ্রহের গতি প্রকৃতি নিয়ে কথা বললেন। চাঁদ-সূর্যও বাদ গেল না। জানালেন, ফারাও-এর ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়া উচিত পুরো মহাবিশ্ব জুড়ে।

কানের সাথে সাথে হৃদয় দিয়েও পিতার কথা যেন শুষে নিল রামেসিস। চাইছে, সেটির বলা একটা শব্দও যেন বাদ না পড়ে। সে রাতে ভোর একটু বেশিই তাড়াতাড়ি চলে এলো।

আটকা পড়ে গিয়েছে রাজকীয় বজরা। সেটি, রামেসিস আর চারজন নাবিক হাতে বর্শা, ধনুক এবং বল্লম নিয়ে উঠে পড়ল একটা হালকা প্যাপিরাসের নৌকায়। কোন দিকে যেতে হবে তা বলে দিলেন ফারাও।

রামেসিসের মনে হলো, অন্য কোনও দুনিয়ায় এসে পড়েছে ও। এখানে মানুষের উপস্থিতির কোনও লক্ষণ পর্যন্ত নেই। থেকে থেকে এত লম্বা প্যাপিরাসের গাছ দেখা যাচ্ছে যে যেন সূর্যও আটকে পড়েছে। কপাল ভালো যে সহযাত্রীরা ওর দেহে আঠালো রস মাখিয়ে দিয়েছিল। পোকামাকড়দের দূরে রাখতে এই রসের কোনও জুড়ি নেই।

ছোট নৌকাটা বনের ভেতর একটা পানিময় এলাকা পার হয়ে হ্রদে এসে থামল। মাঝখানে দুটো ক্ষুদ্র আকৃতির দ্বীপ দেখতে পেল রামেসিস।

'পবিত্র নগরী পে আর ডেপ।' বললেন ফারাও।

'নগরী?' অবাক রামেসিস জিজ্ঞাসা করল।

'এখানে আত্মারা বিশ্রাম করতে আসে। যখন প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়, তখন সেই প্রাণ রূপ নিয়েছিল একটা গিরির। সামনে যে দুটো দ্বীপ দেখছ, বলতে পারো এখানেই বাস করেন দেবতারা।'

পিতাকে অনুসরণ করে পবিত্র নগরীতে পা রাখল রাজপুত্র। ছোট একটা নলখাগড়ার কুটির সমাধিমন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেই কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় মন দিল। ওটার সামনের মাটিতে একটা লাঠি পোঁতা আছে, মাথাটা বাঁকানো।

'জীবনের কর্মক্ষমতার প্রতীক,' ব্যাখ্যা করলেন সেটি। 'প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো, কেন তাকে পাঠানো হয়েছে তা খুঁজে বের করে সে কাজ করে ফেলা। একজন ফারাও-এর সর্বপ্রথম কাজ হলো দেবতার ভৃত্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। যদি সে নিজের চরিতার্থ পূরণ করার জন্য কাজ করে, তাহলে তার আর অত্যাচারী স্বৈরশাসকের মাঝে কোনও পার্থক্য থাকে না।'

চারপাশের পরিবেশটাই এমন যে একমুহূর্তের জন্য সতর্কতায় ঢিল দেয়া যায় না। তাই দলের সবাই তটস্থ হয়ে রইল। একমাত্র সেটিকেই নিশ্চিন্ত দেখা গেল। যেন কী করছেন,

কেন করছেন তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর এই সমাহিত চেহারা না দেখলে রামেসিসের মনে হতো, পথ হারিয়ে ফেলেছে!

আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল দিগন্ত। নৌকাটা তীরের দিকে ছুটল। বেশ কজন জেলে নিবিষ্ট মনে কাজ করছে তীরে দাঁড়িয়ে। প্রায় নগ্ন দেহগুলো বাস করে একেবারে অদক্ষ হাতে গড়া কুঁড়েতে। মাছ ধরার পর লম্বা লম্বা ছুরি ব্যবহার করে ওগুলোর নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করে ফেলে। এরপর রোদে শুকিয়ে শুটকি বানায়। এই মুহূর্তে দু'জন জেলে একটা পার্চ মাছ নিয়ে ব্যস্ত। মাছটা এতটাই বিশাল যে, যে বাঁশের সাথে ওটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটা ভার সইতে না পেরে মাঝখানে বেঁকে আছে!

অতিথি এদিকে আসে না বললেই চলে। জেলেদের সচকিত ভাব আর আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখে তা পরিষ্কার বোঝা গেল। রামেসিসদেরকে দেখা মাত্র একসাথে জড়ো হয়ে যার যার ছোরা তুলে নিল হাতে।

রামেসিস এগিয়ে গেল সামনে। আদেশ দেয়ার সুরে বলল, 'ফারাও-এর সামনে কুর্নিশ করো।'

সাথে সাথে পালিত হলো আদেশ। ফারাও যে ওদের মাঝে উপস্থিত হবেন, এ কথা যেন কল্পনা করতেও বাঁধছিল জেলেদের। নিজেদের কিছুটা সামলে নিয়ে বারবার মহামান্য ফারাও-এর কাছে ক্ষমা চাইল তারা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, রামেসিসদের সাথে মিলে গিয়েছে!

রাতের খাবার একসাথেই খেল সবাই। নাবিকরা সাথে করে বিয়ারের দুইটি পাত্র নিয়ে এসেছিল। ওদের সাথে জেলেরাও যোগ দিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ফারাও।

'এই যে এখানে যাদেরকে দেখছ, তাদের চাইতে গরীব মানুষ আর হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এদের কোনও গাফলতি নেই। বিনিময়ে চায় শুধু ফারাও-এর সাহায্য। ফারাও দুর্বলকে সহায়তা করেন, বিধবাদের রক্ষা করেন, এতিমদের মুখে অন্ন তুলে দেন, সাহায্যপ্রার্থীদের কখনও ফিরিয়ে দেন না। দেবতা তাঁকেই বেছে নিয়েছেন নিজের প্রতিনিধি হিসেবে। যেন দিন শেষে বলতে পারেন, 'আজ কেউ ক্ষুধার্ত ছিল না'। মিশরের 'কা' হবার চাইতে বড় আর কোনও সম্মান হতে পারে না, বাছা।'

জেলে আর প্যাপিরাস সংগ্রাহকদের সাথে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটালো রামেসিস। অনেক কিছু শিখল এই সুযোগে–কীভাবে খাওয়ার যোগ্য মাছ চিনতে হয়, কীভাবে হালকা নৌকা বানাতে হয় আর কীভাবে জলাভূমিতে পথ চিনতে হয়।

জীবন এখানে কঠিন, কিন্তু তাই বলে কেউ এই জীবন থেকে পালাতে চায় না। এখানকার তুলনায় শহুরে জীবন কেমন যেন পানসে মনে হয়। রাজপুত্র এই কঠোর পরিশ্রমী দলের সাথে মিলে মিশে গেল। যেভাবে জেলেরা দিন অতিবাহিত করে, সে-ও সেভাবে অতিবাহিত করতে লাগল। নিজের উচ্চ মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে মন দিল কাজে।

অবাক জেলেরা ওর শক্তি আর বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না। অতি শীঘ্র দেখা গেল, রামেসিস একাই জেলেদের তিনজনের সমান মাছ ধরছে। প্রথম প্রথম সবাই শ্রদ্ধার চোখে ওকে দেখলেও, সেটা ঈর্ষায় পরিণত হতে একদম সময় লাগল না।

ফারাও হবার ওর যে আকাশ কুসুম কল্পনা ছিল, তা যেন গুঁড়িয়ে গেল এখানে এসে। ও চেয়েছিল রাজপুত্র না হয়ে অন্য কিছু একটা হতে। হতে চেয়েছিল রাজমিস্ত্রি বা নাবিক বা জেলে। সেটি ওকে এখানে একটা কারণে নিয়ে এসেছিলেন, নিজেকে যেন চিনতে পারে সে।

এরপর রামেসিসকে এখানেই রেখে গিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগের রাতে কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন ওকে। মানুষ হিসেবে সেটি'র ব্যক্তিত্ব এতটাই প্রখর যে তাঁর ধারে কাছে যাওয়া মুশকিল। কিন্তু তবুও পিতার প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণবোধ করে ও। চায় পিতার পায়ের কাছে স্থান পেতে, নিজ ক্ষমতার প্রকাশ দেখাতে। চায় নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে।

রামেসিসকে নিতে কেউ আসবে–যাবার সময় এই আদেশটাই দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ফেরার সময় হয়েছে টের পেয়ে, ভোর হবার আগেই রওনা দিল রামেসিস। দক্ষিণ দিকে চালাল ওর ছোট আর হালকা নৌকাটা। প্রথমে তারাকে সহযোগী বানিয়ে দাঁড় বাইল, এরপর নিজের অন্তরাত্মার উপর ভরসা করে এগিয়ে পৌঁছে গেল নদীর প্রধান শাখায়। বাতাস বইছে বলে কিছুটা হলেও সাহায্য হয়েছে। মাঝে মাঝে শুকনো মাছ খাবার বিরতি নেয়া ছাড়া, একটানা দাঁড় বেয়ে চলল ও।

স্রোতের সাথে যুদ্ধ না করে, স্রোতকে সাহায্যকারী বানিয়ে এগোবার প্রয়াস পেল সে। অনেকক্ষণ দাঁড় চালাবার পর নজরে পড়ল মেমফিসের সাদা দেয়াল।

ষোলো

দমবন্ধ করে দেয়া গরম পড়েছে। মানুষ এবং পশু উভয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাপে, অপেক্ষা করছে নীল নদের বাৎসরিক বন্যার। প্রতি বছর এই সময়টা সবাই ছুটি পেয়ে থাকে। সব ফসল ঘরে তোলা হয়ে গিয়েছে, এদিকে মাটি শুকিয়ে এমন খটখটে হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে, তেষ্টায় ফেটে যাবে। কপাল ভালো, নীল নদ বাদামী বর্ণ ধারণ করেছে। পানির উপর নির্ভর করে মিশরের উন্নতি, আর সেই পানি বয়ে আনে নীল নদ।

শহর এলাকাগুলোতে অবস্থা আরও খারাপ। দোকানীরা ছায়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। বছরের সবচাইতে ভয়ংকর সময়টা কাটছে এখন। মিশরীয় দিনপঞ্জিকায় মোট মাসের সংখ্যা বারো, প্রতি মাস ত্রিশ দিনের। যে বাকি পাঁচটি দিন আছে, সেগুলোকে ধরা হয় সেখমেটের দিন হিসেবে। সেখমেট কড়া মেজাজের দেবী, মাথা সিংহের। তিনি চান পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে ফেলতে। কেননা এই মানুষ বিদ্রোহী, প্রায়শই সে অমান্য করে দেবতাদের দেবতা, সূর্য দেব রা-এর আদেশ। কিন্তু দয়ালু রা তা চান না, তাই তো সেখমেটতে শান্ত করার জন্য এগিয়ে আসেন। দেবীর হাতে তুলে দেন লালচে বিয়ার, কিন্তু বলেন এটা মানুষের রক্ত! প্রতি বছর এই অতিরিক্ত পাঁচটা দিন সেখমেট পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে দেন নানা মহামারী। তাকে তুষ্ট করার জন্য প্রতি মুহূর্তে মন্দিরগুলোতে স্তুতি কাব্য আওড়ান পুরোহিতেরা। একমাত্র যোগ্য আর নীতিবান ফারাও-ই পারেন পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তুলতে।

এই পাঁচ দিন ব্যবসাবাণিজ্য বলতে গেলে একরকম বন্ধ হয়ে যায়, সবাই সবকিছু বাদ দিয়ে ঘরের ভেতর আশ্রয় নেয়। পোতাশ্রয়েই নোঙর ফেলে বসে থাকে জাহাজ, মাঠগুলো পরে থাকে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

প্রাসাদ প্রতিরক্ষার প্রধান চেয়েছিলেন নববর্ষ আসার আগ পর্যন্ত নিজের অফিস থেকে বেরোবেন না। কিন্তু কপাল মন্দ তার, রানি টুইয়া তাকে ডেকে পাঠালেন। কেন ডেকেছেন, তা-ও অজানা। সাধারণত তার সাথে রাজমহিষীর সরাসরি কোনও কথা

বার্তা বা দেখা সাক্ষাৎ হয় না। প্রধানকে কোনও আদেশ দিতে হলে তা পরিচারিকার মাধ্যমেই জানিয়ে দেন রানি টুইয়া। তাই যখন সরাসরি তিনি ডেকে পাঠালেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আদেশ পালনে উদ্যত হলো লোকটা। রানি টুইয়ার মতে, সভার সবাইকে হতে হবে দক্ষ আর যোগ্য। সাধারণত একবার কেউ তাকে হতাশ করলে, দ্বিতীয় সুযোগ আর পায় না।

আজকের আগ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা প্রধানের কর্মজীবন একদম জলের মতো এগিয়েছে। কোনও দিন কোনও ঝামেলায় পড়তে হয়নি তাকে। নিজেও কোনও ঝামেলায় জড়ায়নি।

আজকের আগ পর্যন্ত...

ওর নিম্নপদস্থ কেউ একজন কান ভারী করেছে নাকি? হয়তো পদটায় নিজে সমাসীন হতে চায়। ভাবতে ভাবতে মাথা ব্যথা বানিয়ে ফেলল বেচারা।

দুরুদুরু বুকে রানির সাক্ষাৎ দেবার কক্ষের সামনে এসে উপস্থিত হলো লোকটা। নিজে যথেষ্ট লম্বা হলেও, রানির সামনে নিজেকে বড় খাট মনে হলো তার। নীচু হয়ে বাউ করে সম্মান জানাল।

'রানি সাহেবা, দেবতারা আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুক এবং আপনাকে-'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বাধা দিলেন তিনি। 'এখন বসো।'

রাজমহিষীর নির্দেশিত চেয়ারে বসে বলল প্রতিরক্ষা প্রধান।

'আমার ছেলে রামেসিসকে যে এক সহিস হত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছে, তা নিশ্চয় শুনেছ?'

'জি, মহামান্যা।'

'আর একাজে যে শিকারের সময় আমার ছেলের সাথে যে সারথি ছিল, সে জড়িত তাও নিশ্চয় শুনেছ?'

'জি, মহামান্যা।'

'তাহলে তো এ ব্যাপারে যে অনুসন্ধান হচ্ছে, সে ব্যাপারেও তোমার জানা আছে।'

'জি, মহামান্যা। এই অনুসন্ধান একটু জটিল আর সময়সাপেক্ষ হবার সম্ভাবনা বেশি।'

'সম্ভাবনা বেশি! অদ্ভুত শব্দ বললে দেখছি। নাকি সত্যটা সবাই জানতে পারুক, তা চাও না তুমি?'

যেন পশ্চাতদেশে বোলতা কামড়েছে, এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লোকটা। 'অবশ্যই চাই...আমি-'

'বসো আর মন দিয়ে শোন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ একজন অনুসন্ধান কাজে বাগড়া বাঁধাতে চাইছে। ঝামেলা হোক তা চাইছে না। এদিকে রামেসিস উত্তর চায়।

পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক লাগছে। আচ্ছা তুমিই বলো। আমরা কি কোনও অসভ্য জাতি? আমাদের মাঝে কি ন্যায় নীতির কোনও বালাই নেই?'

'মহামান্যা! পুলিশ যে নিজ কাজের প্রতি কতটা নিবেদিতপ্রাণ, তা আপনার অজানা নেই। তবে-'

'তেমনটাই তো ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি ওদের কাজে তেমন অগ্রগতি নেই। আশা করি সবক্ষেত্রে এমন হয় না। যা হোক, যে অনুসন্ধানে বাগড়া বাধাতে চাইছে, আমি তার পরিচয় জানতে চাই। আর একাজের দায়িত্ব দিতে চাই তোমাকে।'

'আপনি চান আমি-'

'পুলিশ যা করতে পারবে না, তুমি তা পারবে। যে শয়তানটা রামেসিসের পেছনে ওই সারথিকে লেলিয়ে দিয়েছিল, তাকে খুঁজে বের করে আমার সামনে এনে দাঁড় করাও।'

'মহামান্যা, আমি...'

'পারবে নাকি পারবে না?'

প্রাসাদের প্রতিরক্ষা প্রধানের মনে হলো, সেখমেটের একটা তীর এসে ওর বুকে এসে বিধেঁছে। রানির আদেশ মানতে হলে, অনেককে বিরক্ত করতে হবে ওর। যদি পালের খোদা ক্ষমতাশালী কেউ হয়, তাহলে রানি টুইয়ার সাথে সাথে সেই লোকটারও প্রতিশোধের শিকার হতে হবে ওকে। আবার যদি বিফল হয়, তাহলে রানি ওকে কাঁচা চিবিয়ে খাবেন।

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, তবে কাজটা কঠিন।'

'একবার তো বললেই। যদি কাজটা এত সহজ হতো, তাহলে তো তোমাকে ডাকার দরকার পড়ত না। ভালো কথা, আরেকটা বিষয়ে অনুসন্ধান চাই আমি। তবে এটা তেমন ঝামেলার কিছু হবার কথা না।'

যে ফ্যাক্টরিতে নকল কালির পিণ্ড উৎপাদন করা হচ্ছিল, সেটার কথা বললেন রানি টুইয়া। রামেসিস এমনভাবে দালানটার অবস্থান তাকে জানিয়েছে যে তিনি একদম নিখুঁতভাবে ওটার অবস্থান বলে দিতে পারবেন। বললেন, ফ্যাক্টরি মালিকের নাম জানতে চান তিনি।

'এর সাথে কি আপনার ছেলের ব্যাপারটার কোনও সম্পর্ক আছে, রানিসাহেবা?'

'সম্ভবত না, তবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তোমার রিপোর্ট পেলে সব পরিষ্কার হবে।'

'অবশ্যই মহামান্যা।'

'খুব ভালো, এবার কাজে লেগে পড়।' বলে বিদায় নিলেন রানি।

প্রতিরক্ষা প্রধানের মাথা ব্যথাটা আরও তীব্র রূপ ধারণ করল। মনে মনে ভাবল, এখন একমাত্র জাদুই আমাকে রক্ষা করতে পারে।

শানার আজ প্রচণ্ড খুশি।

প্রাসাদের একটা কক্ষে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দেশ বিদেশ থেকে আসা ব্যবসায়ীরা। সাইপ্রিয়ট, ফোনেশিয়ান, এজিয়ান, সিরিয়ান, লেবানিজ, আফ্রিকান, এশিয়ার পূর্বাঞ্চল এমনকি সুদূর উত্তর থেকে আসা রহস্যময় ফ্যাকাসে মানুষও আছে। যুবরাজের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে সবাই। সেটি'র মিশর এতটাই ক্ষমতাশালী যে, ওখান থেকে আমন্ত্রণ পাওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়। একমাত্র হিট্টিরা আসেনি।

শানার বিশ্বাস করে, বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোনও বিকল্প নেই। সারা দুনিয়ার সবাই একে অন্যের সাথে মিলে ব্যবসা করছে। মিশর কেন আলাদা হয়ে থাকবে? প্রথা আর নিয়মের দোহাই দিয়ে কেন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে? পিতাকে শ্রদ্ধা করে ও। কিন্তু সেই সাথে এ-ও মনে করে, সেটি এখনও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে কাজ করছেন না। যদি শানারের ক্ষমতা থাকত, তাহলে সে একাধিক পোতাশ্রয় গড়ে তুলত নীল নদের অববাহিকায়। পূর্বপুরুষদের ন্যায় সেটি-ও মিশরের উচ্চ এবং নিম্নভূমিকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তাই তার নজর সেনাবাহিনী বাড়ানোর দিকে। অথচ এদিকে সময় নষ্ট না করে, হিট্টিদের ব্যবসার ফাঁদে ফেলতে পারলে অনেক বেশি সুবিধা হতো না? সিংহাসনে বসে প্রথম যে কাজটা শানার করতে চায়, তা হলো মুখোমুখি সংঘর্ষের ইতি টানা। যুদ্ধ কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। বড়জোর সাময়িক একটা স্থিতাবস্থা এনে দিতে পারে। আজ হোক বা কাল, বিজিতরা বিজয়ীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেই। তার চাইতে শত্রু পক্ষকে অর্থনীতির জালে আটকে ফেলা-ই ভালো।

ফারাও-এর বড় সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে বলে, মনে মনে ভাগ্যকে একবার ধন্যবাদ জানালো সে। ওর অস্থিরমতি ছোট ভাই কোনও হুমকিই নয়। বিশ্বব্যাপী এক ব্যবসায়ী সংস্থা একা হাতে চালাতে পারবে শানার। এমন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে, যেখানে স্থানীয় রীতি আর প্রথার কোনও মূল্যই থাকবে না...ব্যাপারটা ভাবতেই আনন্দে ভরে উঠল ওর বুক।

মিশরের এমন কী গুরুত্ব আছে? প্রথমে নাহয় একে ভিত্তি বানিয়ে এগোবে। কিন্তু অচিরেই আরও বড় কোনও এলাকায় যেতে হবে ওকে। সফলতা পেলে আরামদায়ক কোনও জায়গা খুঁজে নিয়ে সেটাকে রাজধানী বানালেই চলবে।

বিদেশী ব্যবসায়ীরা সাধারণত প্রাসাদে প্রবেশ করার অনুমতি পায় না। শানারের এই কাজ ব্যাপারটার প্রতি ওর আগ্রহকেই প্রকাশ করে। সেটি'র উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে সে। আশা করছে, সেদিনটার জন্য ওকে খুব বেশি অপেক্ষাও করতে হবে না। সেটি'র মন পরিবর্তন করা দুরূহ এক কাজ। তবে মা'ত-এর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যেকোনও শাসক, বর্তমান চাহিদাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। শানারের বিশ্বাস, সে যথেষ্ট শক্তিশালী একটা মামলা দাঁড় করাতে পারবে।

আশাতীত ফলপ্রসূ হলো সমাবেশটা। বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজেদের সেরা জিনিস উপহার দিল শানারকে। এক এশিয়ান ব্যবসায়ীর সাথে আলাপ শেষ হয়েছি কী হয়নি, ওর এক গুপ্তচর এসে পাশে দাঁড়ালো।

'বিপদ।' ফিসফিস করে জানাল গুপ্তচর।

'কী বিপদ?'

'আপনার মা আনুষ্ঠানিকভাবে যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট নন।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল শানার। 'গুরুতর কিছু?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি আরেকবার অনুসন্ধান করাতে চান?'

'শুধু চানই না, এরইমাঝে প্রাসাদের প্রতিরক্ষা প্রধানকে কাজে লাগিয়েও দিয়েছেন।'

'লোকটা তো অপদার্থ!'

'কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ঝামেলা করতে পারে।'

'অসুবিধা নেই। লোকটাকে তার মতো কাজ করতে দাও।'

'যদি কিছু বের করে ফেলে?'

'মনে হয় না পারবে।'

'সাবধান করে দেব নাকি?'

'হুমকি পেলে কি না কি করে বসে! বোকাদের আচরণ আন্দাজ করে লাভ নেই, তাছাড়া অনুসন্ধান করে কিছু পাবে বলে মনে হয় না।'

'আপনার আদেশ কী তাহলে?'

'লোকটার উপর নজর রাখা হোক আর মাঝে মাঝে আমাকে অগ্রগতি জানানো হোক।'

গুপ্তচর আদেশ নিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল, শানার আবার মনোযোগ দিল তার অতিথিদের দিকে।

সতেরো

মেমফিসের উত্তর দিকের পোতাশ্রয়টায় রাত দিন কড়া নজর রাখে জল পুলিশ। তাদের কড়া নজর এড়িয়ে একটা নৌকাও ঢুকতে বা বেরোতে পারে না। অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতেই এই কড়াকড়ি। তবে দুপুরের খাবার সময়টায় ভিড় একটু কম হয়। তাই দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই নজর রাখছে এখন।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখতে পেয়ে ফিরে এলো লোকটার সতর্কতা। প্রথমে মনে হয়েছিল ভুল দেখছে, কালচে নীল পানিতে সূর্যের আলো পড়লে প্রায়শই অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখা যায়। ভালোমত চোখ মুছে নিয়ে দুইটি জাহাজের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকা ছোট নৌকাটার দিকে তাকালো সে।

প্যাপিরাস দিয়ে বানানো একটা হালকা নৌকা একজন মাত্র মানুষকে বহন করে নিয়ে আসছে!

এ ধরনের নৌকা সাধারণত শহর এলাকার আশেপাশের জলে দেখতে পাওয়া যায় না। তারচেয়ে বড় কথা, আজকে এমন কোনও নৌকা আসার কথা না! জরুরি পরিস্থিতি সামলাবার জন্য নিয়োজিত দলটাকে সিগন্যাল দিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি দ্রুতগামী নৌকা রওনা দিল ওই প্যাপিরাসের নৌকার দিকে। এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, দু'জন রক্ষী পূর্ণ সম্মানের সাথে রাজপুত্র রামেসিসকে নিয়ে আসছে।

নিজের অসন্তোষ ঢাকার কোনও চেষ্টাই করল না সুন্দরী ইসেট।

'রামেসিস কেন আমার সাথে দেখা করবে না?'

'কারণটা আমার জানা নেই।' উত্তর দিল আহমেনি।

'অসুস্থ নাকি?'

'আশা করি সুস্থই আছে।'

'আমার কথা বলেছে?'

'না।'

'চাইলেই আরেকটু তথ্য দিতে পারো তুমি, আহমেনি।'

'আমার দায়িত্বের মাঝে তা পড়ে না।'

'আমি আগামীকাল আসব।'

'তোমার যেমন ইচ্ছা।'

'একটু সাহায্য করো। দেখা করতে দাও, যা চাবে তাই পাবে।'

'আমাকে যথেষ্ট বেতন দেয়া হয়, আর কিছু আমি চাই না।'

শ্রাগ করে বিদায় নিল মেয়েটি।

সত্যি বলতে আহমেনি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছে। ব-দ্বীপ থেকে ফেরার পর, রামেসিস নিজের ঘরে যেন নিজেকেই বন্দি করে রেখেছে। কারও সাথে কথাও বলছে না। শুধু মাঝে মাঝে খাবার খাচ্ছে আর বাকি সময়টা জ্ঞানী তাহ-হোটেপ এর বাণীর মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। রাতে সময় কাটায় ছাদে দাঁড়িয়ে মেমফিস শহর আর গিজার পিরামিড দেখে।

রাজপুত্রের আগ্রহ জাগাবার জন্য, আহমেনি দুই নম্বর কালির পিণ্ড রহস্যের ব্যাপারেও কথা বলেছে। কিন্তু আফসোস, রামেসিসের মাঝে কোনও পরিবর্তন আসেনি। অবশ্য তেমন কোনও তথ্যও বের করতে পারেনি ও। শুধু জানতে পেরেছে, ফ্যাক্টরিটির মালিক সমাজের উচ্চ শ্রেণীর একজন।

নববর্ষের আগের রাতে সব ধৈর্য ফুরিয়ে গেল ইসেটের। রামেসিসের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ছাদে উঠল সে। মেয়েটিকে দেখা মাত্রই দাঁত খিঁচিয়ে উঠল প্রহরী।

'কুকুরটাকে সামলাও!'

রামেসিসের চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি ইসেটকে কাছে আসতে বাধা দিল।

'কী হয়েছে? আমাকে বলবে না?'

কোনও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালো রামেসিস।

'আমার সাথে এমন আচরণ করার কোনও অধিকার নেই তোমার। দুশ্চিন্তায় আমার পাগলপারা অবস্থা। আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তুমি কিনা আমার দিকে ফিরেও চাইছ না!'

'আমাকে একা থাকতে দাও।'

ইসেট হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'তোমার কি আর কিছুই বলার নেই? তুমি আসলে কী চাও, বল তো রামেসিস?'

'নীল নদের দিকে তাকাও, ইসেট।'

'আমি কি তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারি?'

উত্তর দিল না রামেসিস, তবে সেটাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে পায়ে পায়ে এসে প্রেমিকের পাশে দাঁড়ালো ও।

'সোথিস নামের তারাটা এখনি উঠবে আকাশে,' বলল রামেসিস। 'আগামীকাল উঠবে সূর্যের সাথে, পুব আকাশে। শুরু হবে নীল নদের প্লাবন।'

'প্রতি বছর যা হয়।'

'এই বছরটা যে অন্য সব বছরের থেকে আলাদা, তা বুঝতে পারছ না?'

রামেসিসের গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে মিথ্যা বলতে পারল না ইসেট। 'না।'

'নীল নদের দিকে তাকাও।'

রামেসিসের হাত আলতো করে জড়িয়ে ধরল মেয়েটি।

'এত রহস্য করে কথা বলো না। আমি তোমার শত্রু নই। ব-দ্বীপে কী হয়েছে?'

'আমার পিতা চোখে আঙুল দিয়ে আমার অবস্থান দেখিয়ে দিয়েছেন।'

'মানে?'

'পালাবার বা লুকাবার কোনও পথ আমার সামনে নেই।'

'তোমার উপর আমার ভরসা আছে, রামেসিস।'

মেয়েটির চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল রামেসিস। প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল ইসেট। ব-দ্বীপের অভিজ্ঞতা রামেসিসকে একদম পালটে দিয়েছে, পুরুষে পরিণত করেছে। সেই সাথে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে আকর্ষণ। নজর সরাতে পারছে না ইসেট, বুঝতে পারছে এই ছেলেটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ও।

ঠিক কবে নীল নদে প্লাবন ডাকবে, তা বিশেষজ্ঞরা পানির পরিমাণ থেকে হিসেব করে বের করেছেন। ঘোষণাটা আসার সাথে সাথে আনন্দে যেন ফেটে পড়ল মেমফিস, উৎসবের প্রস্তুতি নেয়া শুরু হলো ঘরে ঘরে। সবাই বলা বলি করতে লাগল, আইসিস তার মৃত স্বামী ওসাইরিসকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রাণ ফিরিয়ে এনেছেন স্বামীর মৃতদেহে। সূর্য ওঠার কিছুক্ষণের মাঝে খুলে দেয়া হলো শহরের প্রধান নালাটার মুখ। এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই যেন ছিল নীল নদ। সাথে সাথে পানি এসে ভরিয়ে তুলল নালাটাকে। এই পানি যেন ধ্বংসের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সে উদ্দেশ্যে দেবতা হাপি'র অগণিত মূর্তি বিসর্জন দেয়া হলো পানিতে। শহরের প্রতিটি পরিবার পানির পাত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্লাবনের দিককার এই পানি সংরক্ষণ করা খুব জরুরি। তাহলে পরবর্তী বছর ধরে উন্নতির আশা করা যায়।

প্রাসাদের পরিস্থিতি ভিন্ন। তটস্থ হয়ে আছে সবাই। এক ঘণ্টারও কম সময় আছে হাতে, এর মাঝেই ফারাও-এর মিছিলের ব্যবস্থা করতে হবে! প্রতি বছর প্রাসাদ

থেকে ফারাও-এর নেতৃত্বে একটা শোভাযাত্রা নীল নদ পর্যন্ত যায়। সেখানে ফারাও বিভিন্ন আচার পালন করেন। মিছিলের কোথায় কার স্থান, তা নির্ভর করে সরকারে সেই ব্যক্তির অবস্থানের উপর। তাই এ বছর কে কোন অবস্থানে আছে, তা জানার জন্য কারও তর সইছে না।

অস্থির শানার বার বার পায়চারী করছে, বার বার একই প্রশ্ন করছে পরিচারককে।

'ফারাও কি আমার অবস্থান কোথায় হবে তা জানিয়েছেন?'

'এখনও জানাননি।'

'এসব কী পাগলামি! দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করো।'

'রাজা নিজেই এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। কার পর কে দাঁড়াবে তা জানিয়ে দেন। ক্ষমা করবেন যুবরাজ, আমার কাছে এ ব্যাপারে আর কোনও তথ্য নেই!'

শানার পোশাকের ভাঁজ ঠিক করল। একটু সাদামাটা হয়ে গিয়েছে পোশাকটা, আরেকটু চটকদার কিছু হলে ভালো হতো। কিন্তু ফারাও সেটি সাদামাটা পোশাক পছন্দ করেন। নিজেও তাই পরেন বলে বেশি চটকদার কিছু গায়ে চড়াবার সাহস হলো না ওর। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, গুজব যা রটেছে তা আসলে সত্যি। ফারাও সরকারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে চান আর এ ব্যাপারে রানিরও কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু ওর সাথে কেন আলোচনা করা হলো না। তার উপস্থে কি আর ফারাও ও রাজমহিষীর সুদৃষ্টি নেই? নিশ্চয় শানারের ক্ষমতা লোভী ভাই-ই তার জন্য দায়ী!

ছেলেটাকে ছোট করে দেখা উচিত হয়নি। বিশ্বাসঘাতক রামেসিস ওর পিঠে ছুরি মেরেছে। টুইয়া নিশ্চয় ওর মিথ্যা কথায় ভুলে সেটিকে প্রভাবিত করেছেন।

রামেসিসের পরিকল্পনা তাহলে এই, মিছিলের মাথায় অবস্থান করা। এরকম একটা অনুষ্ঠানে ফারাও আর তার রানির ঠিক পছনে দাঁড়ানোটা বিশাল এক ব্যাপার। এতে সবাইকে বোঝানো যাবে, রামেসিসকে সেটি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মা'র সাথে দেখা করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল শানার।

রাজ মহিষীকে সাহায্য করছে দু'জন মহিলা পুরোহিত। তার মাথার মুকুটটায় শোভা পাচ্ছে দুটো বড় বড় পালক। এতে বোঝা যায়, মিশরকে ঘিরে যে প্রাণের সৌরভ রয়েছে তিনি তার অবতার।

বাউ করল শানার।

'আজকের অনুষ্ঠানে আমার ভূমিকা কী হবে, তা কেউ বলছে না।' বলল সে।

'তুমি কি অভিযোগ জানাচ্ছ?'

'আমার মনে হয়, পিতা যখন আচার পালন করবেন, তখন আমার তার পাশে থাকা উচিত।'

'কাকে পাশে রাখবেন, সেটা তো তার সিদ্ধান্ত।'

'তিনি নিশ্চয় তোমাকে জানিয়েছেন।'

'তুমি কি ফারাও-এর সিদ্ধান্তের উপরে ভরসা হারিয়ে ফেললে? সাধারণত তো তুমিই সবার আগে তার প্রজ্ঞার প্রশংসা করে থাক।'

চুপ হয়ে গেল শানার, এখানে এসে যে ভুল করেছে তা বুঝতে পারছে। মা হলেও, টুইয়ার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় সে। মনে হয় রানি যেন ওর ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে ফেলছেন।

'তা নয়,' বলল ও। 'ফারাও-এর আদেশ আমি শিরোধার্য বলে মনে করি।'

'তাহলে আর দুশ্চিন্তার কী আছে? সেটি সেটাই করবেন, যেটা করলে মিশরের ভালো হবে। আর সেটাই তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?'

নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য রামেসিস একটা প্যাপিরাসে জ্ঞানী তাহ-হোটেপ-এর বাণী নকল করছে-'যদি অনেক মানুষের নেতা হিসেবে তোমাকে কাজ করতে হয়, তাহলে নিজেকে দক্ষ করে তোলার প্রতিটা সুযোগ লুফে নাও। কেননা কেবলমাত্র তবেই তুমি ত্রুটিহীনভাবে সরকার চালাতে পারবে।' রাজপুত্রের মনে হলো, বহু বছর আগে মৃত্যুবরণ করা জ্ঞানী ব্যক্তিটি সম্ভবত ওকে মাথায় রেখেই কথাগুলো বলেছিলেন। কিছুক্ষণের মাঝেই এক পুরোহিত এসে রামেসিসকে মিছিলে তার অবস্থানের কথা জানাবে। যদি ওর ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে শানারের জায়গায় দাঁড়াবে ও। অবশ্য

এমনটাই হবে, তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তা হলে সেটি কেন এমন নীরবতা অবলম্বন করছেন? নিশ্চয় উপস্থিত জনতাকে চমকে দিতে চান তিনি।

বড় ছেলেকেই পরবর্তী রাজা হিসেবে মনোনীত করতে হবে, এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেয়। এমনকী এজন্য রাজপরিবারে জন্ম নেয়াও জরুরি নয়। এর আগে বেশ কজন ফারাও এবং তাদের স্ত্রীরা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে এসেছেন। টুইয়া নিজেই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। বর্তমান রাজমহিষীর জন্ম প্রাদেশিক এক গরীব পরিবারে।

পিতার সাথে কাটানো তিনটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল রামেসিসের। কোনওটাই হঠাৎ করে হয়নি। ওকে নিজের আসল রূপটা চিনতে সহায়তা করেছেন সেটি। যেমন সিংহ জন্মগ্রহণ করে বনের রাজা হবার জন্য, তেমনি রামেসিসের মনে হয়, ওর জন্মই হয়েছে শাসন করার জন্য।

আগে ভাবত, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তার নিজের। কিন্তু না, ভুল ভাবত। নিয়তি আগে থেকেই ওর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে রেখেছে। সেটি কেবলমাত্র সেটাকে নিশ্চিত করতে চাইছেন।

প্রাসাদ থেকে নীল নদ পর্যন্ত যাবার রাস্তাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। নববর্ষের এই অনুষ্ঠানগুলোতেই কেবল ফারাও, রানি আর তাদের সন্তানদের স্বচক্ষে দেখতে পায় সাধারণ মানুষ।

নিজ কক্ষের জানালা দিয়ে নীচে জমা হওয়া মানুষজনকে দেখছে শানার। এদের সামনেই আজ ওকে অপমানিত হতে হবে। সেটি আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনও সুযোগও তাকে দেননি। সুযোগ পেলে হয়তো কেন রামেসিস ভালো রাজা হতে পারবে না, সেটাও বুঝিয়ে বলতে পারত ও। ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ফারাও!

রাজসভার সভাসদেরাও সিদ্ধান্তটাকে সহজে মেনে নিতে পারবে না। শানার এমন এক বিরোধীপক্ষ গড়ে তুলতে পারবে, যেটাকে অস্বীকার করা সেটির পক্ষে সম্ভব হবে না। এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ওর পক্ষে। রামেসিস ভুল করা মাত্রই পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবে সে। আর রামেসিস যদি নিজে থেকে ভুল করতে না পারে, তাহলে সে কাজে সাহায্য করার জন্য তো ও আছেই।

পুরোহিত এসে রাজার বড় ছেলেকে তৈরি হয়ে নেবার অনুরোধ করলেন। শোভাযাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে।

রামেসিস পুরোহিতকে অনুসরণ করছে।

শোভাযাত্রা শুরু হবে প্রাসাদের সদর দরজা থেকে, মন্দির এলাকার বাইরে গিয়ে থামবে। সাধারণত যুবরাজকে একদম সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে থাকে শোভাযাত্রার সঞ্চালক। এরপর ফারাও ও তার স্ত্রী।

ন্যাড়া মাথার, সাদা রোব পরা পুরোহিতেরা সেটির কনিষ্ঠ পুত্রকে এগিয়ে আসতে দেখল। ছেলেটার ভেতর থেকে ক্ষমতা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অবশ্য কারও কারও কাছে রামেসিস এখনও অপরিপক্ব, খেলাধুলাপ্রেমী বালক। আজীবন দ্বিতীয় হয়ে থাকাই যার নিয়তি।

এগিয়ে চলল রামেসিস।

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের জমকালো পোশাক পরা স্ত্রীদের পার হয়ে এলো সে। নিজের উপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করতে পারল। ফারাও-এর কনিষ্ঠ পুত্রকে এ ধরনের সার্বজনীন অনুষ্ঠানে এই প্রথম দেখা যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিল রামেসিস, সত্যি সত্যি ঘটছে ঘটনাটা। নববর্ষের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আজ পিতা তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করবেন।

হঠাৎ থেমে গেল পুরোহিত।

তাহ-এর প্রধান পুরোহিতের পেছনে রামেসিসকে দাঁড় করালো সে। জায়গাটা রাজদম্পত্তি থেকে অনেক পেছনে। শানারের অবস্থান থেকেও অনেক পেছনে, রামেসিসের পিতার ডান পাশে গর্বিত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে শানার।

আঠারো

দুই দিন হয়ে গেল, রামেসিস মুখে খাবার তোলেনি। কারও সাথে দেখাও করেনি!

বন্ধুর হতাশা ঠিক বুঝতে পারছিল আহমেনি, তাই চুপচাপ থেকেছে এই দুই দিন। একদম বিরক্ত করেনি ওকে। রামেসিস এই প্রথম সার্বজনীন কোনও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেও, সবার চোখে শানার এখনও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

এমনকী প্রহরীও তার প্রভুর দুঃখটা বুঝতে পারছে। খেলার দাবি বা ঘুরতে যাবার দাবি-কোনওটাই জানায়নি। সম্ভবত পোষা প্রাণীর প্রতি দায়িত্ববোধটাই রামেসিসকে হতাশা থেকে টেনে তুলল। কুকুরটার জন্য খাবার আনার আদেশ দিল সে। আর আহমেনি যখন বুদ্ধি করে রাজপুত্রের জন্যও সাথে করে খাবার নিয়ে এলো, হার মেনে নিল ও।

'আমি বিশাল এক বোকা, আহমেনি। পিতা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।'

'নিজের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করো তো।'

'ভেবেছিলাম, সেটির ইচ্ছা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু...'

'ক্ষমতা কি তোমার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ?'

'এখানে ক্ষমতা মুখ্য নয়, মুখ্য হলো আমার সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসা। আমি নিশ্চিত ছিলাম, ফারাও হবার জন্যই আমার জন্ম। কিন্তু পিতা আমাকে বারবার দেখাচ্ছিলেন, আমার ধারণা ভুল। আমিই টের পাইনি।'

'নিয়তি মেনে নিচ্ছ?'

'নিয়তি? হাহ, আমার কি নিয়তি বলে আদৌ কিছু আছে?'

বন্ধুর মানসিক সুস্থতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ল আহমেনি, এভাবে চলতে থাকলে ছেলেটা না পাগল হয়ে যায়! রামেসিসের হতাশা এতটা প্রবল যে, এ থেকে বাঁচার জন্য ভয়ংকর সব অভিযানে সে অংশ নিলেও অবাক হবে না আহমেনি। একমাত্র সময়ই পারে এই ক্ষতে মলম লাগাতে। সমস্যা হলো, রাজপুত্রের অনেক গুণের মাঝে ধৈর্য জিনিসটা নেই।

'সারী আজকে পার্টির আয়োজন করেছে।' নম্র গলায় জানাল আহমেনি।

'আমার সাথে যাবে?'

'তুমি চাইলে যাব।'

ওদের প্রাক্তন শিক্ষক আর তার স্ত্রী মিলে বিশেষ খেলার আয়োজন করেছে। নিজেদের পুকুরে প্রচুর পরিমাণে মাছ ছেড়েছে ওরা। আগত প্রত্যেক অতিথিকে বসার জন্য একটা করে টুল আর মাছ ধরার জন্য একটা করে বড়শিও দেয়া হয়েছে। যে সবচেয়ে বড় মাছটা ধরতে পারবে, তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। আর বিজয়ীর জন্য রয়েছে 'নাবিক সিনোয়েহ'-এর ভ্রমণ কাহিনী লেখা একটা প্যাপিরাস। আহমেনির কাছে এরচেয়ে লোভনীয় আর কোনও পুরস্কার হতে পারে না। রামেসিস তাই বন্ধুর হাতে বড়শি ধরিয়ে দিল। আহমেনি বুঝতে পারছে না, ওর বন্ধুত্ব বা ইসেটের ভালোবাসা কোনওটাই রামেসিসকে শান্ত করতে পারছে না। ওর পুরো চিন্তার রাজত্বে এখন শুধু দু'জন মানুষ বাস করছে ওর পিতা আর মাতা, ফারাও আর রাজমহিষী।

সারী কোত্থেকে যেন এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল।

'মাছ ধরতে মন চাইছে না?'

'বুদ্ধিটা বেশ ভালো। অনেকদিন লোকের মুখে এই পার্টির কথা শোনা যাবে।'

'তুমি যখন এসেছ, তখন শোনা যাবে বৈকি!'

'আমাকে উপহাস করো না, সারী।'

'আমি ঠাট্টা করছি না। সভাসদদের সম্মান আদায় করতে সমর্থ হয়েছ তুমি। শোভাযাত্রায় তোমার আচরণ সবার নজর কেড়েছে।'

সারীকে দেখে মনে হলো, বেশ আন্তরিকতার সাথে কথাটা বলেছে সে। রামেসিসের হাত ধরে যেখানে ঠাণ্ডা বিয়ার সরবরাহ করা হচ্ছে, সেখানে নিয়ে গেল।

'রাজসভার লিপিকারের চাইতে সম্মানজনক পেশা বা কাজ খুব কমই আছে,' আগ্রহের সাথে বলল সে। 'রাজার কাছের লোক হওয়া যায়। কোষাগার, গুদাম ইত্যাদির উপর প্রভাব থাকে। তোমাকে উন্নত মানের পোশাক দেয়া হবে, জমি দেয়া হবে এবং থাকার জন্য চোখ ধাঁধানো একটা বাড়িও দেয়া হবে। কী নেই এই পেশায়, বলো! পয়সা তো আছেই, নাম আর সম্মানও আছে!'

'লিপিকার হও,' স্মৃতি থেকে বলল রামেসিস। 'কেননা পিরামিড বা স্মৃতিস্তম্ভের চাইতেও বেশি দিন টিকে থাকে বই। যেকোনও ভাস্কর্যের চাইতে বেশিদিন ধরে তোমার কথা মানুষকে শোনাবে তা। উত্তরাধিকারী হিসেবে লিপিকাররা পায় তাদের বইকে, যেখান থেকে মৃত্যুর ওপারের যাত্রীদের পড়ে শোনায় পুরোহিতরা। তাদের সন্তান হলো, লেখার পাতলা পাথর, তাদের স্ত্রী হলো হায়ারোগ্লিফ অংকিত পাথর।

শক্তিশালী দালানও একদিন ক্ষয়ে যাবে, মিশে যাবে মাটিতে। কিন্তু একজন লিপিকারের কর্ম রয়ে যাবে অনন্তকাল।'

'অসাধারণ!' উৎফুল্ল সারী বলল। 'আমার শেখানো সবকিছু মনে আছে দেখছি।'

'ধন্যবাদ আমাকে শেখাবার জন্য।'

'প্রতিদিন তুমি আমাকে আগের দিনের চাইতে বেশি গর্বিত করে তুলছ। সেরা লিপিকাব হও, এই প্রার্থনা করি। অন্য সব কিছু এমনি এমনি-ই হয়ে যাবে।'

লে বিদায় নিল সারী। একা হতেই পরিবেশটাকে অসহ্য মনে হতে লাগল রামেসিসের। এখানে উপস্থিত লোকদের সাথে ওর কোনও মিল নেই। চলে যাবে '[illegible] ভাবছে, এমন সময় ডোলোরা এসে ওর হাত আকড়ে ধরল।

'খুশি হয়েছ?' জানতে চাইল ডোলোরা।

'দেখে বুঝতে পারছ না?'

'বাদ দাও, আমার পোশাকটা কেমন হয়েছে?'

ভালোভাবে দেখার জন্য এক পা পিছিয়ে এলো রামেসিস। পোশাকটা একটু বেশিই জাঁকালো আর পরচুলাটা বড় হয়ে গিয়েছে। তবে অন্যান্য দিনের চাইতে প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

'অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে দারুণ মানিয়েছে।'

'রামেসিসের মুখ থেকে প্রশংসা! ঠিক শুনেছি তো? শুনলাম, শোভাযাত্রায় নাকি দারুণ দেখাচ্ছিল তোমাকে?'

'আমি শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। একটা বাক্যও বলিনি।'

'ঠিক তাই। সভাসদরা অন্য রকম আচরণ আশা করেছিল।'

'কী রকম?'

ডোলোরার চোখ উজ্জ্বল হয়ে গেল, 'প্রতিবাদ...আক্রমণ করবে বলেও ভেবেছিল কেউ কেউ। সিংহ আবার ভেড়ায় পরিণত হচ্ছে না তো?'

হাত মুষ্ঠি করে ফেলল রামেসিস, বোনকে থাপ্পড় মারার তীব্র ইচ্ছাটা দমাতে চাইছে।

'আমি কী চাই, জানো ডোলোরা?'

'যেটা আমাদের ভাইয়ের আছে। যেটা কোনওদিন তোমার হবে না।'

'ভুল করছ, আমি ঈর্ষান্বিত নই। আমি নিজের জন্য একটা পথ খুঁজছি।'

'রামেসিস, মেমফিসে এখন অনেক কিছুই ঘটছে। গরমও পড়েছে বেশ। আমরা শীঘ্রই ছুটি কাটাতে ব-দ্বীপে যাচ্ছি। তুমিও এসো না?'

'আমার কাজ...'

'আ রামেসিস, আমাদেরকেও একটু সময় দাও। তোমারও বিশ্রাম হবে।'

আচমকা চিৎকার শোনা গেল, কেউ একজন সবচেয়ে বড় মাছটা ধরে ফেলেছে। বিজয়ীকে অভিনন্দন জানাতে ছুটল ডোলোরা, সারী নিজ হাতে পুরস্কার হিসেবে প্যাপিরাসটা প্রদান করল।

আহমেনিকে হাত তুলে ডাকল রামেসিস।

'আমার বড়শি ভেঙ্গে গিয়েছে।' কাছে আসা মাত্র বলল ওর সহকারী।

'চল যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'প্রতিযোগিতা শেষ না?' বলতে বলতে ওদের দিকে এগিয়ে এলো শানার। 'দেরি করে ফেলেছি। নইলে তোমার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিতে পারতাম।'

'আহমেনি আমার হয়ে অংশ নিয়েছে।'

'শরীর খারাপ?'

'ওরকম-ই কিছু।'

'রামেসিস, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছ দেখে ভালো লাগছে। যাই হোক, তোমার কাছ থেকে আমার একটা ধন্যবাদ পাওনা।'

'কীভাবে?'

'এই বছরের শোভাযাত্রায় তোমার অংশ গ্রহণ করতে পারার একমাত্র কারণ হলো আমার জোর দিয়ে বলা। সেটি ভয় পাচ্ছিলেন, তুমি হয়তো অসদাচরণ করে বসতে পারো।'

এই বলে সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে এগিয়ে গেল শানার। ওকে দেখে বাউ করল সারী আর ডোলোরা। আগে থেকে না জানিয়ে যুবরাজের এই আচমকা উপস্থিত হওয়াটা অনেক বড় এক ব্যাপার।

ছাদের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বসে প্রহরীর কান চুলকে দিচ্ছে রামেসিস। আরাম পেয়ে চোখ বুঁজে আছে কুকুরটা। নিস্পলক চোখে তারাদের দিকে তাকিয়ে আছে রাজপুত্র। জ্ঞানী লোকদের মতে, ওগুলো মৃত ফারাওদের হৃদয়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইসেটের নগ্ন হাত ওর গলা জড়িয়ে ধরল। 'কুকুরটা ছাড়া কি তোমার জীবনে আর কেউ নেই? আমাকে বিছানায় একা রেখে এলে যে?'

'তোমার মতো সহজে ঘুমাতে পারি না যে।'

'আমাকে চুমু খাও, তাহলে একটা গোপন কথা বলব।'

'হুমকি দেয়াটা আমি পছন্দ করি না।'

'ডোলোরার কাছ থেকে ব-দ্বীপে যাবার আমন্ত্রণ আদায় করে নিয়েছি।' বলে রামেসিসকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। কিছুক্ষণ অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলেও, শেষ পর্যন্ত আর পারল না রামেসিস। ওকে কোলে করে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

রামেসিসকে আগের মতো খেতে দেখে খুশি হয়ে গেল আহমেনি।

'যাত্রার সব প্রস্তুতি শেষ,' গর্বের সাথে ঘোষণা করল সহকারী। 'সবকিছু ঠিকঠাক মতো গোছানো শেষ। আমাদের দুজনেরই ছুটি দরকার।'

'তোমার বেশি দরকার।'

'কী আর করব, মাথায় একটা কিছু ঢুকলে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাই না।'

'ডোলোরার ওখানে তোমার খুব একটা কাজ করতে হবে না।'

'হবে, দুর্ঘটনার ফলে পিছিয়ে পড়েছি।'

'আহমেনি! একটু বিশ্রাম নিতে শেখ!'

'আমার দোষ নেই। যেমন মনিব, ভৃত্য তো তেমন হবেই।' ঠাট্টা করল আহমেনি।

রামেসিস বন্ধুর কাঁধ আঁকড়ে ধরল। 'তুমি আমার ভৃত্য নও, তুমি আমার বন্ধু। আমার কথা শোন, বিশ্রাম নাও কটা দিন।'

'চেষ্টা করব, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'নকল কালি, পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি...ব্যাপারটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'আমার মাকে জানিয়েছি সব।'

'ভালো খবর!'

'তিনি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।'

'যাবে, যাবে। কেবল তো শুরু।'

'আহমেনি, নকল কালি নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই। আমি শুধু চাই যে লোকটা তোমাকে আহত করেছিল, তাকে পাকড়াও করতে। চাই আসল আসামীকে ধরতে।'

রামেসিসের গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে কেঁপে উঠল আহমেনি।

'তোমাকে আমি হতাশ করব না, আহমেনি।'

বিশাল আর বিলাসী এক নৌকা ভাড়া করেছে সারী। ত্রিশজন যাত্রী ওতে আরাম করে ভ্রমণ করতে পারবে। তাল গাছের ছায়ায় ঘেরা ব-দ্বীপে অবস্থিত ওর বাড়িটার কথা ভাবতেই বুকটা ভরে যাচ্ছে সারীর! ওখানে এত গরম লাগবে না। আয়েস করে কটা দিন কাটানো যাবে।

রওনা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্যাপ্টেন। পোতাশ্রয়ের কর্মকর্তারা জাহাজ ছাড়ার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। এখনি রওনা দিলে, পরবর্তী অনুমতির জন্য দুই বা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতে পারে।

'রামেসিস দেরি করছে।' অনুযোগের সুরে বলল ডোলোরা।

'ইসেট অবশ্য চলে এসেছে।' ওকে মনে করিয়ে দিল সারী।

'রামেসিসের সব জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে না?'

'সূর্য ওঠার আগেই সব জাহাজে তোলা শেষ।'

রাগান্বিতভাবে পা ঠুকল ডোলোরা, 'ওর সহকারী আসছে, কিন্তু ও কোথায়!'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে দৌড়ে আসছে আহমেনি।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রামেসিস আবার উধাও হয়ে গিয়েছে।'

উনিশ

কাঁধে নলখাগড়া দিয়ে বানানো মাদুর ঝুলিয়ে এগিয়ে চলা পথচারীর সঙ্গী বলতে কেবল একটা হলদে কুকুর। বাঁ হাতে একটা একটা চামড়ার থলিতে জামা কাপড় আর স্যাণ্ডেল নিয়ে নিয়েছে ছেলেটা। ডান হাতে ধরে আছে একটা ছড়ি। বিশ্রামের সময় হলে, গাছের ছায়ায় মাদুর বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে সে, বিশ্বস্ত কুকুরটার উপর ছেড়ে দিয়েছে নিজ নিরাপত্তার ভার।

রাজপুত্র রামেসিস যাত্রার প্রথম ভাগটা সম্পন্ন করেছে নৌকার সাহায্যে। এবার দ্বিতীয় ভাগে দুই পা-ই ভরসা। আহমেনি বা ইসেট, দুজনের কাউকেই কিছু বলে আসেনি।

পথে কিছু কিছু শহরে ফেরিতে চড়তে হয়েছে ওকে। ফেরিতে সাধারণত একেবারে গরীব শ্রেণীর মানুষেরা চলাচল করে। এরা এতটাই গরীব যে, টুটাফুটা কোনও নৌকাও এদের নেই।

শীতের মৌসুম চলছে, এখন সফর আর আনন্দ করার সময়...

রামেসিসের মনে হলো, মিশরের মানুষ যে এই নিশ্চিন্তে, আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করছে তার কারণ একটাই। সবাই জানে, ফারাও তাদের সুখ দুঃখের দিকে কড়া নজর রাখছেন। যেখানেই সেটি'র নাম উচ্চারিত হতে শুনল ও, সেখানেই উচ্চারণকারীর চোখে মুখে দেখতে পেল শ্রদ্ধা। এমন পিতার পুত্র হতে পেরে, গর্বে বুকটা ভরে গেল ওর। সিদ্ধান্ত নিল ভবিতব্য তার কপালে যে পেশাই লিখে রাখুক না কেন, পিতাকে লজ্জিত হতে হয় এমন কোনও কাজ করবে না।

দেখতে দেখতে ফাইয়ুমের উত্তর দিকে চলে এলো রামেসিস। এই সুফলা এলাকা সবেক, কুমির-দেবতার অধীনে। এখানেই অবস্থিত মেরুর-এর রাজকীয় হারেম। অনেকের মতে, পুরো মিশরে এমন সুন্দর জায়গা আর নেই। বয়স্কা, বৃদ্ধা মহিলারা বাস করেন এখানে, কমবয়সী মেয়েদের সেলাই, কাব্য, গান আর নাচ শেখান। হারেমে এক মুহূর্তও আলস্যে কাটে না।

সদর দরজায় এসে দাঁড়াবার পূর্বে, পরনের সাদামাটা পোশাক পরিবর্তন করে নিল রামেসিস। অবশ্য যেটা পড়ল, সেটাও সাদামাটাই। প্রহরীকে একটু পরিষ্কার করে যখন দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন রক্ষী বাঁধা দিল ওকে।

'আমার বন্ধু এখানে কাজ করে, ওকে দেখতে এসেছি।'

'সাথে কোনও চিঠিপত্র আছে?'
'নেই, দরকারও নেই।'
ভালোমতো ওকে পরখ করে দেখল গার্ড। 'কেন?'
'কারণ আমি রাজপুত্র রামেসিস, সেটি'র পুত্র।'
'তাই নাকি! তাহলে তোমার চাকর বাকর কোথায়?'
'এই যে আমার কুকুরটাকে দেখছ, এ-ই আমার সঙ্গী।'
'যাও তো বাছা,' হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল গার্ড। 'এখন এসব ফাজলামি সহ্য করার মতো সময় নেই।'
'আমি আদেশ করছি, সরে দাঁড়াও।'
রামেসিসের গলার কাঠিন্য এবং চোখের দৃষ্টি গার্ডকে হতবাক করে দিল। লোকটা পড়ে গেল বিপদে, গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে নাকি ভেতরে খোঁজ নেবে তা বুঝতে পারছে না।
'নাম কী তোমার বন্ধুর?'
'মোজেস।'
'এখানেই দাঁড়াও, আমি দেখছি।'
প্রহরীকে সাথে নিয়ে গাছের ছায়ায় বসল রামেসিস। নির্মল বাতাসে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে একদল পাখি। এরচাইতে মধুর জীবন আর কোথায় পাওয়া যাবে?
'রামেসিস?'
গার্ডকে ঠেলে সরিয়ে, ওর দিকে ঝাড়া দৌড় দিল মোজেস, বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানালো। এরপর প্রহরীকে সাথে নিয়ে হারেমের ভেতরে প্রবেশ করল।
হাঁটতে হাঁটতে একটা বেশ বড় সড় পুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো দুই বন্ধু। বেলেপাথরের তিনটা টুকরা দিয়ে বানানো একটা বেঞ্চের উপর বসল।
'কী অবাক করা ব্যাপার! এখানে তোমাকে দেখতে পাব, ভাবতেই পারিনি। ফারাও কি কোনও দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, রামেসিস?'
'নাহ, তোমাকে দেখতে এলাম।'
'একা এলে যে? সাথে কাউকে আনোনি দেখছি।'
'অবাক হলে?'
'নাহ, তোমার কাছ থেকে এরকম আচরণই আশা করি। যাই হোক, স্কুল ছাড়ার পর কী কী করলে?'
'আমি এখন রাজসভার একজন লিপিকার। একসময় তো এ-ও মনে হচ্ছিল যে পিতা আমাকে উত্তরাধিকারী বানাতে চান।'
'শানার মানবে?'
'ওই যে বললাম, মনে হচ্ছিল। যাই হোক, শোভাযাত্রার সময় ভুলটা ধরিয়ে দিলেন পিতা, তবে তারপরও...'

'বলে যাও।'

'আমার ভেতরে কেমন যেন একটা শক্তি অনুভব করছি। নিজের ভেতর থেকে সেরাটা বের করে না আনা পর্যন্ত শান্তি পাব না। জীবনটাকে নিয়ে আমি কোন পথে এগোব, মোজেস?'

'খুব দামী একটা প্রশ্ন করলে।'

'তোমার জীবনটা কোন পথে নিতে চাও, তাই নাহয় বলো।'

'আমারও খুব একটা পরিষ্কার ধারনা নেই। এখানে আমার দায়িত্ব হলো বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। বিশেষ করে সেলাই আর মাটির তৈজসপত্র বানানোর কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের উপর নজর রাখা। আমার নিজস্ব থাকার জায়গা আছে, বাগান আছে। এখানকার খাবারেরও তুলনা হয় না। হারেমের লাইব্রেরির কল্যাণে আমি এখন এমন একজন হিব্রু যে মিশরীয়দের জ্ঞানের পুরোটা অর্জন করেছে! আর কী চাই?'

'প্রেমিকা?'

হাসল মোজেস। 'মেয়েরও এখানে কোনও অভাব নেই। তুমি কি কাউকে খুঁজে পেয়েছ?'

'হয়তো।'

'কে সে?'

'ইসেট-কে চেন?'

'চিনি মানে!' শিস দিল মোজেস। 'তোমাকে ঈর্ষা হচ্ছে। কিন্তু হয়তো বললে যে?'

'মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তেমনি চালু। ওর সাথে সময় কাটাতেও ভালো লাগে। কিন্তু ভালবাসি, একথা বলতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম ভালবাসা অন্যরকম। আরও বেশি তীব্র, আরও বেশি-'

'এত চিন্তা করা বন্ধ করে তো। এই মুহূর্তের জন্য বাঁচো।'

'এখানে তুমি সুখী মোজেস?'

'বলা যায়। কিন্তু তোমার মতোই নিজের ভেতরে কেমন এক আগুনের উপস্থিতি টের পাই আমি। এমন শক্তি, যেটার কোনও নাম নেই। আচ্ছা রামেসিস, এখন কী করব আমরা? এই শক্তির, এই আগুনের কথা ভুলে যাব? নাকি একেই সম্বল করে এগোব?'

'আমাদের হাতে কোনও বিকল্প নেই মোজেস। যদি একে অগ্রাহ্য করি, তাহলে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে হবে।'

আচমকা ভেসে আসা এক আর্তচিৎকার ওদের কথোপকথনের ইতি টানল। দুটি মেয়েকে পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখল ওরা।

'আমাকে তো অবাক করে দিয়েছিলে,' বলল মোজেস। 'এবার তোমার অবাক হবার পালা। চল যাই, মেয়ে দুটি কেন ভয় পেল তা দেখে আসি।'

ভয়ের 'কারণ'টা এখনও চোখের সামনেই আছে। এক হাঁটু গেড়ে বসে আছে ছেলেটা। হাতে একটা সাপ ধরা।

'সেটাও!'

সাপুড়ে সেটাওকে দেখে মনে হলো না যে সে অবাক হয়েছে। রামেসিসের অবাক কণ্ঠে করা প্রশ্নগুলোর জবাব দিল সে। জানাল, হারেমের ল্যাবরেটরিতে সাপের বিষ সাপ্লাই দিতে এসেছে সে। অনেক দিন ধরেই দিচ্ছে, আর সেই সাথে মোজেসের সাথে দুএকদিন কাটিয়ে যাবার লোভও আছে। খুশি হয়ে উঠল তিন বন্ধু, অনেকদিন পর একত্রিত হয়েছে সবাই।

এক দল পাতলা মেয়ে নির্দিষ্ট ছন্দে নাচছে। ওদের সবার পরনে সোজা, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পোশাক, কাঁধের কাছে কাজ করা। চুলগুলো পেছন দিকে টেনে বেণী করে রাখা।

মোজসের বন্ধু হিসাবে নাচের এই রিহার্সেল দেখার অনুমতি পেয়েছে রামেসিস। সাধারণত এমন দারুণ ছন্দের নাচ খুব কম দেখা যায়। কিন্তু আজ কেন জানি উপভোগ করতে পারছে না ওরা কেউই। সেটাও অবশ্য ব্যতিক্রম। নিজের আসল রূপটা অনেক আগেই খুঁজে পেয়েছে সাপুড়ে। মোজেসের ঈর্ষাই হয় মাঝে মাঝে। প্রশাসনিক কাজের মাঝে ডুবে আছে সে, কিন্তু এমন কাজ চায়নি।

'একদিন,' কিছুক্ষণ আগেই রামেসিসকে কথা দিয়েছিল সে। 'এসব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব।'

'মানে?'

'আমি নিশ্চিত নই কী করব, কিন্তু এসব আর সহ্য হচ্ছে না।'

'একসাথে যাব চলো।'

দুই মনমরা বন্ধুর পাশ কেটে সৌরভ ছড়িয়ে দিয়ে গেল এক নর্তকী, কিন্তু দুজনের কারও মন বিন্দুমাত্র ভালো করতে পারল না। তবে নাচ শেষ হওয়ার পর, নাস্তা পানির জন্য রয়ে গেল ওরা। নীলচে জলের পুকুরের পাশে দাঁড়িয়ে রামেসিসকে রাজসভা সংক্রান্ত প্রশ্নের বাণে জর্জরিত করে ফেলল নর্তকী আর তাদের শিক্ষকরা। অনাগ্রহের সাথে কাটা কাটা উত্তর দিল রামেসিস। হতাশ মেয়েরা কিছুক্ষণের মাঝেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, নিজেদের মাঝে আলোচনায় মত্ত হয়ে গেল।

এক নিশ্চুপ মেয়ের উপরে নজর পড়ল রামেসিসের। অন্যান্যদের চেয়ে এই মেয়েটার বয়স কম হলেও, দেখতে যে কারও চাইতে সুন্দরী।

'ওই মেয়েটার নাম কী?' মোজেসের কাছে জানতে চাইল ও।

‘নেফারতারি।’

‘চুপচাপ কেন?’

‘হারেমে নতুন এসেছে মেয়েটা। পরিবারও তেমন সম্ভ্রান্ত নয়। দারুণ সেলাই করতে ‘ ম সেজন্যই এখানে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যেটাই করতে যায়, সেটাই অন্য যে কারও চাইতে ভালোভাবে করতে পারে। এজন্য অন্যরা ওকে খুব একটা পছন্দ করে না।’

রামেসিস নেফারতারির পাশে গিয়ে বসল।

‘এখানে আমার বসাটা সম্ভবত উচিত হচ্ছে না।’

রাজপুত্রের সরাসরি বলা কথা শুনে, চোখে বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকালো মেয়েটি।

‘নাক গলালাম বলে ক্ষমা চাইছি, তোমাকে দেখে বড় একা একা মনে হচ্ছিল।’

‘ভাবছিলাম।’

‘কী?’

‘আমাদেরকে তাহ-হোটেপের কোনও একটা বাণীর উপর প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছে।’

‘তাহ-হোটেপ! আমার সবচেয়ে পছন্দের মানুষ! কোন বাণীটা পছন্দ করেছ?’

‘এখনও ঠিক করিনি।’

‘হারেমে কী নিয়ে পড়তে এসেছ, নেফারতারি?’

‘ফুল আর গাছপালা ব্যবহার করে নকশা বানাবার পদ্ধতি। দেবতাদের জন্য সুন্দর করে মন্দির সাজাতে আমার খুব ভালো লাগে। প্রার্থনা করি, মন্দিরে বেশি সময় কাটাবার সুযোগ যেন আমার হয়।’

‘কমবয়সী মেয়েরা সাধারণত এই প্রার্থনা করে না।’

‘আমার ধ্যান খুব পছন্দ, ধ্যান করলে নিজের মাঝে এক ধরনের শক্তি অনুভব করি। পবিত্র বইতে পড়েছি, নীরবতা আত্মাকে ফুলবান গাছের মতো করে তোলে।’

নাচের শিক্ষিকা তার ছাত্রীদেরকে জড়ো করতে শুরু করেছেন, ব্যাকরণ শিক্ষার ক্লাসে যেতে হবে এখন। নেফারতারিও উঠে দাঁড়ালো।

‘দাঁড়াও...আমি কি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতে পারি?’

‘এখানকার শিক্ষকরা বেশ কড়া। দেরি করা পছন্দ করেন না।’

‘শুধু জানতে চাই, কোন বাণীটা পছন্দ করলে?’

নেফারতারির মুখের হাসিটা এতই পবিত্র যে যেকোনও জাত যোদ্ধার হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে ফেলবে।

“নিখুঁত একটা শব্দ, সবচেয়ে বিরল সবুজ পান্নার চাইতেও দুষ্প্রাপ্য, অথচ গম পিষতে থাকা এক ক্রীতদাসীও সেটার মালিক হতে পারে।”

হাসিতে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

বিশ

আরও একসপ্তাহ মেরুর-এর হারেমে কাটিয়ে দিল রামেসিস, কিন্তু নেফারতারির দেখা পেল না। এদিকে মোজেসের দক্ষতায় সবাই এতটা মুগ্ধ যে, একের পর এক দায়িত্ব এসে পড়ে ওর উপরে। তাই সে-ও বন্ধুকে খুব একটা সময় দিতে পারল না।

সেটির ছোট ছেলে এসেছে, এ খবরটা আগুনের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল হারেম জুড়ে। বয়স্ক প্রতিটি মহিলা ওর সাথে দেখা করতে এলেন। প্রশিক্ষক আর প্রশাসকেরাই বা বাদ থাকবেন কেন? শীঘ্রই অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, রামেসিসের জন্য নির্জন কোনও জায়গা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। নিজেকে বন্দি বলে মনে হচ্ছিল ওর, তাই চামড়ার থলে, মাদুর আর ছড়িটা গুছিয়ে নিল সে। কাউকে কিছু না বলেই বিদায় নিল। মোজেসকে বলে আসেনি বলে দুশ্চিন্তা করছে না, জানে আর কেউ না বুঝলেও অন্তত মোজেস বুঝতে পারবে।

প্রাসাদের প্রতিরক্ষা প্রধানের অবস্থা দফারফা। চাকরী জীবনে এতটা কষ্ট আর কখনও করতে হয়নি ওকে। পুরো শহরজুড়ে খবরের আশায় দৌড়ে বেড়াতে হয়েছে তাকে। মানুষের সাথে কথা বলতে হয়েছে, আবার তাদের দেয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হয়েছে। সেই সাথে পরিচিত খবর সরবরাহকারীদের সাথে কথা বলা তো আছেই! কয়েকজনকে তো হুমকি পর্যন্ত দিতে হয়েছে। আসলেই কোনও তথ্য না পাওয়ায় অনুসন্ধান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নাকি কারও চাপে-সেকথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা মুশকিল। নিজেও বেশ কিছু হুমকি ধামকি পেয়েছে। কিন্তু সব আবছাভাবে। পুরো ব্যাপারটা কার ইশারায় ঘটছে, সে ব্যাপারে কোনও তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি লোকটা।

যখন বুঝতে পারল, নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা কাজে লাগিয়েও আর কোনও তথ্য বের করতে পারবে না, তখন রানির টুইয়ার সাথে দেখা করার আবেদন জানাল সে।

'মহামান্যা, আমার সর্বোচ্চ চেষ্টাটা আমি করেছি।'

'আমার চেষ্টা না, ফল দরকার।'

'আপনি আদেশ দিয়েছিলেন, আমি যেন সত্য খুঁজে বের করি। তা সে তথ্য যত তিক্তই হোক না কেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমার মনে হয় না আপনি হতাশ হবেন। কেননা-'

'আমি হতাশ হব কি হব না, সে সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে দাও। তুমি শুধু যা জেনেছ, তা জানাও।'

ইতস্তত করল লোকটা। 'আমাকে এটুকু বলার অনুমতি দিন যে-' শুরু করল, কিন্তু রানির চোখের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেল সব। 'সত্যটা একটু বেশি তিক্ত হতে পারে, হে রানি।'

'শুনছি।'

ঢোক গিলে ভয়টাকে পেটে চালান করে দিতে চাইল প্রধান। 'মোট দুটি ঘটনা আপনাকে জানাতে চাই।'

রাজসভার লিপিকারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে, ফারাও-এর আদেশ লিপিবদ্ধ করে রাখা, সেগুলোর প্রতিলিপি বানানো। রামেসিসের হয়ে কাজটা করে আহমেনি। বন্ধু ওকে বিশ্বাস করে উধাও হয়ে যাবার ইচ্ছা জানায়নি বলে কিছুটা মন খারাপ ওর। কিন্তু জানে, আজ হোক আর কাল, রাজপুত্র ফিরে আসবেই। তাই কাজে বিন্দুমাত্র ঢিল দিতে রাজি নয় তরুণ।

প্রহরী যখন ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গাল চাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সব রাগ হাওয়ায় উবে গেল আহমেনির। আনন্দের সাথে রামেসিসকে স্বাগত জানাল।

'আমি ভেবেছিলাম, এসে তোমাকে পাব না।' স্বীকার করে নিল রাজপুত্র।

'তাহলে কাজ কে করবে?'

'আমি তোমার সাথে যা করেছি, তা যদি কেউ আমার সাথে করত...'

'জানি। আসলে হয়েছে কী, দেবতারা একেকজনকে একেকভাবে বানিয়েছেন। একেকজনকে একেক নিয়তি দিয়েছেন। আমি আমার নিয়তি মেনে নিয়েছি।'

'আহমেনি, আমাকে ক্ষমা করো।'

'তোমার আজ্ঞাবহ দাস হব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করতে চাই। নইলে নরকের পিশাচরা যে আমার গলা কেটে ফেলবে! সুতরাং বুঝতেই পারছ। আমি নিজের দিকটাই দেখছি। যাক, সফর কেমন কাটল?'

হারেম, মোজেস, সেটাও-সবকিছু খুলে বলল রামেসিস। তবে নেফারতারির কথা বলল না। মেয়েটার সাথে মাত্র একবার দেখা হয়েছে, কিন্তু সেই দেখা হবার স্মৃতি মনে পড়লে এখনও মনে আনন্দে ভরে ওঠে ওর।

'ঠিক সময়ে ফিরে এসেছ,' আহমেনি ওকে জানাল। 'রাজমহিষী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার সাথে দেখা করতে চান। আর আহসাও আমাদেরকে রাতের খাবারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

আহসা আনন্দের সাথে ওর দুই বন্ধুকে পুরো বাড়ি ঘুরে দেখাল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ওর থাকবার জন্য এই বাড়িটা পেয়েছে। শহরের মাঝখানে অবস্থিত বলে, মন্ত্রণালয় থেকে একদম কাছেই থাকার সুযোগ পেয়েছে ও। বয়স কম হলেও, কাজে কর্মে দক্ষতার কারণে এরইমাঝে সবার নজর কেড়েছে আহসা। পোশাক পরিচ্ছদেও তুলনাহীন সে। মেমফিসের সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশন ছাড়া অন্য কিছু গায়েই তোলে না।

'বেশ সফল একজন মানুষকে দেখছি বলে মনে হচ্ছে।' হাসতে হাসতে বলল রামেসিস।

'তা বলতে পার। ট্রোজান যুদ্ধের ব্যাপারে আমি যে রিপোর্ট দিয়েছিলাম, তা একদম খাপে খাপে মিলে গিয়েছে।'

'কী বলেছিলে?'

'বলেছিলাম, ট্রোজানরা হারতে চলেছে। এ-ও বলেছিলাম, আগামেমনের কাছ থেকে দয়া আশা করা যায় না। একটা গণহত্যা হতে চলছে। তবে মিশরের উচিত হবে না কোনও পক্ষ অবলম্বন করা। আমাদের কোনও ফায়দা নেই তাতে।'

'তা ঠিক। সেটি'র লক্ষ্যই হলো দেশে শান্তি বজায় রাখা।'

'সেজন্যই তো তিনি এত বেশি দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন।'

রামেসিস আর আহমেনি একসাথে বলে উঠল, 'দুশ্চিন্তা বলতে?'

'হিব্রিরা আবারও ঝামেলা পাকাচ্ছে।'

রাজত্বের প্রথম বর্ষেই, সেটি'র বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বেদুইনরা। ওই বিদ্রোহের পেছনেও ছিল হিব্রিদের প্রত্যক্ষ উসকানি। বেদুইনরা ফিলিস্তিন দখল করে নিজেদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণাও দিয়েছিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দমন করা সম্ভব হয় বিদ্রোহীদের। এর পরপরই কানান, সিরিয়া আর ফোনেশিয়ান পোতাশ্রয়গুলোতে ঝটিকা সফর চালিয়ে এলাকাগুলোতে দানা বেঁধে ওঠা অসন্তোষ সামলেছিলেন সেটি।

এর দুই বছর পর, মিশর আর হিট্টিরা সামনা সামনি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সেবার কোনও যুদ্ধ হয়নি। দুই পক্ষই নিজেদেরকে সামলে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

'তুমি কি নিশ্চিত?' আহসাকে জিজ্ঞাসা করল রামেসিস।

'তথ্যটা গোপন। তবে তোমাকে বলছি। হিট্টিরা সিরিয়াতে ঝামেলা পাকাচ্ছে। বিশেষ এক ফনেশিয়ান রাজপুত্র ওদের পাতা লোভের ফাঁদে পা দিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে চাইছে। রাজার সমর সংক্রান্ত পরামর্শদাতারা খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেবার অনুরোধ জানিয়েছে। যতদূর জানি, সেটিও তাই করতে চাইছেন।'

'তোমাকে এই অভিযানে পাঠানো হবে?'

'না।'

'কেন?'

'আমাকে আরেকটা অভিযানে পাঠানো হচ্ছে।' চোখ মুখ শক্ত করে জবাব দিল আহসা।

'বিস্তারিত বলো।'

'সম্ভব না, গোপন অভিযান।'

'গোপন অভিযান!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল আহমেনি। 'দারুণ! বিপদজনক না তো?'

'হলেই বা কী? আমি আমার দেশের জন্য কাজ করি।'

'আসলেই আমাদেরকে বলতে পারবে না?'

'দক্ষিণে যাচ্ছি, এর বেশি কিছু জানতে চেও না, বলা সম্ভব না।'

দামী আর সুস্বাদু খাবার খেয়ে আরামে শুয়ে পড়ল প্রহরী। তবে তার আগে টুইয়ার চেহারা চেটে দিতে ভুল করল না।

'খুব ভালো একটা কুকুর, রামেসিস। এর উপর নজর রেখ।'

'তুমি আমাকে দেখা করতে বলেছিলে, তাই এসেছি।'

'মেরুরে সময় কেমন কাটল?'

'মেরুরের কথা...তুমি জানলে কীভাবে?'

'আমি ফারাও-এর চোখ আর কান। আমি জানব না তো কে জানবে?'

'যাক গে, আমার জন্য কোনও তথ্য আছে?'

'প্রতিরক্ষা প্রধান খুব একটা ভালো কাজ দেখাতে পারেনি। অনুসন্ধান কিছুটা এগিয়েছে, কিন্তু ভালো কোনও খবর নেই। ওই সারথি মারা গিয়েছে, পরিত্যক্ত একটা গোলাঘরে তার মৃতদেহ দেখা গিয়েছে।'

'ওখানে গেল কীভাবে?'

'কোনও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি। আর দুই নাম্বার কালির কথা কী বলব? ফ্যাক্টরির মালিকের ব্যাপারে আমরা কোনও তথ্যই পাইনি। যে প্যাপিরাসে নাম লেখা থাকার কথা ছিল, সেটা হাপিস হয়ে গিয়েছে।'

'কেউ একজন পয়সা দিয়ে সরিয়ে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, ধনী আর প্রভাবশালী কেউ একজন।'

'সরকারী দুর্নীতি আমার একদম সহ্য হয় না। এই ব্যাপারটাকে এখানে ছেড়ে দেয়া যায় না!'

'তোমার কি মনে হয়, আমি তাই চাই?'

'মা!'

'তোমার প্রতিক্রিয়ায় আমি খুশি হয়েছি, রামেসিস,' উষ্ণ কণ্ঠে বললেন রানি। 'অবিচার সহ্য করা যায় না।'

'তাহলে এখন আমরা কী করব?'

'প্রতিরক্ষা প্রধান কানাগলির সামনে উপস্থিত হয়েছে। এখন পুরো ব্যাপারটা আমার হাতে।'

'আমি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি? সত্যটা বের করার জন্য যেকোনও কিছু রাজি আছি।'

'যেকোনও কিছু? সত্যের জন্য?'

'আমি তো নিজের মাঝে যে সত্যটা লুকিয়ে আছে, সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না।' এরচাইতে বেশি কিছু বলার সাহস হলো না রামেসিসের।

'সত্যিকারের পুরুষ ভয় পায় না, বসেও থাকে না। কাজে নেমে পড়ে।'

'যদি ভাগ্য তার বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে?'

'তবে তার কাজ হলো ভাগ্যকে পরিবর্তন করা, আর তাতে ব্যর্থ হলে মাথা নিচু করে মেনে নেয়া। অন্য কাউকে দায়ী করা তার সাজে না।'

'যদি শানার এসব কিছুর জন্য দায়ী হয়।'

রানির চেহারায় কালো মেঘ ভর করল। 'ভয়াবহ কথা।'

'কিন্তু আমার মনে বারবার একথাই আসছে। বুঝতে পারছি, আসছে তোমার মনেও।'

'তোমরা দুজনেই আমার সন্তান, দু'জনকেই আমি ভালবাসি। তোমাদের মাঝে হয়তো মিল নেই তেমন, তোমরা দুজনেই একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তাই বলে এমন বাজে কাজে জড়াবে, তা কল্পনাও করা যায় না।'

নাড়া খেল রামেসিস, ফারাও হবার আকাঙ্ক্ষায় রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্ছে ওর।

'আমার বন্ধু আহসার কাছে গুজব শুনলাম, যুদ্ধ বাঁধছে।'

'ছেলেটা ভালোই খোঁজ খবর রাখে।'

'পিতা কি হিট্টিদের সাথে যুদ্ধে যাবার কথা ভাবছেন।'

'তাকে যেতে বাধ্য করা হতে পারে।'

'আমি তার সাথে যেতে চাই, দেশের জন্য লড়তে চাই।'
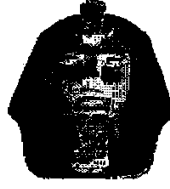
একুশ

প্রাসাদের যে দিকটায় শানার থাকে, সেখানকার পরিবেশ আজ থমথমে। কর্মচারীরা এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন তাদের পায়ের নিচে রয়েছে ডিমের খোসা। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে প্রতিটা নিয়ম। হাসি বা কথা বলার কোনও আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

সকালের দিকে দুঃসংবাদটা এসেছে–দুইটি দক্ষ সেনাদলকে হিট্টিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে! বলাই বাহুল্য, শানার খবরটাকে ভালোভাবে নেয়নি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে স্বপ্ন সে দেখছে, এই যুদ্ধের ফলে তা পণ্ড হয়ে যাবে।

এই অহেতুক অস্ত্র প্রদর্শনীর জন্য যে পরিবেশের সৃষ্টি হবে,তা ব্যবসার জন্য একদম ভালো না। প্রাচীনপন্থী সেটি কোনওকিছু চিন্তা না করেই যুদ্ধে নেমে পড়ছেন। সাম্রাজ্য রক্ষার সেই পুরাতন নিয়ম, শক্তি প্রদর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কী নিদারুণ অপচয়! শানার এখনও ফারাও-এর যুদ্ধ বিষয়ক পরামর্শদাতাদের বাগে আনতে পারেনি। যদি এই অভিযান বিফল হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেককে সভা থেকে বের করে দেবে ও।

অবশ্য এর ফলে লাভও হয়েছে। ফারাও, উজির এবং তার প্রধান পরামর্শদাতা সবাই যুদ্ধে গেলে রাজত্ব কে সামলাবে? নিশ্চয় রানি টুইয়া। হ্যাঁ, গত কিছুদিন হলো রানি তার বড় পুত্রের সাথে রাজত্ব নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেন না। কিন্তু মা-বেটার মাঝে এখনও একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক বিদ্যমান। টুইয়া নিশ্চয় ওর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবেন। সেটিকে দেরি করে যুদ্ধ ঘোষণা করার ব্যাপারে রাজিও করিয়ে ফেলতে পারেন। মায়ের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল শানার।

টুইয়াও রাজি হলেন দেখা করতে, তবে জানালেন আনুষ্ঠানিকভাবে যে কক্ষে তিনি অন্য সবার সাথে দেখা করেন, সেখানে আসতে হবে শানারকে।

'এত আনুষ্ঠানিকতা কেন, মা?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসোনি।'

'তা ঠিক বলেছ, অবশ্য সবসময়ই বল।'

'মাকে প্রশংসায় ভেজাবার চেষ্টা করে লাভ নেই।'

'আচ্ছা, তাহলে কাজের কথায় আসি। জানতে চাচ্ছিলাম, হিট্টিদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার কী মত?'

'যুদ্ধ আমার পছন্দ না। সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্ক সম্পন্ন কারওই পছন্দ হবার কথাও না।'

'পিতার সিদ্ধান্তটা একটু তাড়াহুড়ো করে নেয়া হয়ে গেল না?'

'তোমার পিতা কোনওদিন আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'না, অবশ্যই নেননি। কিন্তু পরিস্থিতি...হিট্টিরা...'

'শানার, তোমার কি নতুন পোশাক পছন্দ?'

'হ্যাঁ,' বিড় বিড় করে বলল। কোথাকার পানি কোথায় গড়াচ্ছে তা বুঝতে পারছে না। 'তুমি তো জানোই-'

'আমার সাথে এসো।'

পাশের একটা ঘরে ছেলেকে নিয়ে গেলেন টুইয়া। ওখানে নীচু একটা টেবিলে নতুন পোশাক রাখা-একটা পরচুলা, লম্বা হাতার একটা শার্ট, গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত স্কার্ট, আর একটা চওড়া স্যাশ।

'সুন্দর না?'

'ভালো বানিয়েছে।'

'এই উর্দিটা তোমার। ফারাও সেটি তোমাকে নিজের পাদুকা-বহনকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, সিরিয়া অভিযানে তুমি হবে তার ডান হাত।'

আঁতকে উঠল শানার।

রাজার ডান হাত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যুদ্ধে রাজার পাশে থাকতে হয়। হাতে থাকে একটা লাঠি, ওটার মাথা একটা ভেড়ার মাথার আকৃতিতে কাটা হয়ে থাকে। আমন, বিজয়ের দেবতার প্রতীক হিসেবে কাজ করে লাঠিটা। তাই ফারাও-এর বড় ছেলেকে যুদ্ধের ঠিক মাঝখানেই থাকতে হবে!

আহমেনির দেরি দেখে রাগে ফুঁসছে রামেসিস।

অনেক আগেই ছেলেটার ফিরে আসার কথা ছিল। সেটির যুদ্ধ অভিযানে কে কোন পদে রয়েছে, তার তালিকা আনার জন্য ওকে পাঠিয়েছিল রামেসিস। নিজের অবস্থান জানার জন্য যুবরাজ উদগ্রীব হয়ে আছে। পদবী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, অংশগ্রহণ করতে পারলেই খুশি।

'এতক্ষণে এলে! তালিকা কোথায়?'

মাথা নিচু করে ফেলল আহমেনি।

'কী সমস্যা?'

'নিজেই পড়ে দেখ।'

রাজকীয় আদেশ অনুযায়ী, শানারকে দেয়া হয়েছে পাদুকা-বহনকারীর সম্মান, যুদ্ধের সময় ফারাও-এর ডান দিকে থাকতে হবে ওকে। রামেসিসের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

মেমফিসের প্রতিটা ব্যারাকে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। একদিন পরেই পদাতিক আর রথারোহীরা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। সেনাধিনায়ক হিসেবে যাচ্ছেন ফারাও নিজেই।

রামেসিস সারাটা দিন হেডকোয়ার্টারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করল। রাত নামলে যখন ওর পিতা বেরিয়ে এলেন, তখন তার কাছে গিয়ে বলল, 'আমি কি একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারি, মহামান্য?'

'বলো।'

'আমি আপনার সাথে যেতে চাই।'

'আমার আদেশে নড়চড় হবে না।'

'অফিসার হলাম কিনা তাতে কিছু যায় আসে না। আমি চাই শত্রুকে ধ্বংস করতে।'

'তাহলে আমার সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক ছিল।'

'বুঝতে পারছি না, মহামান্য।'

'আকাশ কুসুম কল্পনা করে লাভ নেই। যুদ্ধ জিততে হলে, আগে যুদ্ধে লড়াই করা জানতে হবে। তুমি কি তা জানো, রামেসিস?'

অসন্তোষ আর হতাশার প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর, শানার বুঝতে পারল ওর জন্য পরিস্থিতিটা কাজে দেবে। ভবিষ্যৎ ফারাও যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারে, তাহলে মিশরের জনগণ তাকে মেনে নেবে না। হাজার হলেও, রাজার কর্তব্য হলো বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। রামেসিসকে সেনা বাহিনীর আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে, আরও একটু সহনীয় হয়ে এলো পরিস্থিতি।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর রওনা হওয়াটা উৎসবের দাবি রাখে। এ উদ্দেশ্যে এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হলো। সেটি যে বিজয়ী হয়ে ফিরবেন, সে ব্যাপারে জনগণ এবং সেনাবাহিনী, উভয়েই নিশ্চিত।

ফারাও-এর ডান হাত হিসেবে নিজের সদ্য পাওয়া মর্যাদাও শানারকে তৃপ্ত করতে পারছে না। আর পারবেই বা কীভাবে? যুদ্ধের ময়দানে কী থেকে কী হয়ে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। সবচাইতে দক্ষ যোদ্ধাও ছোটখাটো ভুল করে বসতে পারে। নিজেকে আহত অবস্থায় কল্পনা করেই অসুস্থবোধ করল যুবরাজ।

তবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে সে। অভিযানটা বেশ লম্বা সময় ধরেই চলার কথা। পিতা সেটি'র সাথে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলার এর চাইতে ভালো সুযোগ আর আসবে না।

রামেসিসের হতাশা ওর বাড়তি পাওয়া!

বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যোদ্ধা হবার স্বপ্ন নিয়ে আসা লোকগুলোকে দেখে বিরক্তিবোধ করল বাখেন। যুদ্ধের দামামা বাজার সাথে সাথে মানুষ তাতে নাম লেখাবার জন্য ছুটে আসে। কেউ কেউ নামের আশায়, কেউ পুরস্কারের। কিন্তু এদের খুব কম সংখ্যকেরই যোগ্যতা থাকে যোদ্ধা হবার। বাকিদের ফিরে যেতে হয় নিজ নিজ খেতে। রাজ আস্তাবলের প্রধান পরিদর্শক হবার সাথে সাথে বাখেন নতুন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেবার কাজটাও করে থাকে।

অস্বাভাবিক শক্তি ধরে সে দেহে। চৌকোণা চোয়ালে ছোট্ট ছোট দাড়ি ওর চেহারায় আলাদা কাঠিণ্য এনে দিয়েছে। ওর আদেশ অমান্য করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

অযোগ্যদের ছাঁটাই করার নিজস্ব এক পদ্ধতি আছে বাখেনের। একটু কড়া হলেও, অত্যন্ত ফলপ্রসু সেই পদ্ধতি। কাঁধে পাথর ভর্তি বস্তা নিয়ে দৌড়াবার আদেশ দেয় সে। জনা পঞ্চাশেক বাদে অন্য সবাই যখন হার মানে, তখন থামার নির্দেশ আসে।

তবে এবারের সৈন্য হবার আশায় আসা লোকদের মাঝে একজনকে দেখে অবাক হয়ে গেল বাখেন, পরিচিত লাগছে ছেলেটাকে। অন্য সবার চাইতে লম্বা, হাঁপাচ্ছেও সবার চাইতে কম।

'রাজপুত্র, রামেসিস! তুমি এখানে কী করছ?'

'আমি মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সনদ নিতে চাই।'

'কিন্তু...তোমার সনদের কী দরকার! আদেশ করলেই তো-'

'সেটা তো সঠিক উপায়ে পাওয়া হলো না। সনদ একজন মানুষকে যোদ্ধা বানায় না, প্রশিক্ষণ বানায়।'

দ্বিধায় পড়ে গেল বাখেন। 'এসব...'

'ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'আমি? ভয় পাচ্ছি? যাও, অন্য সবার সাথে লাইনে দাঁড়াও।'

পরবর্তী তিনদিন এক কথায় অত্যাচার চালালো বাখেন, সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেল রামেসিসদের। শেষ পর্যন্ত মাত্র বিশ জন টিকে রইল, তাদের মাঝে রামেসিসও আছে।

চতুর্থ দিন ওদেরকে অস্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো–গদা, তলোয়ার, ঢাল। সংক্ষেপে ওগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা দেখিয়ে দিল বাখেন। এরপর লাগিয়ে দিল মহড়ায়। এক সৈন্য হাতে ব্যথা পেলে, তলোয়ার মাটিতে নামিয়ে রাখল রামেসিস। ওর দেখাদেখি অন্যরাও তাই করল।

'কী হচ্ছে এসব?' গর্জে উঠল বাখেন। 'আমি কী থামতে বলেছি? থামার এত ইচ্ছা থাকলে এখন থেকে বেরিয়ে যাও!'

সাথে সাথে অস্ত্র তুলে নিল সবাই। ধীর গতির বা অদক্ষ কাউকে পাওয়া গেলেই বাদ করে দিচ্ছে রাখেন। চতুর্থ দিনের পর দেখা গেল, আর মাত্র বারো জন অবশিষ্ট আছে।

রামেসিস আগ্রহের সাথে সব আদেশ পালন করে চলছে, পরবর্তী দশ দিনেও বিন্দুমাত্র কমল না সেই আগ্রহ।

'আমার একজন অফিসার দরকার।' এগারোতম দিনের সকালে ঘোষণা করল বাখেন।

একজন বাদে প্রশিক্ষণরত এগারোজন পঞ্চাশ ফুট দূরের লক্ষ্যে তীর ছুঁড়ে লাগাতে সক্ষম হয়ে উঠেছে একদিনে। অবাক হয়ে বড় আরেকটা ধনুক নিয়ে এলো বাখেন। পশুর শিং দিয়ে ওটাকে মজবুত করে বানানো হয়েছে। এরপর একশ পঞ্চাশ গজ দূরে একটা তামার পিণ্ড রেখে আদেশ দিল, 'ওই যে তোমাদের লক্ষ্য। একে একে তীর ছোঁড় সবাই।'

অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী ধনুকটাকে বাঁকাই করতে পারল না! দুই জন যা-ও পারল, লক্ষ্যের অনেক দূর দিয়ে গেল তাদের ছোঁড়া তীর।

সবার শেষে পালা এলো রামেসিসের। অন্যদের মতো সে-ও তিনবার সুযোগ পাবে। বাখেন উপহাসের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো।

'বাদ দেবে নাকি? রাজপুত্র উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ালে সমস্যা। তোমার চেয়ে দক্ষ তীরন্দাজেরা চেষ্টা করে দেখেছে, পারেনি কেউ।'

উত্তর না দিয়ে লক্ষ্যের দিকে মন দিল রামেসিস।

ধনুকটা বাঁকাতেই শরীরের সব শক্তি খাটাতে হলো ওকে। ব্যথায় মাংশপেশীগুলো যেন চেঁচাচ্ছে। পাত্তা না দিয়ে ছুঁড়ে দিল তীর। লক্ষ্যের অনেকটা বায়ে গিয়ে পড়ল ওটা। দেখে, ঘোঁত করে উঠল বাখেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রামেসিস, আবার শ্বাস না নিয়েই ছুঁড়ে দিল দ্বিতীয় তীর। এবারেরটা পড়ল লক্ষ্যের ডান দিকে।

'শেষ সুযোগ।' মনে করিয়ে দিল বাখেন।

এক মিনিটের চাইতে বেশি সময় ধরে চোখ বন্ধ করে রইল রাজপুত্র, মানসপটে ফুটিয়ে তুলল তামার পিণ্ডটাকে। নিজেকে বোঝাচ্ছে, লক্ষ্য খুব একটা দূরে নেই। আর রামেসিস নিজে হচ্ছে তীর। এই তীরের উদ্দেশ্য একটাই, তামার পিণ্ডের মাঝখানে আঘাত হানা।

তৃতীয় তীরটা নিক্ষেপ করল ও। রাগান্বিত মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে ছুটে গেল সেটা, বিঁধল লক্ষ্যে।

আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল ওর সহ-প্রশিক্ষণার্থীরা। বাখেনের হাতে ধনুকটাকে ধরিয়ে দিল ও।

'আমি আরেকটা পরীক্ষা যোগ করেছি,' বলল বাখেন। 'আমার সাথে হাতাহাতি লড়াই করতে হবে।'

'এমনটা কি সচরাচর করা হয়?'

'আমি করি।'

'আমি আমার অফিসার হবার সনদ চাই।'

'আগে আমার সাথে লড়, দেখি তুমি আসল সৈনিকের মুখোমুখি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছ কিনা।

বাখেনের তুলনায় লম্বা রামেসিস, কিন্তু ওজন কম আর একেবারেই অনভিজ্ঞ। নিজের রিফ্লেক্সের উপর নির্ভর করে লড়তে হবে ওকে। কোনও ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ছুটে এলো বাখেন। রাজপুত্র ওকে এড়াবার চেষ্টা করল, তবে পুরোপুরি পারল না। প্রশিক্ষকের প্রথম ঘুষিটা ওর কাঁধ ছুয়ে গেল। তবে পরের পাঁচটা ঘুষি সফলতার সাথেই এড়াতে সক্ষম হলো ও। বিরক্ত হয়ে রামেসিসের পা ধরে টান দিল বাখেন। মাটিতে পড়ে গেলেও, লাথি হাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করল রামেসিস। সেই সাথে চওড়া কাঁধে একটা ঘুষিও বসিয়ে দিল।

ভেবেছিল, এতেই কাজ হবে। কিন্তু বাখেন এত সহজে হার মানলে তো! টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সে, মাথা দিয়ে ঢুঁস মারল রাজপুত্রের বুকে।

ইসেট তার প্রেমিকের দেহে ব্যথানাশক মলম মাখিয়ে দিচ্ছিল। বেশ ভাল কাজ করে মলমটা, নইলে রামেসিসের ব্যথায় কাতরে ওঠা থামত না।

'আমার হাতে জাদু আছে, তাই না?'

'বোকামি করে ফেলেছি।'

'ওই বর্বরটা আরেকটু হলে তোমাকে খুন করে ফেলত।'

'আরে নাহ, বাখেন নিজের দায়িত্ব পালন করছিল। ভেবেছিলাম, বাগে পেয়েছি ওকে। এই অবস্থায় যুদ্ধে গেলে ঠিক মারা পড়তাম।'

আরও কোমলতার সাথে রামেসিসের দেহকে স্পর্শ করল ইসেট, হাত আস্তে আস্তে নিজের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'যুদ্ধে যাওনি, খুশি হয়েছি। যুদ্ধ খারাপ জিনিস।'

'খারাপ হলেও, দরকারি।'

'যুদ্ধ-লড়াই এসব ভুলে যাও। এরচেয়ে আমাকে নিয়ে থাকা ভালো না?' বলতে বলতে প্রেমিককে জড়িয়ে ধরল মেয়েটি।

বাধা দিল না রামেসিস, ইসেটের মনোযোগ ওর মনকে সবসময় আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তবে এই মুহূর্তে অন্য একটা জিনিস ওকে আরও বেশি আনন্দ দিচ্ছে। ইসেট কেন, কাউকেই জানায়নি ব্যাপারটা। অফিসার হবার সনদ পেয়ে গিয়েছে ও!

বাইশ

সেনাবাহিনী ফিরে এলে নতুন করে শুরু হলো উৎসব। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়মিত বিরতিতে খবর পাঠানো হয়েছে প্রাসাদে। লেবানিজ বিদ্রোহীরা মাত্র কয়েকদিন টিকতে পেরেছে মিশরের বিরুদ্ধে। এরপর আত্মসমর্পন করে, ফারাও'কে মেনে নিয়েছে প্রভু বলে। বিনিময়ে নিজের দয়া দেখিয়ে উন্নত মানের সিডার কাঠ দাবি করেছেন কেবল সেটি। ওগুলো মন্দির বানাবার কাজে লাগানো হবে।

খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেবার কারণে, বলতে গেলে প্রায় বিনা বাধায় সিরিয়ায় প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন সেটি। হিট্টিদের রাজা, মুওয়াতাল্লি, সৈন্যদেরকে এক করার সুযোগই পায়নি। বাধ্য হয়ে দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাকে। অপ্রস্তুত কাদেশ নগরী বাধ্য হয়েছে ফারাও-এর জন্য দরজা খুলে দিতে। হিট্টিরা কাদেশকে নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী নগরী বলে মনে করত। সেটি তার সেনাপ্রধানদের অবাক করে দিয়ে, দূর্গের ঠিক মাঝখানে একটা স্মৃতিসম্ভ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

মিশরীয় বাহিনী কাদেশ ছেড়ে যাবার সাথে সাথে মুতাওয়াল্লি বড় এক সেনা দল পাঠিয়ে পুনরায় দখল করে নিলেন কাদেশ।

এরপর শুরু হলো আলোচনা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়াতে উদগ্রীব দুই রাজা ঠিক করলেন, অনেক হয়েছে। আর নয়। হিট্টিরা লেবানন আর ফোনেশিয়ান পোতাশ্রয়গুলোতে নতুন করে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার কোনও চেষ্টা করবে না। আর বিনিময়ে মিশর কাদেশ বা তার আশেপাশের এলাকায় আক্রমণ চালাবে না। দুই রাজাই শর্তে একমত হলো। নড়বড়ে হলেও, শান্তি নেমে এলো এলাকায়।

যুবরাজ আর কমাণ্ডার হিসেবে শানার ভোজসভায় যোগ দিল। হাজারের চাইতেও বেশি লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উন্নত মানের খাবার, মদ আর চোখ ধাঁধানো সুন্দরী মেয়েরা নাচে গানে আরও উপভোগ্য করে তুলছে সময়টাকে।

ফারাও একবার দেখা দিয়েই চলে গেলেন। তাই শানারের উপরেই বর্তাল উৎসব চালনার ভার। কাপ থেকে পাশ করা ছাত্রদের মাঝে মোজেস আর আহমেনিকে

নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেটাও-ও বাদ পড়েনি, রামেসিসের ধার দেয়া রোব পরে এসেছে সে।

কোনও কিছু একটা মাথায় ঢুকলে, সেটাকে মাঝপথে ছেড়ে দিতে পারে না আহমেনি। তাই এই উৎসবকে তথ্য সংগ্রহের নতুন খনি হিসেবে ধরে নিয়ে, কাজে লেগে পড়ল। এর তার সাথে কথা বলে সদ্য যেসব ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সেসবের ব্যাপারে নতুন করে অনুসন্ধান চালাবার প্রয়াস পেল সে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও, নতুন কিছু জানতে পারল না।

উৎসবে ইসেটকে সাথে নিয়ে এসেছে রামেসিস। উপস্থিত অন্যান্য মেয়েরা ওর সাথে কথা বলতে চাইলেও, ইসেট নিজ প্রেমিকের ধারে কাছেও কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

রামেসিসের বন্ধুরা কর্মজীবনে খুব ভালো করছে। মোজেসের গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশাসনিক পদ পাওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর রামেসিসের সাহস যে তাকে সেনাবাহিনীর কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করতে চলেছে, সে ব্যাপারেও সন্দেহ নেই।

এক ফাঁকে উৎসব থেকে বেরিয়ে, বাগানে সাক্ষাৎ করল দুই বন্ধু।

'শানারের বয়ান কেমন লাগল? শুনেছ?' জানতে চাইল মোজেস।

'নাহ, ইসেট শুনতে চায়নি।'

'তোমার বড় ভাই পুরো ব্যাপারটায় নিজের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করছে। তার জন্যই নাকি মিশরীয়দের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত কুটনীতির জয় হয়েছে, যুদ্ধের নয়। এ-ও বোঝাতে চাইছে, সেটি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। খুব দ্রুতই নতুন পথে পরিচালিত হবে মিশর। বাণিজ্য নির্ভর, যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান হয়ে দাঁড়াবে আমাদের মূলনীতি।'

'বাজে একটা মানুষ।'

'চরিত্রিক দৃঢ়তা নেই, তবে ওর কথা কিন্তু একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়।'

'হিট্টিদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালে, সেটা কেটে ফেলতেও ওরা দ্বিধা করবে না।'

'তাই বলে যুদ্ধ? যুদ্ধ কি কোনও সমাধান হতে পারে?'

'শানারের হাতে পড়লে মিশরের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশটা দ্বিতীয় শ্রেণীর এক দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হবে। প্রতিরক্ষায় এতটুকু ঢিল দিলে শত্রুরা এসে ছিড়ে খুঁড়ে খাবে আমাদের।'

বন্ধুর বলা কথার গভীরতায় অবাক হয়ে গেল আহসা।

'একদম আসল নেতার মতো কথা বলেছ। কিন্তু যুদ্ধ কি আসলেই সঠিক পথ?'

'এক মাত্র এই পথে এগোলেই আমাদের এলাকা নিরাপদে থাকবে। রক্ষা করা সম্ভব হবে দেবতাদের আবাসস্থল।'

'দেবতা...দেবতারা কি আসলেই আছেন?'

'কী বোঝাতে চাইছ?'

মোজেস উত্তর দেয়ার আগেই একদল মেয়ে এসে ঘিরে ধরল ওদের। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে জানতে চাইল। ইসেট এগিয়ে এসে রক্ষা করল ওদেরকে।

'তোমার ভাই আমাকে পাকড়াও করেছিল।' বলল মেয়েটি।

'কেন?'

'কেন আর! বিয়ের প্রস্তাব দিল। বলল, চাইলে সভার যে কাউকে জিজ্ঞাস করে দেখতে পারি-অল্প কিছু দিনের মাঝে সেটি নাকি ওকে রাজপ্রতিনিধি বলে ঘোষণা করবে। ওকে বিয়ে করলেই আমি হয় যাব রাজমহিষী।'

আচমকা একটা আচ্ছন্নবোধ পেয়ে বসল রামেসিসকে। মুহূর্তে জন্য যেন চলে গেল মেরুরে। মানসপটে ভেসে উঠল এক কমবয়সী মেয়ের ছবি, তাহ-হোটেপের বাণী একমনে পড়ছে মেয়েটা। ওর চেহারা দেখে চমকে উঠল ইসেট।

'শরীর ঠিক আছে তো?'

'জীবনে কখনও অসুস্থ হইনি।'

'দেখে মনে হচ্ছিল, দূরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছ!'

'ভাবছিলাম। যাই হোক, প্রস্তাব মেনে নিয়েছ?'

'উত্তর দিয়ে দিয়েছি।'

'অভিনন্দন। তাহলে তো তুমি আমার রানি হবে, আমি হব তোমার দাস।'

খেলাচ্ছলে ইসেট ঘুষি বসাল ওর বুকে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি রামেসিস। তোমার সাথে জীবন কাটাতে চাই। কীভাবে বললে বুঝবে, বলো তো!'

'আমার সময় দরকার, ইসেট। আগে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চাই আমি। তারপর নাহয় স্বামী বা পিতা হবার কথা চিন্তা করা যাবে।'

আচমকা রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা চিৎকারে কেঁপে উঠল সবাই।

রামেসিস-ই প্রথম অকুস্থলে উপস্থিত হলো। দেখতে পেল, শানারের প্রধান ভৃত্য লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে মাটিতে পড়ে থাকা এক বৃদ্ধ ভৃত্যকে মারছে। আক্রমণকারীর গলা আঁকড়ে ধরল ও। লোকটার হাত থেকে লাঠি পড়ে যেতেই, দৌড়ে পালাল বৃদ্ধ।

মোজেসও দৌড়ে এলো। 'ওকে ছেড়ে দাও, রামেসিস। মেরে ফেলবে তো!'

হাতের বাঁধন আলগা করল রাজপুত্র। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল আক্রমণকারী।

'ওই বেয়াদপ লোকটা এক হিট্টি-বন্দি,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সে। 'আদেশ পালন কীভাবে করতে হয়, সেটা শিখাচ্ছিলাম।'

'কর্মচারীদের সাথে এমন আচরণ করো নাকি?'

'শুধু হিট্টিদের সাথে।'

এতক্ষণে নিজের জমকালো পোশাক আর সম্ভ্রান্ত অতিথিদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো শানার। 'সবাই সরে যাও, আমি দেখছি।'

আক্রমণকারীর চুল ধরে টেনে আনল রামেসিস, যুবরাজের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'আমি এই কাপুরুষের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনছি।'

'শান্ত হও, ভাই! মানছি আমার প্রধান ভৃত্য মাঝে মাঝে একটু কড়া আচরণ করে ফেলে...'

'দরকার হলে আদালতে যেতে তৈরি আছি আমি।'

'আমি তো জানতাম তুমি হিব্রিদের ঘৃণা করো!'

'এই বৃদ্ধ আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। এখন ওর পরিচয়-সে প্রাসাদের একজন কর্মচারী। মা'তের নিয়ম অনুসারে, যথার্থ ব্যবহার তার প্রাপ্য।'

'বক্তৃতার দরকার নেই! বাদ দাও। বিনিময়ে পাবে আমার কৃতজ্ঞতা।'

'দরকার হলে আমি সাক্ষ্য দেব,' বলল মোজেস। 'তোমার সাথে দর কষাকষির কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই।'

'শুধু শুধু তিলকে তাল বানিও না।' সবাইকে ঠাণ্ডা করার ভঙ্গিতে বলল শানার।

'এই বেয়াদপটাকে নিয়ে,' আক্রমণকারীর দিকে ইঙ্গিত করল রামেসিস। 'সেটাও-এর হাতে তুলে দাও। কালকে বিচার হবে।' মোজেসকে নির্দেশ দিল ও।

'এই কাজ তুমি করতে পার না। ওকে আটকে রাখার কোনও অধিকার তোমাদের নেই।'

'তুমি কি এই ভৃত্যের জন্য কোর্টে যেতে চাও?'

হার মেনে নিল শানার, সাক্ষীসংখ্যা একটু বেশিই এখানে। শুধু শুধু ঝামেলা করে লাভ নেই।

'ন্যায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

'সবার-ই সুবিচার পাবার অধিকার আছে।' উত্তরে বলল রামেসিস।

'তাই বোঝাতে চেয়েছি।' কণ্ঠ থেকে ঘৃণা লুকাতে ব্যর্থ হলো শানার।

'ফারাও হবার পরও যদি তোমার মানসিকতা এমন হয়, তাহলে বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'আসলেই তিল কে তাল বানাচ্ছ তোমরা।'

'নাহ, শুধু যা দেখছি তাই বলছি। অন্যের ব্যাপারে তোমার কোনও মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'বেশি বেশি হয়ে গেল রামেসিস। আমার প্রতি সম্মান রেখে তোমার কথা বলা উচিত।'

'আমার সম্মানের দাবিদার হচ্ছে উচ্চ আর নিম্ন ভূমির রাজা, সেটি।'

'উপহাস করছ? করো। আজ মন খুলে উপহাস করে নাও। আগামীকাল এই আমার সামনেই তোমাকে মাথা নত করে দাঁড়াতে হবে।'

'আগামীকাল আসতে দেরি আছে।'

'তাহলে তো নিজের গলায় নিজেই ফাঁস লাগাবার অনেক সুযোগ পাবে।'

'আমার সাথে ওই হিব্রু বন্দির মতো আচরণ করতে চাইছ?'

বলার মতো আর কিছু না পেয়ে রেগেমেগে ঘর ত্যাগ করল শানার।

'তোমার ভাইটি খুব বিপদজনক মানুষ,' বলল মোজেস। 'তাঁকে এভাবে ক্ষেপিয়ে দেয়াটা কি ঠিক হলো?'

'আমি ভয় পাই না। বাদ দাও, আগে বলো দেবতারা আসলেই আছেন কি না বলে কী বোঝাতে চাইছিলে?'

'আমি নিজেও জানি না। শুধু এতটুকু বলতে পারি, মনের মাঝে অদ্ভুত সব চিন্তা ঘোরাফেরা করে। আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চায়। ওগুলোর অর্থ বুঝতে না পারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'
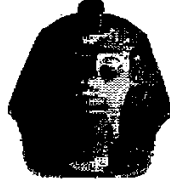
তেইশ

হার মানার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি আছে আহমেনির। রামেসিসের সহকারী হবার বদৌলতে, চাইলেই যেকোনও জায়গায় চলে যেতে পারে সে। আর একবার কোথাও ঢুকতে পারলেই হলো। বন্ধু বানাতে একদম সময় লাগে না। কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করল এই বৈশিষ্ট্য। কালি ও তার পিণ্ড বানায় এমন লোকদের নাম জানতে পারল ও। সমস্যা হলো, রানি টুইয়ার মতো সে-ও দেখতে পেল, কিছু কাগজপত্র খোয়া গিয়েছে। ওসব কাগজের মাঝে কোনও একটায় ছিল আহমেনি যে ফ্যাক্টরি মালিকের নাম খুঁজছে, সেটা।

এভাবে কাজ হবে না বুঝতে পেরে, ভিন্ন পথ অবলম্বন করল আহমেনি। এবার খোঁজ নিতে শুরু করল যে যে ব্যবসায়ী রাজসভার লিপিকারদের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে, তাদের ব্যাপারে। শুরুতেই জোগাড় করে নিল ওদের নাম, এরপর তাদের সম্পত্তির তালিকা। মনে আশা, যদি এখান থেকে কিছু বের হয়! কিন্তু না, বেশ কিছুদিন পরিশ্রম করেও উল্লেখযোগ্য কোনও তথ্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো বেচারা।

এখন আর একটা মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে। আর তা হলো-ময়লা ফেলার আস্তাকুঁড়গুলো ঘুটে দেখা। সিদ্ধান্ত নিল যেখানে আরেকটু হলে মারা পড়ত, সেখান থেকেই শুরু করবে।

লিপিকারদের মাঝে অদ্ভুত এক অভ্যাস আছে। প্যাপিরাসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার আগে, সাধারণত তারা বেলে পাথরে আগে খসড়া করে নেয়। সাধারণত, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওসব বেলে পাথর এক জায়গায় জমা করে রাখা হয়। পরে নতুন করে অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। আহমেনি যে ফ্যাক্টরির ব্যাপারে তথ্য খুঁজছে, তার ক্ষেত্রে যে এমন করা হয়েছিল তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবুও প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে খোঁজার জন্য বরাদ্দ করল সে। সফল হবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ হলেও, পাত্তা দিল না।

মোজেসকে পছন্দ করে না ইসেট। ওর মতে, হিব্রু ছেলেটার সঙ্গ রামেসিসের জন্য একদম ভালো না। ছেলেটার সাথে দেখা হবার পর, প্রথম কিছু দিন মন ভার করে থাকে রামেসিস। তাই সিদ্ধান্ত নিল, সমাজের উঁচু শ্রেণীর কিছু পার্টিতে নিয়ে যাবে রাজপুত্রকে।

মিশর সবার স্বপ্নকে সত্যি করে তোলে, নিজেও স্বপ্নপুরীর চাইতে কম কিছু না। সুশোভিত বাগান, তাল গাছের মিষ্টি ছায়া, খেজুরের মন মাতানো গন্ধ, কানে কানে গান শুনিয়ে যাওয়া বাতাস-একজন মানুষের সুখী হতে আর কী চাই? সেই সাথে যদি যোগ হয় সুন্দরী কোনও নারীর ভালবাসা, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

ইসেটের ধারনা, অবশেষে রামেসিসের মন আর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে সে। ওকে এখনকার মতো প্রাণবন্ত আর হাসি খুশি আগে কবে দেখেছে, তা মনে করতে পারছে না মেয়েটি। মনে হচ্ছে, সেটি'র দুই পুত্রের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। শানার রাজ্য সামলাবে, আর সমাজে মাথা উঁচু করে অবস্থান নেবে রামেসিস। ইসেটের তাতে কোনও আপত্তি নেই।

একদিন সকালে উঠে দেখতে পেল, রামেসিস পাশে নেই! হাত মুখ না ধুয়েই প্রেমিকের খোঁজে বাগানে চলে এলো সে। কিন্তু কয়েকবার নাম ধরে ডেকেও যখন উত্তর পেল না, ভয় পেয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ খোঁজার পর দেখা মিলল রামেসিসের, ঘাসের উপর বসে ধ্যান করছে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ইসেট। 'আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।' প্রেমিকের পাশে বসে বলল সে।

'তুমি যেমন জীবন চাও, তেমন জীবন আমাকে টানে না।'

'অসম্ভব! দেখ না, আমরা কত সুখী!'

'এই ধরনের সুখ আমি চাই না।'

'জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু চেও না। হয়তো তোমার থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেবে।'

'নিক না, আমি তৈরি।'

'অহংকার কিন্তু গুণ নয়।'

'কে বলেছে? অহংকার যদি তোমার মাঝ থেকে সেরাটা বের করে আনে, তাহলে অবশ্যই। যাক, পিতার সাথে কথা বলতে হবে আমার।'

ফারাও-এর যুদ্ধ পদ্ধতি নিয়ে প্রথম প্রথম সবাই সমালোচনা করলেও, হিট্টিদের সাথে সন্ধি করার পর সব ঠিক হয়ে এসেছে। সবার মুখে এখন তার প্রশংসা। শানারের কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টাটাও মাঠে মারা গিয়েছে। অবশ্য ফারাও-এর এসবের দিকে কোনও মনোযোগ নেই। তিনি কাজে ব্যস্ত।

উপদেষ্টামণ্ডলীদের কয়েকজন এখনও সৎ। তারা খুব ভেবে চিন্তে পরামর্শ দেন। তাদের কথা এখন মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ফারাও। প্রাসাদে-ই তার অফিস। বলতে গেলে একদম জাঁকজমকহীন। লম্বা তিনটা জানালা দিয়ে আসা আলোয় উজ্জ্বল অফিসটায় আছে কেবল একটা প্রশস্ত টেবিল, নিজস্ব ব্যবহারের জন্য আর্মচেয়ার আর অন্যদের বসার জন্য টুল। একটা ক্যাবিনেটে নিজের সব প্রয়োজনীয় প্যাপিরাস রাখেন তিনি।

এই বিশাল কিন্তু নিশ্চুপ ঘরে বসে মা'তের নিয়ম অনুযায়ী পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী রাজত্বটা পরিচালনা করেন তিনি।

হঠাৎ ভেতরের প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে আসা চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজে ভেঙে গেল অফিস রুমের শান্তি। যেখানে রাজা এবং উপদেষ্টারা নিজ নিজ রথ রাখেন, সেখান থেকে।

জানালা দিয়ে সেটি দেখতে পেলেন, একটা ঘোড়া ভয় পেয়ে ওটাকে বেধে রাখার দড়িটা ছিঁড়ে ফেলেছে। এখন দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আর সামনে কেউ পড়লে লাথি হাঁকাচ্ছে। দেখতে দেখতে এক গার্ড এবং এক লিপিকার প্রাণীটার শিকার হলো।

আচমকা একটা স্তম্ভের পেছন থেকে ছুটে এলো রামেসিস। ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসে লাগাম ধরে টানল। আতঙ্কিত ঘোড়াটা সওয়ারী ফেলে দেবার চেষ্টা করল কয়েকবার, কিন্তু পারল না। অবশেষে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলো।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রামেসিস। রাজার ব্যক্তিগত রক্ষীদের একজন এগিয়ে এসে জানাল, 'আপনার পিতা আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

জীবনে এই প্রথম বারের মতো ফারাও-এর অফিসে পা রাখল রাজপুত্র। ভেবেছিল, জাঁকজমকপূর্ণ অফিস দেখবে। কিন্তু তার বদলে সাদামাটা কক্ষ দেখে অবাক হয়ে গেল। ফারাওকে একটা আর্মচেয়ারের উপর বসে থাকতে দেখে, সেদিকে এগোল ও। কিন্তু কাছে যাবার পর, কী করবে বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়ালো।

সেটি ওকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। 'কাজটা বিপদজনক ছিল।'

'ছিল, আবার ছিলও না। আমি ওই ঘোড়ার পিঠে আগেও চড়েছি। শান্ত একটা প্রাণী। অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে ছিল বলে হয়তো ক্ষেপে গিয়েছিল।'

'তবুও, বিপদজনক নিঃসন্দেহে। আমার রক্ষীরাই সামলাতে পারত।'

'আমি শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'কাকে? নিজেকে? আমার নজরে পড়তে চেয়েছিলে?'

'আসলে...'

'সত্যি কথাটাই বলো।'

'একটা উন্মত্ত ঘোড়াকে শান্ত করা সহজ কাজ না।'

'তাহলে কী ধরে নেব, পুরো ব্যাপারটা তোমার সাজানো?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল রামেসিস। 'পিতা! আপনি কী করে ভাবলেন যে-'

'ফারাওকে যুদ্ধ চালাবার কৌশল শিখতে হয়।'

'কৌশলটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'তোমার বয়স মাথায় রেখে যদি বলি, এই বয়সে এমন কৌশল অবলম্বন করা ঠিক হয়নি। তবে একটু আগে তোমার যে চেহারা হয়েছিল, তাতে বুঝতে পারছি যে ঘটনাটা সাজানো নয়।'

'স্বীকার করি, আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম।'

'কেন?'

'সিরিয়ার অভিযানে আমাকে নেননি, কারণ আমি সৈন্যদের মতো লড়তে জানতাম না। কিন্তু এখন আমি একজন অফিসার।'

'অনেক কষ্ট করে সনদ পেতে হয়েছে শুনলাম।'

বিস্ময় লুকাতে ব্যর্থ হলো রামেসিস। 'আপনি জানেন?'

'জানি।'

'আমি ঘোড়া চালাতে জানি। তলোয়ার, বর্শা, ঢাল দিয়ে লড়তে জানি। তীরন্দাজ হিসেবেও মন্দ নই।'

'যুদ্ধ তোমার ভালো লাগে, রামেসিস?'

'যুদ্ধ জরুরি একটা ব্যাপার। তাই না?'

'যুদ্ধ আসলে দুঃখ কষ্ট ছাড়া কিছুই বয়ে আনে না। এমন একটা জিনিস ছড়িয়ে দিতে চাও?'

'আমাদের দেশের স্বাধীনতা আর উন্নতি নিশ্চিত করার আর কোনও উপায় কি আছে? আমরা কখনও আক্রমণ করি না, তবে আক্রান্ত হলে নিজেদেরকে রক্ষা করি। এমনটাই হওয়া উচিত।'

'আমার জায়গায় তুমি হলে কি কাদেশকে ধ্বংস করে দিতে?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল তরুণ। 'উত্তর দেবার আগে, পরিস্থিতিটা জানতে হবে। যেটা আমি জানি না। তবে এতটুকু তো দেখতেই পাচ্ছি যে, মিশরের শান্তি রক্ষিত হয়েছে। মিশরবাসীরা নিজেদেরকে নিরাপদবোধ করছে। তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করাটা হবে বোকামি।'

'যাক সে কথা। কী নিয়ে যেন কথা বলতে চাইছিলে?'

বহুদিন ধরে ভেবেছে রামেসিস। শানারের ব্যাপারে নিজের সন্দেহটা ফারাও জানাতে চেয়েছে। ওর ভাই যে মিথ্যা কথা ছড়াচ্ছে, তাও বলতে চেয়েছে। পিতাকে যে শানারের বেয়াদবির কথা বোঝাতে পারবে, তা নিশ্চিত করে জানে।

কিন্তু ফারাও সেটি'র সামনে দাঁড়িয়ে ওসব এখন বালখিল্য বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাকে আসলেই কিছু বলতে চেয়েছিল...'

'তাহলে বলো।'

'আরেকজনের দিকে কাঁদা ছোড়া আমার উচিত না।'

'সেই সিদ্ধান্ত নাহয় আমাকেই নিতে দাও।'

'আপনি তো জানেন, আমি কী বলতে চাই। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে শুধু শুধু স্বপ্ন দেখছি।'

'তুমি দেখছি ছটফট করছ!'

'আমার ভেতরে একটা আগুন জ্বলছে। এমন কিছু একটা চাইছে, যা আমি আসলে ভাষায় বোঝাতে পারছি না।'

'তোমার বয়সের সাথে ঠিক মানাচ্ছে না কথাগুলো।'

'বয়সের সাথে সাথে কি এই আগুনের উত্তাপ কমে আসবে?'

'কেবলমাত্র নিজের উপরেই ভরসা রাখো, জীবন হয়তো এমন কিছু একটা দেবে যা কল্পনাও করতে পারোনি।'

'এই আগুনটা আসলে কী পিতা?'

'প্রশ্নটা নতুন করে সাজাও। উত্তর আপনা আপনি পেয়ে যাবে।'

নিজের কাজে ফিরে গেলেন ফারাও। রামেসিস বুঝতে পারল, ওদের আলোচনা শেষ।

বাউ করে ঘুরে দাঁড়ালো ও, সাথে সাথে পিতার কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়ালো।

'ঠিক সময়ে এসেছ। এমনিতেও তোমাকে ডেকে পাঠাতে চেয়েছিলাম। আগামীকাল প্রাত্যহিক সকালের প্রার্থনা সারার সাথে সাথে আমরা সিনাই পাহাড়ের নীলকান্তমনির খনির উদ্দেশ্যে রওনা দিব।'
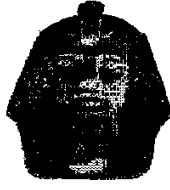
চব্বিশ

সেটি'র রাজত্বের অষ্টম বছরে রামেসিস ষোলো বছরে পা দিল। জন্মদিনটা কাটল সেরাবিত আল-খাদিম নামক প্রসিদ্ধ খনিতে যাবার রাস্তায়। পুরো রাস্তায় কড়া প্রহরার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, এখনও ঝুঁকিপূর্ণ রয়ে গিয়েছে যাত্রা। সাহস করে খুব কম লোক ও পথে পা বাড়ায়। কী নেই এই রাস্তায়-গলা শুকিয়ে মরার সম্ভাবনা, দুষ্ট প্রেতাত্মা, দস্যু বেদুঈন...সবই আছে।

ফারাও আর তার পুত্র আছেন বলে, সাথে অনেক সৈন্য এসেছে। সেই সাথে আছে খনিতে কাজ করার জন্য প্রস্তুত কিছু শ্রমিক। এদিকে রামেসিসকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পদাতিক এক বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ওকে। বাখেন, পুরো সেনাদলের কমান্ডারের কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে। অভিযানের একদম প্রথম দিনেই একে অন্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল দু'জনের। কিন্তু ফারাও উপস্থিত থাকায় কেউ বাড়তি একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। তবে বাখেন ওর শোধ ঠিকই নিয়ে নিল। সুযোগ পাওয়ামাত্র, রামেসিসকে পুরো দলের পেছনে ঠেলে দিল সে। জানাল, রাজপুত্রের মতো নবীস এক সৈন্য ওখানে থাকলেই পুরো দল নিরাপদে থাকবে!

মোট সৈন্য ছয়শ। এরা ফেরার পথে সাথে করে নিয়ে যাওয়া নীলকান্তমণির নিরাপত্তা দেবার জন্য এসেছে। সিনাই পর্বতের এই এলাকায় দেবী হাথর ওই দামী পাথরটার রূপ নিয়ে দেখা দেন।

মরুভূমি কেটে চলে যাওয়া রাস্তাটাও কম বিপদ সঙ্কুল নয়। তবে যাত্রীদের ঝামেলা যেন কম হয়, তাই মাঝে মাঝেই ছোট ছোট দুর্গ আর পানি সংগ্রহ করার জন্য কূপ খনন করা হয়েছে। শত্রুভাবাপন্ন এলাকা এটা। দুই দিকে লাল আর হলুদ পাহাড় এত বিশাল যে সৈন্যদের মাঝে যারা এই প্রথম দেখছে, তারা ভয় পেয়ে গেল। ভাবতে লাগল, ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে এই বুঝি কিছু একটা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

সেটি আর রামেসিস না থাকলে যে কী করে বসত এরা, তা বলা মুশকিল!

রামেসিসের আশা ছিল, পিতার সামনে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার একটা না একটা সুযোগ তো অভিযানে মিলবেই মিলবে। তাই একেবারে নিরুপদ্রব ভ্রমণটা

ওকে হতাশ করল। অধীনে থাকা ত্রিশ জন পদাতিকের উপরে খুব সহজেই কতৃর্ত্ব স্থাপন করে ফেলল সে।

আহমেনিকে এবারও সঙ্গে আনেনি রামেসিস। কারণ দুটো, প্রথমত এই কষ্টসাধ্য অভিযান সহ্য করার মতো শক্ত নয় বেচারা। তার উপরে আবার ছেলেটা অনেক খোঁজাখুঁজির পর, সন্দেহজনক ওই ফ্যাক্টরির সম্পর্কে লেখা সম্বলিত এক বেলে পাথর খুঁজে পেয়েছে। কাজের কাজ কিছু হবে কি না, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে ছেলেটা যেহেতু আহমেনি, তাই সম্ভাবনা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, হাল যে ছাড়বে না তা নিশ্চিত। সাবধানে থাকার অনুরোধ জানিয়ে তবেই বিদায় নিয়েছে রাজপুত্র।

সাবধানে আছে নিজেও। মিশরের মরুভূমিকে ভালবাসে রামেসিস। কিন্তু এর আগেও একবার এই মরুভূমিতেই ওর প্রাণ খোয়াবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।

এক সন্ধ্যায়, রাজপুত্র ওর দলের ত্রিশ জনকে পেছনে রেখে সামনে এগোল। মদ ফুরিয়ে গিয়েছে ওদের। আরও চাওয়ার জন্যই এগোনো। যাই হোক, রামেসিসকে অভিযানের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে বলা হলো। লোকটার তাঁবু খুঁজে বের করে, ওটার সামনে দাঁড়ালো রামেসিস। দম নিয়ে যেই না ভেতরে প্রবেশ করল, হতবাক হয়ে গেল ও।

ওর সামনে চারজানু হয়ে বসে থাকা মানুষটাকে যে সে খুব ভালো ভাবে চেনে!

'মোজেস! তুমি এখানে কী করছ?'

'ফারাও আসার আদেশ দিয়েছেন। আমি অভিযানের নানা উপকরণ দেখে রাখার এবং সেই সাথে এই এলাকার একটা নির্ভরযোগ্য মানচিত্র আঁকার দায়িত্ব পেয়েছি।'

'আমি ত্রিশ জনের একটা দলের অফিসার।'

'জানতাম না তো! বাখেনের তাহলে তোমাকে পছন্দ হয়নি।'

'এখন আর খুব একটা ঝামেলা হচ্ছে না।'

'চলো বাইরে যাই, এখানে জিনিসপত্র অনেক বেশি।'

তাঁবুর বাইরে বের হবার পর মোজেস বলল, 'অভিযানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। হারেমে আর করার মতো নতুন কিছু ছিল না।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, মেরুরের কাজটা নিয়ে খুব সুখে আছ।'

'নাহ। আমাকে দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাজ হবে না।'

'মরুভূমিতে তার চাইতে ভালো কিছু খুঁজে পেয়েছ?'

'হাজারগুণে ভালো! এখানে এসে মনে হচ্ছে, বাড়ি ফিরে এসেছি?'

'আগেরবার যে অদ্ভুত অনুভুতির কথা বলেছিলে, তার কী অবস্থা?'

'এখন আর অতটা শক্তিশালী নেই। আমার পথ্য এই এখানে, এখানকার রুক্ষ পাথর আর গিরি খাদের কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'আমি অতটা নিশ্চিত নই।'

'কেন? মরুভূমির ডাক শুনতে পাচ্ছ না?'

'নাহ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে সামনে বিপদ থাবা পেতে আছে।'

'তোমার ভেতরের সৈন্যের মনে হচ্ছে তা।' বন্ধুকে খোঁচাবার সুরে বলল মোজেস।

'সৈন্যদের কথায় মনে পড়ল। আমাদের মদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমার লোকেরা ফাঁকি দিচ্ছে মনে হয়।'

হেসে ফেলল মোজেস। 'নাহ, আমিই এর জন্য দায়ী। ভেবেছিলাম, সবার পেছনে যে সৈন্যরা আছে, তাদের সবসময় সতর্ক থাকা দরকার।'

'একটু মদ খেলে ওরা মানসিকভাবে চাঙা থাকে।'

'পাবে। অল্প পরিমাণে পাবে। তবে এই সিনাই-এর প্রতি তোমার যে মনোভাব, সেটা পরিবর্তন করার শর্তে।' বলল মোজেস।

'সিনাই তো সিনাই, মিশর নয়।'

'আমিও মিশরীয় নই, রামেসিস।'

'কে বলেছে! অবশ্যই তুমি মিশরীয়।'

'ভুল বললে।'

'মিশরে তোমার জন্ম, মিশরেই বেড়ে উঠেছ। তোমার ভবিষ্যতও এখানে।'

'নাহ, তুমি মিশরীয়। আমি হিব্রু। আমাদের পূর্বপুরুষ আলাদা। হয়তো আমার পূর্বপুরুষেরা এখানে...সিনাই-এ বাস করতেন।'

'মরুভূমি তোমাকে পেয়ে বসেছে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, পারবেও না।'

'মিশরকে আমি নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসি, মোজেস। মাতৃভূমির চাইতে দামী কিছু অন্তত আমার কাছে নেই। যদি এই এলাকাকে নিজের মাতৃভূমি বলে তোমার মনে হয়, তাহলে সম্ভবত আমি কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি তোমার অনুভূতি।'

পাথরের উপর বসল তরুণ হিব্রু। 'মাতৃভূমি...নাহ, মরুভূমি কারও মাতৃভূমি হতে পারে না। আমি তোমার মতোই মিশরকে ভালবাসি। কিন্তু কেন জানি আমার সবসময় মনে হয়, আমার স্বদেশ অন্য কোথাও।'

'মিশরের বাইরে এই তোমার প্রথম পা রাখা। সামনে হয়তো আরও অনেক মরুভূমি আমরা একসাথে পার হবো। মিশরে ফিরলেই দেখবে, ওখানকার বাতাসের গন্ধই আলাদা।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?'

'কারণ পেছনে প্রহরা দেবার সময় আমি চিন্তা করার অনেক সময় পাই।'

রাতের নীরবতা খান খান হয়ে গেল দুই বন্ধুর প্রাণখোলা হাসিতে।

আগে আগে চলছে গাধা, পিছু পিছু মানুষ। মাঝে মাঝে ফারাও আদেশ দিচ্ছেন সবাইকে থামার। মোজেসকে নির্দেশ দিচ্ছেন মানচিত্র এঁকে ফেলতে। মোজেসও কাজ করছে আনন্দের সাথে। এই রাস্তায় আছে তো আবার এই রাস্তা থেকে নেমে ছুট লাগাচ্ছে নদীর তীর ধরে।

রামেসিসের মন এখন কু ডাক দিচ্ছে। তিন জন অভিজ্ঞ পদাতিক সৈন্যকে নিয়ে বন্ধুর উপর কড়া নজর রাখছে। যেকোনও মুহূর্তে বেদুঈনরা আক্রমণ করতে পারে বলে ভয় পাচ্ছে।

তবে কপাল ভালো, এমন কিছুই ঘটল না। মোজেস নিরাপদেই ম্যাপ আঁকার জন্য ওর প্রয়োজনীয় সব তথ্য যোগাড় করে ফেলল।

প্রতিদিন রাতের খাবারের পর, আগুনের পাশে বসে গল্পে মেতে উঠল দুই বন্ধু। ততদিনে হায়না আর বনবেড়ালের আওয়াজের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছে। মেমফিসের আরামদায়ক প্রাসাদ আর মেরুরের কথা যেন ভুলেই গিয়েছে।

অভিযাত্রীদের লম্বা সারিটা আচমকা থমকে দাঁড়ালো। দিনের বেলা সাধারণত এমনটা হয় না। রামেসিস ওর লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবার নির্দেশ দিল।

'দাঁড়ান,' দেহে লম্বা একটা ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক সৈন্য বলে উঠল। 'যথাবিহীত সম্মান জানিয়ে বলতে চাই, স্যার, আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করা উচিত।'

'কেন?'

'পৌঁছে গিয়েছি, স্যার।'

রামেসিস এক পা পাশে সরে দাঁড়ালো। সূর্যের আলোয় একটা পাথুরে মালভূমির অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

সেরাবিত আল-খাদিম, দেবী হাথরের এলাকায় পা রেখেছে ওরা।

পঁচিশ

রাগে অস্থির হয়ে আছে শানার।

এই নিয়ে দশমবারের মতো ওর সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন রানি টুইয়া। স্বামীর অবর্তমানে, তিনিই রাজত্বের হাল ধরেছেন। শানার চায়, এই অস্থায়ী সরকার ব্যবস্থায় অংশ নিতে। কিন্তু রানি জানিয়েছেন, ফারাও এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশ দিয়ে যাননি! শানারের তাই মাথা নিচু করে রানির কথা মেনে নেয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। সে বুঝতে পারল রানির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার মতো ক্ষমতা এখনও হয়নি ওর। তবে গাল ফুলিয়ে বসে না থেকে, সিদ্ধান্ত নিল নিজের ক্ষমতা আরও বাড়াবে সে!

বিভিন্ন প্রভাবশালী আর ব্যবসা পছন্দ করে এমন সভাসদদের সাথে খাবার খেল ও। ভান ধরল, ওই সব সভাসদদের পরামর্শ শুনতে ব্যগ্র হয়ে আছে। অহংকার গিলে ফেলে, পিতাকে অনুসরণ করতে চায় এমন এক পুত্রের চরিত্রে অভিনয় করল শানার। ভালো ভাবেই উতরে গেল অভিনয়ে। ভবিষ্যৎ ফারাও-এর রাজনৈতিক সমর্থন আরও পোক্ত হলো।

তবে পররাষ্ট্র নীতির উপর তার যে প্রভাব ছিল, সেটা কমে আসছে বলে মনে হলো। বন্ধু এবং শত্রু, দুই পক্ষের সাথেই ব্যবসায়িক একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী শানার। কিন্তু এজন্য দরকার প্রকৃত আর জোরালো তথ্য। এই তথ্য সাধারণত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে আসে না। তাই এখন শানারের দরকার একজন গুপ্তচর। এমন এক কূটনীতিকের, যে সেটি'র খুব কাছে থেকে কাজ করে।

সেরাবিত আল-খাদিমের পাথুরে মালভূমির উপরে দাঁড়ালে, নিচের পাহাড় আর উপত্যকার চিত্রটা অগোছালো বলে মনে হয়। এই রুক্ষ, নির্দয় এলাকায় এই মালভূমিতেই যা একটু শান্তির ছোঁয়া রয়েছে।

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রামেসিস। জায়গায় জায়গায়, দামী রত্নগুলো পাথুরে মাটি ভেদ করে তাকিয়ে আছে। আবার কোথাও কোথাও অনেক খুঁড়ে তবেই বের করা সম্ভব হয় ওদের। বছর জুড়ে কাজ করা হয় না এই খনিগুলোতে। কেননা গ্রীষ্মকালে খুঁড়ে বের করা নীলকান্তমণি কেন যেন ফেটে আর বিবর্ণ হয়ে যায়।

পুরনো, অভিজ্ঞ শ্রমিকদের হাতে পড়ে নতুন আসা শ্রমিকরাও খুব দ্রুত কাজ শিখে ফেলল। সিনাই-এ যত কম সময় থাকা যায়, ততই ভালো। প্রতিদিন কাজ শুরু হবার আগে, ফারাও দেবী হাথরের উদ্দেশ্য পুজোর আয়োজন করেন, সবাইকে রক্ষা করার অনুরোধ জানান। মিশরীয়দের এখানে আসার উদ্দেশ্য পাহাড়ের ক্ষতি করা নয়। বরঞ্চ মন্দির বানাতে কাজে লাগবে এমন পাথর নিতে পারলেই তারা খুশি।

সূর্য তাপ ছড়াতে শুরু করার অনেক আগেই ভেসে আসে হাতুরি, খুন্তি আর কোদালের আওয়াজ। সেই সাথে মাইনারদের চিৎকার তো আছেই। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে তারা। সেটি প্রায়ই খনি পরিদর্শনে যান। রামেসিস অবশ্য এর আগের অভিযানগুলোর সময় স্থাপন করা স্মৃতি স্তম্ভ দেখতে ব্যস্ত।

মোজেসও খুব খাটছে। অভিযানের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সবার জন্য খাদ্য আর বাসস্থান নিশ্চিত করা ওর দায়িত্ব। সেই সাথে প্রতিটা সমাধিমন্দিরে যেন ধূপ আর সুগন্ধী যায়, সেদিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। দেবতাদের খুশি করতে পেরেছে বলেই হয়তো এক যুবক শ্রমিক বড় বড় নীলকান্তমণির এক আকড় খুঁজে পেল!

খনিটা এমন এক জায়গায় অবস্থিত যে, চাইলেও কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। প্রহরীর নজরে না পরে মালভূমির খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠার উপায় নেই। এক হিসেবে তাই রামেসিসের দায়িত্বই সবচেয়ে হালকা। প্রথম কয়েকদিন দলের সবাইকে কড়া হাতে সামলালো ও। কিন্তু যখন বুঝতে পারল, ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয় তখন ছাড় দিল কিছুটা। তবে প্রহরার কড়াকড়ি বজায় রাখল ঠিকই।

করার মতো কিছু না পেয়ে অচিরেই বিরক্ত হয়ে উঠল রাজপুত্র। বন্ধুকে সাহায্য করার প্রস্তাব জানালো, কিন্তু সাফ মানা করে দিল মোজেস। মাইনাররাও সাহায্য করার প্রস্তাবে না করে দিল। পরিস্থিতি এমন হলো যে বাখেন বিরক্ত হয়ে সবার কাজে নাক না গলাবার নির্দেশ দিল ওকে।

তাই নিজের দলের লোকদের দিকে নজর দিল রামেসিস। প্রত্যেকের জীবন কাহিনী শুনল। ওদের পরিবার, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও বাদ গেল না। সৈন্যরা জানাল, অবসর নেবার সময় আরেকটু বেশি সুবিধা পেলে মন্দ হতো না। এদের অনেকেই যুদ্ধ দেখেনি, তাই বলে জীবন যে একেবারে শুয়ে বসে কেটেছে তা-ও নয়। প্রায়ই ঘর বাড়ি ছেড়ে খনি বা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মানের কাজে নেমে পড়তে হয় ওদের। সৈনিক জীবন বড় কঠিন জীবন। তবে প্রত্যেকেই তারা পেশা নিয়ে গর্ব করে।

কাছ থেকে খনির কর্মকাণ্ড দেখল রামেসিস। বুঝতে পারল, যোগ্যতার ভিত্তিতে পদবী নির্ধারণ করা কতটা দরকার! তবে কেন জানি, ওর মন কেড়ে নিয়েছিল স্মৃতি স্তম্ভগুলো। সুযোগ পেলেই গভীর আগ্রহে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'প্রেরণাদায়ক, তাই না?'

সেটি পুত্রকে অবাক করে দিয়ে বললেন।

একদম সাধারণ পোশাক পরে আছেন তিনি। কিন্তু তারপরও সেটির দেহ থেকে এমন এক শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা কেবল ফারাও-এর দেহ থেকেই হয়ে থাকে। যতবার দেখে, ততবার অবাক হয়ে যায় রামেসিস। সেটি নিজের কর্তৃত্ব বোঝাবার জন্য আলাদা কিছু করতে হয় না। তার ব্যক্তিত্বই কাজটা করে দেয়। সেটি এক যেন পরশ পাথর। বিশৃংখলার মাঝে যার উপস্থিতিই শৃংখলা এনে দেয়।

'আমাকে মোট স্মৃতিস্তম্ভ গোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' পিতাকে জানাল রামেসিস।

'পাথরের নিজস্ব কণ্ঠ আছে। ওরা কথা বলে, তবে আমাদের মতো মিথ্যা বলে না। যে ধ্বংসে আনন্দ পায়, তার বানানো স্মৃতি সম্ভ ধ্বংস হয়ে যাবে। যে মিথ্যা বলে, তার স্মৃতি স্তম্ভ কোনও ধরনের প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হবে। ফারাও কে খুব ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। মা'তের আইনের বাইরে এক পা রাখার উপায় নেই।'

মাথা ঘুরে উঠল রামেসিসের। পিতা কি ওকে কোনও অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন? বলতে চাইছেন, ও ধ্বংস ভালবাসে অথবা মিথ্যা কথা বলছে? আচমকা মনে হলো, মালভূমি বেয়ে নেমে মরুভূমিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু অপরাধ কী তার?

শানার...নিশ্চয় তিনি শানারের কথা বোঝাচ্ছেন! যুবরাজের কর্মকাণ্ডের কথা ফারাও-এর অজানা নেই! তাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা নিশ্চয় বলতে চাচ্ছেন রামেসিসকে।

প্রবল আগ্রহ নিয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে রইল সে, আর তাই সেটি'র পরবর্তী কথাগুলো ওকে উপহার দিল বিশাল হতাশা।

'উদ্দেশ্য কী এই অভিযানের?' জানতে চাইলেন রাজা।

ইতস্তত করল রামেসিস। আপাত দৃষ্টিতে সহজ প্রশ্নটার পেছনে অন্য কোনও প্রশ্ন লুকিয়ে নেই তো?

'মন্দির সাজাবার জন্য প্রয়োজনীয় নীলকান্তমণি খুঁড়ে বের করা।'

'কেন? আমাদের দেশের উন্নতি কি ওই পাথরের উপর নির্ভর করে?'

'নাহ। কিন্তু ওগুলো ছাড়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায়ও তো নেই।'

'শুধু লাভের উপর ভিত্তি করে যে সম্পদ গড়ে তোলা হয়, তা খেলো এবং নশ্বর। প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা বস্তুর নিজস্ব দাম আছে। যেটাকে প্রতিস্থাপন করা যায় না, তার মূল্য বুঝতে শেখো।'

রামেসিসের মনে হলো, ওর হৃদয়ে যেন কেউ আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। পিতার বলা প্রতিটা শব্দ ওর চিরদিন মনে থাকবে।

'প্রতিটা মানুষ নিজ নিজ অংশের জন্য ফারাও-এর উপর নির্ভর করে। সবসময় সমতা বজায় রেখে চলবে। একজনকে অন্য জনের উপর স্থান দেবে না। মনে রেখো, ব্যক্তির চাইতে সমাজ বড়।'

হঠাৎ রামেসিসের মনে হলো, সেটি সম্ভবত ওকে কিছু একটা শেখাতে চাইছেন!

'অর্থ বিত্ত অর্জন করা ফারাও-এর জন্য সহজ এবং জরুরি একটা কাজ। কিন্তু তার সুষম বন্টন তারচেয়েও জরুরি, তবে আরও কঠিন। ফারাও-এর রাজত্বকাল হতে হয় ভোজৎসবের ন্যায়, কেউ যেন ভোজ শেষে অভুক্ত হয়ে ফিরে না যায়। দেখ, বাছা, দেখে দেখে শেখো। নইলে আমার কথার অর্থ ধরতে পারবে না।'

অনিদ্রায় কাটল রামেসিসের রাত। পিতার অদ্ভুত আচরণ বোঝার জন্য মনে মনে সাহায্য চাইল দেবী হাথোরের। অনেক আগেই ফারাও হবার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছে সে। কিন্তু তাহলে সেটি, যিনি অপ্রয়োজনে একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না, ওর পেছনে এত সময় নষ্ট করছেন কেন?

সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ আগে প্রধান টানেলে একটা ছায়ামূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখল রামেসিস। আবছা আলোয় মনে হচ্ছিল, পাতাল থেকে কোনও পিশাচ উঠে এসেছে। কিন্তু এই পিশাচটা দেখতে মানুষের মতো, বুকে কিছু একটা চেপে ধরে আছে।

'কে? কে ওখানে?'

এক মুহূর্তের জন্য জায়গায় জমে গেল মানুষটা। এরপর একপাক ঘুরে রাজপুত্রের দিকে তাকালো। পরক্ষণেই মালভূমির সবচেয়ে পাথুরে অংশটার দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে একটা যন্ত্র জমা রাখার একটা ছাউনি ছাড়া আর কিছু নেই। রামেসিসও পিছু নিল

'থামো!'

ওর আদেশ শুনে উল্টো আরও দ্রুত দৌড়াতে শুরু করল লোকটা। রামেসিস হার মানবে কেন? গতি বাড়াল সে-ও। অবশেষে মালভূমির খাড়া গাত্রের কাছে এসে ছায়ামানবের কাছাকাছি হতে সক্ষম হলো রামেসিস। লাফ দিল লোকটার গোড়ালি লক্ষ করে। আঁকড়ে ধরে পেরে ফেলল অপরাধীকে।

মাটিতে পড়লেও, আঁকড়ে ধরা জিনিসটা হাতছাড়া করেনি লোকটা। বাঁ হাত দিয়ে এক টুকরা পাথর তুলে নিয়ে রামেসিসের মাথা গুঁড়িয়ে দেবার প্রয়াস পেল সে। রামেসিস কনুই দিয়ে লোকটার গলায় আঘাত করে তাকে থামাল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো লোকটা, কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে খাদে পড়ে গেল। লোকটার মরণ আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল পরিবেশ।

রামেসিস লাশের খোঁজে নিচে নামল। মারা গিয়েছে চোর, বুকের কাছে এখনও ডান হাতে ধরে আছে নীলকান্তমণি ভর্তি একটা থলে। রাজপুত্র চিনতে পারল লোকটাকে। এ-ই সেই সারথি, যে ওকে খুন করার জন্য ফাঁদ পেতেছিল!
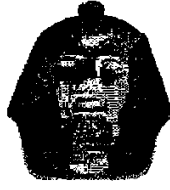
ছাব্বিশ

উপস্থিত মাইনারদের কেউ অপরাধীর পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারল না! এই প্রথম এখানে কাজ করতে এসেছিল সে, নিজের মতো করে থেকেছে। তবে কাজ ভালো জানত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গভীর টানেলগুলোয় কাজ করত।

নীলকান্তমণি চুরির শাস্তি এতটা কড়া যে অনেকদিন হলো এমন ঘটনা ঘটে না। মরে গিয়ে বেঁচে গিয়েছে চোর। নইলে আরও কঠিন শাস্তি পেতে হতো ওকে। অপরাধের মাত্রা বেশি বলে, এমনকি লোকটার শেষকৃত্যও ঠিকঠাকভাবে করা হলো না। মৃত্যুর ওপারে গিয়ে মুখ আর চোখ খুলতে পারবে না সারথি। পারবে না পরবর্তী জীবনে প্রবেশ করতে।

'কে...কে ঐই লোকটাকে চাকরি দিয়েছে?' মোজেসের কাছে জানতে চাইল রামেসিস।

তালিকার দিকে একবার তাকালো হিব্রু। বলল, 'এখানকার লেখা অনুসারে, আমি।'

'তুমি?'

'হারেমের পরিচালক এখানে আনার জন্য কয়েকজন শ্রমিকের নাম দিয়েছিলেন। আমি নিয়ে এসেছি।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল রামেসিস। 'এই সেই সারথি, যে আমাকে মরুভূমিতে ফেলে এসেছিল।'

মোজেস বিবর্ণ হয়ে গেল, 'তুমি কি যে ভাবছ আমি...'

'এক মুহূর্তের জন্যও অমন কিছু ভাবিনি। কেউ তোমাকে বোকা বানিয়েছে।'

'কে? হারেমের ডিরেক্টর? একেবারে নিরীহ প্রাণী।'

'বোকা লোক। মোজেস, এখুনি মিশরে ফিরতে হবে আমাকে। আসল হোতাকে খুঁজে বের করতে হবে। সত্যটা না জেনে শান্তি পাব না।'

'সত্য বরাবরই তিক্ত হয়। কিন্তু ফারাও-এর ছেলেকে মারতে চাইবার মতো দুঃসাহস বা বোকামি কে করবে?'

'এখন তো মনে হচ্ছে, অনেকেই মুখিয়ে আছে।'

'পালের গোদাটা নিশ্চয় নিজেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখবে!'

'হাল ছেড়ে দিচ্ছ, মোজেস?'

'পুরো ব্যাপারটাই পাগলামি। সেটি তোমাকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা দেননি। তুমি মারা গেলে, কার কী লাভ?'

রামেসিস পিতার সাথে শেষ বলা কথাগুলো আর কাউকে বলেনি।

'যাই হোক, মোজেস, সাহায্য প্রয়োজন হলে তোমার কাছ থেকে তা পাব তো?'

'এটা কি করার মতো কোনও প্রশ্ন হলো?'

এমন বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটার পরেও, সেটি'র অভিযানের সময়সীমার কোনও পরিবর্তন করলেন না। যথেষ্ট পরিমাণ রত্ন বের করার পর তিনি মিশরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন সবাইকে।

প্রাসাদের প্রতিরক্ষা প্রধান রানি টুইয়ার ডাক পেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে।

'আমি এসেছি, মহামান্যা।'

'তোমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে বলো।'

'কিন্তু...অনুসন্ধান তো শেষ!'

'তাই?'

'আমার পক্ষে যে যে তথ্য বের করা সম্ভব ছিল, করেছি।'

'যেমন ওই সারথির ব্যাপারে করেছ?'

'বেচারা...'

'তাহলে একটু কষ্ট করে আমাকে বোঝাও, মৃত এক মানুষ কীভাবে নীলকান্তমণি চুরি করতে পারে?'

কেঁপে উঠল লোকটা। 'অ...অসম্ভব!'

'আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ!'

'মহামান্যা!'

'তিনটি সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ, অথবা তুমি অদক্ষ অথবা দুটোই সঠিক।'

'মহা-'

'তুমি চেষ্টাটাও ঠিকমতো করনি।'

লোকটা নিজেকে রানির পায়ে ছুঁড়ে দিল। 'আমাকে মিথ্যা বলা হয়েছে, বোকা বানানো হয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি-'

'ছিঁচকাঁদুনে মানুষ আমার পছন্দ নয়। কার কাছ থেকে টাকা খেয়েছ, সেই নামটা বলো।'

লোকটার বর্ণনা শুনেই বোঝা গেল, দায়িত্ব পালনে একেবারে অক্ষম সে। তবে সবাইকে ভজিয়ে চলতে পারে বলে, এতদিন তা ধরা পড়েনি। ভয় পেয়ে, কখনও শক্তভাবে অনুসন্ধান করেইনি সে। এখন রানির অনুগ্রহ ভিক্ষা করছে।

'তোমাকে আমার বড় ছেলের দারোয়ান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। দয়া করে অতিথিদের ভালো মতো পরীক্ষা না করে ঢুকতে দিও না।'

সদ্য প্রাক্তন হওয়া প্রতিরক্ষা প্রধান বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইল। কিন্তু জানে না, রানি অনেক আগেই ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন!

দমকা হাওয়ার ন্যায় মেরুরে প্রবেশ করল রামেসিস আর মোজেস। প্রশাসনিক ভবনের সামনে আসার আগ পর্যন্ত রথের গতি একটুও কমালো না। দেরি যেন না হয়, তাই পালাক্রমে রথ চালিয়েছে তারা।

ওদের আসার খবর জানাবার জন্য হারেমের পরিচালককে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হলো।

'তোমরা কি পাগল হয়ে গিয়েছ!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এটা হারেম, কোনও সেনা ছাউনি নয়!'

'রাজমহিষী আমাকে বিশেষ মিশনে পাঠিয়েছেন।'

ফুলে ওঠা পেটে হাত বুলালেন ডিরেক্টর। 'বুঝলাম, কিন্তু এত আওয়াজ করার কী আছে?'

'জরুরি ব্যাপার।'

'আমার প্রতিষ্ঠানে রাজমহিষীর এমন কী জরুরি কাজ থাকতে পারে?'

'কাউকে জানানো হয়নি। আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি।'

মোজেস মাথা ঝাঁকাল। ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন ডিরেক্টর।

'তোমার ভুল হচ্ছে।'

মোজেস উত্তর দিল, 'আমার সাথে আপনি যে কয়জন শ্রমিক দিয়েছিলেন, তাদের একজন অপরাধী।'

'বাছা, কী সব পাগলের মতো কথা বলছ!'

'আপনার কাছে লোকটার জন্য কে তদবির করেছিল?'

'কোন মানুষ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কথা না বাড়িয়ে, রেকর্ডগুলো দেখা যাক।' যেন আদেশ দিল রামেসিস।

'আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ নেয়া আছে?'

'রানি সাহেবার সিল সম্বলিত আদেশ পত্রে কাজ হবে?'

আর বাধা দিলেন না ডিরেক্টর। অবশেষে খোঁজাখুঁজি শেষ হতে চলেছে ভেবে, রামেসিসের মনটা ভরে উঠল।

কিন্তু রেকর্ড ঘেঁটে তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। সারথি এখানে রথ চালনার কাজ করেনি। মেরুরে ওর পরিচয় ছিল খনি শ্রমিক হিসেবেই। হারেমে এসেছিল পাথর কীভাবে কাটতে হয়, সেটা শেখাতে। বিশেষ দক্ষতা ছিল নীলকান্তমণির ব্যাপারে। আর সেজন্যই মোজেসের সাথে লোকটাকে দিয়ে দিয়েছিলেন ডিরেক্টর।

এই লোকটাকেও বোকা বানানো হয়েছে, ভাবল রামেসিস। প্রথমে সহিস, আর এখন এই সারথি। উভয়ে-ই মারা যাওয়ায় এগোবার জন্য আর কোনও সূত্র বাকি নেই রামেসিসের হাতে।

দুই ঘন্টারও বেশি সময় হলো তীর ছোঁড়ার অনুশীলন করছে রামেসিস। লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে একের পর এক তীর ছুঁড়ে মারছে। হাতের মাংসপেশি ব্যথা করতে শুরু করলে, তীর-ধনুক নামিয়ে রেখে একা একা দৌড়াবার সিদ্ধান্ত নিল ও। জানে, মনের এই অবস্থায় একমাত্র কঠোর পরিশ্রমই পারে তাকে শান্ত করতে।

প্রচণ্ড দম ধরে রাজপুত্র। এমনকি ওর দাই মা-ও বলতেন, ওর চাইতে শক্তপোক্ত বাচ্চা তিনি আর দেখেননি। অসুখ বিসুখ তো কখনওই হয় না, গ্রীষ্মের উত্তাপ বা শীতের প্রকোপও ওকে কাবু করতে পারে না।

ঝাউগাছের দুই সারির মাঝখান দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ সুললিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেল রামেসিস। এমন এক কণ্ঠ, যা শুনলে গানের পাখিরাও লজ্জা পাবে। ভালভাবে শোনার জন্য থমকে দাঁড়ালো সে। এক নারী গান গাইছে। চুপিচুপি শব্দের উৎসের দিকে এগোল।

উইলো গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজানোর অনুশীলন করছে নেফারতারি। গাছ পাকা আমের চাইতে সুমিষ্ট কণ্ঠ আলোড়ন তুলছে বাতাসে। তরুণীর বাঁ পাশে শোভা পাচ্ছে একটা বোর্ড। ওতে নানা সংখ্যা আর জ্যামিতিক আকৃতি আঁকা।

এই পরিবেশে মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে সে। একমুহূর্তের জন্য রামেসিসের ভ্রম হলো-স্বপ্ন দেখছে না তো?

'আমি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি...লুকাচ্ছ কেন?'

ঝোপের আড়াল থেকে বেড়িয়ে এলো রামেসিস।

'এখানে কী করছ?'

কী বলবে বুঝে পেল না রাজপুত্র। ওর বিব্রত অবস্থা দেখে হাসল মেয়েটা।

'ভিজে একসা হয়ে আছ দেখছি। দৌড়াচ্ছিলে?'

'এখানে এসেছিলাম একজনের খোঁজে। মানুষটা আমাকে মৃত দেখতে চায়।'

কথাটা শোনা মাত্র হাসি মুছে গেল নেফারতারির। এমনকি মেয়েটির চেহারার গম্ভীর ভাবটাও স্বর্গীয় বলে মনে হলো রামেসিসের।

'কিন্তু পাওনি?'

'নাহ, পাইনি।'

'হাল ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'কেননা তুমি কখনও হাল ছাড়ো না।'

রামেসিস নীচু হয়ে মেয়েটার আঁকার দিকে তাকালো। 'গণিত শিখছ?'

'আয়তন হিসেব করছি।'

'মন্দির ডিজাইন করতে চাও?'

'আমি শিখতে ভালবাসি। শেখা জ্ঞান ভবিষ্যতে কোন কাজে আসবে, তা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক।'

'এখানে শুধু কাজ আর কাজ। বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দাও না।'

'একা থাকতেই বেশি ভালো লাগে।'

'নিজেকে বেশি চাপ দিও না।'

নীলচে-সবুজ চোখ জোড়ায় কালো মেঘ ভর করল।

'মাফ চাইছি। তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।'

হালকা মেকাপ দেয়া ঠোট দুটো হাসিতে ভরে উঠল। 'হারেমে কয়েকদিন থাকবে?'

'নাহ, আগামীকাল মেমফিসে চলে যাচ্ছি।'

'সত্যটার খোঁজে নিশ্চয়। তবে বলে রাখি, সত্য মাঝে মাঝে ভয়ংকর রূপ নেয়।'

'তবুও আমি তা চাই, নেফারতারি। সবসময় চাইব।'

মেয়েটির চোখে প্রশ্রয় দেখতে পেল ও। 'মেমফিসে যদি কখনও আস, আমার সাথে খাবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল।'

'হারেমে এখনও বেশ কয়েক মাস থাকতে হবে আমাকে। এর পর প্রদেশে, আমার বাড়িতে ফিরে যাব।'

'তাহলে যাকে পেছনে ফেলে গেলে তার কী হবে?'

'তুমি শুধু শুধু প্রশ্ন করো।'

নিজেকে বোকা বলে মনে হলো রামেসিসের। এই শান্ত, সমাহিত আর আত্মবিশ্বাসী মেয়েটার সামনে এলেই কেন জানি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে।

'সুখী হও, নেফারতারি।' বিদায় নিতে নিতে বলল রামেসিস।

সাতাশ

নিজ দেশকে লম্বা সময় ধরে যোগ্যতার সাথে সেবা করেছে ভেবে আনন্দ পান বয়সী কূটনীতিক। তিন তিনজন ফারাওকে তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক নানা সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছেন। সেটি'র কর্মপদ্ধতির একনিষ্ঠ সমর্থক তিনি। তার মতে, যুদ্ধপ্রিয় শাসকের চাইতে শান্তিপ্রিয় শাসক দেশের উন্নতির জন্য ভালো।

অবসরের সময় কাছাকাছি চলে এসেছে। কারনাক মন্দিরের অদূরে, থিবসে চলে যাবেন। এতগুলো বছর যে পরিবারকে অবহেলা করে এসেছেন, তাদের সব ক্ষতি এবার পুষিয়ে দেবেন। গত কয়েকবছর আনন্দ ও আগ্রহের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বিশেষ করে আহসাকে নিজের তত্ত্বাবধায়নে নিতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। এমন যোগ্য আর পরিণত যুবক আজকাল পাওয়া দায়। অল্প সময়ের মাঝেই সবকিছু বুঝে নেয় ছেলেটা, দক্ষিণের এক মিশন থেকে ফিরে আসার পর সে-ই অভিজ্ঞ লোকটাকে খুঁজে বের করেছে। তার কাছ থেকে শেখার আগ্রহ দেখিয়েছে। মনোযোগী ছাত্র পেয়ে আস্তে আস্তে নিজের জ্ঞানের পুরো ঝাঁপি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। অনেক ব্যাপারে তো আহসা তার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে!

সহকারী আসায় তার স্মৃতিচারণায় বাধা পড়ল। জানতে পারলেন, শানার এসেছে। অভিজ্ঞ কূটনীতিকের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইছে। ফারাও-এর বড় পুত্র এবং যুবরাজকে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। তাই ক্লান্তি সত্ত্বেও হাসি মুখে শানারকে ভেতরে নিয়ে বসালেন তিনি।

'আপনার আগমনে সম্মানিতবোধ করছি।'

'আমি এসেছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাতে,' উষ্ণ কণ্ঠে বলল শানার। 'আপনার পরামর্শ শুনেই যে পিতা এশিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সর্বজনবিদিত।'

'লোকেরা বাড়িয়ে বলে। ফারাও নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেন।'

'ঠিক, তবে তা নেন আপনার সরবরাহ করা তথ্যের উপর ভিত্তি করে।'

'কূটনীতি বড় শক্ত কাজ। আমি আমার সর্বোচ্চটা দেবার চেষ্টা করি।'

'দারুণ ফলাফল আপনার চেষ্টার প্রমাণ।'

'যখন দেবতারা চান, তখনই কেবল ভালো ফল আশা করা যায়। বিয়ার চলবে?'

'অবশ্যই।'

উত্তর থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে বসল দু'জন। ধূসর একটা বিড়াল বয়স্ক লোকটার কোলে চড়ে বসল। এক ভৃত্য এসে দু'জনকে ঠাণ্ডা বিয়ার পরিবেশন করে চলে গেল।

'আমার আসায় নিশ্চয় অবাক হয়েছেন?'

'কিছুটা তো হয়েছিই।'

'আশা করি আমাদের আলোচনা গোপন থাকবে।'

'অবশ্যই।'

একটু থামল শানার। বয়স্ক কূটনীতিক অবাক হয়েছেন, বেশ ভালোই অবাক হয়েছেন। অনেকেই তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু শানারের মতো শ্রদ্ধাশীল আচরণ করে না।

'শুনলাম, আপনি খুব দ্রুত অবসরে যাবার কথা ভাবছেন।'

'আমি সবার সামনেই বলেছি, ফারাও অনুমতি দিলে দুই এক বছরের মাঝে অবসর গ্রহণ করব।'

'শুনে খারাপ লাগল।'

'বয়স, যুবরাজ। বয়সের কাছে আমরা সবাই বাঁধা।'

'আফসোস! আপনার অভিজ্ঞতার বিকল্প আমরা কোথায় পাব?'

'আমার জায়গা নেবার মতো যোগ্য অনেকেই আছে। আহসাকে তো চেনেন? আমার দেখা সেরা কূটনীতিক।'

'সেটি'র নেয়া সব সিদ্ধান্তে কি আপনি একমত?'

'প্রশ্নটা আরেকটু গুছিয়ে করলে ভালো হয়।'

'ঠিক আছে। হিট্টিদের প্রতি আমাদের শত্রুভাবাপন্নতা কি আপনি সমর্থন করেন?'

'আপনি হিট্টিদের জানেন না, যুবরাজ।'

'ওরা তো আমাদের সাথে ব্যবসা করতে আগ্রহী, তাই না?'

'আসলে হিট্টিরা চায় মিশর দখল করে নিতে। আর সত্যি বলছি, কখনও...কখনও হাল ছাড়বে না ওরা। রাজার সিদ্ধান্ত আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।'

'যদি ওদের হাত থেকে মিশরকে রক্ষা করার আরেকটা উপায় থাকে?'

'তাহলে সেটা নিয়ে আপনার পিতার সাথে আলোচনা করুন, আমার সাথে না।'

'কিন্তু আমি যে আপনার সাথেই আলোচনা করতে চাই।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'এশিয়ার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সব গোপন তথ্য আমাকে জানান। আপনার দিকটা আমি দেখব।'

'দুঃখিত, তা সম্ভব না। এসব তথ্য একান্ত গোপনীয়।'

'তাহলে সেসব তথ্যই আমি চাই।'

'কী বললাম, শুনতে পাননি? দুঃখিত।'

'আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন যে, একদিন আমিই সবকিছু পরিচালনা করব?'

রাগে লাল হয়ে উঠলেন বয়স্ক লোকটা। 'হুমকি দিচ্ছেন?'

'আপনি এখনও অবসর নেননি। আমি ক্ষমতায় এলে আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য দেব। আমার নীতিগুলো দুনিয়াকে পালটে দেবে। আমার মিত্র হন, আফসোস করবেন না।'

বৃদ্ধ কূটনীতিক সাধারণত নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারান না, কিন্তু এখন ক্ষেপে উঠলেন। 'তুমি কে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না! অসম্ভব দাবি জানাচ্ছ তুমি!' চিৎকার করে বললেন তিনি। 'মিশরের ফারাওকে ধোঁকা দেবার, নিজের পিতাকে ধোঁকা দেবার কথা ভাবলে কীভাবে?'

'দয়া করে শান্ত হোন।'

'শান্ত! শান্ত! ভবিষ্যতের ফারাও-এর কাছ থেকে এমন আচরণ! এসব তোমার পিতা অবশ্যই জানতে পারবেন।'

'কাজটা ভালো হবে না।'

'বেরিয়ে যাও!' চিৎকার করে উঠলেন কূটনীতিক। রাগে বেগুনী বর্ণ ধারণ করেছে চেহারা।

'আমার পরিচয় কি ভুলে গিয়েছেন?'

'ভুলতে পারলেই ভালো হতো!'

'কেউ যেন কিছু না জানে!' হিমশীতল কণ্ঠে বলল শানার।

'হুমকিতে কাজ হবে না। তুমি যাই করো না কেন-' বলতে বলতে আঁতকে উঠলেন বৃদ্ধ। বুক আঁকড়ে ধরে মাটিতে পড়ে গেলেন। শানার তাড়াহুড়ো ভৃত্যদের ডেকে আনল। তারা এসে কূটনীতিককে শুইয়ে দিল কাউচে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন ভদ্রলোক।

ভাগ্য শানারের পক্ষে...অন্তত এখনকার জন্য।

ইসেট গাল ফুলিয়ে বসে আছে।

পণ করেছে নিজেও বাইরে আসবে না, আবার রামেসিসকেও ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেবে না। এইবার প্রেমিককে না জানিয়ে আচমকা উধাও হয়ে যাবার উচিত শিক্ষা দেবে সে। পর্দার পেছনে লুকিয়ে ওর সহচরী আর রাজপুত্রের কথোপকথন আড়ি পেতে শুনছে। আগেই বলে দিয়েছে, অসুস্থ বলে রামেসিসের সাথে দেখাও করতে পারবে না।

'আমার পক্ষ থেকে তোমার মনিবকে শুভেচ্ছা জানিও,' বলল রামেসিস। 'সেই সাথে এ-ও বলো, আমি দ্বিতীয়বার আসব না।'

'না! চিৎকার করে লুকাবার স্থান থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। আঁকড়ে ধরল প্রেমিককে।

'দেখে তো অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না।' বলল রামেসিস।

'আরেকবার যদি উধাও হও, তাহলে সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়ব।'

'তুমি কি আমাকে ফারাও-এর আদেশ অমান্য করতে বলছ?'

'নাহ, কিন্তু তোমাকে ছাড়া যে জীবন একদম পানসে হয়ে যায়।'

'ছোট্ট একটা উপহার এনেছি। দেখলে মন হয়তো ভালো হয়ে যাবে।' বলে ছোট একটা ম্যাচ বাক্স বের করে আনল সে। ইসেটকে উপহার দিল।

'খোল।'

'আদেশ করছ?'

'থাক তাহলে, দরকার নেই।'

বাক্সের ঢালা খুলে আঁতকে উঠল ইসেট। ভেতরের জিনিসটা ওর মন কেড়ে নিয়েছে। 'আমার জন্য?'

'হ্যাঁ।'

রামেসিসকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল মেয়েটি। 'পরিয়ে দাও।'

আদেশ পালন করল রাজপুত্র। নীলকান্তমণির নেকলেস পরিহিত ইসেটকে সত্যি সত্যি মিশরের সবচেয়ে সুন্দরী রমনি বলে মনে হচ্ছে।

আহমেনি পরাজয়ের সম্ভাবনার কোনও তোয়াক্কা পর্যন্ত করে না। শহরের আস্তাকুঁড়গুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। গত রাতেই নতুন কিছু তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে সে। ফ্যাক্টরির মালিকের নাম লেখা একটা বেলেপাথর খুঁজে পেয়েছে। সমস্যা হলো, এতদিনে আবছা হয়ে এসেছে লেখাগুলো। অনেকগুলো অক্ষর নেই!

তবে এতকিছুর পরেও, রামেসিসের কাজে বিন্দুমাত্র ঢিল দেয়নি আহমেনি। নিখুঁতভাবে সব কাজ সেরেছে। আস্তে আস্তে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে রাজপুত্র, ওর কাছে আসা চিঠির সংখ্যাও বাড়ছে। প্রতিটা চিঠি পড়ে পড়ে সঠিক শব্দ চয়ন করে উত্তর দিতে হচ্ছে আহমেনিকে। সেরাবিত আল-খাদিম অভিযানের বর্ণনার পুরোটা পড়ে ঠিক ঠাক করে রামেসিসের সামনে রাখল সে।

'তুমি তো দেখি ভালোই সুনাম কামাচ্ছ।' রামেসিস বলল।

'আমার গুজবে আগ্রহ নেই।'

'সবাই বলছে তুমি আরও উঁচু কোনও পদের যোগ্য।'

'আমি তোমার সেবা করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাব, আহমেনি।'

'যে পেশা চাই, সেই পেশাতেই তো আছি।'

মাঝে মাঝে নিজেকে আহমেনির বিশ্বস্ততা আর বন্ধুত্বের অযোগ্য বলে মনে হয় রাজপুত্রের। আবার একই কারণে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়েও পারে না।

'তোমার গোয়েন্দাগিরির কী খবর?'

'হাল ছাড়ছি না। তোমারটার?'

'মা বলছেন, যা যা করা সম্ভব করবেন। কিন্তু নতুন কোনও সূত্র পাচ্ছি না।'

'সবাই বুঝতে পারছে, কে দায়ী! কেবল উচ্চারণ করার সাহস পাচ্ছে না।'

'উচ্চারণ করা উচিতও হবে না। অপবাদ দেয়া বড় ভয়াবহ অপরাধ।'

'বুদ্ধিমানের মতো কথা বলছ, ভালো। যত দিন যাচ্ছ, তত সেটি'র অবিকল প্রতিরূপ হয়ে উঠছ।'

'আমি তো তার-ই সন্তান।'

'সন্তান তো শানারও...কিন্তু তোমরা ভাই, সেকথা বিশ্বাস করতে কষ্টই হয়।'

অস্থিরচিত্তে পায়চারী করছে রামেসিস। মোজেসকে প্রাসাদে ডেকে পাঠানো হয়েছে। গত অভিযানে ভালো কাজ দেখিয়েছে ওর বন্ধু। খনি শ্রমিক আর সৈন্যরা তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তবুও ঈর্ষান্বিত হয়ে যে কেউ কান কথা লাগায়নি, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। হয়তো মোজেস ভালো কাজ দেখিয়েছে বলে, তার উর্ধ্বতনদের কারও আঁতে ঘা লেগেছে।

আহমেনিকে দেখে অবশ্য চিন্তিত মনে হচ্ছে না।

'তোমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?'

'কার জন্য? মোজেসের জন্য? তোমরা দু'জন একই ধরনের। যত বেশি বিপদে পড়, ততই আরও শক্ত হয়ে ওঠ।'

রামেসিস নিশ্চিত হতে পারল না। মোজেস এতটা দৃঢ়তার সাথে সবকিছু চালায় যে ওকে শ্রদ্ধা করার চাইতে ঈর্ষা করা সহজ।

'দুশ্চিন্তা না করে, রাজার আদেশগুলোয় চোখ বুলিয়ে নাও। কাজে দেবে।' পরামর্শ দিল আহমেনি।

মেনে নিল রাজপুত্র, কিন্তু মন বসাতে পারল না।

দুপুরের কিছুক্ষণ আগে, মোজেসকে একটা সরকারি দালান থেকে বেরোতে দেখল ও। আর অপেক্ষা করতে না পেরে এক দৌড়ে বন্ধুর কাছে চলে গেল।

হতভম্ব দেখাচ্ছিল মোজেসকে।

'কী হলো? জলদি বলো!' অনুরোধ করল রামেসিস।

'আমাকে রাজার ব্যক্তিগত নির্মাণ সংস্থায় একটা পদ নেবার জন্য বলা হয়েছে!'

'মেরুরের দিন শেষ?'

'হ্যাঁ। আমাকে এখন নির্মাণরত বিভিন্ন মন্দির আর স্থাপনায় যেতে হবে। পরিদর্শন করতে হব সব কিছু।'

'চাকরিটা নিচ্ছ?'

'হারেমে বসে বসে ঘাস জন্মানো দেখার চাইতে তো ভালো, তাই না?'

'তাহলে তো পদোন্নতি পেলে! আহসা এখন শহরেই আছে, সেটাও-ও। আজ রাতে আমরা উদযাপন করব!'

আটাশ

পাঁচ বন্ধুর খুব কমই এভাবে একত্রিত হবার সুযোগ মেলে। আজ সেই সুযোগ পেয়ে যাওয়ায়, লুফে নিল সবাই। নৃত্যরত মেয়ে, উন্নত আর সুস্বাদু খাবার, মদ ও মিষ্টান্ন-সব মিলিয়ে অসাধারণ এক সন্ধ্যা কাটল ওদের।

অনেক বছর আগের সেই সন্ধ্যাটায় যেমন নিজ নিজ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা আলোচনা করেছিল ওরা, আজ রাতেও তাই করল। মোজেস নতুন কাজ পেয়েছে, অন্যরা যার যার পেশাতেই থাকতে চায়।

সবার প্রথমে বিদায় নিল সেটাও। কার্নাকে যাবার আগে মোজেসের কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া দরকার, তাই সেও বিদায় নিল। আহমেনির আবার পান করার অভ্যাস নেই। তাই মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' রামেসিসকে বলল আহসা। 'শহরটাকে শান্ত মনে হচ্ছে।'

'অশান্ত হবে কেন?'

'আমার মতো দেশে দেশে ঘোর, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে। যতটা নিরাপদ বলে নিজেদেরকে ধরে নিয়েছি, ততটা নিরাপদে আমরা নেই। আমার উত্তরে এবং দক্ষিণে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে ওঁত পেতে আছে প্রতিবেশীরা। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে।'

'হিট্টিরা উত্তরে আছে। কিন্তু দক্ষিণে কে?'

'নুবিয়ানদের কথা ভুলে গেল?'

'নুবিয়ান! ওরা তো বহু বছর ধরে আমাদের অধীন!'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আমার সাথে কথা বলেছে ওখানকার অধিবাসীরা।'

'রহস্য করছ খুব।'

'করব না? গোপনীয়তা শব্দটার অর্থ মনে আছে তো?'

'তোমার বৈশিষ্ট্য বানিয়ে ফেলছ শব্দটাকে।' কিছুটা ঝাঁঝের সাথেই বলল রামেসিস।

'এই তথ্যটার সাথে তোমার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বন্ধু। অন্তত শানারের কানে যাবার কয়েক ঘণ্টা আগে তোমার জানা উচিত বলে মনে করি। আগামীকাল সকালে যুবরাজকে ফারাও বিশেষ আলোচনার জন্য ডেকে পাঠাবেন।'

'শুধু মাত্র আমার জন্য গোপনীয়তা ভঙ্গ করছ?'

'এতে আমার দেশের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তারচেয়ে বড় কথা, ওই যে বললাম, ব্যাপারটার সাথে তুমি জড়িত।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'নুবিয়ায় ঝামেলা পাকছে। বড় সড় ধরনের ঝামেলা। আমাদের সেনাবাহিনী জলদি জলদি পদক্ষেপ না নিলে বিপদ হতে পারে।'

হতভম্ব হয়ে গেল রামেসিস।

'তাই নাকি? ফারাও-এর উপদেষ্টামণ্ডলী বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।'

'রিপোর্ট লিখেছি, সব কিছু ব্যাখ্যাও করেছি।'

'নুবিয়ার ভাইসরয় আর তার সেনাপ্রধানেরা তোমাকে পাগল আখ্যা দিবে!'

'দিক। ফারাও আমার রিপোর্ট পড়লেই চলবে।'

'কিন্তু তিনি তোমার সাথে একমত হবেন কেন?'

'কেননা আমি যা লিখেছি, তা সত্যি।'

'কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নয়, নিজেকে তৈরি করে নাও।'

'কীসের জন্য?'

'ফারাও বিদ্রোহ দমন করার সিদ্ধান্ত নিলে, সাথে করে নিজের দুই পুত্রের একজনকে নিয়ে যাবেন। এবার তোমার পালা। নিজেকে সৈন্য হিসেবে প্রমাণ করো।'

'আর যদি তোমার ভুল হয়-'

'সে সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই। সকাল সকাল প্রাসাদে উপস্থিত থেকো।'

কাউন্সিল মিটিং ডাকা হয়েছে। সাধারণত ফারাও কেবলমাত্র নিজের উজিরের সাথে আলোচনা করে সব সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আজকের কাউন্সিলে উপস্থিত আছে আরও নয় জন। কোনও ধরনের ঝামেলা নেই রাজত্বে, তবুও কেন এই মিটিং ডাকা হলো তা কারোই মাথায় আসছে না।

রামেসিস এগিয়ে গেল উজিরের সহকারীর দিকে, তাকে অনুরোধ করে ফারাও-এর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে ফেলল। তবে সেজন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ওকে। সেটি বেশি কথা বলার মানুষ নন, তাই ভাবল বেশিক্ষণ লাগবে না। কিন্তু দেখা গেল লম্বা সময় ধরে চলছে আলোচনা। দুপুর গড়িয়ে বিকালের শেষ ভাগ হয়ে গেল, সচরাচর এমনটা হয় না। এত লম্বা সময় ধরে আলোচনা চলার মাত্র একটাই কারণ হতে পারে, পক্ষে বিপক্ষে মতামত নেয়া হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেবার আগে রাজা সবার কথা শুনতে চান।

সূর্যাস্তের অল্প কিছু আগে শেষ হলো আলোচনা। চেহারা কালো করে বিদায় নিল উপদেষ্টামন্ডলী। তাদের পিছু পিছু বের হলেন সেনাপ্রধান। এরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ডাক পড়ল রামেসিসের।

কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল, সেটি নয় শানার ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'আমি ফারাও-এর সাথে দেখা করতে চাই।'

'তিনি ব্যস্ত আছেন। যা বলার আমাকে বলো।'

'তাহলে পরে আসব।'

'ফারাও-এর পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা আমাকে দেয়া হয়েছে। আমার সাথে কথা বলতে না চাইলে, পিতাকে জানানো হবে তা। তিনি কিন্তু শুনে খুশি হবেন না।'

প্রচ্ছন্ন হুমকিটা আমলেই নিল না রামেসিস। 'আমরা দু'জন ভাই। ভুলে গেলে, শানার?'

'কিন্তু আমাদের অবস্থান...'

'আমাদের মাঝে এই অহেতুক দূরত্বের কোনও দরকার আছে কী?'

বিভ্রান্ত শানার আওয়াজ নামিয়ে বলল, 'নাহ। তা কেন...'

'তুমি তোমার পথে যাও। আমি আমার পথে যাই। আকাশকুসুম কল্পনা করা বাদ দিয়েছি।'

'কী সব...কোন পথ বেছে নিয়েছ?'

'সেনাবাহিনী।'

শানার চিবুকে হাত ঘষল। 'তোমার জন্য অবশ্য সেটাই ভালো হয়...ফারাও-এর সাথে কেন দেখা করতে চাইছিলে।'

'আমি তার হয়ে নুবিয়ায় যুদ্ধ করতে চাই।'

'নুবিয়ার কথা জানলে কীভাবে?' চমকে গিয়েছে শানার।

'আমি লিপিকার এবং পদাতিক বাহিনীর অফিসার। আমার যেটার অভাব, তা হলো অভিজ্ঞতা। আমাকে একটা সুযোগ দাও, শানার।'

যুবরাজ উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করল কিছুক্ষণ। এরপর ফিরে এসে বলল, 'বেশি আশা করো না।'

'কেন?'

'বিপদ হতে পারে।'

'তুমি আমার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত?'

'একজন রাজপুত্রের অহেতুক ঝুঁকি নেবার কী দরকার? নাহ, আমার এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত!'

'আমি পিতার কাছে আবেদন জানাব।'

'ঝামেলা পাকিও না, রামেসিস। এমনিতেই ফারাওকে অনেক দিক সামলাতে হচ্ছে।'

'আমার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো ছাড়া কী তোমার আর কোনও কাজ নেই?'

'কী বোঝাতে চাইছ?'

'কিছু না। যাই হোক আমাকে যুদ্ধে পাঠাবে কি না বলো।'
'সেই সিদ্ধান্ত রাজার।'
'তুমি অন্তত তদবির তো করতে পার!'
'ভেবে দেখি।'
'দেখ, কিন্তু বেশি সময় নিও না আবার।'

আহসা অফিসটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মোটামুটি বড় আকারের ঘর, দুই দিকে দুইটা জানালা। আলো-হাওয়ার অভাব হবে না। দেয়ালে লাল-নীল ফুল আঁকা ওয়াল পেপার। অনেকগুলো চেয়ার আর একটামাত্র টেবিল সাজিয়ে রাখা। মাদুর আছে, আছে প্যাপিরাস রাখার ক্যাবিনেটও। নিজের নতুন অফিসটা পছন্দই হয়েছে ওর। চাকরি শুরুতে এর চাইতে বেশি কিছু আশাও করা যায় না।

সহকারীকে ডেকে বিভিন্ন নির্দেশ দিল ও। সেই সাথে অন্যান্য সহকর্মীদের, যারা এই অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেটাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিল, আপ্যায়ন করল। সবার শেষে এলো শানার।

'কর্ণারের অফিস পেয়েছ দেখছি।' যুবরাজ বলল।

'নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে।'

'ফারাও তোমার রিপোর্ট দেখে খুশি হয়েছেন।'

'আমার প্রচেষ্টা মহামান্যকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে, এর চাইতে বেশি কিছু আর চাই না।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে এমন ভঙ্গিতে শানার বলল, 'আমিও তোমার কাজ দেখে অভিভূত। রামেসিস ফাঁদে পা দিয়েছে! যুদ্ধে যাবার জন্য ওর আর তর সইছে না!'

'ফারাও অনুমতি দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ। রামেসিস বুঝতে পারছে না, নুবিয়ানরা কতটা হিংস্র। আমার তো মনে হয়, রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে পারে। নীলকান্তমণির খনিতে অভিযানটাও কাজে এসেছে। ওই অভিযানের পর থেকে নিজেকে যোদ্ধা বলে মনে করছে সে। কিন্তু তাও নিজে থেকে নুবিয়া যেতে চাইত বলে মনে হয় না। একদম জায়গামত পেয়ে গিয়েছি ওকে, তাই না?'

'আশা করি।'

'আর তোমার কী খবর আহসা? আমি আমার মিত্রদের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখি। দুই তিন বছর যেতে দাও, আরও দুই একটা ভালো ভালো রিপোর্ট লেখ, কথা দিচ্ছি–সোজা একদম উপরে চলে যাবে।'

‘দেশের সেবা করাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।’

‘আমার-ও তাই। আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে উঁচু পদে গেলে দেশকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে পারবে। এশিয়ার প্রতি আগ্রহ আছে?’

‘অবশ্যই।’

‘মিশরের তোমার মতো সেবকের দরকার। কাজ করে যাও, আমাকে সবকিছু জানাতে থাক। চিন্তা করো না, আফসোস করতে হবে না।’

যুবরাজকে উদ্দেশ্য করে বাউ করল আহসা।

মিশরের মানুষেরা যুদ্ধ বিগ্রহ পছন্দ করে না, তবে সেটি'র নুবিয়া অভিযানকে নিয়ে তাদের কোনও আক্ষেপ বা বিরুদ্ধচারণ নেই। এই কালো মানুষের দঙ্গল যে মিশরের সেনাদলের মতো একটা শক্তিশালী দলের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, সেটা তারা ভালো করেই জানে। তাদের কাছে আসলে এটা কোনও সেনা অভিযান নয়, বরঞ্চ পুলিশী অভিযান বললেই মানায় বেশি।

কিন্তু আহসার রিপোর্ট থেকে শানার জানে, মিশরীয়দের কড়া প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। রামেসিস নিজের যৌবন আর পৌরুষ দেখাবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে–এটাও জানে। নুবিয়ান কুঠার আর তীর এমন অনেক যোদ্ধার জীবন সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। শানারের কপাল ভালো থাকলে, রামেসিসেরও সেই ভাগ্য বরণ করে নিতে হবে।

পোতাশ্রয়ের দিকে দৌড়ে গেল আহমেনি। পরিশ্রম করে অভ্যাস নেই বলে এত অল্পেই দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো। কনুই দিয়ে মানুষজনকে সরিয়ে সরিয়ে এগোল-ও। আস্তাকুঁড় ঘেঁটে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র আবিষ্কার করেছে সে।

রামেসিসের ব্যক্তিগত সহকারী হওয়ায়, অন্য সবার চাইতে বেশি দূর এগোতে পারল সে।

‘রাজপুত্রের জাহাজ?’

‘ওই যে।’ নীল নদের বুকে ভাসতে থাকা একটা জাহাজ দেখিয়ে দিল অফিসার।

উনত্রিশ

শীত মৌসুমের দুই মাসের চতুর্থ দিন মেমফিস ছেড়ে রওনা হলো মিশরীয় সেনাবাহিনী। সময়টা সেটি'র রাজত্বের অষ্টম বৎসর। আসওয়ানে এসে জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হলো তাদের। বছরের এই সময়টায় নীল নদে পানি যথেষ্ট বেশিই থাকে, কিন্তু তবু নুবিয়ার উদ্দেশ্য যাত্রার শেষ ধাপটা ফারাও হালকা নৌকায় চড়ে পার হতে চান। তাই প্রথম জলপ্রপাতের কাছে এসে জাহাজ থেকে নামার নির্দেশ দিয়েছেন।

রামেসিস মুগ্ধ হয়ে সবকিছু দেখছে। অভিযানের লিপিকার হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে, তাই পিতার সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে আছে সে। একই জাহাজে এসেছে পিতা-পুত্র। জনসাধারণের মতো, সৈনিকরাও খুব একটা গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না অভিযানটাকে। ফারাও আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ বেসামরিক লোকদের কোনও ক্ষতি করা যাবে না, জোর করে কাউকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা যাবে না, যাবে না অহেতুক মানুষকে গ্রেফতার করা। সেনাবাহিনীর এমনভাবে চলাফেরা করা উচিত, যেন ওদেরকে দেখে মানুষ শ্রদ্ধা আর ভয়ে মাথা নত করে। কিন্তু অধিকাংশ বাহিনী লুটপাট নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। বাহিনীর কেউ যদি একটা আদেশও অমান্য করে, তাহলে তাকে কড়া শাস্তি পেতে হবে।

নুবিয়া রামেসিসকে তার রূপের জালে আটকে ফেলেছে। যাত্রাপথের পুরোটা বো'র সাথে যেন আঠা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে। উঁচু পাহাড়, গ্রানাইটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, মরুভূমির দিগন্তে উঁকি দেয়া সবুজ আর মাথার উপরে নীল আকাশঃ সৌন্দর্যে বিমোহিত না হয়ে উপায় কী!

বুহেন এর দুর্গ দেখতে পেয়ে সম্বিত ফিরল ওর। ত্রিশ ফুট লম্বা আর বারো ফুট পুরু দেয়াল বুহেনের। ওটার প্রতি কোনায় রয়েছে একটা করে ওয়াচটাওয়ার, মিশরীয়রা ওখান থেকে নজর রাখছে চারিদিকে। অসওয়ান থেকে নুবিয়া আসতে আরও একটা জলপ্রপাত পড়ে, ওয়াচটাওয়ার থেকে পুরো এলাকাটা দেখা যায়। সেই সাথে রয়েছে তিন হাজার সৈন্য!

সেটি আর রামেসিস সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন দুর্গে। একটা নয়, দুইটা কাঠের দরজা আছে ওখানে। এক দরজা থেকে আরেক দরজা পর্যন্ত আসতে হলে

কাঠের একটা সেতু ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। এই পর্যন্ত যদি কোনও নুবিয়ান সেনাদল এসেও পরে, তাহলে তীর আর বর্শা ব্যবহার করেই ফেরানো সম্ভব হবে।

দূর্গের পাদদেশে গড়ে উঠেছে একটা গ্রাম। ব্যারাক আছে, সেই সাথে আছে ঘরবাড়ি, গুদামঘর, ওয়ার্কশপ, মার্কেট আর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। বাহিনীর একটা অংশ এরিমাঝে চলে গিয়েছে ওখানে। দক্ষিণের পরবর্তী প্রদেশ কুশ-এ যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারবে তারা।

বুহেনের বিশাল হলঘরে আমন্ত্রণ জানানো হলো ফারাও ও তার পুত্রকে। কোর্টরুম হিসেবেও জায়গা ব্যবহৃত হয়। আজকে অবশ্য দুর্গের কমাণ্ডার ঘরটাকে সম্মানিত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাবার জন্য ব্যবহার করছেন।

'আমি ভাইসরয়কে আশা করেছিলাম।' বললেন সেটি।

'তিনি জলদিই এসে পড়বেন, মহামান্য।'

'এসে পড়বেন! আমি তো জানতাম সে এই দুর্গেই থাকে!'

'জি, তবে ইরেম এর পরিস্থিতি সারজমিনে দেখতে গিয়েছেন। জায়গাটা দক্ষিণে, তৃতীয় জলপ্রপাতের কাছে।'

'পরিস্থিতি...বিদ্রোহের কথা বোঝাতে চাইছ?'

সেটি'র দিক থেকে নজর সরিয়ে নিল কমাণ্ডার।

'বিদ্রোহ বললে একটু বাড়িয়ে বলা হবে।'

'তা না হলে ভাইসরয় নিজে কেন এত দূরে যাবে?'

'আসলে মহামান্য, আমারা এই এলাকায় কড়া নজর রাখি-'

'তাহলে গত কয়েক মাসে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছিল?'

'ইরেমে কিছুটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে, তবে-'

'দু-দু'টো ক্যারাভানের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছে একটা কূপ, এক পরিদর্শককে খুনও করা হয়েছে। কিছুটা অসন্তোষ?'

'এরচেয়ে বাজে পরিস্থিতি সামলেছি আমরা, মহামান্য ফারাও।'

'হুম। কিন্তু এর আগে প্রতিবার অপরাধীদেরকে কড়া শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এবার তো তোমরা কাউকে গ্রেফতার পর্যন্ত করতে পারোনি।'

'আমার কর্তব্য প্রতিরক্ষা করা,' প্রতিবাদ জানালো কমান্ডার। 'আমাদের এই দুর্গ পার হয়ে এক পা'ও এগোতে পারবে না কোনও বিদ্রোহী।'

রেগে উঠলেন সেটি। 'তাহলে কি কুশ আর ইরেমকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিতে বলছ?'

'তা না, মহামান্য।'

'সত্যি কথাটা বলছ না কেন?'

অফিসারের কাপুরুষের ন্যায় আচরণ দেখে ঘৃণা জন্মালো রামেসিসের মনে। এসব মানুষ মিশরের সেবা করার অযোগ্য। পিতার জায়গায় ও হলে, এই মুহূর্তে লোকটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিত!

'আমি সৈন্যদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি।'

'আমাদের কী কী ক্ষতি হয়েছে?'

'তেমন একটা হয়নি। ভাইসরয়ের সাথে অভিজ্ঞ সেনাদল পাঠানো হয়েছে। আমার তো মনে হয়, ওদেরকে দেখা মাত্র ভয়ে পা কাঁপবে নুবিয়ানদের।'

'ঠিক আছে, আমি তিন দিন অপেক্ষা করব। এর বেশি না।'

'আমার আশা তার কোনও দরকার পড়বে না, মহামান্য। যাই হোক, আজ রাতে আপনার আগমন উপলক্ষ্যে ছোট খাট একটা উৎসবের-'

'আমি ওই উৎসবে থাকব না। আমার সৈনিকদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রেখো।'

দ্বিতীয় জলপ্রপাতটা দেখে সৈন্যদের আত্মা শুকিয়ে আসার উপক্রম হলো। নীল নদ দুই গিরিখাতের মাঝ দিয়ে গর্জন করে ছুটছে। প্রতিটা বাঁকে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠছে স্রোতের গতি। রামেসিস হাঁ করে গিলছে চারপাশের দৃশ্য। নদীর সাথে এক হয়ে গিয়েছে রাজপুত্র।

একদম শান্ত হয়ে আছে বুহেনের ছোট্ট শহরটা। কেউ বিশ্বাসই করছে না যে যুদ্ধ আসন্ন। এখান থেকে দক্ষিণে আরও তেরোটা দূর্গ আছে। ওগুলোকে পরাজিত করে এতদূর আসা নুবিয়ানদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ফারাও আসলে নিজের শক্তি দেখাতে চাইছেন সবাইকে।

রামেসিস দেখতে পেল, ওদের সাথে আনা সৈন্যদের মনে যুদ্ধের কোনও স্পৃহা নেই। খেয়ে, বসে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে সময়। হাতে যে ওদের তলোয়ার আছে, তা যেন ভুলেই বসেছে। অথচ ইরেম থেকে এখনও ভাইসরয় ফিরে আসেননি।

আচমকা ক্যাম্পের পশ্চিম দিকের কোনায় উবু হয়ে বসে থাকা অবয়ব দেখতে পেল রামেসিস, মনে হচ্ছিল যেন গুপ্তধন খুঁজছে! অস্ত্র হাতে এগিয়ে গেল ও।

'কে? এখানে কী করছ?'

'সসস! আওয়াজ করো না!' ফিসফিস করে উত্তর দিল অবয়বটি।

'উত্তর দাও।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো লোকটা। 'হলো তো! সাপটা পালিয়ে গিয়েছে।'

'সেটাও! আর্মি তে যোগ দিয়েছ নাকি?'

'নাহ! ওই গর্তে একটা কোবরা দেখতে পেয়েছিলাম বলে মনে হয়...' অগণিত পকেট সম্বলিত একটা পোশাক পরে আছে সাপুড়ে, কালো ত্বক আর কালো চুল চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে।

'নুবিয়ান সাপদের মতো দারুণ বিষ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাই চলে এলাম। এমন অভিযান তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ!'

'সাপকে ভয় পাওনা জানি। কিন্তু যুদ্ধকে?'

'এখন পর্যন্ত রক্তের গন্ধ পাইনি।'

'এতটা শান্ত থাকবে না পরিস্থিতি।'

'ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হলে নাকি? ফারাও কি কোনও কারণ ছাড়া এতগুলো সৈন্যকে নুবিয়ায় নিয়ে আসবেন?'

'কী জানি! আমার কিছু যায় আসে না। ভালো কিছু সাপ ধরতে পারলেই আমি খুশি। আমি বলি কী, যুদ্ধ বাদ দিয়ে আমার সাথে চলে এসো। দু'জনে মিলে সাপ ধরে বেড়াই।'

'পিতার আদেশ পালন করছি আমি।'

'আমি কারও আদেশে চলি না।' বলেই মাটিতে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল সেটাও। ঘুমিয়েও পড়ল সাথে সাথে। সারা মিশরে সম্ভবত সে-ই একমাত্র মানুষ, যার দেহের উপর দিয়ে সাপ চলে গেলেও ঘুম ভাঙবে না!

জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে গভীর মনে কিছু একটা চিন্তা করছিল রামেসিস। রাতের আকাশে সূর্যের আভা হালকা দেখা যাচ্ছে এমন সময় অনুভব করতে পারল, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঘুমাওনি বাছা?'

'সেটাওকে গার্ড দিচ্ছিলাম। অনেকগুলো সাপ ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতেও ফিরে গিয়েছে! ঘুমন্ত অবস্থাতেও যেন শক্তি বিচ্ছুরণ করছে সে। শাসকদের মাঝেও এই বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়, তাই না?'

'ভাইসরয় ফিরে এসেছে।' জানালেন সেটি।

রামেসিস পিতার দিকে তাকালো। 'ইরেমকে শান্ত করে এসেছ?'

'তার দলের পাঁচ জন মারা গিয়েছে, আহত হয়েছে দশজন। লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে লোকটা। তোমার বন্ধু আহসার রিপোর্ট একদম অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে!'

'মাঝে মাঝে আহসা আমাকেও ভয় পাইয়ে দেয়, তবে সে যে অসাধারণ তাতে সন্দেহ নেই।'

'কপাল মন্দ যে আমার উপদেষ্টারা তা ধরতে পারেনি।'

'তাহলে কী যুদ্ধ হবেই?'

'হ্যাঁ, রামেসিস। যুদ্ধ আমার পছন্দ না, কিন্তু ফারাও হতে হলে অনেক অপছন্দের কাজই করতে হয়। কোনও বিদ্রোহকে হালকা করে দেখার উপায় নেই। নইলে মা'ত এর নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যাবে! কানান আর সিরিয়া উত্তরে আছে। ওই দুই এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে আমরা উত্তর দিক থেকে আসা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাব। দক্ষিণের জন্য দরকার নুবিয়াকে।'

'আমাদেরকে লড়তে হবে?'

'আশা করি বিদ্রোহীরা সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে। তোমার ভাই অনেকটা জোর করেই আমাকে দিয়ে তোমার এই অভিযানে আসার অনুমতিপত্রে সই করিয়েছে। তবে মনে রেখ, নুবিয়ানরা খুব রুক্ষ জাতি। লড়তে শুরু করলে, আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে।'

'আপনি কি আমাকে যোদ্ধা হিসেবে অনুপযুক্ত মনে করেন?'

'হয়তো তুমি অনুপযুক্ত, হয়তো না। কিন্তু তাই বলে অহেতুক ঝুঁকি নেবার কি দরকার?'

'আমি আপনার ভরসার প্রতিদান দিতে চাই।'

'বাঁচতে চাও না?'

'কর্তব্য আগে।'

'তাহলে লড়ো। তবে কেবলমাত্র যদি আমাদেরকে বাধ্য করা হয়, তবেই। আর লড়লে লড়বে ষাঁড়ের মতো। সিংহের মতো, বাজপাখির মতো। আর যদি তা না পারো, পরাজয় ছাড়া কিছুই পাবে না।'

ত্রিশ

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুহেন ছাড়তে বাধ্য হলো সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় জলপ্রপাত পার হয়ে, তেরো দুর্গের নিরাপত্তার মাঝে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরবর্তী গন্তব্য-কুশ। এই এলাকাটা শান্ত হয়ে এসেছে বলে জানা গেলেও, ঝুঁকি নিতে চাইছেন না ফারাও। নুবিয়ানরা দক্ষ আর হিংস্র যোদ্ধা বলে খ্যাত। অবশ্য বুহেন থেকে সাই দ্বীপে অবস্থিত শাত গ্যারিসনটা খুব একটা দূরে নয়।

পথের সৌন্দর্য এবারও বিমোহিত করল রামেসিসকে। ঠিক করল, সুযোগ পেলে পিতাকে এখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ বানাবার অনুরোধ জানাবে।

শাতে পৌঁছানো মাত্র সৈনিকদের ভেতর থেকে গা ছাড়া ভাবটা উধাও হয়ে গেল! বুহেনের চাইতে এখানে নিরাপত্তা কম। তার উপর বিদ্রোহীরা ইরেম দখল করে নিয়েছে। নিজের জয় আর ভাইসরয়ের কাপুরুষতার কারণে সাহসী হয়ে দুইটি গোত্র তৃতীয় জলপ্রপাত অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে বলে মানুষজন বলাবলি করছে। ত্রিশ বছরের পুরনো স্বপ্ন আবার নতুন করে দেখতে শুরু করেছে তারা। ভাবছে, এবার কুশ দখল করে মিশরীয়দের তাড়িয়ে ছাড়বে।

তেরোটা দুর্গের মাঝে, সাত পড়বে প্রথমে।

সবাইকে সাবধান হবার নির্দেশ দিলেন সেটি। সাথে সাথে অবস্থান নিয়ে নিল তীরন্দাজরা। গর্ত খুঁড়ে তাতে আশ্রয় নিল পদাতিক সৈন্য। ফারাও আর তার কনিষ্ঠ পুত্র, নুবিয়ার ভাইসরয়কে সাথে নিয়ে গ্যারিসন কমান্ডারের সাথে আলোচনায় বসল।

'খবর ভালো না,' মেনে নিল লোকটা। 'গত এক সপ্তাহে বিদ্রোহ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সাধারণত এরা নিজেদের মাঝে মারামারি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এবার আমাদের উপর নজর পড়েছে। আমি কয়েকবার বুহেনে দূত পাঠিয়েছি, কিন্তু...' মুষড়ে পড়া ভাইসরয়ের দিকে তাকালো সে, কিন্তু আর কিছু বলল না।

'বলো।' আদেশ দিলেন সেটি।

'শুরুতেই পদক্ষেপ নিলে, পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করত না। এখন তো মনে হচ্ছে, দুর্গটা ওদের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো হবে।'

সীমান্তের কমান্ডারদের ভীরুতা দেখে অবাক হয়ে গেল রামেসিস। প্রথমে বুহেনের কমান্ডার আর এখন এ!

'নুবিয়ানরা কি আসলেই এতটা হিংস্র?'

'মানুষের চাইতে, পশুর সাথেই ওদের মিল বেশি।' উত্তর দিল কমান্ডার। 'দুঃখ, কষ্ট এমনকি মৃত্যুও ওদের কাছে তেমন বড় কোনও ব্যাপার না। যুদ্ধ করতে ভালবাসে তারা, হত্যা তো ছেলেখেলা। আর যুদ্ধের সময় যে চিৎকার করে, তার কথা আর কী বলব! একেবারে রক্ত জমিয়ে দেয়! নুবিয়ানদের আক্রমণ করতে দেখে কেউ পালালে অবাক হব না?'

'পালাবে মানে? যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে?'

'ওদেরকে লড়তে দেখলে বুঝতে পারবেন, রাজপুত্র। একমাত্র উপায় হলো, নিজেদের দলে ওদের চাইতে বেশি সংখ্যক সৈন্য রাখা। কিন্তু এখন নুবিয়ানদের সৈন্য সংখ্যা কত, সেই আন্দাজ পর্যন্ত করতে পারছি না!'

'এখানকার মানুষজন নিয়ে বুহেনে চলে যাও, ভাইসরয়কেও নিয়ে যেও।' আদেশ করলেন সেটি।

'ওখান থেকে কি সৈন্য পাঠিয়ে দেব?'

'দেখা যাবে, আমার দূত তোমাদেরকে এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা জানাবে। তবে এক কাজ করো, সবগুলো দুর্গকে সাবধান হতে বলে দিও।'

দুই ঘন্টা পর দেখা গেল, শাত গ্যারিসনে সেটি, রামেসিস আর এক হাজার সৈন্য ছাড়া আর কেউ নেই। গুজব রটেছে, দশ হাজার রক্ত পিপাসু বর্বর নুবিয়ান দুর্গ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

সৈন্যদেরকে সত্যি কথা বলার ভার, রামেসিসের কাঁধে দিলেন সেটি। রাজপুত্র ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে গুজবের অসারতা সবাইকে বুঝিয়ে দিল। শুধু তাই নয়। সৈন্যদেরকে সাহস দিল, সেই সাথে দেশের জন্য তাদের প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণও করিয়ে দিল। সহজ সরল কথাগুলোয় দারুণ সারা পড়ল সেনাবাহিনী জুড়ে। ফারাও-এর নিজ পুত্র ওদের সাথে লড়বে জানতে পেরে, সাহস ফিরে পেল সবাই।

আক্রমণের অপেক্ষায় বসে না থেকে, এগোবার সিদ্ধান্ত নিলেন ফারাও।

রামেসিসকে পাশে দাঁড় করিয়ে, কুশ ও তার আশেপাশের এলাকার মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। ছেলেকে বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থান আর সেগুলোকে কীভাবে নিজের কাজে লাগানো যায়, সেই শিক্ষা দিলেন। প্রতিটা বাক্য স্পঞ্জের মতো শুষে নিল রামেসিস।

রাত নামলে বিশ্রামের জন্য নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন সেটি। রামেসিস কাজ চালাবার মতো একটা বিছানায় শুয়ে পড়ল। নুবিয়ার ভাইসরয় হবার স্বপ্ন দেখছে,

এমন সময় পাশের তাবু থেকে ভেসে আশা হালকা হাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। কী হচ্ছে এসব, ভাবতে ভাবতে তাঁবুটার দিকে এগোল।

গিয়ে দেখে, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সেটাও। হাস্যরত এক সুন্দরী নুবিয়ান মেয়ে সাপুড়ের দেহ মালিশ করে দিচ্ছে!

'ওর নাম লোটাস, বয়স পনের।' রামেসিসকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জানাল সেটাও। 'হাতে জাদু আছে। মালিশ করাবে নাকি?'

'নাহ, ধন্যবাদ। লাগবে না।'

'বিশ্বাস করবে, মেয়েটা আমার মতোই সাপ পছন্দ করে! দু'জনে মিলে এরইমাঝে অনেকগুলো সাপ ধরেছি। নিজের সৌভাগ্যে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'আগামীকাল তোমরা দু'জন দুর্গের প্রহরায় থাকবে।'

'ফারাও আক্রমণ করছেন? ঠিক আছে, লোটাস আর আমি পাহারা দিব এই দুর্গটাকে। সেই সাথে যদি খান দশেক কোবরা ধরতে পারি, তাহলে তো সোনায় সোহাগা!'

ভোরের ঠাণ্ডার মাঝে পদাতিক সৈন্যরা যার যার টিউনিক পড়ে আছে। নুবিয়ার সূর্য আকাশে উঁকি দিলেই, খুলে ফেলবে ওগুলো। হালকা একটা রথ চালাচ্ছে রামেসিস, সবার সামনেই আছে সে। সেটি আছেন সেনা বাহিনীর মাঝামাঝি অংশে।

দূর থেকে ভেসে আশা ট্রাম্পেটের আওয়াজ শুনে, বাহিনীকে থামার নির্দেশ দিল রামেসিস। রথ থেকে নেমে স্কাউটদের পিছু পিছু এগিয়ে গেল।

বিশাল এক প্রাণী পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। চিৎকার করছে ব্যথায়, সেই সাথে থেকে থেকে সাপের মতো নাক নাড়াচ্ছে। একটা বর্শার ফলা গেঁথে আছে ওখানে। জীবনে এই প্রথম বারের মতো 'হাতি' দেখছে রাজপুত্র। মিশরে এই প্রাণী এখন আর দেখা যায় না।

'বিশাল বড় এক ষাঁড় আছে সামনে,' ঘোষণা করল এক স্কাউট। 'সাবধানে এগোতে হবে। ওই দাঁতগুলোর একেকটার ওজন কম করে হলেও কয়েকশ পাউণ্ড হবে!'

'বেচারা আহত!'

'নুবিয়ানদের কাজ।'

স্কাউট ফারাওকে সবকিছু জানাবার জন্য অগ্রসর হলো। এদিকে রামেসিস কোনও কিছু চিন্তা না করেই এগোচ্ছে হাতিটার দিকে। পঞ্চাশ কদম দূরে থাকতে থমকে দাঁড়ালো ও, প্রাণীটার চোখে চোখ রাখল। আহত পশুটার নড়াচড়া থেমে গেল হঠাৎ।

হাত উপরে তুলল রামেসিস। আস্তে আস্তে শুড় নাড়াল হাতি, যেন দু পেয়ে জন্তুটাকে অভয় দিতে চাইছে। সাহস পেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রাজপুত্র। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল এক স্কাউট, কিন্তু তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একজন থামিয়ে দিল লোকটাকে। এখন হালকা শব্দও রাজপুত্রের জন্য মারাত্মক বিপদের কারণ হতে দাঁড়াতে পারে।

একদম ভয় পাচ্ছে না রামেসিস। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে শুঁড় নামালো হাতি।

'ব্যথা পাবে কিন্তু,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'অবশ্য এছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই।' বলতে বলতে বর্শাটাকে আঁকড়ে ধরল।

ওর কথায় সায় জানাতেই যেন কান নাড়াল প্রাণীটা। এক ঝটকায় রামেসিস খুলে আনল বর্শটাকে। স্বস্তির ডাক ছাড়ল হাতি।

পরবর্তী দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল স্কাউটরা। হাতিটা শুঁড় দিয়ে রাজপুত্রকে পেঁচিয়ে ধরেছে! এক্ষুনি নিশ্চয় পিষে মেরে ফেলবে! তারপর আসবে ওদের পালা। দৌড়ে পালাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো সব ক'জন স্কাউট।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! দেখো!'

রাজপুত্রের গর্বিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ঘুরে তাকালো সবাই। দেখতে পেল, রামেসিস হাতির পিঠে বসে আছে!

'এখান থেকে সামনের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে,' হাসতে হাসতে বলল রামেসিস। 'শত্রু পক্ষ আর নজর এড়িয়ে নড়াচড়া করতে পারবে না।'

রাজপুত্রের অসম সাহসিকতার খবর যেন নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করল সেনাবাহিনীর মাঝে। আসলেই তো, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা না থাকলে কি কেউ এত বড় একটা প্রাণীর উপর এমন কর্তৃত্ব করতে পারে? তেল আর মধু মেশানো কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দেয়া হলো হাতিটার ক্ষত। রাজপুত্র আর ওটা যেন দুই দেহ এক প্রাণ হয়ে গিয়েছে! একজন হাত আর মুখ দিয়ে কথা বলছে তো অন্যজন বলতে কান আর শুঁড় দিয়ে! প্রাণীটার পিছু পিছু একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলো সৈন্যরা। থমকে দাঁড়ালো সামনের দৃশ্য দেখে।

গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে বয়স্ক মানুষের মৃতদেহ। সেই সাথে বাচ্চা আর মেয়েরা তো আছেই। কাউকে কাউকে পেটে বর্শা মেরে খুন করা হয়েছে, কারও কারও গলা কেটে ফেলা হয়েছে। গ্রামের এক পাশে স্তূপ করে রাখা আছে যুবক বয়সী পুরুষদের

লাশ, এরা নিশ্চয় রুখে দাঁড়িয়েছিল। আক্রমণকারীদের ক্ষোভের হাত থেকে ফসল বা গবাদী পশু-ও বাদ যায়নি।

অসুস্থবোধ করল রামেসিস। এই তাহলে যুদ্ধ! এই অযথা রক্তক্ষয়, এই পৈশাচিকতা!

'কুপের পানি যেন কেউ পান না করে!' অভিজ্ঞ এক সেনানী সাবধান করে দিল।

তৃষ্ণার্ত দুই সৈনিক কূপ থেকে পানি নিয়ে পান করেছিল। কয়েক মিনিটের মাঝে ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যু বরণ করে ওরা।

'আমার কিছু করার ছিল না,' আফসোস করল সেটাও। 'ভেষজ বিষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান একেবারে শূন্যের কোঠায়। লোটাস আছে বলে তাও কিছু শিখতে পেরেছি।'

'তুমি এখানে কী করছ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রামেসিস। 'তোমার না দুর্গ পাহারা দেবার কথা?'

'একঘেয়ে লাগছিল।'

'তাই এই অহেতুক হত্যাকাণ্ড দেখতে এসেছ?'

বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল সেটাও, 'আমি কেন মানুষের চাইতে সাপ বেশি পছন্দ করি, তা বুঝতে পারছ?'

'সব মানুষকে এই এক ঘটনা দিয়ে বিচার করা উচিত না।'

'তাই?'

'মানুষের এক দিকে আছেন মা'ত আর অন্য দিকে বিশৃঙ্খলা। মানুষকে পাঠানো হয়েছে মা'ত এর আদর্শকে সমুন্নত করতে, বার বার অশুভের বিরুদ্ধে, বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লড়তে।'

'একমাত্র ফারাও এভাবে চিন্তা করেন। তুমি তো এক কমবয়সী সৈনিক বই আর কিছু নও। নিজেকে বোঝাতে চাইছ, যেহেতু একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে তাই আরেকটা হত্যাকাণ্ড হওয়া যুক্তিযুক্ত।'

সেটি শান্তই আছেন। নিজের তাঁবুতে রামেসিস আর অন্যান্য অফিসারদের ডেকে পাঠালেন তিনি, পরামর্শ চাইলেন সবার।

'সামনে এগিয়ে যাওয়া হোক,' এক অভিজ্ঞ অফিসার বললেন। 'তৃতীয় জলপ্রপাত অতিক্রম করে ইরেমে ঢুকে পড়া যাবে।'

'ওখানে আমাদের জন্য হয়তো ফাঁদ পেতে রেখেছে নুবিয়ানরা।' কমবয়সী একজনের উত্তর। 'আমরা যে চলার উপর থাকতে চাই, তা ওরা জানে।'

'ঠিক,' বললেন ফারাও। 'ফাঁদ এড়াতে হলে, শত্রুপক্ষের সঠিক অবস্থানটা আমাদের জানতে হবে। আমার স্বেচ্ছাসেবক দরকার। রাতের অন্ধকারে গিয়ে যে খোঁজ নেবে।'

'বিপদজনক কাজ।' অভিজ্ঞ অফিসার বলল।

'আমি যাব।' উঠে দাঁড়ালো রামেসিস।

'আমিও যেতে চাই,' বলল অফিসারও। 'রাজপুত্রের মতো সাহসী, এমন তিন জনকে চিনি। তাদেরকেও সাথে নেয়া যাবে।'

একত্রিশ

একে একে নিজের পরনের চামড়ার ভেস্ট, উর্দি আর স্যান্ডেল খুলে ফেলল রাজপুত্র, মাথার পরে থাকা উষ্ণীষও বাদ পড়ল না। রাতের মিশনটার জন্য সারা গায়ে কয়লা মাখতে হবে, অস্ত্র হিসেবে সাথে নেয়া যাবে শুধু একটা ড্যাগার। রওনা দেবার আগে সেটাও এর তাঁবুর সামনে দাঁড়ালো ও।

সাপুড়ে হলদে রঙের একটা তরল জ্বাল দিচ্ছে, আর লোটাস জ্বাল দিচ্ছে লালচে তরল।

'নতুন আরেক প্রজাতির সাপ ধরেছি, বুঝলে রামেসিস। আমার মাদুরের নিচে নিজে থেকে এসে বসে ছিল! দেবতারা মুখ তুলে তাকিয়েছে! নুবিয়া আমার কাছে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে।' আরও অনেকক্ষণ হয়তো কথা বলে যেত, কিন্তু রামেসিসের কয়লা মাখা চেহারা দেখে থমকে গেল। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'বিদ্রোহীদের ক্যাম্প রেকি করতে।'

'পরিকল্পনা আছে কোনও?'

'সোজা দক্ষিণে রওনা দিব।'

'সাবধানে থেকো।'

'নিজের ভাগ্যের উপর আমার ভরসা আছে।'

নড করল সেটাও। 'যাবার আগে লোটাসের জ্বাল দেয়া পানীয়টা পান করে যাও। নতুন একধরনের পানীয় বানিয়েছে মেয়েটা।'

লালচে তরলটায় কেমন যেন ফলের মতো স্বাদ, মজা পেল রামেসিস। এক কাপের জায়গায় তিন কাপ পান করল।

'আমার মতে,' ঘোষণা দিল যেন সেটাও। 'তোমার কাজটা বোকামী হচ্ছে।'

'কর্তব্য পালন করছি শুধু।' প্রতিবাদ করার প্রয়াস পেল রামেসিস।

'বড় বড় বুলি ছেঁড়ো না! নিজের যোগ্যতা দেখাবার জন্য অহেতুক ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি।'

'না। আমি...'

'কী হলো? ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ, আছি...'

'বসে বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ।'

'সময় নেই। যেতে হবে...'

'শরীরের এই অবস্থায়?'

'আমি ঠিক আছি, একটু...' বলতে বলতে সেটাও এর বাড়ানো দুই হাতের মাঝে ঢলে পড়ল রামেসিস। নলখাগড়ার একটা মাদুরে আলতো করে ওকে শুইয়ে দিল সাপুড়ে। ফারাও আসবেন, আগে থেকেই জানা ছিল। তবুও সেটি'র উপস্থিতিতে প্রভাবিত না হয়ে পারল না।

'ধন্যবাদ, সেটাও।'

'লোটাস বলছে, পানীয়টা পান করায় রামেসিসের কোনও ক্ষতি হবে না। সকাল হতেই জ্ঞান ফিরে আসবে। মিশন নিয়ে চিন্তা করবেন না। মেয়েটাকে নিয়ে আমিই যাচ্ছি। এই এলাকা সে হাতের তালুর মতোই চেনে।'

'তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কী করতে পারি?'

'কোনও কিছুর দরকার নেই। আমি শুধু আপনার ছেলেকে নিরাপদে রাখতে চাই।'

কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন সেটি। মনে মনে গর্ব অনুভব করল সেটাও।

ক'জন মানুষ ফারাও-এর মুখ থেকে 'ধন্যবাদ' শব্দটা শুনতে পারে?

তাঁবুতে সূর্যের আলো উঁকি দিলে ঘুম ভাঙল রামেসিসের। প্রথম কয়েকটা মিনিট আচ্ছন্নভাবেই কাটলো। এরপর পুরোপুরি জেগে উঠল ও, বুঝত পারল বন্ধু আর তার প্রেমিকা মিলে ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে!

রাগে প্রায় পাগল হয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো রামেসিস, বাইরে এসেই দেখতে পেল সেটাওকে। সাপুড়ে চারজানু হয়ে বসে শুকনো মাছ চাবাচ্ছে।

'আরে আরে, কী অবস্থা! আরেকটু হলেই তো গলায় আটকে মরতে বসেছিলাম।'

'কালকে আমাকে ওষুধ খাইয়েছ তোমরা। আমার একটা মিশন ছিল, তোমরা তাতে নাক গলিয়েছ।'

'সেজন্য গিয়ে লোটাসকে ধন্যবাদ দিয়ে এসো। গতরাতে মেয়েটা বিদ্রোহীদের প্রধান ক্যাম্প খুঁজে বের করেছে।'

'কিন্তু লোটাস নিজেও তো নুবিয়ান!'

'আসার পথে যে গ্রামটা পড়েছিল, ওটা লোটাসের গ্রাম। আর কিছু বলার দরকার আছে?'

'মেয়েটা আবার বিশ্বাসঘতকতা করবে না তো?'

'বুড়ো হচ্ছো নাকি? মাথা কাজ করছে না? নাহ, ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বিদ্রোহীরা ওদের গোত্রের শত্রু। এখন যাও, নিজেকে একটু পরিষ্কার করে কিছু খেয়ে নাও। ফারাও তোমার অপেক্ষায় আছেন।'

লোটাসের দেখানো দিকে অগ্রসর হলো মিশরীয় বাহিনী, একদম সামনে সামনে হাতির পিঠে চড়ে চলছে রামেসিস। প্রথম ঘণ্টা দুয়েক হেলতে দুলতে এগোল প্রাণীটা। এরপর আস্তে আস্তে সতর্ক হয়ে এলো। চলতে চলতেই হঠাৎ লম্বা শুঁড়টা দিয়ে টেনে বের করে আনল তাল গাছের মাথায় লুকিয়ে থাকা এক নুবিয়ানকে। গাছের সাথে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলল!

নুবিয়ান সেনাদলকে সাবধান করে দেয়ার সুযোগ পায়নি তো লোকটা? পেছনের দিকে তাকালো রামেসিস, ফারাও-এর আদেশ কী তা জানতে চাইছে। এগোবার নির্দেশ পেয়েই সামনে অগ্রসর হলো।

অল্প কিছুদূর এগোতে না এগোতেই নুবিয়ানদের সামনা সামনি হলো রামেসিস। রাতের অন্ধকারের মতোই কালো মানুষগুলো, প্রথা অনুসারে গালে ক্ষতের দাগ আর কানে সোনালি দুল ঝুলছে। মাথার সামনের দিকটা কামানো, অবশিষ্ট চুলের মাঝখানে গেঁথে রাখা পাখির পালক। সৈন্যরা দাগওয়ালা ফারের নেংটি পড়ে আছে, আর নেতাদেরকে আলাদা করে বোঝাচ্ছে তাদের পরনের উজ্জ্বল লাল স্যাশ।

আত্মসমর্পন করার সুযোগ দেবে, সেই সময়টাও পেল না রামেসিস। হাতির পিঠে চড়া রাজপুত্রকে দেখামাত্র তীর ছুঁড়তে শুরু করল যোদ্ধারা। আর এখানেই করল ভুলটা। চমকে উঠে তাড়াহুড়ো করায়, ছড়িয়ে পড়ল দলটা। সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসতে থাকা বিশাল মিশরীয় বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারল না। শুরু হবার মাত্র কয়েক মিনিটের মাঝে শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ। সেটি'র নির্দেশ পেয়ে থামল সৈন্যরা। বন্দিদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে সরিয়ে নিয়ে গেল।

তবে হাতিটার যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। সবচেয়ে বড় কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে গেল ওটা। শুঁড় দিয়ে সরিয়ে ফেলল ছাদ, পায়ের আঘাতে গুঁড়িয়ে দিল দেয়াল। দু'জন নুবিয়ানকে দেখা গেল ভেতরে। একজনের কাঁধে উজ্জ্বল লাল স্যাশ। অন্যজন খাটো, খড়ের একটা বাস্কেটের পেছনে আত্মগোপন করে আছে। হাতিটার হাবভাব দেখে রামেসিস বুঝতে পারল, এই খাটো লোকটাই বর্শা ছুঁড়ে প্রাণীটাকে আহত করেছিল। কাল বিলম্ব না করে শুঁড় দিয়ে লোকটাকে পেঁচিয়ে ধরল হাতি। ছটফট করে ছাড়া পাবার বৃথা চেষ্টা করল নুবিয়ান। এরপর লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিল ওটা, নুবিয়ান দৌড়ে পালাবার আগেই পা দিয়ে মাথাটা গুঁড়িয়ে দিল।

জীবিত নুবিয়ানের দিকে মনোযোগ দিল রামেসিস। 'আপনিই কী এদের নেতা?'

'হ্যাঁ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, কমবয়সী একটা ছেলের হাতে পরাজিত হতে হবে...তাও এভাবে...এমনটা কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।'

'সমস্ত প্রশংসা ফারাও-এর প্রাপ্য।'

'আহ, রাজা তাহলে স্বশরীরে এসেছে...এজন্যই মনে হয় ওঝা বলছিল যে, আমাদের জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'এই বিদ্রোহে জড়িত অন্য গোত্ররা কোথায় লুকিয়ে আছে?'

'আমি দেখিয়ে দিতে পারি। চাইলে নিজে প্রত্যেককে আত্মসমর্পণও করতে বলব। কিন্তু ফারাও কি বিনিময়ে ওদের প্রাণ ভিক্ষা দেবেন?'

'এই সিদ্ধান্ত নেবার মালিক একমাত্র ফারাও-ই।'

গতিতে যেন ঝড়কেও হার মানাবেন সেটি! সেদিনই আরও দুটো বিদ্রোহী ক্যাম্পে হানা দিলেন তিনি। বন্দি চীফের কথায় কোনও ক্যাম্পের প্রধানই কান দিল না। প্রথম যুদ্ধের মতো, এই দুই ক্ষেত্রেও শুরু না হতেই শেষ হয়ে গেল লড়াই।

পর দিন সকালে, অন্যান্য বিদ্রোহীরাও আত্মসমর্পণ করল। ফারাও এবং তার ভয়ংকর পুত্রের গল্প এরইমাঝে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ছেলেটা নাকি এমন এক হাতিকে বশ মানিয়েছে, যার কাজই হচ্ছে পায়ের নিচে ফেলে নুবিয়ানদের পিশে মারা।

মোট ছয়শ জনকে বন্দি করলেন সেটি। সেই সঙ্গে আরও চুয়ান্ন জন কিশোর, ছেষট্টি জন কিশোরী আর আটচল্লিশ জন ছোট ছোট বাচ্চাকেও সাথে নেয়া হলে। মিশরীয় আদব কায়দা শিখিয়ে আবার এদের সবাইকে ফেরত পাঠানো হবে। ভবিষ্যতে, এই দুই জাতির মাঝে শান্তির সেতু হিসেবে কাজ করবে এরা।

অল্প ক'দিনেই নুবিয়াকে ভালবেসে ফেলেছে রামেসিস। একবার তো ভেবেছিল, পিতাকে বলে ভাইসরয় হিসেবে থেকে যাবে কি না! দায়িত্বটা যে ভালোভাবে সামলাতে পারবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই ওর। কিন্তু সেটিকে দেখা মাত্র যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছিল তা হাওয়া হয়ে গেল। তিনি রামেসিসকে জানালেন, বর্তমান ভাইসরয়কেই পুনর্বহাল করা হচ্ছে, তবে বলে দেয়া হয়েছে–উল্টো পাল্টা কিছু যদি আবার এখানে ঘটে, তাহলে সাথে সাথে ডেকে পাঠানো হবে।

রামেসিসের গালে শুঁড় বুলিয়ে আদর করে দিল হাতিটা। সৈন্যরা রাজপুত্রকে খুব করে ধরেছিল, সে যেন এই বিশাল প্রাণীটাকে নিয়ে যায়। কিন্তু মানা করে দিয়েছে ও। বন্দীদশা যে হাতিটার সহ্য হবে না, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। এদিকে পশুটাও যে রামেসিসকে ভালবেসে ফেলেছে। গালে শুঁড় দিয়ে যেন নিজের সাথে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল ওটা। কিন্তু তা কী আর হয়!

কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রামেসিস। নুবিয়ায় পা রেখে এমন এক মিত্র পাবে, তা কল্পনাও করেনি কখনও। যেতে পারলে ভালোই হতো। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তাই ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করল সে।

ফেরার পথে আচমকা গোঙানির আওয়াজ শুনে থমকে গেল রাজপুত্র। রাস্তার পাশের এক ঝোপ থেকে আসছে আওয়াজটা। ভুল করে কোনও আহত সৈনিককে রেখে যাচ্ছে না তো ওরা?

ঝোপের ভেতরে উঁকি দিয়ে এক ভয়ার্ত সিংহের বাচ্চা দেখতে পেল ও। শাবকটার ডান পা ফুলে আছে, তাছাড়া গোঙানি শুনে মনে হচ্ছে জ্বরে ভুগছে ওটা। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল রামেসিস, টের পেল অনিয়মিত ছন্দে চলছে ওটার হৃদয়। চিকিৎসা না পেলে হয়তো মারাই যাবে।

কপাল ভালো, সেটাও এখনও ওদেরকে ছেড়ে যায়নি। শাবকটাকে তাই সাপুড়ের কাছে নিয়ে এলো ও।

'সাপে কেটেছে।' ভালভাবে দেখে বলল সেটাও।

'সুস্থ হবে?'

'সম্ভাবনা কম। ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে, কোবরার ছোবল খেয়েছে। এতক্ষণ যে বেঁচে আছে, তাই বেশি। বিশেষ ধরনের শাবক এটা।'

'বিশেষ বলতে।'

'থাবা গুলো দেখ। সচরাচর আকৃতির দ্বিগুণ। বেঁচে থাকলে ছোটখাট একটা দানবের আকৃতি পেত শাবকটা।'

'বাঁচাবার চেষ্টা করা যায় না।'

'কপাল ভালো শীত চলছে। কোবরার বিষ এই সময় ততটা ভালো কাজ করে না।'

মরুভূমি থেকে কিছু গাছ গাছড়া এনে তেল আর ওয়াইনের সাথে মেশালো সেটাও। এরপর সেটা মাখিয়ে দিল ক্ষতে। বাচ্চাটার রক্ত চলাচল বাড়াবার জন্য একটু ঘষেও দিল।

ফেরার পথে, পুরোটা সময় শাবকটার শুশ্রূষা করে কাটালো রামেসিস। যখন যখন দরকার হয়, ওষুধ মিশ্রিত পট্টি পরিবর্তন করে দিল। মায়ের দুধ পায়নি বলে এখনও দুর্বল বাচ্চাটা। কিন্তু রামেসিস আদর করলে ঠিক আনন্দে গরগর করে ওঠে।

'তুমি বাঁচবে,' ওয়াদা করল রামেসিস। 'আমরা খুব ভালো বন্ধু হব ভবিষ্যতে।'

বত্রিশ

প্রথম প্রথম, সন্দেহের চোখে তাকিয়ে ছিল প্রহরী। এরপর একটু একটু করে কাছে এগিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল সামলাতে না পেরে শুকেই বসল সিংহ শাবকটাকে। দুর্বল হলেও, খেলতে আগ্রহী শাবকটা। লাফিয়ে পড়ল প্রহরীর উপর। সাথে সাথে কুঁই কুঁই করতে করতে পালিয়ে বাঁচল যেন কুকুরটা।

ঘাড় ধরে বাচ্চাটাকে তুলে নিল রামেসিস, কড়া ভাষায় ভদ্রতা সম্পর্কে শেখালো। কান খাড়া করে সব শুনল ওটা। বকাবকি শেষ করে কুকুরটার দিকে নজর দিল সে। আরেকবার চেষ্টা করল দুই প্রাণীর মাঝে বন্ধুত্ব করাবার। সেটাও বাচ্চাটার নাম দিয়েছিল যোদ্ধা। সেই সাথে অবাক হয়ে বলেছিল...প্রথমে একটা বিশাল হাতি, তারপর এই বিশাল সিংহ শাবক। রামেসিস কী বিশাল বিশাল চিন্তা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না! যাই হোক, কিছুক্ষণের মাঝেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল যোদ্ধা আর প্রহরীর।

রামেসিসের বিভিন্ন অর্জনের কথা আজকাল বেশ জোরোসোরে বলাবলি হচ্ছে। যে মানুষটা এক হাতি আর এক সিংহকে পোষ পানাতে পারে, সে সাধারণ কোনও মানুষ হতে পারে না। গর্বিত ইসেট উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদিকে শানার আরও মুষড়ে পড়েছে। মানুষজন এত বোকা হয় কীভাবে! রামেসিসের ভাগ্য ভালো ছিল, এছাড়া আর কিছু নয়। অতি দ্রুত সিংহটা ওকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে।

তবে মনের ভাব মনে রেখে, সামনা সামনি ভালো ব্যবহার করতে পারাটা যেন শানার মায়ের পেট থেকেই শিখে এসেছে। পরে ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন করে আসা অভিযান উদযাপনের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছোট ভাইকে এক পাশে নিয়ে গেল যুবরাজ। একান্তে কিছু কথা বলতে চায় বলে উৎসবের পর দেখা করার অনুরোধ জানাল।

সবাই চলে গেলে, শানারের অফিসে দেখা করল দুই ভাই। নতুন করে অফিসটাকে সাজানো হয়েছে। সুন্দর দেখাচ্ছে ঘরটাকে।

'দারুণ হয়েছে না? সুন্দর পরিবেশে কাজ করার বাড়তি একটা আগ্রহ পাই আমি। কিছু নেবে? ওয়াইন?'

'নাহ, ধন্যবাদ। এসব আনুষ্ঠানিকতা পালন করার উৎসব আমাকে হাঁপিয়ে তোলে।'

'আমারও খুব একটা ভালো লাগে না, কিন্তু কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতে হবে। দেশের জন্য জান বাজি রাখা সৈন্যদের এটা প্রাপ্য। নুবিয়ার কথা আর কী বলব, পুরো দল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ কাজ দেখিয়েছে।'

আগের চাইতে ওজন বেড়েছে শানারের।

'ফারাও খুব দক্ষতার সাথে অভিযান পরিচালনা করেছেন।'

'অবশ্যই...কিন্তু হাতির পিঠে তোমাকে দেখেও মনে হয় নুবিয়ানরা কম ভয় পায়নি। জায়গাটা শুনলাম তোমার পছন্দ হয়েছে।'

'হ্যাঁ। আমি ফিরে যেতে চাই।'

'ওখানকার ভাইসরয়ের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?'

'একেবারে অকর্মণ্য একটা মানুষ।'

'ফারাও কিন্তু তাকে পদচ্যুত করেননি।'

'সেটি জানেন, তিনি কী করছেন।'

'কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে দিন দিন। বেশি দিন আর এই ভাইসরয় ক্ষমতায় থাকতে পারবে না।'

'হতে পারে।'

'খোলাসা করেই বলি। নুবিয়ায় যদি আসলেই থাকতে চাও, তাহলে ভাইসরয় হিসেবেই যাও না কেন? তুমি চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি।'

ব্যাপারটা রামেসিস ভেবে দেখেনি। শানার ওর অস্বস্তিটা আঁচ করতে পারল।

'এখন তো তোমার ওই পদটার প্রতি দাবী জন্মে গিয়েছে। তোমাকে দেখেই বিদ্রোহীরা আর অস্ত্র হাতে নেবার সাহস পাবে না। নিজের পছন্দের জায়গায় থেকে, পছন্দের কাজ করে দেশকে সহয়তা করার সুযোগ পাচ্ছ।'

অবাক হয়ে গেল রামেসিস। খোলা পরিবেশে কুকুর, সিংহকে নিয়ে থাকতে পারবে ও। আর নুবিয়ার অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা নাহয় বাদই দিল।

'ঠাট্টা করছ!' অবশেষে বলল ও।

'ফারাও তোমাকে যুদ্ধের ময়দানে দেখেছেন। আমার কথা আশা করি শুনবেন।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়।'

ছোট ভাইয়ের সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার প্রশংসা করল শানার। ভাবছে, নুবিয়ায় পাঠিয়ে দিলে বেয়াদবটা আর ঝামেলা পাকাতে পারবে না।

বিরক্ত হয়ে গিয়েছে আহসা। প্রথম কয়েক সপ্তাহ কাজ করার পর, একঘেয়েমি পেয়ে বসেছে ওকে। অফিসে বসে থাকার মাঝে আনন্দ নেই, আনন্দ আছে মাঠ পর্যায়ের

কাজে। নতুন নতুন মানুষের সাথে সম্পর্ক করা, তাদের সাথে কথা বলা, তাদের ভেতর থেকে সত্যটাকে বের করে আনা-এগুলোই উপভোগ করে সে।

তবে মেমফিসে এখনও কিছু কাজ শেষ করা দরকার। নিজের কর্মজীবনকে আগে বাড়াতে যা যা দরকার হয়, করতে রাজি আছে আহসা। আর তাই এখানে কান পেতে, ওখানে ঘুষ দিয়ে নানা গোপন তথ্য জানতে পেরেছে সে।

শানারও ওর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে সন্তুষ্ট। আহসার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো আবার নিজেও যাচাই করে দেখে শানার। নুবিয়া থেকে ফিরে আসার পর, সেটি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খুব দ্রুতই যে শানারকে রাজপ্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, তা জানে সবাই। এ নিয়ে নানা কথা বলাবলিও হয় সভায়।

কিন্তু শানার চালাকি করে এসব কথা কানে এলেই তা উড়িয়ে যায়। উল্টো বলে, সেটি তার জ্ঞান আর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে যখন ওকে নির্দেশ নেবেন, কেবল তখনই নিজেকে এই কঠিন দায়িত্বের যোগ্য বলে মনে করবে।

বুকে ঠাণ্ডা লেগে কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকার পর, কাজে যোগ দিয়েছে আজ আহমেনি। এসেই রামেসিসকে নকল কালির পিণ্ডের ব্যাপারে অনুসন্ধানটার অগ্রগতি জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কঠোর পরিশ্রম করার ছাপ এখনই পড়তে শুরু করেছে ছেলেটার চোখে মুখে। বার বার ক্ষমা চাইছে সে, যেন কয়েকদিন ছুটি নেবার মতো গর্হিত অপরাধ আর কিছু হয় না!

'সবগুলো আস্তাকুঁড় ঘেঁটে প্রমাণ পেয়েছি।'

'কোর্টে টিকবে?' জানতে চাইল রামেসিস।

'বেলে পাথরের দুটো ভাঙ্গা টুকরা, একটা আরেকটার সাথে ভালোভাবে জোড়া লেগে যায়। একটায় আমরা যে ফ্যাক্টরির খোঁজ নিচ্ছি, তার ঠিকানা লেখা। অন্যটায় লেখা মালিকের নাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঠিক পড়া যাচ্ছে না নামটা। তবে শেষে 'র' আছে। তোমার ভাই ছাড়া আর কে হবে?'

নুবিয়ায় পৌঁছাবার পর, এসবের কথা ভুলেই গিয়েছিল রামেসিস।

'খুব ভালো আহমেনি, কিন্তু এত অল্প প্রমাণে কোনও বিচারক ওকে অভিযুক্ত করবেন না।'

মাথা নামিয়ে ফেলল বেচারা। 'আমিও সেই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। একটু চেষ্টাও কি করে দেখা যায় না?'

'যায়, কিন্তু লাভ নেই যে।'

'দরকার হলে আরও প্রমাণ জোগাড় করব।'

'সম্ভব?'

'শানারকে নিজের বন্ধু বলে ধরে নিও না। সে চায় তোমাকে মেমফিস থেকে সরিয়ে দিতে, যেন তুমি আর কোনও ঝামেলায় ওকে জড়াতে না পার।'

'আমি তা জানি, আহমেনি। কিন্তু নুবিয়া যে আমাকে বিমোহিত করে রেখেছে। একবার আমার সাথে এসে দেখ, জায়গাটা কত সুন্দর।'

উত্তর দিল না রাজপুত্রের সহকারী। শানারের অপরাধ কীভাবে ফাঁস করে দেবে, তা নিয়ে চিন্তা মগ্ন।

পুলের পাশে বসে আছে ডোলোরা। সাধারনত, বিকালটা সে এখানেই কাটায়। এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়ে চামড়ার যত্ন আর শরীর দলাই-মালাই করানো নিয়ে। সারীর পদোন্নতির পর থেকে, ওকে কুটোটা পর্যন্ত নাড়তে হয় না। সারাদিন রূপ চর্চা করতেই যায়। রাজকন্যা হওয়ায়, সমাজের উঁচু শ্রেণীতে ওর অবাধ বিচরণ। সবধরনের গুজব আর খবরাখবর কানে আসে ডোলোরার।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাই খুব দুশ্চিন্তা করছে সে। শানারের কাছের মানুষজন ওকে এড়িয়ে চলছে। ব্যাপারটা রামেসিসকে না জানাবার আগে শান্তি পাচ্ছে না ডোলোরা।

'যেহেতু ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছ,' বলল মেয়েটি। 'এখন তো শানার তোমার কথা শুনবে।'

'আমাকে কী করতে বলো।'

'দেখ, রাজপ্রতিনিধি হলে ক্ষমতা হাতের মুঠোয় পাবে শানার। এখনই ও আমাকে ঠেলে সমাজের এক কোনায় এনে রেখেছে। কদিন পর দেখা যাবে, আমি পরিণত হয়েছি প্রাদেশিক এক গৃহ বধুতে!

'এ ব্যাপারে আমার করার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

'শানারকে মনে করিয়ে দাও, আমি বেঁচে আছি। লোকজনের কাছে গুরুত্বও খুব একটা কম না। আমি ভবিষ্যতে ওর কাজে আসতে পারি।'

'হেসেই উড়িয়ে দিবে। শানারের ধারণা, আমি নুবিয়ার ভাইসরয় হয়ে ওর পথে থেকে সরে যাব।'

'তাহলে এই মিটমাট লোক দেখানো? নুবিয়ার মতো একটা জায়গায় যেতে চাও তুমি?'

'জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে।'

লাফ দিয়ে উঠল ডোলোরা। 'বাধা দাও, শানারকে এটা করতে দিও না! আমরা যদি এক হই, সহজেই শানারকে লাইনে আনতে পারব। নিজ পরিবারকে আবর্জনা মনে করার শাস্তি দিতে পারব।'

'দুঃখিত, বোন আমার। এসব ষড়যন্ত্রের মাঝে আমি নেই।'

'রামেসিস, আমাকে পরিত্যাগ করো না।'

'আমার মনে হয়, নিজের খেয়াল তুমি নিজেই রাখতে সক্ষম, ডোলোরা।'

দেবী হাথরের মন্দিরে নিরবতা নেমে এসেছে। যাজিকারা গান শেষ করেছেন, রানি টুইয়া পরিচালনা করেছেন সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা। এখন তিনি ধ্যান করছেন। মিশরের ব্যাপারে প্রায়শই স্বামীর সাথে আলোচনা হয় তার। শানারের ব্যাপারেও হয়েছে। বড় ছেলের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা নিয়ে সন্দিহান তিনি। সেটি তার সেই সন্দেহের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। রামেসিসকে যে কে বা কারা খুন করতে চেয়েছিল, তা ফারাও-এর অজানা নেই। দু'জনের মনেই যে এক সন্দেহ খেলা করছে, তা উচ্চারণ না করেও একে অন্যকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্ষমতার লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে! যাই হোক একসাথে বসে দুই পুত্রের ভালো আর মন্দ দিকগুলো আলোচনা করে নিয়েছেন তারা।

যুক্তি দিয়ে চলতে পছন্দ করে সেটি, কিন্তু শুধু যুক্তিই সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য যথেষ্ট নয়। সিয়া, অন্তরাত্মার ফিসফিসানি, যেটা কি না আসলে দেবতাদের পক্ষ থেকে ফারাও-এর জন্য বার্তা, সেটিকে সাহায্য করবে।

রামেসিসের ব্যক্তিগত বাগানে প্রবেশ করা মাত্র অসাধারণ এক বস্তু দেখতে পেল আহমেনি-অ্যাকাসিয়ার কাঠ দিয়ে বানানো একটা খাট! অধিকাংশ দেশবাসী মাদুরে শুয়েই রাত কাটিয়ে দেয়। এধরনের আসবাবের তাই দাম অনেক।

অবাক হয়ে তরুণ লিপিকার রাজপুত্রকে ঘুম থেকে তুলতে চলে গেল।

'খাট? অসম্ভব।'

'নিজের চোখেই দেখ, যে বানিয়েছে, সে দারুণ কাজ করেছে!'

দেখে একমত হলো রাজপুত্রও।

'ভেতরে নিয়ে আসব?' জানতে চাইল আহমেনি।

'আপাতত ওখানেই থাকুক। কড়া নজর রেখ।'

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ইসেটের বাবার বাড়িতে চলে গেল রামেসিস। কিছুক্ষণ ওকে অপেক্ষা করিয়ে তার পর দেখা দিল মেয়েটি।

'আমি তৈরি।' হাসতে হাসতে বলল।

'ইসেট...খাটটা তাহলে তোমার পাঠানো?'

'আর কার এত সাহস আছে শুনি?'

'খাট উপহার দেয়াটা' মিশরে বিশেষ অর্থ বহন করে। রামেসিসের এখন মেয়েটাকে আরও সুন্দর, আর দামী উপহার দিতে হবে। এমন উপহার যা দীর্ঘ দিন টিকে থাকবে। এতে করে সমাজকে জানানো হবে, একে অন্যকে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তারা।

'আমার উপহার গ্রহণ করছ?'

'বাইরে রেখে এসেছি।'

'অপমান, অপমান!' দুষ্টামির ছলে বলল মেয়েটি। 'ভবিতব্যকে অস্বীকার করে লাভ কী?'

'আমার স্বাধীনতা চাই।'

'বিশ্বাস করি না।'

'নুবিয়াতে থাকতে কেমন লাগবে?'

'নুবিয়ায়! অসম্ভব।'

'আমাকে সম্ভবত সেখানেই পাঠানো হবে।'

'না করে দাও!'

'সম্ভব না।'

এতক্ষণ রামেসিসকে আঁকড়ে ধরে ছিল ইসেট, এখন ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল।

ফারাও অতি সত্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কাকে কী দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে তা ঘোষণা করবেন। রামেসিসও ঘোষণা কক্ষে উপস্থিত। কমবয়সীদের একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। অভিজ্ঞরা অবশ্য শান্তই আছেন। এই দিনটির আগের কয়েকটা সপ্তাহে, সবাই কাজ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আচমকা সবাই সেটি'র সব সিদ্ধান্তের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

যখন এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত লিপিকাররা ফারাও-এর সিদ্ধান্ত পড়ে শোনাতে শুরু করল, এতক্ষণ যে হালকা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল তাও বন্ধ হয়ে এলো। আগের রাতেই শানারের সাথে রাতের খাবার খেয়েছে বলে, কপালে কী আছে তা জানে রামেসিস।

আগ্রহ নিয়ে তাই অন্যদের দিকে তাকিয়ে আছে ও। দেখল উপস্থিত প্রায় সবার চেহারায় খেলা করছে আশা, পরক্ষণেই হয় হতাশা নয়তো আনন্দ। যেটাই হোক না কেন, ফারাও-এর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখাল সবাই।

নুবিয়ার সময় এলো যখন, একধরনের নিরাসক্তি নিয়ে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল রামেসিস। গত অভিযানের ঘটনা আর শানারের গোপন প্রচেষ্টার ফল হিসেবে যে ভাইসরয়ের পদটা ও পেতে যাচ্ছে, তা তো নিশ্চিত।

তাই বর্তমান ভাইসরয়কে যখন বহাল রাখা হলো, বিস্ময়ের ধাক্কায় কেঁপে উঠল রাজপুত্র।

তেত্রিশ

ইসেটের আনন্দ বাঁধ মানতে চাইছে না। শানার অনেক চেষ্টা করেও রামেসিসকে নুবিয়ার ভাইসরয় বানাতে পারেনি। এর অর্থ, প্রেমিককে মেমফিসেই থাকতে হবে। বিয়ের জালে আটকাবার এই শেষ সুযোগ, আর সেই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ও।

ইসেটের বাবা-মা অবশ্য শানারকে যোগ্যতর পাত্র বলে মনে করেন। কিন্তু সে নিজে রামেসিসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। নুবিয়া থেকে ফেরার পর রাজপুত্রের রূপ আর আকর্ষণ যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ওকে বিয়ে করা থেকে কেউ ইসেটকে ফেরাতে পারবে না।

আনুষ্ঠানিকভাবে পদ ঘোষণার কয়েকদিন পর, রাজপুত্রকে দেখতে গেল মেয়েটি। সাথে সাথে গেলে আবার ব্যাপারটা খারাপ দেখাত। এ কয়দিনে নিশ্চয় অতৃপ্তির কষ্টটা অনেক কমে এসেছে! নিজের সুন্দর দেহটা দিয়ে রামেসিসকে সব ভুলিয়ে রাখতে চায় সে।

আহমেনি, যাকে সে একদম সহ্যই করতে পারে না, ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলো। এই ছোটখাট প্রাণীটার উপরে রামেসিস এতটা ভরসা করে কেন? আগে হোক পরে হোক, রাজপুত্রের কাছ থেকে একে ভাগাবেই ভাগাবে-সিদ্ধান্ত নিল ইসেট।

'তোমার মনিবকে বলো, আমি এসেছি।'

'দুঃখিত, রাজপুত্র বাড়িতে নেই।'

'কোথায় গিয়েছে?'

'জানা নেই।'

'কখন আসবে?'

'তাও জানা নেই।'

'আমাকে বোকা বানাচ্ছ?'

'সেই সাহস আমার নেই।'

'তাহলে যা জান, তাই বলো। কখন বেরিয়েছে?'

'গতকাল সকালে ফারাও এসে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন।'

বরাবরের মতোই 'দ্য ভ্যালি অফ কিং'স' নামে খ্যাত জায়গাটায় রাজত্ব করছে নীরবতা। জ্ঞানীরা এই এলাকাকে আদর করে ডাকেন 'আমাদের তৃণভূমি'। ধারণা করা হয়, ফারাওদের পুনরায় জন্ম নেয়া আত্মাদের জন্য এই জায়গাটা স্বর্গ। থিবসে জাহাজ থেকে নামার পর, প্রশস্ত একটা রাস্তা ধরে এই পবিত্র জায়গায় এসেছেন ফারাও ও তার পুত্র। দু পাশে উঁচু পাহাড়ের সারি, জায়গাটা পাহাড়ের মাঝখানে। শীর্ষের আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মতো। নীরবতার দেবী বাস করেন ওখানে।

কী ঘটে, তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রামেসিস।

পিতা ওকে কেন এই পবিত্র স্থানে নিয়ে এসেছেন, তা আঁচ করতে পারছে না। এখানে তো শুধু বর্তমান ফারাও এবং তার চির শান্তির আবাস নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের আসার অনুমতি আছে! সমাধিগুলোতে প্রচুর ধন সম্পদ আছে বলে, ওগুলো প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত করা হয়েছে তীরন্দাজ। কোনও রকম পূর্ব ঘোষণা বা সতর্ক করে দেয়া ছাড়াই অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া আছে তাদের।

সেটি'র পাশেই আছে বলে নিশ্চিন্তে আছে রামেসিস, তবে এখানে আসার চাইতে একা দশ জন নুবিয়ানকে সামলানোও সহজ বলে মনে হচ্ছে ওর। এখানে ওর শক্তি-সামর্থ্য বিন্দু মাত্র কাজে আসবে না। নিজেকে বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হলো রামেসিসের।

নজরে প্রাণের কোনও চিহ্নই পড়ছে না। একটা ঘাস নেই, নেই কোনও পাখি বা পোকা মাকড়...এই উপত্যকা যেন পণ করেছে, জীবিত কাউকে রাখবে না। মৃত্যুর জয় দেখতে পাচ্ছে রাজপুত্র।

প্রশস্ত রাস্তাটা আস্তে আস্তে সরু হয়ে এলো, সামনেই দেখা গেল পাথর কেটে বানানো একটা দরজা। দুপাশে দু'জন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। রথ থামিয়ে নেমে পড়লেন সেটি, তাকে অনুসরণ করল রামেসিস। ফারাওকে দেখে বাউ করল যোদ্ধারা। দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সাথে সাথে যেন দম বন্ধ হয়ে এলো রামেসিসের।

উপত্যকাটা আসলে উত্তপ্ত কোনও পাত্র, দুই পাশে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতগাত্র। আর ঢাকনার জায়গায় নীল আকাশ। ভয়টা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হতে বেশি সময় নিল না। মনে হলো অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুর সংস্পর্শে এসে উপস্থিত হয়েছে। এমন কিছু যা ধ্বংস করে না, পুষ্টি যোগায়।

পুত্রকে পথ দেখিয়ে একটা পাথুরে তোরণের দিকে নিয়ে গেলেন সেটি। সিডার কাঠ দিয়ে বানানো দরজাটা আলতো স্পর্শে সরিয়ে দিলেন। উঁচু সিঁড়ি বেয়ে একটা

ছোট ঘরে এসে থামলেন তিনি। ওটার ঠিক মাঝখানে একটা সার্কোফ্যাগাস, উঁচু বেদীতে শোভা পাচ্ছে। একটা মশাল জ্বালালেন সেটি, সাথে সাথে রামেসিসের নজরে পড়লে দেয়ালচিত্রগুলো। সোনালী, লাল, নীল আর কালো রঙ ব্যবহার করে কী দারুণ সব ছবি আঁকা হয়েছে! অ্যাপোফিস দানবের ছবির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। প্রতিদিন এই দানবকে হার মানান রা, নইলে সৃষ্টি জগতকে গিলে খাবে সে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুর‍্যালের সামনেও। এক সুদর্শন, ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত ফারাওকে দেখা যাচ্ছে ওখানে। তার একপাশে হোরাল, আরেকপাশে আনুবিস। দেবী মা'ত তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন স্বর্গে প্রবেশ করার জন্য। ছোট ছোট আরও অনেক বিষয় ছবিটায় তুলে ধরে হয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেল রামেসিস। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কেও কিছু একটা লেখা ছিল, কিন্তু সেটি ডাক দেয়ায় পড়তে পারল না সে। সার্কোফ্যাগাসের সামনে ওকে শুয়ে পড়তে বললেন ফারাও।

'এখানে যে রাজা শুয়ে আছেন, তার নামে তোমার নাম রাখা হয়েছে। তিনি আমাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বহু বছর দেশকে সেবা দেয়ার পর অবসর নিয়েছিলেন তিনি। এর কিছুদিন পরেই হোরেমহেব তাকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। মাত্র দুই বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। নিজের শেষ সামর্থ্যটা ঢেলে দিয়েছেন মিশরের জন্য। তাকে সম্মান জানাও, অনুরোধ করো যেন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আমাদেরকে সহায়তা করেন।'

রামেসিসের মনে হলো সার্কোফ্যাগাস থেকে মৃত ফারাও-এর আত্মা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ওঠ, রামেসিস।' ওর পিতা আদেশ দিলেন। 'তোমার প্রথম সফর শেষ হয়েছে।'

উপত্যকাটা পিরামিড দিয়ে প্রায় ভর্তি। এদের মাঝে ফারাও জোসারেরটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সাকারা নামের আরেকটা সমাধিভূমিতে রামেসিসকে নিয়ে এসেছেন তার পিতা। এখানে শুয়ে আছেন অতীত কালের রাজারা।

উপত্যকার শেষ প্রান্তে এসে রথ থামালেন সেটি, এখান থেকে তাল গাছের বন, সবুজ মাঠ আর নীল নদ দেখা যায়। প্রায় এক মাইল ধরে, একের পর এক সমাধি নজরে পড়ল রামেসিসের। একেকটা দেড়শ ফুট লম্বা, উচ্চতায় বিশ ফুট।

একটা সমাধি দেখে অবাক না হয়ে পারল না রামেসিস। তিনশ টেরাকোটা মহিষ ঘিরে রেখেছে সমাধিটাকে, প্রত্যেকটার মাথায় সত্যিকারের শিং। এর চাইতে ভালো সুরক্ষা আর হয় না!

‘এখানে যে ফারাও শুয়ে আছেন, তার নাম জেট,’ জানালেন সেটি। ‘যার অর্থ চিরন্তণ। তার চারপাশে আছেন প্রথম রাজবংশের ফারাওরা। ওই যে এক বুনো ষাঁড়ের মুখোমুখি হয়েছিলে তুমি, মনে আছে? এখানে জন্মেছিল ওটা। সভ্যতার শুরু থেকে এখানেই বার বার জন্ম নিয়েছে ক্ষমতা।’

থমকে দাঁড়িয়ে প্রতিটা ষাঁড়ের দিকে তাকালো রামেসিস। একটার মুখের অভিব্যক্তির সাথে অন্যটার কোনও সম্পর্ক নেই। যেন একেক ষাঁড় নেতৃত্বের একেকটা দিকের প্রতিভূ। সবগুলো ষাঁড় দেখা শেষ হলে রথে ফিরে এলেন সেটি।

‘তোমার দ্বিতীয় সফর শেষ হলো।’

জাহাজে চড়ে উত্তরে এসেছে ওরা। অনেকটা পথ পারি দিয়ে ছোট একটা শহরে এসে থামল নৌ-যান। ফারাও আর তার পুত্র এসেছেন! ছোট শহরটার অধিবাসীদের যেন তা বিশ্বাস হতে চাইছিল না। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ফারাওকে এক নজর দেখার জন্য।

এখানকার ছোট একটা সমাধিমন্দির সেটি'র উদ্দিষ্ট জায়গা। ভেতরে প্রবেশ করতেই মনে হলো, একেবারে নিকষ কালো অন্ধকারের মাঝে চলে এসেছে। পাথর দিয়ে নির্মিত দুটি বেঞ্চে বসল ওরা, একে অন্যের মুখোমুখি।

‘অ্যাভারিসের নাম শুনেছ?’

‘হিকসস হানাদারদের রাজধানী?’

‘হ্যাঁ। তুমি এখন অ্যাভারিসের মাঝখানে বসে আছো।’

হতভম্ব হয়ে গেল রামেসিস। ‘আমি তো ভেবেছিলাম, জায়গাটা একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে!’

‘ঐশ্বরিক উপস্থিতিকে ধ্বংস করবে, এমন ক্ষমতা কোনও মরণশীলের আছে? এই জায়গাটা সেট এর রাজত্বে। সেট, যিনি ঝড় আর বজ্রের দেবতা। সেট, যিনি আমাকে আমার নাম দিয়েছেন।’

আতঙ্কে কেঁপে উঠল রামেসিস। মনে হচ্ছিল, মাত্র একটা স্পর্শ...বা চোখের একটা দৃষ্টি দিয়েই ওকে ধ্বংস করে ফেলতে পারবেন সেটি।

‘ভয় পাচ্ছ, ভালো। কেবল বোকারাই ভয় পাবার মতো জিনিসকে ভয় পায় না। ভয়ের ভেতর থেকেই উঠে আসে ভয়কে জয় করার শক্তিঃ এটাই সেট এর রহস্য। ফারাওকে হতে হবে সেই হাত যে পথ নির্দেশনা দেয়। আবার কখনও সখনও শাস্তি দিতেও পিছ পা হয় না। মানুষ ভালো, কিন্তু সব মানুষ সব সময় ভালো-এ কথা যে

রাজা বিশ্বাস করে, সে বোকা। দেশ আর জাতির জন্য সে কেবল ধ্বংসই বয়ে আনতে পারে। তোমার কি সেটের সামনে দাঁড়াবার মতো সাহস আছে?'

মন্দিরের ছাদ থেকে একটা টুকরা আলো ভেসে এলো, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মূর্তি দেতে পেল রামেসিস। দুটো বড় বড় কান আর একটা লম্বা নাক বিশিষ্ট অদ্ভুত মূর্তি:সেট।

উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল রামেসিস। আচমকা থমকে দাঁড়ালো, যেন কোনও অদৃশ্য দেয়ালে বাঁধা পেয়েছে। আরেকবার চেষ্টা করল এগোবার, কিন্তু পারল না। অবশেষে তৃতীয় বারের চেষ্টায় সক্ষম হলো সে। মূর্তিটার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। সরাসরি ও দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল রামেসিস। মনে হলো, আগুনের হলকা যেন ওর দেহের উপর নাচছে। ব্যথা পেলেও দাঁড়িয়ে রইল সে। কিছুতেই পিছু হটবে না, জান যায় তো যাক।

এই ওর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এই অসম লড়াইটাই গড়ে তুলবে ওর জীবন।

কতক্ষণ কেটে গেছে, বলতে পারবে না রামেসিস। হঠাৎ বজ্রপাতের আওয়াজে সম্বিত ফিরল ওর। অ্যাভারিসের উপর বৃষ্টি হচ্ছে! শিলা এসে আঘাত হানছে সমাধিমন্দিরের দেয়ালে। সেট ফিরে গিয়েছে পাতালভূমে। দেবতাদের মাঝে একমাত্র সেট নিঃসন্তান। কিন্তু ফারাও সেটি, যিনি সেট এর দুনিয়াবি উত্তরাধিকারী, নিজ পুত্রের মাঝে ক্ষমতার ছায়া দেখতে পেলেন।

'তোমার তৃতীয় সফর শেষ হয়েছে।' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

চৌত্রিশ

অপেটের ভুবনখ্যাত উৎসবে অংশ নিতে, সভাসদেরা সবাই থিবসে এসে উপস্থিত। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হওয়া এই উৎসবের সময়, ফারাও দেবতা আমনের সাথে কথোপকথন করেন। দেবতা আমন লুক্কায়িত থাকতে পছন্দ করেন। কেবল এই দিনটি বেরিয়ে এসে নিজ পুত্র এবং পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি ফারাও-এর 'কা' কে পুনরুজ্জীবিত করেন। দুই সপ্তাহ ধরে চলা এই উৎসবে অংশ নেবার জন্য এক পায়ে খাড়া সবাই।

তবে অন্য সবার ছুটি হলেও, আহমেনির ছুটি নেই! রামেসিসকে সন্তুষ্ট করার জন্য, সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে সফর প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল সে। এবার ফিরে আসার পর থেকে, রাজপুত্র যেন অন্য মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছে। প্রায়শই দেখা যায়; চুপচাপ বসে থেকে কী যেন ভাবছে সে। আহমেনি ওর লিপিকার-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে বলে রক্ষা!

মন্দের ভালো যে, থিবসে যাবার যাত্রাপথে ইসেটকে সহ্য করতে হবে না ওর। রামেসিস যে কয়দিন ছিল না, প্রতিদিন এসে ওকে জ্বালিয়ে খেয়েছে মেয়েটা। আরে বাবা, রাজপুত্র কোথায় আছে সেটা জানলে না বলবে ও! কিন্তু ইসেট সে কথা মানলে তো। শুধু তাই নয়, ছেলেটা ফিরে আসার সাথে সাথে নালিশ জানিয়েছে সে। কিন্তু রামেসিস পাত্তাই দেয়নি। তারপর থেকে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে মন কষাকষি চলছে। রামেসিসের কাছে যে ওর চাইতে বন্ধুদের দাম বেশি, সেটা সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুন্দরী ইসেট হজম করতে পারছে না।

নিজের ছোট ঘিঞ্জি কেবিনটায় বসে রামেসিসের হয়ে চিঠি লিখছে আহমেনি। রাজপুত্র এসে ওর পাশে বসল।

'সূর্যের তাপ সহ্য করো কীভাবে?' অবাক স্বরে বলল আহমেনি। 'আমাকে এক ঘণ্টা থাকলে হলে...' ভেবেই কেঁপে উঠল।

'সূর্যের সাথে আমার বিশেষ বোঝাপড়া আছে। আমি তার উপাসনা করি, বিনিময়ে সে আমাকে শক্তি জোগায়। কাজ বাদ দিয়ে মাঝে সাঝে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য কেবিনের বাইরে বের হলেও তো পারো!'

'ভালো লাগে না। আর বের হয়েই বা কী লাভ? এবার ফিরে আসার পর থেকে তুমি বদলে গিয়েছ।'

'নালিশ?'

'আপনমনে থাকো বেশিরভাগ সময়।'

'তোমার সঙ্গের ফল।'

'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে হবে না। তোমার গোপন কথা নাহয় নিজের মাঝেই চেপে রাখো।'

'আচ্ছা বাবা, মেনে নিচ্ছি। আসলেই একটা চিন্তা বেশ ভাবাচ্ছে।'

'আজকাল তাহলে আমার কাছ থেকেও জিনিস গোপন করছ!'

'নাহ, তা না। আসলে বিশেষ একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল আহমেনির। 'সেটি তোমাকে ওসাইরিসের রহস্য দেখিয়েছেন?'

'নাহ। তিনি আমাকে আমাদের পূর্বপুরুষের সাথে দেখা করতে নিয়ে গিয়েছেলিন। একজনকেও বাদ দেননি।'

রামেসিসের গলার স্বর শুনেই আহমেনি বুঝতে পারল, অভিজ্ঞতাটা বন্ধুকে কতটা প্রভাবিত করেছে। তবুও প্রশ্নটা না করে থাকতে পারল না, 'ফারাও কী মন পরিবর্তন করেছেন?'

'জানি না। কিন্তু আমার সবকিছুই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে দেবতা সেটের মুখোমুখি হয়েছি।'

কেঁপে উঠল আহমেনি। 'বেঁচে ফিরলে কীভাবে?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? স্পর্শ করে দেখ।'

'অন্য কারও কথা হলে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু তোমার কথা অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।'

বলতে বলতেই হাত বাড়াল আহমেনি। বন্ধুকে স্পর্শ করে বলল, 'নাহ, তুমি তুমিই আছ। কোনও অশুভ আত্মায় পরিণত হওনি...'

'নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

'হলে দেখতে ইসেটের মতো হয়ে যেতে!'

'ওর প্রতি এতটা কড়া হয়ো না।'

'মেয়েটা আমার চাকরি খেতে চেয়েছিল!'

'আমি কি তা হতে দিয়েছি?'

'যাই হোক, ওর সাথে ভালো ব্যবহার করতে বোলো না।'

'তোমার মেয়েদের সাথে মেলামেশা করা উচিত।'

'মেয়েমানুষ? বড় ভয়ঙ্কর! ওর চাইতে আমার কাজই ভালো। আর তোমারও উচিত অপেটের উৎসব নিয়ে মাথা ঘামানো। এবারের মিছিলে প্রথম এক তৃতীয়াংশে থাকবে তুমি। পরনে থাকবে একটা লিনেনের নতুন রোব। সাবধানে হাঁটবে, ছিঁড়ে যেন না যায়। সোজা হয়ে চলবে, ধীরে ধীরে।'

'অনেক কাজ!'

'সেটের ক্ষমতার স্পর্শ পাওয়া মানুষের কাছে এ আর বেশি কী?'

ক্যানান, সিরিয়া আর প্যালেস্টাইন এখন শান্ত। গ্যালিলি আর লেবাননের বিদ্রোহ দমানো হয়েছে। পরাস্ত হয়েছে বেদুইন আর নুবিয়ানরা। হিট্টিরাও নতুন করে কিছু করবে বলে মনে হচ্ছে না। এক কথায় বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র তার উত্তর আর দক্ষিণ দিকের সীমান্তে শান্তি অর্জন করেছে। রাজত্বের আট বছরে নিজেকে অন্যতম সেরা ফারাও হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন সেটি।

এমনকি, তার কড়া বিরোধীরাও এখন হিট্টিদের সাথে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্তটার প্রশংসা করছে! তবে শানার তার পরিচিতদেরকে পুরো ব্যাপারটার একমাত্র দুর্বলতাটা বুঝিয়ে বলল, যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবসা হচ্ছে না। অনেকেই তাই এখন মনে মনে শানারকে ফারাও হিসেবে আশা করছে। যুবরাজের জন্য এই উৎসবটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যদি আমনের প্রধান পুরোহিত আর তার অনুসারীদের নিজের দলে টানা যায়!

রামেসিসের উপস্থিতি ওর বিরক্তির উদ্রেক ঘটাচ্ছে। তবে ছোট ছেলেকে নুবিয়ার ভাইসরয় করে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাবার পর, সেটি এমনকিছুই করেননি যাতে রামেসিসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এখন শানারের মনে হচ্ছে, ভাইকে নিয়ে এত মাথা না ঘামালেও চলত।

সেটি'র পেছনে দেয়া উচিত ছিল সেই সময়টুকু। শানারের এখন দরকার তাকে বোঝানো। তিনি যেন বেশি সময় মন্দিরে কাটান এবং রাজ দরবারের দায়িত্ব অনেকটাই ওর ঘাড়ে দিয়ে দেন। কিন্তু সেটা করবে কীভাবে? মিষ্টি কথায় ভুলাতে হবে ফারাওকে। সরাসরি ঝামেলায় যাওয়া যাবে না। সেটিকে ঘিরে এমনভাবে নিজের জাল পাততে হবে, যেন শানারের সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে না পারেন তিনি। আর সেজন্য দরকার ক্ষমতা।

ওর বাচাল বোন, ডোলোরারও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মেয়েটার কোনও স্থান নেই। তবে সমাজের সম্ভ্রান্ত আর ধনী শ্রেণীর সাথে ওঠা বসা আছে তার। যখন টের পাবে, শানার ওকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, তখন ঝামেলা করার চেষ্টা চালাতে পারে। একবার ভেবেছিল, প্রচুর ধন সম্পদ আর দাস-দাসী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে বোনকে। কিন্তু মেয়েটা যে মানবে না। ওর মতো ওর বোনও ক্ষমতাপ্রেমী। সমস্যা হলো, এক বনে দুই বাঘের জায়গা হয় না!

চতুর্থ পোশাকটা ছুঁড়ে ফেলে, পঞ্চম পোশাকটা পরখ করে দেখছে ইসেট। কোনওটাই মনপুত হচ্ছে না। কোনওটা বেশি লম্বা, কোনওটা বেশি ঢোলা আর কোনওটায় কাজ কম...বিরক্ত হয়ে পরিচারিকাকে আরেকটা দর্জি খুঁজতে বলল সে। উৎসব শেষ হয় বিরাট এক ভোজে। ওতে পরে যাবার জন্য বিশেষ পোশাক দরকার। এমন পোশাক যা শানারকে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে, আর রামেসিসকে করে তুলবে আগ্রহী। এসব ভাবছে, এমন সময় আরেক পরিচারিকা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

'তাড়াতাড়ি করুন, মহামান্যা।'

'এত তাড়া কিসের?'

'আজ সকালে পশ্চিম তীরে, গুনরাহের মন্দিরে একটা অনুষ্ঠান আছে।'

'কী? উৎসব তো কাল শুরু হবে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। শহর জুরে সাড়া পরে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করুন।'

বিহ্বল ইসেট একটা সাধারণ পোশাক পড়ে নিল। এই পোশাকে ওর সৌন্দর্যের কানাকড়িও ফুটে উঠছে না। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা-ই বা মিস করে কীভাবে!

গুনরাহের মন্দিরটার নির্মাণকাজ এখনও শেষ হয়নি। সেটি এই মরণশীল মানুষের জীবন শেষ করে যখন পরপারের দিকে রওনা হবেন, তখন মন্দিরটা তার 'কা'র আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ফারাওকে দেখে মহিমান্বিত মনে হবে, চিত্রকর এখন এমনসব ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত। সম্ভ্রান্ত আর অভিজাত বংশের সদস্যরা বিশাল প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে। সূর্য এখনও ভালোভাবে ওঠেনি, তবুও সবাই ছাতা নিয়ে এসেছে। সেটি এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ভেতরের খবর জানে বলে দাবি করা সভাসদেরা জানাল, ফারাও কারনাকে সকালের প্রার্থনা সেরে এখানে আসছেন দেবতা আমনের উদ্দেশ্য বিশেষ পূজা দেবার জন্য। কারনাকে আগে গিয়েছেন বলেই এত দেরি হচ্ছে তার। সেটির সমস্যাটা এখানেই, ভাবল শানার। দেরি করছেন বলে, বয়স্ক সভাসদেরা যে বিরক্ত হচ্ছেন তা আমলে নেননি সেটি। ও নিজে যখন ফারাও হবে, তখন এই ভুল করবে না।

ন্যাড়া মাথার সাদা রোব পরিহিত এক পুরোহিত বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। হাতের লম্বা ছড়িটা ব্যবহার করে পথ থেকে সরিয়ে দিলেন সবাইকে। অবাক হলেও, বাঁধা দিল না উপস্থিত কেউ।

রামেসিসের সামনে এসে দাঁড়ালেন পুরোহিত।

'রাজপুত্র, আমার সাথে আসুন।'

রামেসিসকে দেখতে যে বেশ সুদর্শন লাগছে, তা উপস্থিত নারী সমাজের ফিসফিসানি শুনেই বোঝা গেল। ইসেট তো আরেকটু হলে জ্ঞান-ই হারিয়ে ফেলত। মনে মনে হাসল শানার। তাহলে এভাবেই হচ্ছে সব কিছুর সমাপ্তি! ফারাও নিশ্চয় রামেসিসকে নুবিয়ার ভাইসরয় করে পাঠিয়ে দিবেন। কিছু দিনের মাঝেই 'রামেসিস' নামক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে সে।

অবাক রামেসিস মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করল, পুরোহিত আগেই ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। তাকে অনুসরণ করে দালানের বাঁ দিকে চলে এলো সে।

ওর পেছনে, সিডার কাঠ নির্মিত দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পুরোহিত ওকে দুইটি কলামের মাঝখানে, কালো তিনটি চ্যাপেলের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড়া করালেন। মাঝখানের চ্যাপেলটা থেকে ভরাট এক গলা ভেসে এলো। কথা বলছেন সেটি।

'পরিচয় কী তোমার?'

'আমি রামেসিস, ফারাও সেটি'র পুত্র।'

'এই পবিত্র গোপন জায়গায়, দুনিয়াবী জঞ্জাল থেকে পবিত্র হয়ে শুয়ে আছেন রামেসিস, আমাদের বংশধারার প্রথম ফারাও। এই দেয়ালগুলোতে খোদাই করে রাখা হয়েছে তার স্মৃতিচিহ্ন। তুমি কী তার স্মৃতির সম্মান রক্ষা করতে প্রস্তুত?'

'আমি প্রস্তুত।'

'দেবতা আমনের হয়ে বলছি, ওঠ। সামনে এসো।'

আলো জ্বলে উঠল চ্যাপেলে।

সিংহাসনে বসে রয়েছেন ফারাও সেটি আর রানি টুইয়া। ফারাও-এর মাথায় শোভা পাচ্ছে আমনের মকুট, টুইয়ার মাথায় আমনের স্ত্রী মুট এর সাদা মুকুট। তারা দু'জন রাজা আর রানী; তারা দু'জন দেবতা আর দেবী। রামেসিস তাদের পুত্র। এই তিনে মিলে সম্পূর্ণ হলো ঐশ্বরিক ত্রিত্ব।

বিহ্বল ছেলেটা চারপাশে কী হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারছে না। সিংহাসনে বসা দুজনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। কেবলই মনে হচ্ছে, সামনে বসা ব্যক্তিরা ওর বাবা আর মা'র চাইতেও বেশি কিছু।

'প্রিয় সন্তান,' ঘোষণা করলেন সেটি। 'আমার কাছ থেকে আলোক গ্রহণ করো।'

রামেসিসের মাথায় হাত রাখলেন তিনি, রাজমহিষীও তাই করলেন।

সাথে সাথে রাজপুত্রের মনে হলো, উষ্ণ একটা স্রোত যেন ওর সব দুশ্চিন্তা, সব আতঙ্ক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপরিচিত এক শক্তিতে ভরে উঠছে সারা দেহ। এখন থেকে রাজদম্পতির আত্মা, তাদের আশা ভরসা বইতে হবে ওকে।

রামেসিসকে ডানে নিয়ে যখন মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন সেটি, নীরবতা নেমে এলো চারিদিকে। উচ্চ আর নিম্ন, উভয় ভূমির শাসকের মাথায় যে মুকুট শোভা পাবার কথা, সেটাই পরে আছেন তিনি। আর রামেসিসের মাথায় দেখা যাচ্ছে সাধারণ একটা মুকুট।

শানার চমকে কেঁপে উঠল। নুবিয়ার ভাইসরয় তো মাথায় মুকুট পরে না। কোথাও কোনও ভুল হয়েছে! পাগলামী করছেন ফারাও!

'আমি আমার পুত্রকে,' শক্তিশালী কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সেটি। 'আমার সহযোগী হিসেবে নিযুক্ত করলাম। যেন জীবদ্দশায় ওকে সফল হতে দেখি। এই রাজত্ব চালনার ব্যাপারে আমার সহকারী বা রাজপ্রতিনিধি পদে আসীন করলাম। আজ থেকে আমার সাথে সাথে সেও দেশ পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। জনসাধারণের অভিভাবক হিসেবে, নিজের উপরে রাখবে অন্যদেরকে। দেশের ভেতরের আর সেই সাথে বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বে। মা'তের আইন প্রতিষ্ঠা করবে, যেন দুর্বলের উপর সবলেরা অত্যাচার চালাতে না পারে। সেই সাথে সবার সামনে রামেসিসের প্রতি, আলোর সন্তানের প্রতি আমার যে অপরিসীম ভালোবাসা আছে, সেই ভালবাসার ঘোষণাও দিলাম।'

নিজেকে নিজেই চিমটি কাটল শানার, স্বপ্ন দেখছে না তো! রামেসিস! সহকারী রাজপ্রতিনিধি! এ কী করে হয়!

কিন্তু তখনই ফারাও-এর নড পেয়ে রামেসিসের মুকুটে একটা সোনালী কাপড় লাগিয়ে দিল পুরোহিত। রাজকীয় চিহ্ন আঁকা কাপড়টাতে ফুটে উঠেছে একটা কোবরার অবয়ব। ফণা তুলে আছে ওটা। যেন বোঝাতে চাইছে মিশরের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে, ছোবল হানতে প্রস্তুত সে।

ছোটখাট অনুষ্ঠানটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। উপস্থিত জনসাধারণের আনন্দ চিৎকারে ভরে উঠল থিবসের বাতাস।

পঁয়ত্রিশ

আহমেনি মনোযোগ দিয়ে শোভাযাত্রার বিবরণ দেখে নিচ্ছে। কে কোথায় থাকবে, না থাকবে তা জেনে রাখা ভালো। কারনাক থেকে লুক্সর পর্যন্ত যে শোভাযাত্রা হবে, রামেসিস থাকবে তার ঠিক মাঝখানে। ওর সামনে পেছনে থাকবে দুইজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, তাই ধীরে ধীরে হাঁটতে হবে ওকে।

আহমেনির অফিসে প্রবেশ করল রামেসিস, দরজা খুলে রেখেছিল বলে দমকা হাওয়া প্রবেশ করল ঘরে।

'দরজাটা দয়া করে বন্ধ করবেন?' আহমেনি বিরক্ত হয়ে বলল। 'আপনি অসুস্থ হন না বলে কী আমাদেরও অসুস্থ হওয়া যাবে না?'

'দুঃখিত,' বলল রামেসিস। 'কিন্তু মিশরের রাজপ্রতিনিধির সাথে কি এই স্বরে কথা বলা যায়?'

এতক্ষণ মাথা নীচু করে ছিল। এই কথা শুনে চেহারা তুলে বলল, 'রাজপ্রতিনিধি...?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। অবশ্য যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে থাকি, তাহলে ভিন্ন কথা।'

'মজা করছ?'

'এই কথাকে অভিনন্দন বলে ধরে নিলাম।'

'রাজপ্রতিনিধি...হে ঈশ্বর...কাজ কত বেড়ে গেল!'

'তোমার দায়িত্বও বেড়ে যাচ্ছে, বন্ধু। আমার প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলো, আজ থেকে তুমি আমার পাদুকা-বহনকারী। তাহলে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমার কাছ থেকে দূরে যেতে পারবে না।'

হতভম্ব আহমেনি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। 'পাদুকা বহনকারী এবং ব্যক্তিগত সহকারী...দেবতারা এই বেচারা লিপিকারকে দিয়ে আর কী কী করাতে চান?'

'প্রথমে নাহয় আগামীকালের লিস্টটাই দেখ। আমি এখন আর শোভাযাত্রার মাঝখানে নেই!'

'আমি এখুনি ওর সাথে দেখা করতে চাই!' ইসেট দাবী জানাল।

'অসম্ভব।' উত্তর দিল আহমেনি।

'অন্তত ও কোথায়, তা তো জানো?'

'জানি।'

'তাহলে বলো আমাকে!'

'বলে লাভ নেই।'

'সেই সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে দাও। তোমার মতো এক অকিঞ্চিৎকর লিপিকারের ওসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও হবে।'

'মিশরের রাজপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত সহকারী এবং পাদুকা-বহনকারীকে তুমি 'অকিঞ্চিৎকর' বলতে চাও? একটু ভদ্র হবার চেষ্টা করো মেয়ে, রামেসিস ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

ইসেট এক পা এগিয়ে এসে থাপ্পড় বসাতে চাইল আহমেনির গালে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। এই বেয়াদব ছেলেটা ঠিক বলেছে। রামেসিস একে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়।

'আমাকে কি দয়া করে জানানো যাবে, সহকারী রাজপ্রতিনিধিকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'যা বলছিলাম, লাভ নেই। রাজা ওকে কারনাকে নিয়ে গিয়েছেন। ওখানে তারা রাতটা ধ্যান করে কাটাবেন। সকালে শোভাযাত্রায় যোগ দেবেন।'

নিজেকে সংযত করে চলে গেল ইসেট। এই অলৌকিক ঘটনার পর, রামেসিস কি ওর হাতের মুঠো গলে বেরিয়ে যাবে? নাহ, তা কী করে হয়! সে রামেসিসকে ভালবাসে, ছেলেটাও ওকে ভালবাসে। কিছুদিনের মাঝেই বিয়ে করবে ওরা। ইসেট হয়ে যাবে মিশরের রানি!

সেটির ঘোষণার পর, শানার লক্ষ করল ডোলোরা আর সারী কনুই দিয়ে সামনের লোকজনকে গুঁতিয়ে এগোচ্ছে। নবনিযুক্ত রাজপ্রতিনিধিকে অভিনন্দন জানাতে চাইছে। ঘটনার আকস্মিকতায় জমে গিয়েছে ওর সমর্থকেরা। কিন্তু শানার জানে, শীঘ্রই শিবির পরিবর্তন করবে তারা।

হেরে গিয়েছে ও, সিংহাসনের দৌড়ে আর নেই।

চুপচাপ হার মেনে নেয়াই ভালো। রামেসিসের সাথে ও যা করতে চাইছিল, সে-ও নিশ্চয় ওর সাথে তাই করবে।

নাহ, অসম্ভব! সব কিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? রামেসিস যুবরাজ বটে, কিন্তু ফারাও তো এখনও আর হয়ে যায়নি । মিশরের ইতিহাসে এমন অনেক রাজপ্রতিনিধিই এসেছে, যারা ফারাও হতে পারার আগেই মারা গিয়েছে। সেটি হয়তো আরও বহু বছর বেঁচে থাকবেন। সেই সুযোগে রামেসিসকে ভুল পথে পরিচালনা করবে শানার, বাধ্য করবে বড়সড় ভুল করতে।

এখনও সব কিছু ফুরিয়ে যায়নি!

'মোজেস!' অবাক হয়ে গেল রামেসিস। কারনাকের নির্মাণকাজে বন্ধুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে সে। নবনিযুক্ত রাজপ্রতিনিধিকে দেখে এগিয়ে গেল মোজেস।

'অভিনন্দন নিন, রাজকুমার-' বাউ করল মোজেস।

'ওঠ, মোজেস।'

একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল তারা।

'তুমি কী এখন এই নির্মাণ কাজে নিযুক্ত? তোমার প্রথম কাজ?' রামেসিস জানতে চাইল।

'নাহ, দ্বিতীয়। প্রথমে পশ্চিম তীরে ইট বানানো আর পাথর কাটা শিখে এসেছি। এরপর এখানে এসেছি।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে, নিজের কাজকে উপভোগ করছ।'

'মন্দিরকে নিজের মাঝে জীবনের অসাধারণ সব সৌন্দর্য ধারণ করতে হয়। ঠিক বলেছ, আমি উপভোগ করছি সব কিছু।'

দুই বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়ালেন সেটি, মন্দিরটা কীভাবে তৈরি করতে চান, তা আলোচনা করলেন। মোজেস কিছু প্রশ্ন করল, বিশেষ করে কীভাবে বানালে মন্দিরটা ধ্বসে পড়বে না। প্রশ্নটা শুনে ফারাও ওকে ডির এল-মেদিনা'র অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রীদের সাথে কথা বলতে বললেন।

রাত নামছে কারনাকে। শ্রমিকেরা যার যার যন্ত্র নামিয়ে রেখেছে, দ্রুত ফাঁকা হয়ে গেল এলাকা। একঘণ্টা পর দেখা গেল, মন্দিরের ছাদে উঠল জোতির্বিদেরা। রাতের আকাশের তারা দেখতে চায়।

'ফারাও কী বলো তো?' রামেসিসকে জিজ্ঞাসা করলেন সেটি।

'তার প্রজাদের আনন্দ।'

'মনে রেখো কথাটা। তাই নিজের আনন্দকে খুঁজো না। এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে, যেন তা দেবতাদের সন্তুষ্ট করে। তোমার উদ্দেশ্য হতে হবে, অত্যাবশকীয়কে খুঁজে বের করা। বাকিটা নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে।'

'অত্যাবশ্যকীয় বলতে কি মা'তকে বোঝাচ্ছেন?'

'মা'ত পথ দেখান। তিনি রাডারের মতো, সরকারকে জাহাজের মতো পথ দেখান। তাকে ছাড়া আসলে কোনও কিছুই অর্জন করা সম্ভব না'

'পিতা...'

'দুশ্চিন্তা করছ কেন?'

'আমি কি এই দায়িত্বের যোগ্য?'

'যদি তুমি এই দায়িত্ব নেবার যোগ্য না হও, তাহলে এর চাপে পিষে মরবে। ফারাও-এর প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া পৃথিবী ঠিকে থাকতে পারে না। যদি ফারাও-এর রাজত্ব কোনওদিন টলমল করে, মা'ত হেরে যাবেন। পৃথিবী আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।'

আগ্রহ নিয়ে রামেসিস ফারাওকে হাজার খানেক প্রশ্ন করল, সেটি প্রত্যেকটার উত্তর দিলেন।

সেটি'র আদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো অপেটের উৎসব। পুরোহিতরা বের করে আনলেন থিবিয়ান ত্রিত্বের পবিত্র তিন বার্ক । থিবিয়ান ত্রিত্ব হলেন: লুক্সরস্থিত দেবতা আমন, মহাজাগতিক মাতা মুট এবং তাদের পুত্র খনশু। এরপর বার্কগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। যেন সাধারণ মানুষ ওগুলোর অবয়ব বুঝতে পারে, কিন্তু দেখতে না পায়!

দুইটি শোভাযাত্রা হবে। একটি স্থলপথে এগোবে আর অন্যটা নীল নদ ধরে। ফারাও নিজে জলপথে এগোবেন। আর রামেসিস এগোবেন স্থলপথে। ট্রাম্পেট, সিসট্রা, খঞ্জনী আর বাঁশির তালে তালে এগোবে সবাই।

চিৎকার চেঁচামেচি অগ্রাহ্য করে এগোচ্ছে রামেসিস: এগোচ্ছে লুক্সরের দেবতাদের দিকে। যেখানে পুনরায় উজ্জীবিত হবে রাজপরিবারের 'কা'। বার্কগুলোকে মন্দিরের ভেতরে রাখা হবে। এগারো দিন ধরে দেবতারা নিজেদের শক্তি প্রবেশ করাবেন ওগুলোতে। তবে এই কদিন সাধারণ কেউ প্রবেশ করতে পারবে না মন্দিরে।

বাঁশিবাদকদের মাঝে রয়েছে নেফারতারি। অন্যদের মাঝে থেকেও আলাদা মেয়েটা। রামেসিস অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে, ভাবছে এত কম বয়সী একজন

কীভাবে এমন গম্ভীর হয়? কারও নজরে পড়তে চায় না বলে নিজেকে গুটিয়ে রাখছে, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এতে আরও বেশি করে নিজের দিকে নজর কাড়ছে সে।

অবশেষে নীরবতা নামল। মন্দিরের যন্ত্রবাদকেরা বিদায় নিল। কেউ কেউ নিজদের কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট, অন্যরা নিজেদের মাঝে মতামত বিনিময় করছে। নেফারতারি চুপ করে রইল, যেন উৎসবের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি উপভোগ করছে। মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল রামেসিস। কিন্তু ব্যর্থ হলো সে।

ছত্রিশ

রামেসিসকে আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে ইসেট। কানে কানে শোনাচ্ছে বহুল পরিচিত একটা প্রেমের গানঃ

কেনও আমি তোমার দাস হলাম না? তাহলে সবসময় সাথে থাকতে পারতাম,

কেনও তোমার দাস হলাম না? তাহলে তোমার সেবায় জান দিয়ে দিতে পারতাম।

কেনও তোমার হাতের চুড়ি হলাম হলাম না, তাহলে তোমার স্পর্শে সুখী হতে পারতাম!

'এটা তো স্ত্রী তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে গায়।' রামেসিস বলল।

'তাতে কী? আমি চাই তুমি আমার কণ্ঠে বারবার গানটা শোন। তুমি রাজপুত্র না কি গরীব কোনও কৃষক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তোমাকে, তোমার শক্তিকে, তোমার সৌন্দর্যকে ভালবাসি।'

মেয়েটার আবেগের তীব্রতা রামেসিসকে ছুঁয়ে দিল। আবার নিজের ষোলো বছরের দেহটাকে নিযুক্ত করল ইসেটের মনোরঞ্জনের কাজে।

'ছেড়ে দাও।' দুজনেই শান্ত হবার পর, পরামর্শ দিল মেয়েটা।

'কী?'

'যুবরাজ হওয়াটা, ভবিষ্যৎ ফারাও হবার স্বপ্ন। সব ছেড়ে দাও, রামেসিস। একে অন্যকে নিয়ে আমরা সুখী হতে পারব।'

'যখন ছোট ছিলাম, খুব করে ফারাও হতে চাইতাম। মাঝে মাঝে ঘুম পর্যন্ত হতো না। এরপর পিতা দেখালেন, কী আকাশকুসুম কল্পনা করছি! ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই স্বপ্ন। এখন আবার তিনি নিজেই আমাকে রাজপ্রতিনিধি বানালেন। আমার জীবনটা যেন বয়ে চলা কোনও নদী, এই একদিকে বাঁক নিচ্ছে তো এই অন্য দিকে। সামনে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে, তা নিজেই জানি না। মনে হয় না জীবনের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট আছে।'

'আমার উপর ভরসা রাখো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'ইসেট, তুমি যা-ই করো না কেন আমাকে এই পথ একাকী পারি দিতে হবে।'

ইসেটের গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়ে পরল। 'এভাবে বলো না।'

'পিতার আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না।'

'তাহলে অন্তত কথা দাও যে আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

ইসেট জানে, বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে প্রেমিককে চিরতরে হারাতে হতে পারে। এর চাইতে, সম্পর্কটা যেমন আছে তেমনই নাহয় থাক।

সেটাওকে আলতো করে রাজপ্রতিনিধির মুকুট ধরতে দেখে মজা পেল রামেসিস।

'সাপটাকে ভয় পাচ্ছ নাকি, সেটাও?'

'এর বিষের কোনও প্রতিষেধক নেই।'

'তুমিও কি আমাকে রাজপ্রতিনিধি হতে মানা করছ?'

'আমি ছাড়া এমন পাগল আরও আছে না কি!'

'ইসেট চাচ্ছে না। আরেকটু কম জনসম্মুখে আসতে হয়, এমন জীবন ওর কাম্য।'

'ওকে সেজন্য দোষ দেয়া যায় না।'

'কিন্তু তুমি? অ্যাডভেঞ্চার যার রক্তে, সে আমাকে নিষেধ করছে কেন?'

'পথটা বিপদজনক তাই।'

'মনে নেই আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা? তুমি প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নাও, আমি নিলে ক্ষতি কী?'

'আমার কাজ শুধু সরীসৃপদের নিয়ে। তোমার কাজকারবার হবে মানুষকে নিয়ে। বড় ভয়ানক এক প্রজাতি এই মানুষ।'

'আমি কি তোমার সাহায্যের উপর ভরসা রাখতে পারি?'

'রাজপ্রতিনিধির পরামর্শদাতা হিসেবে আমি বেমানান...'

'আমি শুধু আহমেনি আর তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'মোজেসের কী খবর?'

'মোজেস নিজের পথে এগিয়েছে।'

'আর আহসা?'

'ওর সাথে পরে কথা বলব।'

'প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু না করতে হচ্ছে। ভালো কথা, আমি লোটাসকে বিয়ে করছি। জানিয়েছে সে কথা? সম্পর্কের জালে বাঁধা পড়াটা একটা ঝামেলা, মানি। কিন্তু মেয়েটা নিজের কাজে এত দক্ষ যে ওকে হারাবার চিন্তাও করতে পারি না। দেবতারা তোমার সহায় হোন, রামেসিস।'

এক মাসও পার হয়নি সেটি'র ঘোষণার, অথচ শানারের বন্ধুর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। প্রায় সবাই পরিত্যাগ করেছে ওকে। কিন্তু ক'জন প্রভাবশালী মানুষ রামেসিসের উপর ভরসা রাখতে পারছে না। ফারাও মারা গেলে হয়তো রাজপ্রতিনিধি সাহেব বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে! হয়তো তখন সে নিজে থেকেই সরে দাঁড়াবে।

শানারের ধারণা, ওর সাথে বড় ধরনের অন্যায় করা হয়েছে। সে-ই দুইজনের মাঝে বড়। অথচ ওকেই কিনা অবহেলায় সরিয়ে দেয়া হলো!

নিজেকে অত্যাচারের শিকার ভাবার মাঝে বিশেষ তৃপ্তি আছে। এদিকে মানুষ আবার অত্যাচারিতের প্রতি দুর্বল হয়ে থাকে। ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে রামেসিসের একমাত্র বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ওকে। সময় লাগবে...সন্দেহ নেই। সেই সাথে দরকার হবে রামেসিসের শিবিরের গোপন তথ্য। শানারের প্রথম পদক্ষেপ হবে, নব নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধির সাথে দেখা করার আবেদন জানানো।

সমস্যা একটাই, আহমেনি। রামেসিসের এই অন্ধভক্তকে কিনে নিতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু ছেলেটার টাকা পয়সা বা নারী, কোনওটার প্রতি আসক্তি নেই। সারাদিন নিজের অফিসে বসে কী করে তা একমাত্র আমন জানেন। তবে সব বর্মেই দুর্বল জায়গা থাকে। শানার প্রতিজ্ঞা করল, আহমেনির দুর্বল জায়গাটা সে খুঁজে বের করবে।

রামেসিসের কক্ষে প্রবেশ করার আগে, আহমেনিকে একটু ভজিয়ে নিতে ভুলল না ও। ছেলেটার দক্ষতা আর কর্মক্ষমতার প্রশংসা করল। বলল, বিশ বিশ জন লিপিকারকে সামলানো কম কথা না। কিন্তু আহমেনির উপর প্রশংসার বৃষ্টি ঝড়িয়ে কোনও লাভ নেই। এসব কেয়ার করে না ছেলেটা। একটু বিরক্ত হয়েই যেন রামেসিসের কক্ষটা দেখিয়ে দিল ওকে। দেখতে পেল, সিংহাসন রাখার বেদীর সিঁড়িতে বসে প্রহরী আর যোদ্ধার সাথে খেলছে রাজপ্রতিনিধি। যোদ্ধা আকারে বেড়ে প্রায় পূর্ণ বয়স্ক সিংহের সমান হয়ে গিয়েছে।

এই পেশী সর্বস্ব, একটা সিংহকে পোষ্য নেবার মতো বোকা কি না বসবে সিংহাসনে? সেটি বিশাল বড় ভুল করেছেন।

'মহামান্য অনুমতি দিলে, কিছু কথা বলতাম।' বাউ করল শানার।

'এত আনুষ্ঠানিকতার দরকার নেই! এসো, বসো শানার।'

খেলতে খেলতে পিঠের উপর শুয়ে পড়ল হলদে কুকুরটা, যেন হার মানছে। এই দু'জনকে খেলতে দেখে মজা পায় রামেসিস। সে-ই যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে, তা

সিংহটাকে এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতে দেয় না প্রহরী। এখান থেকেও রামেসিস শিক্ষা গ্রহণ করছে: শক্তি আর বুদ্ধিমত্তা এক হলে, অসাধ্য সাধন সম্ভব।

ইতস্তত করে ভাই থেকে একটু দূরে, সিঁড়ির উপরেই বসল শানার। ওকে দেখা মাত্র দাঁত খিচাল যোদ্ধা।

'ভয় পেয় না, আমি না বললে কারও কোনও ক্ষতি করবে না ও।'

'বিপদজনক একটা প্রাণী। যদি কোনও দূতকে আক্রমণ করে বসে...'

'সেই সম্ভাবনা একদম নেই।'

'আমি এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমার সাহায্য যদি তোমার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি তৈরি আছি।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?'

'আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ। তোমার জন্য কোন কাজটা সঠিক হবে, তা কী করে বলি!'

'কিন্তু...কিন্তু তুমি এখন রাজপ্রতিনিধি!'

'সেটি এখনও সমগ্র মিশরের প্রভু। সব সিদ্ধান্ত তিনিই নেন।'

'কিন্তু...'

'আমি যে এই পদের অযোগ্য, তা আমার চাইতে ভালো আর কে জানে! আমার মনে হয়, শেখাবার জন্যই পিতা আমাকে কাছে রেখেছেন।'

'নিজে থেকে কিছু পদক্ষেপ তো অন্তত নেবে।'

'ফারাও-এর আদেশের বাইরে গিয়ে নয়। তিনি আমাকে যা করতে বলেন, যেভাবে করতে বলেন, সেভাবেই করব সব কিছু। আর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তিনি নিজেই আমাকে পদচ্যুত করে আরেকজন রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করবেন।'

অবাক হয়ে গেল শানার, ভেবেছিল রামেসিস দেমাগ দেখাবে। কিন্তু এখন তো...ছেলেটা কি চালু হয়ে উঠছে? অভিনয় করছে? বোঝার একটা সহজ উপায় আছে অবশ্য।

'রাজসভায় কার কী অবস্থান, তা বুঝে নিয়েছ?'

'ও কাজ সারতে মাস, নাহ ভুল হলো, বছর খানেক সময় লাগবে। আর দরকার কী? আহমেনি তো আছেই। প্রশাসনিক কাজ সে-ই সামলাবে।'

রামেসিসের গলায় অন্য কিছু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো শানার। ছেলেটা নিজের ক্ষমতার ব্যপ্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। আহমেনি প্রতিভাবান আর পরিশ্রমী হলেও, আদপে তো মাত্র সতেরো বছর বয়সী এক বালক। সভার লোকচক্ষুর আড়ালে কীভাবে পরিচালিত হয়, তা কোনওদিন আঁচ পর্যন্ত করতে পারবে না।

ভালো...খুব ভালো! এত সহজ হবে ব্যাপারটা, তা কল্পনাও করতে পারেনি শানার।

'আমি ভেবেছিলাম, আমার ব্যাপারে হয়তো ফারাও তোমাকে কোনও নির্দেশ দিয়েছেন।'

'ঠিক ধরেছ।'

শক্ত হয়ে গেল শানার, সব রহস্য আর সব নাটক এখন ফাঁস হয়ে যাবে। রামেসিস নিশ্চয় এখন ওর বড় ভাইকে শাস্তিমূলক কোনও পদে নিযুক্ত হবার কথা জানাবে।

'ফারাও কী নির্দেশ দিলেন?'

'তিনি চান, তার বড় পুত্র আগের মতোই দায়িত্ব পালন করে যাক। তোমাকে চীফ অভ প্রটোকল হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন তিনি।'

চীফ অফ প্রটোকল...লোভনীয় পদ। শানারের উপর থাকবে আনুষ্ঠানিকতা সামলাবার দায়িত্ব। রাজার আদেশ পালন করা হচ্ছে কি না, তা-ও দেখতে হবে ওকে। এক কথায় ক্ষমতার কেন্দ্রে না হলেও, খুব একটা দূরেও থাকতে হচ্ছে না ওকে।

জালটা আরও ভালোভাবে বেছানোর সুযোগ পাবে সে।

'আমি কী তোমাকে সব জানাব?'

'নাহ, সরাসরি ফারাওকে জানাবে।'

ঠিক ধরেছিল সে, রামেসিস আসলে লোক দেখানো রাজপ্রতিনিধি! সেটি আগের মতোই শক্ত হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন, ভরসা করবেন বড় ছেলের উপর।

পবিত্র শহর হেলিওপোলিসের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে দেবতা রা-এর মন্দির। নভেম্বর মাসের ঠাণ্ডা এক রাত্রিতে পুরোহিতেরা ওসাইরিসের সম্মানে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত।

'মেমফিস আর থিবস এখন তোমার পরিচিত এলাকা,' সেটি রামেসিসকে বললেন। 'এবার হেলিওপলিসের সাথে পরিচিত হবার পালা। এই শহরেই আমাদের পুর্বপুরুষেরা নীতি নির্ধারণ করে গিয়েছেন। এই পবিত্র জায়গাটাকে সম্মান দেখাতে ভুলো না রামেসিস। মাঝে মাঝে থিবসকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অথচ আমাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হেলিওপোলিস, মেমফিস আর থিবসের প্রধান পুরোহিতের মাঝে শক্তির সমবণ্টন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আমি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করেছি। যেকোনও একটা শহরের মুখাপেক্ষী হয়ো না, বরঞ্চ সবগুলোর মাঝে সেতু হও।'

'সেটে'র শহর, অ্যাভারিসের কথা বার বার মনে পড়ছে।'

'যদি তোমার ভাগ্যে ফারাও হওয়া লেখা থাকে, তাহলে আমার মৃত্যুর পর তোমাকে আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে।'

'আপনি কখনও মারা যাবেন না!'

অন্তরের গভীর থেকে কথাটা বলেছে ও, টের পেলে সেটি। মুচকি হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে।

'হয়তো যাব না! বেঁচে থাকব চিরদিন যদি আমার কা রক্ষা করে চলতে পারে, এমন উত্তরাধিকারী পাই।'

মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল পিতা-পুত্র, মাঝখানে সুবিশাল আকৃতি নিয়ে একটা অবেলিস্ক দাঁড়িয়ে আছে। ওটার সোনালী শীর্ষ থেকে থেকে ঝিলিক দিচ্ছে, যেন সমস্ত অশুভকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

'এই যে অবেলিস্কটা দেখছ, এটা হচ্ছে সৃষ্টির শুরুতে সমুদ্র থেকে উঠে আসা পাথরের প্রতিনিধি। এই পৃথিবীর সাথে জীবনের সম্পর্ক রক্ষা করে।' রামেসিসকে বললেন সেটি।

অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে ছেলেটা। নিজেকে সামলাবার কোনও সুযোগই পেল না, তার আগেই একটা বড় অ্যাকাশিয়া গাছের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। দু'জন পুরোহিত পুজো করছে, একজন দেবী আইসিসের মতো পোশাক পরেছে। অন্যজন দেবী নেপথিসের অনুকরণে।

'এই গাছটা,' ব্যাখ্যা করলেন সেটি। 'এখানে অদৃশ্য শক্তিরা একজন ফারাওকে সৃষ্টি করেন, তাকে স্বর্গ থেকে আনা দুধ পান করান। নাম দান করেন।'

আরও অনেক চমক অপেক্ষা করছে ওর জন্য। এরপর যুবরাজ রামেসিস দেখতে পেল সোনা আর রূপ দিয়ে বানানো একটা মানদণ্ড। কাঠ নির্মিত বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, প্রায় সাত ফুট লম্বা আর ছয় ফুট লম্বা মানদণ্ডটার উপর বসে আছে একটা সোনালী বেবুন। দেবতা থোটের প্রতিনিধিত্ব করছে। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শুধু।

'হেলিওপলিসের এই মানদণ্ড প্রতি প্রাণের আত্মা আর হৃদয়কে মাপে। দেবী মা'তের প্রতীক এটা।'

দিনের শেষ অংশে, সেটি রামেসিসকে নির্মাণকাজ চলছে, মন্দিরের এমন এক অংশে নিয়ে গেলেন। শ্রমিকেরা সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছে।

'এখানে একটা নতুন চ্যাপেল নির্মাণ করা হচ্ছে। কেননা পবিত্র জায়গায় সবসময় কিছু না কিছু একটা নির্মাণরত অবস্থায় থাকা চাই। মনে রেখ, ফারাও-এর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো মন্দির বানানো। হাঁটু গেড়ে বসো রামেসিস, জীবনের প্রথম পাথরটা কাটো।'

একটা হাতুড়ি আর ছেনি পুত্রের দিকে এগিয়ে দিলেন সেটি। উচ্চ অবিলিস্কের ছায়ায়, পিতার সতর্ক দৃষ্টির সামনে, চ্যাপেলের জন্য পাথর কাটল রামেসিস।
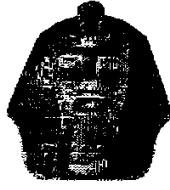
সাইত্রিশ

রামেসিসের অন্ধভক্ত আহমেনি, তবে তাই বলে ছেলেটার ত্রুটিগুলো একেবারে নজরও এড়ায় না।

যুবরাজের প্রধান সমস্যা হলো, সে খুব দ্রুত ক্ষমা করে দেয়। আরেকটা হচ্ছে, মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো ভুলে বসে থাকে। এই যেমন এখন নকল কালির পিণ্ডের ব্যাপারটা ভুলে আছে। আশার কথা হলো, ও রামেসিসের মতো ভুলোমনা নয়। রাজপ্রতিনিধির পাদুক-বহনকারী হিসেবে বিশেষ কিছু ক্ষমতা পেয়েছে সে, এখন সেগুলোর সদ্ব্যবহার করছে।

এই মুহূর্তে ওর সামনে বসে আছে বিশ জন লিপিকার। রহস্যটা বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আহমেনি। বাগ্মী না হলেও, সামনে বসা লিপিকারদের চেহারা দেখে নিজেকে বোঝাতে সফল বলেই মনে হচ্ছে।

'এখন?'

'এখন আমরা আর্কাইভে আরও বেশি সুবিধা পাব। ওখানে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় ফ্যাক্টরির মালিকের পুরো নামসহ ডকুমেন্ট আছে। একেকজনকে একেক সেকশনে কাজ করতে হবে। নাম খুঁজে পেলে, সাথে সাথে আমাকে জানাতে হবে। যে সফল হবে, তার জন্য যুবরাজের পক্ষ থেকে পুরস্কার রয়েছে।'

এভাবে অনুসন্ধান চালালে, সফল হবেই হবে ওরা। আর নিশ্ছিদ্র তথ্য পেলে রামেসিসকে তা জানানো হবে। এই কালপ্রিটকে ধরা হলে আহমেনি নামবে রামেসিসকে যে খুন করতে চেয়েছিল, তার পেছনে।

আহসার বয়স এখন আঠারো, দিনে দিনে আরও জটিল হয়ে উঠছে ওর চরিত্র। তবে নিজেকে সুদর্শন রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা এখনও আগের মতোই অব্যাহত আছে।

ছেলেটার প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ নেই কারও মনে। বয়সী কূটনীতিকরা ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ফারাও এখনও কেন ওকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনও দায়িত্ব

দিচ্ছেন না, সে কথাই ভাবে সবাই। তবে তা নিয়ে আহসার নিজের কোনও চিন্তা নেই। জানে, একদিন সময় আসবে।

তারপরও রাজপ্রতিনিধি যখন ওকে ডেকে পাঠাল, অবাক না হয়ে পারল না আহসা। তখনই মনে পড়ল, রাজপ্রতিনিধি হবার পর রামেসিসকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুলে গিয়েছে সে।

'ক্ষমা করো, মিশরের রাজপুত্র, মিশরের রাজপ্রতিনিধি।'

'বন্ধুদের মাঝে ক্ষমা চাওয়া চাওয়ির কী দরকার?'

'কর্তব্য পালন করিনি আমি।'

'নিজের কাজ নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট?'

'মোটামুটি। আরেকটু বড় দায়িত্ব পেলে ভালো লাগত।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'এশিয়ায়। ওখানেই এই পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সঠিক তথ্য না পেলে, মিশর পিছিয়ে থাকবে।'

'এশিয়ার ব্যাপারে আমাদের কূটনৈতিক অবস্থান কি ভুল বলে মনে হচ্ছে?'

'যা শুনেছি, তাতে হ্যাঁ বলতে হয়।'

'তাহলে কী করতে বলো?'

'মাঠ পর্যায়ে আরও কাজ করা দরকার। আমাদের শত্রু আর মিত্ররা কীভাবে চিন্তা করে, কী তাদের ক্ষমতা, কোথায় দুর্বলতা এসব নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।'

'হিট্টিরা কি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে?'

'পরস্পর বিরোধী গুজবের কারণে বলা মুশকিল। তবে এখন পর্যন্ত যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছে।'

'যুদ্ধ হয়নি বলে আফসোস আছে মনে হচ্ছে!'

'অবশ্যই না। কিন্তু মানতেই হবে, পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি।'

'মেমফিসে মন বসছে না?'

'ধনী পরিবার, সুন্দর বাড়ি আর পেশাগত জীবনে দ্রুত এগিয়ে চলা...এগুলো কি সুখী হবার জন্য যথেষ্ট? আমি অনেকগুলো ভাষা জানি, এমনকি হিট্টিদেরটাও। নিজের যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে চাই।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'কীভাবে?'

'রিজেন্ট হিসেবে আমি ফারাওকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তোমাকে এশিয়ায় পাঠান। অবশ্য সিদ্ধান্ত নেবার মালিক সেটি।'

'ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমার। চেষ্টাটুকুই যথেষ্ট।'

'আশা করি তাতে ফলও পাওয়া যাবে।'

ডোলোরার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রতিটা মানুষকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেটি অবশ্য ফারাও হবার পর থেকে এধরনের অনুষ্ঠানে যান না, দায়িত্বটা বরাবর শানারের উপরেই পরেছে। রামেসিস ভেবেছিল, সে নিজেও শানারের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দেবে। কিন্তু আহমেনির পরামর্শ শুনে রাতের খাবারের আগে আগে বোনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলো।

অনুগ্রহ প্রার্থীদের ভিড় থেকে রক্ষা করে ওকে একদিকে সরিয়ে আনল সারী।

'এসেছ, অনেক খুশি হয়েছি। তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত। যদিও...'

'যদিও কী?'

'আরেকজন সম্ভাব্য রাজপ্রতিনিধির শিক্ষক হতে পারব না বলে খারাপ লাগছে। তোমার তুলনায় কাপের সব ছাত্র...কীভাবে বলা যায়? বিবর্ণ!'

'চাকরি পরিবর্তন করতে চাও?'

'শস্যাধারগুলোকে দেখে শুনে রাখার দায়িত্বটা ছাত্র পড়াবার চাইতে মজার। আর তাছাড়া, তাহলে ডোলোরার সাথে কাটাবার মতো সময়ও পাওয়া যাবে। তবে আমাকে আরেকজন অনুগ্রহ প্রার্থীর বলে ভেব না!'

নড করল রামেসিস। ওর বোনকে এদিকেই আসতে দেখল, মুখে রঙ-চঙ মাখিয়ে বয়স যেন আরও দশ বছর বাড়িয়ে ফেলেছে ডোলোরা। ওকে বোনের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিল সারী।

'ও তোমার সাথে কথা বলেছে?' জানতে চাইল ডোলোরা।

'হ্যাঁ।'

'শানারের জায়গায় তুমি বসেছ দেখে ভালো লাগছে। ও খালি আমাদের পেছনে লেগে থাকত!'

'শানার তোমাদের এমন কী ক্ষতি করেছে শুনি?'

'যাই করে থাকুক, এখন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন তুমিই রাজপ্রতিনিধি, ও নয়। নিজের আসল সমর্থকদের প্রতি নজর রেখ।'

'তুমি আর সারী আমার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখছ।'

চোখেরা পাতা ফেলল ডোলোরা। 'কী বলতে চাইছ?'

'সরকারী নিয়োগের উপর আমার কোনও হাত নেই। আমার কাজ শুধু পিতাকে পর্যবেক্ষণ করে শেখা।'

'এত নাক উঁচু, পবিত্র-পবিত্র ভাব দেখিও না তো। তোমার জায়গায় যে থাকে, সে-ই ক্ষমতা নিশ্চিত করার কাজে নেমে পড়ে। সারী আর আমি তোমাকে সে কাজে সাহায্য করতে পারি।'

'আমাকে এবং আমাদের পিতাকে ভুল বুঝছ। মিশরের শাসক একমাত্র তিনি।'

'উল্টা পাল্টা কথা বলা বন্ধ করবে? দুনিয়াতে একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার দাম আছে। তুমিও অন্য সবার মতো, রামেসিস। মেনে নাও, নয়তো পতন ঘটতে সময় লাগবে না।'

নিজ আবাসের প্রাঙ্গণে একাকী বসে বসে সদ্য প্রাপ্ত তথ্য গুলো মনে মনে পর্যালোচনা করছে শানার। কপাল ভালো, ওর চরদের সংখ্যা কমেনি। কমেনি রামেসিসের শত্রু সংখ্যাও। পিতার অনুগত ভৃত্যের মতো রামেসিসের আচরণ আর তার সব সিদ্ধান্ত চোখ বন্ধ করে সমর্থন করার কারণে, প্রভাবশালী অনেকেই ওকে নেতৃত্বের অযোগ্য বলে ভাবতে শুরু করেছে। তারা ভাবছে, রামেসিসের চাইতে শানারেরই ফারাও হবার সম্ভাবনা বেশি।

তবে শানারের সেই আশায় চুপ করে বসে নেই। বিশেষ করে হেলিওপলিসে রামেসিসের সফর করার কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে সে। ওখানেই ফারাও প্রকৃতপক্ষে ফারাও হিসেবে চিহ্নিত হন, ওখানেই মিশরের প্রথমদিককার ফারাওদের অভিষেক হয়েছিল। সেটি যে রামেসিসকেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচনা করছেন, এই সফরটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চীফ অফ প্রটোকল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই না! সেটি আর রামেসিস আশা করছে, শানার এই পদ পেয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকবে। ভুলে যাবে নিজের স্বপ্নের কথা। আর সেই সুযোগে রাজপ্রতিনিধি আস্তে আস্তে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ফেলবে।

রামেসিস ওর ভাবনার চাইতেও বেশি ধূর্ত! ভদ্রতার মুখোশ পড়ে ভেতরকার দানবটাকে লুকিয়ে রাখছে। কিন্তু হেলিওপলিসে যাবার মাধ্যমে নিজের আসল পরিকল্পনাটা ফাঁস করে দিয়েছে ছেলেটা। রামেসিসের পদস্খলনের অপেক্ষা করা যাবে না আর। নিজেই মাঠে নামতে হবে।

ছেলেটাকে ভুল পথে পরিচালনার করার চাইতেও কঠোর কোনও পদক্ষেপ নিতে হবে। আচমকা শানারের মনে অদ্ভুত কিছু চিন্তা খেলা করে গেল, এমন অদ্ভুত যে নিজেই ভয় পেয়ে গেল!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হলো জিঘাংসার। রামেসিসের প্রজা হিসেবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে না সে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যেভাবেই হোক না কেন, জয়ী ওকে হতেই হবে।

নীল নদ ধরে রাজসিক ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলছে নৌকা, প্রশস্ত পাল ফুলে উঠেছে বাতাসে। ক্যাপ্টেন এদিককার স্রোত সম্পর্কে খুব ভালো ভাবেই জানেন, সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগাচ্ছেন। এদিকে কেবিনে বসে রয়েছে শানার, গরমে কোনও সমস্যায় পড়তে চাচ্ছে না। আবার রোদে পুড়ে চামড়া নীচু শ্রেণীর মানুষদের মতো হোক, তা-ও চাচ্ছে না।

ওর ঠিক সামনে বসে ফলের রস পান করছে আহসা।

'কেউ আসতে দেখেনি তো?'

'যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি।'

'জ্ঞানী লোক তুমি।'

'কিন্তু এত ঢাক ঢাক, গুড় গুড় কেন?'

'কাপে থাকা অবস্থায় তুমি রামেসিসের বন্ধু ছিলে।'

'উহু, সহপাঠী ছিলাম।'

'যাই হোক, ও রাজপ্রতিনিধি হবার পর তোমার সাথে যোগাযোগ করেছে?'

'হ্যাঁ, আমাকে এশিয়ার একটা পদ জোগাড় করে দিতে চাইছিল।'

'যদিও এখন আমি লাঞ্ছিত, তবুও তোমার জন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করো।'

'লাঞ্ছিত কথাটা একটু কড়া হয়ে গেল না?'

'রামেসিস আমাকে ঘৃণা করে, দেশের ভালোমন্দ নিয়েও খুব একটা মাথা ব্যথা নেই। ও ফারাও হলে, মিশর ধ্বংস হবে। তাই ছেলেটাকে থামানো আমার নৈতিক দায়িত্ব।'

মানতে পারল না আহসা। 'আমি রামেসিসকে ভালোমতো চিনি। আপনি যেমন বলছেন, তেমন স্বৈরশাসক ও হবে বলে মনে হয় না।'

'সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে। সেটির বাধ্যগত সন্তান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। জানো, তোমার বন্ধু প্রধান পুরোহিতের অনুমোদন নেবার জন্য হেলিওপোলিস পর্যন্ত চলে গিয়েছে?'

এবার কথাটাকে ফেলতে পারল না আহসা, 'একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না!'

'সেটি'র উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে রামেসিস। আমার তো সন্দেহ হয়, ফারাওকে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার জন্য ফুসলাচ্ছে!'

'সেটি এত সহজে প্রভাবিত হবেন বলে মনে হয় না।'

'তাই? তাহলে আমার বদলে রামেসিস কেন রাজপ্রতিনিধি হলো? আমি তার বড় ছেলে, সরকার চালাবার ব্যাপারেও জ্ঞান রাখি। আমি কি অধিক যোগ্য নই?'

'মিশরের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তনও আনতে চান।'

'সেসব মিশরের ভালোর জন্যই! পুরানো দিনের নীতি আর কতো! যখন মহান হোরেমহেব আইনের সংশোধন করলেন, সবাই কিন্তু তার প্রশংসাই করেছিল।'

'মিশরকে বাইরের বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চান আপনি?'

'চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, উন্নতির চাবিকাঠি হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যবসা।'

'এখন কি আর আপনি নিশ্চিত নন?'

শানার গম্ভীর হয়ে গেল। 'রামেসিসের ফারাও হবার সম্ভাবনা আমাকে পরিকল্পনায় রদবদল করতে বাধ্য করেছে। সেজন্যই এই আলোচনা গোপনে করতে চেয়েছি। এখন যা বললে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিজের দেশকে বাঁচাতে বাধ্য হয়েই আমাকে রামেসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে। আমার সাথে যোগ দাও। যখন জয়ী হব, তখন তোমার দিকটা আমি দেখব।'

আহসা বসে বসে ভাবল কিছুক্ষণ। ওর মনে কী চলছে, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

যদি মানা করে, শানার ভাবল, তাহলে একে মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। এরইমাঝে অনেক কিছু জেনে গেলেছে সে। কিন্তু সত্য কথা হলো, শানারের যোগ্য লোক দরকার। আর সরাসরি কথা বলা ছাড়া নিজের দলে যোগ্য লোক টানার আর কোনও উপায় নেই।

'আপনার পরিকল্পনা আরেকটু খোলাসা করেন।' অবশেষে মুখ খুলল আহসা।

'এশিয়ার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখাটা জরুরি, কিন্তু সেটা রামেসিসকে হারাবার জন্য যথেষ্ট না। দরকার পড়লে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে।'

'আপনি কী অন্য কোনও...বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নেবার কথা ভাবছেন?'

'হিকসসরা যখন বহু বছর আগে এই রাজ্য জয় করেছিল, ব-দ্বীপের বেশ কিছু নেতা কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। মৃত্যুর চাইতে সেটাই ভালো না? এসো আহসা, আমরা এখান থেকে শিক্ষা নেই। হিট্টিদের সাথে হাত মিলিয়ে তাড়িয়ে দেই রামেসিসকে। মিশরের উন্নতি নিশ্চিত করি।'

'বিপদের মাত্রা খুব একটা কম নয়।'

'তাহলে কি রামেসিসকে যা ইচ্ছা তাই করতে দেবে?'

'আপনি ঠিক কী করতে চাচ্ছেন, তা বলুন তো!'

'তোমাকে এশিয়ায় নিয়োগ দেয়াটা হবে আমার পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। তোমার যোগ্যতা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শত্রু পক্ষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে আসবে।'

'হিট্টিদের আসল উদ্দেশ্য কেউ জানে না।'

'তুমি তা বের করতে পারবে। এরপর নতুন পরিকল্পনা করে রামেসিসকে ধুলোয় মিশিয়ে দেব।'

ঠাণ্ডা স্বরে উত্তর দিল আহসা। 'অদ্ভুত পরিকল্পনা, বিপদজনকও।'

'কষ্ট না করিলে...'

'যদি হিট্টিরা শুধু যুদ্ধই চায়?'

'সেক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করা হবে যেন রামেসিস পরাজিত হয়। এরপর আমরা আসব ত্রাণকর্তা রূপে।'

'অনেক বছর লেগে যাবে।'

'ঠিক, কিন্তু শুরু হবে আজ থেকেই। আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা হবে, রামেসিসকে ফারাও হতে না দেয়া। আর যদি সে হয়েই যায়, তাহলে গদি থেকে নামানো।'

'আর সাহায্যের বিনিময়ে আমি কী পাব?'

'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হলে কেমন হয়?'

আহসা হাসি দেখে শানার বুঝতে পারল, প্রস্তাবটা তরুণের মনে ধরেছে।

'মেমফিসে থাকা অবস্থায় আমি তেমন কিছু করতে পারব না।'

'তোমার সুনাম আছে, আর রামেসিস নিজের অজান্তেই আমাদেরকে সহায়তা করবে। আমার মনে হয়, এশিয়ায় তোমাকে পাঠানোটা এখন মাত্র সময়ের ব্যাপার। তুমি এশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবার আগে, আমাদের আর দেখা হবে না। আর ওখানে পৌঁছাবার পর গোপনে যোগাযোগ রাখবে।'

প্রধান পোতাশ্রয়ে এসে থামল নৌকা। নদী তীরে শানারের এক মিত্র অপেক্ষা করছিল। আহসাকে রথে করে ঘরে পৌঁছে দেবে।

ফারাও-এর বড় পুত্র তরুণকে দিগন্তে হারিয়ে যেতে দেখল। এখন থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ ছেলেটাকে চোখে চোখে রাখবে। যদি সে রামেসিসকে জানাতে উদ্যত হয়...

...কম বয়সে অনেকেই তো মারা যায়, তাই না?

আটত্রিশ

পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে যে মানুষটা রামেসিসকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, সে অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলঃ ফারাও-এর কনিষ্ঠ সন্তানই উত্তরাধিকারী হতে চলেছে। পিতার সাথে অস্বাভাবিক মিল রয়েছে ছেলেটির। এই যেমন প্রায় অফুরন্ত শক্তি, আগ্রহ আর বুদ্ধিমত্তা। ভেতরে কিছু একটা আছে রামেসিসের।

এ কথা বলে আসছে অনেক আগে থেকেই, কিন্তু কেউ কান দিলে তো! এতদিনে সবার চোখ খুলেছে। মিত্ররা এসে ক্রীড়ানকের কাছে দুঃখ প্রকাশ পর্যন্ত করেছে। কপাল ভালো যে, সহিস আর সারথি, দুজনেই পটল তুলেছে। অবশ্য ওকে কোনওদিন চোখের দেখাও দেখেনি ওই দু'জন। যে মধ্যস্থতাকারীকে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারও একটা গতি করা হয়েছে। অনুসন্ধানে নতুন কোনও তথ্য পাচ্ছে না আহমেনি। সব মিলিয়ে নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে তার।

গোপন পরিকল্পনা বাইরে একজনও জেনে ফেললে বিপদ হবে। নিখুঁত আঘাত হানা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সমস্যা হলো, রামেসিস রাজপ্রতিনিধি হওয়ায় ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুবরাজকে একা পাওয়া অসম্ভব। আহমেনির কড়া নজর এড়িয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কারও ভেতরে প্রবেশ করার উপায় নেই। তার উপর কুকুর আর সিংহটা তো আছেন। প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে কিছু করা যাবে না। কিন্তু বাইরে, কোনও অভিযানের সময় দুর্ঘটনার ব্যবস্থা করা একদম সহজ। আপন মনে হেসে উঠল সে। সেটি যদি তার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আসওয়ানে যান, রামেসিসকে আর ফিরতে হবে না!

রাজত্বের নবম বছরে, নিজের সতেরোতম জন্মদিন উদযাপন করল রামেসিস। সঙ্গী হিসেবে ছিল আহমেনি, সেটাও আর তার নুবিয়ান স্ত্রী, লোটাস। মোজেস আর আহসা ওদের সাথে যোগ দিতে পারেনি। মোজেস কারনাকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত,

এদিকে আহসা গোপন মিশন নিয়ে লেবাননে। এখন সবার একত্রিত হওয়াটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোটাস নিজে সবকিছুর আয়োজন করেছে, প্রাসাদের রান্নাঘর থেকে আসা কাউকে কিছু ছুঁতে পর্যন্ত দেয়নি। কিশমিশ আর মটরশুঁটি দিয়ে রান্না করা সুস্বাদু ভেড়ার মাংস খেয়ে সবাই এখন তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

'খুবই মজার হয়েছে খেতে।' ঘোষণা করল রাজপ্রতিনিধি। 'ভালো কথা, তোমরা কোথায় উঠেছ?' যোদ্ধা আর প্রহরীকে খাওয়াচ্ছে সেটাও, তাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

'মরুভূমির ধারে,' জ্বলজ্বলে চোখে উত্তর দিল সেটাও। 'রাতে সরিসৃপরা বেড়িয়ে আসে। আমি আর লোটাস ওদের পিছু নেই। মাঝে মাঝে ভাবি, সবগুলো প্রজাতি চিনতে পারার আগে মারা যাব না তো!'

'তোমার বাড়িটাকে,' বলল আহমেনি। 'বাড়ি না বলে গবেষণাগার বলা উচিত। যা কামাও, সব তো ওটার পেছনে ঢাল।'

সাপুড়ে কৌতূহলী চোখে বন্ধুর দিকে তাকালো। 'তুমি কীভাবে জান? আমাদের বাড়িতে কখনও গিয়েছ বলে তো মনে পড়ে না! তুমি তো অফিসের বাইরেই বের হও না!'

'আশেপাশে আর কোনও ঘরবাড়ি না থাকলেও, তোমার বাড়িটা আমাদের তালিকায় তোলা আছে। আমার কাজই হলো রাজপ্রতিনিধির কাজে লাগতে পারে, এমন সব তথ্য খুঁজে বের করা।'

'গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছ! তাও আবার বন্ধুর উপর! তুমি তো বিছের চাইতেও খারাপ!'

হুফ করে উঠল প্রহরী, সেটাও যে অভিনয় করছে তা সে-ও বুঝতে পেরেছে।

ফারাও-এর দূত আচমকা প্রবেশ করায়, হাসি-খুশি পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। রামেসিসকে এখুনি যেতে বলেছেন তিনি।

দুই বৃহদাকৃতির গোলাপী গ্রানাইটের মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে হাঁটছেন সেটি আর রামেসিস। সেদিন সকালেই অসওয়ানে এসে পৌঁছেছেন। কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথে খনি এলাকায় চলে গিয়েছেন তারা, ফারাও নিজ চোখে গুজবের সত্যতা দেখতে চান। সেই সাথে ছেলেকে অবেলিস্ক, বিশালাকার মুর্তি, দরজা, মন্দির আর স্থাপত্য শিল্পের অন্যান্য নিদর্শনের মূল কাঁচামাল কোত্থেকে আসে তা-ও দেখাতে চেয়েছিলেন।

খবর এসেছে এখানে কর্মরত ফোরম্যান, শ্রমিক আর সৈন্যদের মাঝে ঝামেলা পেকেছে। সাধারণত এই খনি থেকে বিশাল বিশাল সব মনোলিথ, বিশেষ করে এই কাজের জন্য নির্মিত বার্জে করে নির্মাণ এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে আরও গুরুতর খবরঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই খনি থেকে আর ভালো মানের মনোলিথ পাওয়া যাবে না!

সমস্যা হলো, খবরটা এখানকার খননকার্যের প্রধান পাঠিয়েছেন। সচরাচর যেভাবে খবর আসে, সেভাবে আসেনি। উপরন্তু কর্মকর্তাদের ভয় সরাসরি ফারাও-এর সাথে যোগাযোগ করেছে সে।

পাথরের উপর দাঁড়িয়ে উদয়রত সূর্যের উত্তাপ উপভোগ করছে রামেসিস। এখান থেকে যে মনোলিথ যায়, সেগুলো সেই প্রথম রাজবংশ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই কাজও চালানো হয় দক্ষ হাতে। গ্রানাইট খোদকরা প্রথমে সেরা ব্লক খুঁজে বের করে। এরপর আস্তে আস্তে, সতর্কতার সাথে কাজ শুরু করে।

প্রত্যেক ফারাও এই খনির ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। সেটি-ও ব্যতিক্রম নন। এর আগেও পরিদর্শনে এসেছিলেন তিনি। ফারাও আর রাজপ্রতিনিধিকে দেখে খুশি হলো কর্মীরা। এরা সবাই রামেসিসকে চেনে, অথচ শানারকে চেনে শুধু নামে।

খননকার্যের প্রধানকে ডেকে পাঠালেন সেটি। মাংসল, প্রশস্ত কাঁধের এক লোক এসে ফারাও-এর সামনে মাথা নত করে দাঁড়ালো। কপালে প্রশংসা জুটবে না তিরষ্কার, তাই ভাবছে।

'খনি নীরব মনে হচ্ছে।'

'ঠিকভাবেই কাজ চলছে, মহামান্য।'

'তোমার চিঠিতে তো অন্য কিছু লেখা ছিল।'

'আমার চিঠি?'

'আমাকে চিঠি লেখোনি তুমি?'

'লেখা...লেখা-লেখি আমার খুব একটা আসে না। দরকার হলে কোনও লিপিকারকে ডেকে আনি।'

'তাহলে শ্রমিক আর সৈন্যদের মাঝে কোনও ঝামেলা নেই?'

'ঝামেলা তো সবসময় লেগেই থাকে, তবে তা উল্লেখ করার মতো না।'

'আর খনিতে না কি ভালো মানের গ্রানাইট পাওয়া যাচ্ছে না?'

প্রধান ভয়ে কেঁপে উঠল, 'উম...আপনি কীভাবে জানেন?'

'কথাটা সত্যি না মিথ্যা।'

'খানিকটা সত্যি। ভালো মানের ব্লক পাওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে বড়জোর আর দুই বা তিন বছর মনোলিথ পাওয়া যাবে। তারপর অন্য কোথাও খুঁজতে হবে।'

'আমাকে জায়গাটা দেখাও।'

সেটি আর রামেসিসকে পথ দেখিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে এলো লোকটা, এখন থেকে পুরো খনন এলাকা দেখা যায়।

'বাঁ দিকে তাকান,' বলার সাথে সাথে আঙুল দিয়েও দেখিয়ে দিল সে। 'ওদিকেই সমস্যা বেশি।'

'চুপ থাকো সবাই।' আচমকা আদেশ করলেন সেটি।

চোখের সামনে পিতার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখল রামেসিস। সেটি এক দৃষ্টিতে পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন ওগুলোর ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে চাইছেন। ফারাও-এর দেহ থেকে যেন অবর্ণনীয় একধরনের উত্তাপ বিকিরিত হচ্ছে। আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল খননকার্যের প্রধান। কিন্তু রামেসিস নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। পিতার ন্যায় সে-ও পাথরের ভেতরটা দেখতে চাইছে। কিন্তু নিরেট দেয়ালে বাঁধা পেল ওর মন, মনে হলো কেউ যেন পেটে ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে। তবে হার মানল না সে। ব্যথাটাকে অগ্রাহ্য করে আবার চেষ্টা চালালো।

'এখন যেখানে খুঁড়ছ, সে জায়গা ছেড়ে ডানে যাও।' আদেশ দিলেন সেটি। 'ওখানে গ্রানাইট খুঁজে পাবে।'

কালক্ষেপণ না করে সাথে সাথে ফারাও-এর নির্দেশিত জায়গায় খোঁড়ার নির্দেশ দিল প্রধান। প্রথম প্রথম শুধু মূল্যহীন পাথরের টুকরা পাওয়া গেল। কিন্তু আরেকটু খুঁড়তেই দেখা গেল, সেটি ভুল করেননি।

'তুমিও দেখেছ রামেসিস। পাথরের হৃদয়ের দিকে তাকাও, সে তার সব রহস্য তোমার সামনে তুলে ধরবে।'

পনের মিনিটের মাঝে সারা এলাকায় রটে গেল এই খবর। ফারাও আরেকটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। এরপর খবর গেল ডকে, সবশেষে শহরে। আসওয়ানের উন্নতির পথে বাঁধা রইল না আর।

'লোকটা চিঠি পাঠায়নি,' বলল রামেসিস। 'কে পাঠিয়েছে বলে সন্দেহ হয় আপনার?'

'নতুন গ্রানাইটের খনি আবিষ্কার করতে আমাকে এখানে আনার জন্য এই নাটক সাজানো হয়নি। যে কাজটা করেছে, তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।'

'কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কী হতে পারে?'

দুশ্চিন্তা নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে কাটা পথ ধরে নামতে শুরু করল পিতা-পুত্র। সেটি সামনে সামনে যাচ্ছেন। আচমকা মৃদু একটা গুঞ্জন রামেসিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখতে পেল, পাহাড় বেয়ে দুটো ছোট ছোট পাথরের টুকরা এদিকেই ধেয়ে আসছে। রামেসিসের পায়ে ঘষা খেল একটা, আর এরপর শুরু হলো পাথর বৃষ্টি। সেটা শেষ হতে না হতেই, গ্রানাইটের বিশাল এক ব্লক ছুটে এলো রামেসিসকে লক্ষ্য করে। ধুলোর জালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সে চিৎকার করে বললো, 'সরে যান, পিতা!' নিজেও একপাশে লাফ দিল। সেটি শক্তহাতে ওকে ধুলো থেকে বের করে আনলেন।

ব্লকটা গড়াতে গড়াতে পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গেল। সাথে সাথে শোনা গেল চিৎকার। শ্রমিকের দল এক লোককে দৌড়ে পালাতে দেখেছে!

'ওই যে! ওই লোকটাই গ্রানাইটের ব্লক ঠেলে দিয়েছে!' চিৎকার করে উঠল কেউ একজন। সাথে সাথে শ্রমিকের দল পিছু নিল।

খননকার্যের প্রধান সবচেয়ে কাছে ছিল। হবু আততায়ীর মাথায় আঘাত হেনে লোকটাকে অজ্ঞান করে দিল সে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আঘাতটা এত জোরালো ছিল যে সাথে সাথে মারা গেল লোকটা।

'কে এই লোক?' জানতে চাইলেন সেটি।

'জানি না,' উত্তর দিল প্রধান। 'খনির কেউ না।'

কিন্তু অসওয়ানের পুলিশ ঠিক চিনতে পারল। জানা গেল, লোকটা বিপত্নীক। সন্তানও নেই। মাঝির কাজ করত।

'তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল রামেসিস,' সেটি তার পুত্রকে বললেন। 'কিন্তু ওই গ্রানাইটে তোমার নাম লেখা ছিল না।'

'দায়ী লোকটাকে খোঁজার অনুমতি পাব কি?'

'অনুমতি পাবে না, আমি তোমাকে আদেশ করছি।'

'ধন্যবাদ, এ কাজের জন্য যোগ্য অনুসন্ধানকারীর খোঁজ আমার জানা আছে।'

উনচল্লিশ

একই সাথে উদ্বিগ্ন আবার আনন্দিত আহমেনি। উদ্বিগ্ন রামেসিসকে হত্যার নতুন প্রচেষ্টার কথা শুনে। আর আনন্দিত কারণ, যুবরাজ ওকে অসাধারণ দামী একটা সূত্র দিতে পেরেছেঃ ফারাওকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি।

'দারুণ লিখেছে,' বলল সে। 'ভাষার কাজ প্রশংসনীয়। সমাজের উঁচু শ্রেণীর কেউ না হয়ে যায় না। এমন কেউ, যে চিঠি লিখতে অভ্যস্ত। আমার মনে হয় তোমাদের দু'জনকেই একসাথে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিল কেউ। খনি এলাকায় দুর্ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে।'

'যাক, অনুসন্ধান কাজে তোমার সাহায্য চাই।'

'অবশ্যই। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'আগে একটা কথা বলে নেই। ওই নকল কালি নির্মাতার পেছনে এখনও লেগে আছি আমি। প্রমাণ করতে চাইছিলাম যে, শানার এসবের জন্য দায়ী। কিন্তু পারিনি।'

'সমস্যা নেই।'

'জেলেটার সম্বন্ধে আর কিছু জানা গিয়েছে?'

'নাহ, লোকটাকে কে ভাড়া করেছিল তা জানার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।'

'সাপের মতো আচরণ করছে ক্রীড়ানক। সেটাওকে বলা উচিত।'

'অসুবিধা কী?' উত্তরে বলল রামেসিস।

'নেই,' হাসতে হাসতে জবাব দিল আহমেনি। 'আসলে আমি আগেই বলেছি ওকে।'

'কী উত্তর দিল।'

'যেহেতু ব্যাপারটার সাথে তোমার নিরাপত্তা জড়িত, তাই সে সাহায্য করতে রাজি।'

দক্ষিণ জায়গাটা শানার খুব একটা পছন্দ করে না। অত্যন্ত উত্তপ্ত জায়গাটার অধিবাসীরা নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত। তবে কারনাকের মন্দিরটা এত প্রভাবশালী যে এখানকার প্রধান পুরোহিত পক্ষে না থাকলে, সিংহাসনের দাবীদার কোনও পাত্তাই পায় না। তার সাথে দেখা করতে এসেছে শানার, এই সুযোগে কিছু 'উপহার' বিনিময়ও হয়েছে!

প্রধান পুরোহিত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না বুঝতে পেরে, মনে মনে খুশি হলো প্রাক্তন যুবরাজ। নিজেকে ধার্মিক প্রমাণিত করার জন্য ধ্যান করার অনুমতি চাইল। অনুমতি পাওয়ার জন্য বেগ পেতে হলো না তাকে। পুরোহিতেরা যেভাবে থাকে, সেভাবে থাকতে অভ্যস্ত নয় শানার। কিন্তু মোজেসের সাথে দেখা করতে হলে এর কোনও বিকল্প নেই।

সহজেই খুঁজে পেল হিব্রু তরুণকে। একমনে একটা থাম পরখ করে দেখছে ছেলেটা।

'অসাধারণ কাজ! আসলেই তুমি অনেক প্রতিভাবান।'

ওর গলা শুনে ফিরে তাকালো মোজেস।

'এখনও শিখছি। এই কাজের প্রশংসা নকশাকারীদের প্রাপ্য।'

'বিনয় দেখাবার দরকার নেই।'

'অহেতুক প্রশংসারও দরকার নেই।'

'তুমি দেখছি আমাকে একদম দেখতে পারো না!'

'সম্ভবত কথাটা উভয়ের জন্যই খাটে।'

'কারনাকে এসেছি নিজের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করার জন্য। রামেসিসকে যখন সেটি রাজপ্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করলেন, স্বীকার করছি নাড়া খেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'ভালো।'

'আমি আশা করি, বন্ধুত্ব তোমাকে অন্ধ করে দেয়নি। আমার ভাইয়ের লক্ষ্যকে কোনওভাবেই মহৎ বলা যায় না। সাবধানে থেক।'

'তুমি কী সেটি'র সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলছ?'

'আমার পিতা অসাধারণ এক মানুষ। কিন্তু ভুল সবারই হয়। আমি সিংহাসনের উপর দাবি ছেড়ে দেয়েছি। এখনকার অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু যখন ক্ষমতালোভী এক নাদান বাচ্চার হাতে শাসন ক্ষমতা যাবে, তখন কী হবে?'

'তোমার উদ্দেশ্যটা খুলে বলো তো, শানার।'

'তোমাকে বর্তমান পরিস্থিতিটা জানাতে চাচ্ছিলাম আর কী। রামেসিসের মাঝে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সিংহাসনে যখন বসবে, তখন হয়তো তোমাকে ভুলে যাবে।'

'কী বোঝাতে চাইছ?'

'পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়াই ভালো না?'

'যেন তুমি ফারাও হতে পারো?'

'আমার ব্যক্তিগত কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।'

'মাফ করবে, বিশ্বাস করতে পারলাম না।'

'তাহলে ভুল করছ। আমার একমাত্র লক্ষ্য দেশের সেবা করা।'

'তোমার দেবতারা তোমার বক্তব্য শুনছে, শানার। তারা না কি মিথ্যা কথা পছন্দ করেন না।'

'মিশর মানুষ শাসন করেন, দেবতারা নন। তোমার সাহায্য পেলে আমি কাজটা করতে সফল হব, মোজেস।'

'বুঝলাম, এখন ভাগো। আমাকে কাজ করতে দাও।'

'পস্তাবে বলে দিচ্ছি।'

'এই পবিত্র জায়গায় গালাগালি বা হাতাহাতি করতে চাই না। তবে তুমি চাইলে বাইরে আমাদের মোলাকাত হতে পারে।'

'তার কোনও দরকার হবে না। শুধু বলে যাই, আমার কথা মনে রেখ। একদিন ধন্যবাদ জানাবে।'

মোজেসের রাগান্বিত চেহারার দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলার সাহস পেল না শানার। যেমনটা ভয় পেয়েছিল, বৃথাই এসেছে এখানে। আহসাকে পটানো গেলেও, এই হিব্রুকে পটানো যাবে না। তবে মোজেসেরও নিশ্চয় কোনও না কোনও দুর্বলতা আছে। সময়েই তা বোঝা যাবে।

ডোলোরা অভদ্রের মতো ধাক্কা দিয়ে আহমেনিকে সরিয়ে দিল। বুনো বাতাসের বেগে প্রবেশ করল ছোট ভাইয়ের কক্ষে।

'তুমি কী কখনও কিছুই করবে না?' চিৎকার করে উঠল ডোলোরা।

রামেসিস বসে বসে সেটি'র আদেশের নকল বানাচ্ছিল। ওগুলো দেখিয়ে বলল, 'করছি তো। কিন্তু তুমি কী বোঝাতে চাইছ, তা বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি ভালো করেই জানো আমি কী বলতে চাচ্ছি!'

'তাও আরেকবার বলো।'

'সারী কেন এখনও ওর নতুন পদে নিয়োগপত্র পায়নি?'

'এ ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে তা ফারাওকে করো।'

'তিনি বলছেন, স্বজনপ্রীতি করতে পারবেন না! চিন্তা করো-'

'ব্যাপারটা তো তাহলে মিটেই গিয়েছে।'

'আরও রেগে উঠল ডোলোরা। 'পুরোপুরি অন্যায্য একটা সিদ্ধান্ত! আমার স্বামী এই পদোন্নতির যোগ্য। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তুমি সেটা ওকে পাইয়ে দিতে পার।'

'রাজপ্রতিনিধির কি ফারাও-এর আদেশের বাইরে যাওয়া উচিত?'

'কাপুরুষ কোথাকার!'

'বিদ্রোহ করতে পারব না।'

'তুমি আমাকে এই কথা বলতে পারলে!'

'শান্ত হয়ে বসো।'

'আমাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও।'

'অসম্ভব।'

'নিজেকে সততার প্রতিমূর্তি ভাবো, রামেসিস? মনে রেখ, সবার বন্ধু দরকার। নিজেকে শোধরাও, নয়তো অল্প যে কয়টা বন্ধু আছে, তাদেরকেও খোয়াবে!'

'ডোলোরা-'

'ভেবেছিলাম, শানার একটা হারামী। কিন্তু তুমি তো দেখছি তারচাইতেও বেশি খারাপ। কেন, কেন আমাদেরকে সাহায্য করছ না?'

'যা পেয়েছ, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক ডোলোরা। দেবতারা লোভীদেরকে পছন্দ করেন না।'

'তোমার ওই বস্তাপচা নীতি কথা অন্য কারও জন্য তুলে রাখ।' যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই বেরিয়ে যেতে যেতে বলল মেয়েটি।

ইসেটের পারিবারিক বাগানে দেখার মতো সিকামোর জন্মায়। রামসেসিসকে সাথে নিয়ে এই মুহূর্তে বাগানে মেয়েটি, উপভোগ করছে গাছের শান্তিদায়ক ছায়া। এদিকে যুবরাজ মাটিতে বীজ বোনায় ব্যস্ত। উপরে উত্তর দিক থেকে ভেসে আসা হালকা বাতাসে নাচছে গাছের পাতা। মাটি থেকে পদ্মফুল তুলে নিয়ে খোপায় গুঁজে রাখল ইসেট।

'আঙুর খাবে?'

'বিশ বছর পর, নতুন একটা সিকামোর এই বাগানকে আরও মোহনীয় করে তুলবে।'

'বিশ বছরে বুড়ি হয়ে যাব।'

রামেসিস মনোযোগ দিয়ে প্রেমিকার দিকে তাকালো। 'আমার তো মনে হয়, আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তুমি।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভালবাসার মানুষটাকে কি স্বামী হিসেবে পাব?'

'আমি তো জ্যোতিষী নই।'

রামেসিসের বুকে ফুলেল আঘাত হানল মেয়েটা। 'শুনলাম অসওয়ানে আরেকটু হলেই মারা পড়তে!'

'সেটি আমাকে রক্ষা করার জন্য পাশে আছে যখন, চিন্তা কী!'

'কিন্তু আরেকবার তোমার প্রাণের উপর হামলা হলো!'

'চিন্তা করো না, এবার অপরাধী ধরা পড়বেই।'

অনুভূতিকে বাগে আনতে ব্যর্থ হলো ইসেট। রামেসিসকে কাছে টেনে এনে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল ছেলেটার চেহারা।

'সুখী হওয়া কি এতই কঠিন?'

'যদি জান কীভাবে হতে হয়, হচ্ছ না কেন?'

'আমি শুধু তোমার সাথে থাকতে চাই। কবে বুঝবে সেটা?'

'এই তো দুই একদিনের মধ্যে!'

বলতে বলতে ইসেটকে মাটিতে শুইয়ে দিল রামেসিস। প্রেমিকের চাহিদাকে আশীর্বাদ বলে ধরে নিল মেয়েটা।

প্রধান সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাঝে একটা হলো প্যাপিরাস উৎপাদন। দাম নির্ভর করে ওগুলোর মান আর দৈর্ঘ্যের উপর। এদের মাঝে কিছু কিছু পাঠানো হয় সমাধিতে, দ্য বুক অফ ডেড নামে খ্যাত বই থেকে নেয়া কিছু কথা লেখা থাকে ওতে। কিছু যায় স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তবে অধিকাংশই সরকারি কাজে ব্যবহার করা হয়। প্যাপিরাস ছাড়া দেশ চালানো এক কথায় অসম্ভব।

সেটি যুবরাজের উপর প্যাপিরাস উৎপাদন পরিদর্শনের ভার দিয়েছেন। সেই সাথে ওগুলোর সঠিক বন্টন দেখা শোনার দায়িত্বও। প্রায় প্রতিটি বিভাগ নালিশ জানাচ্ছে যে তারা যথেষ্ট পরিমাণ প্যাপিরাস পাচ্ছে না।

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার পর রামেসিস দেখল, শানারের লিপিকাররা প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি প্যাপিরাস ব্যবহার করে। ব্যাপারটা সামলাবার জন্য তাই ভাইকে ডেকে পাঠাল।

শানারকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। 'কী করতে পারি তোমার জন্য, রামেসিস?'

'তোমার লিপিকাররা কি সরাসরি তোমার কাছে জবাবদিহিতা করে?'

'হ্যাঁ, তবে খুব কড়া নজর রাখা হয়ে ওঠে না।'

'আচ্ছে, প্যাপিরাস কীভাবে কেন তুমি?'

'কোথাও কোনও সমস্যা?' শানারের হাসিখুশি ভাবটা আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

'দেখা যাচ্ছে, তোমার লিপিকাররা কোনও কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত প্যাপিরাস ব্যবহার করছে। তাও আবার প্রথম শ্রেণীরগুলো!'

'আমি নিজে সবচেয়ে ভালো উপকরণ ব্যবহার করি। তবে মানছি, জমা করে রাখা ঠিক না। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি দেখছি। দোষী লোকটা শাস্তি পাবে।'

কোনও প্রতিবাদ নেই, এমনকি দোষও মেনে নিচ্ছে! শানার প্রতিক্রিয়ার হতবাক হয়ে গেল রাজপ্রতিনিধি।

'এভাবেই এগোনো উচিত।' ঘোষণা দিল শানার। 'সরকারের মাঝে বিন্দুমাত্র দুর্নীতির স্থান নেই। চীফ অভ প্রটোকল হিসেবে, সভায় কী চলছে না চলছে তা আমি ভালো ভাবেই জানি। তোমাকে সাহায্য করতে পারব। কেননা শুধু জানলেই তো আর চলবে না, কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।'

নিজের বড় ভাইয়ের মুখে এ কথা শুনে আরও হচকচিয়ে গেল রামেসিস। কোন দেবতা এর মাঝে এমন পরিবর্তন এনে দিলেন?

'তোমার সাহায্য আমার খুব কাজে আসবে।'

'নিজের ভাইয়ের সাথে এক হয়ে কাজ করার চাইতে আনন্দের আর কিছু নেই। আগে নিজের ঘর ঠিক করি, এরপর নাহয় বাইরে নজর দেব।'

'পরিস্থিতি কি এতটা খারাপ?'

'সেটি অসাধারণ এক শাসক, তার নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু তিনি একা তো আর সব কিছু করতে পারবেন না। ধরে নাও, তুমি তোমার বাবা বা দাদার মতোই সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন। তাহলে অনেক সময় তোমার দ্বারা এমন কাজ হবে, যা অনুচিত। অথচ সেটা যে অনুচিত, তা তুমি টেরই পাবে না। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তুমি সেসব থামাতে পার। স্বীকার করি, আগে তোমার সাথে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।'

'এটা কি সন্ধি না কি যুদ্ধ স্থগিত করার ঘোষণা?'

'শান্তি চুক্তি বলতে পার।' শানার বলল। 'আমাদের মাঝে গোলমাল ছিল। তবে তার জন্য আমরা উভয়ই খানিকটা করে দায়ী। ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কি দরকার, বলো? তুমি এখন রাজপ্রতিনিধি, আর আমি চীফ অভ প্রটোকল। এসো, এক হয়ে মিশরের উন্নতির জন্য কাজ করি।' বলে বিদায় নিল শানার।

দুশ্চিন্তায় পরে গেল রামেসিস। শানার কি কথাগুলো মন থেকে বলল, নাকি সবই তার অভিনয়?

চল্লিশ

সকালের প্রার্থনা শেষ হবার সাথে সাথে ফারাও-এর উপদেষ্টামণ্ডলী আলোচনার জন্য জড়ো হলো। বেশ গরম পড়েছে। তবে কপাল ভালো ফারাও যে কক্ষে সবার সাথে দেখা করেন, সেটা তুলনামূলক ঠাণ্ডা। এই বিশেষ আলোচনা সভার জন্য উজির এবং মেমফিস, হেলিওপোলিস আর মরুভূমির পেট্রোল-পুলিশদের প্রধানকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে।

রামেসিস ওর পিতার ডানে বসে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে তাকে। অনেক মানসিকতার মানুষ উপস্থিত হয়েছে এখানে। কেউ কেউ ভয়ার্ত, কেউ বা গর্বিত, আবার কেউ কেউ ঠাণ্ডা মাথার। ফারাও উপস্থিত না থাকলে সম্ভবত এক ছাদের নীচে এরা সবাই এক মুহূর্তের জন্যও টিকতে পারত না।

'পেট্রোল-পুলিশ দলের নেতা আমাদের জন্য কিছু বাজে খবর নিয়ে এসেছেন,' বললেন সেটি। 'তার কথা প্রথমে শোনা যাক।'

চীফের বয়স ষাটের কোঠায়, অনেক কষ্টে বর্তমান অবস্থানে এসেছেন। ঠাণ্ডা মাথার, শান্ত। মরুভূমির প্রতিটা বাঁক তিনি নিজের হাতের তালুর মতোই চেনেন। নিজের পদ নিয়ে সন্তুষ্ট, অবসর নিয়ে অসওয়ানে আস্তানা বানাতে চান। সাধারণত তিনি এমন সমাবেশে কথা বলেন না। তাই সবাই মনোযোগ দিল তার দিকে।

'পূর্ব-মরুভূমির স্বর্ণখনিতে আমরা একমাস আগে যে দল পাঠিয়েছিলাম, সেটা উধাও হয়ে গিয়েছে।' বললেন তিনি।

নীরবতা নেমে এল ঘরটাতে, অবাক হয়ে গিয়েছে সবাই। টাহের প্রধান পুরোহিত কথা বলার অনুমতি চাইলেন, পেলেনও। ফারাও যখন পরামর্শক মণ্ডলীর সাথে আলোচনা করেন, তখন এভাবেই কথা বলে সবাই। আলোচনার বিষয়বস্তু যত গম্ভীরই হোক না কেন, এক সাথে কখনও দুই জন কথা বলে না। অন্যের মতের প্রতি সম্মান না থাকলে কখনও ঐক্যমত্যে পৌঁছানো যায় না।

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। সাধারণত অভিযানের অগ্রগতি আমাকে জানানো হয়। এমনকি কোনও ঝামেলা হলেও। কিন্তু এবার বেশ কিছুদিন হলো আমি কোনও খবর পাচ্ছি না।'

'এরকম কি আগে কখনও হয়েছে?'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের সময়গুলোতে।'

'বেদুইনদের আক্রমণের ফলে এমন হতে পারে কি?'

'যে এলাকার কথা বলা হচ্ছে, সেই এলাকায় সাধারণত বেদুইনরা আক্রমণ করে না। আমরা কড়া নজর রাখি।'

'সাধারণত...কিন্তু অসম্ভব কি?'

'আমাদের জানা এমন কোনও গোত্র ওই এলাকায় নেই, যারা এত বড় একটা দলকে একদম হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে পারে। দলের সাথে একটা পুলিশ দল পাঠানো হয়েছে।'

'তাহলে?'

'জানি না।'

মরুভূমি থেকে পাওয়া সোনা মন্দির সাজাবার কাজে ব্যবহার করা হয়। ভালবেসে মিশরীয়রা একে 'দেবতাদের গোশত' বলে ডাকে। এছাড়া সরকার দেনা পাওনার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করে। তাই স্বর্ণখনি থেকে সোনার সরবরাহ নিশ্চিত করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

'আপনার মতানুসারে তাহলে এখন কী করা যায়?'

'এক মুহূর্ত দেরি না করে সেনাবাহিনীকে পাঠানো দরকার।'

'আমি নিজে যাব,' ঘোষণা করলেন সেটি। 'রিজেন্টও আমার সাথে যাবে।'

সবাই সেটি'র সাথে একমত হলো।

রাজত্বের নবম বৎসর তৃতীয় মাসের বিশতম দিনে, চারশত যোদ্ধাসহ অভিযানে বের হলেন ফারাও এবং তার উত্তরাধিকারী। এডফু শহরের উত্তর দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে তাদের, এরপর প্রায় ষাট মাইল হাঁটতে হবে ওয়াদি হাম্মাতের খনিতে যাবার রাস্তা ধরে। বর্তমানে দলটা ওয়াদি মিয়া'র কাছে আছে, ওখান থেকে আগের দলটা শেষ খবর পাঠিয়েছিল।

খবরে তেমন বিশেষ কিছু লেখা ছিল না। বলছিল, দলের সবাই বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে। উল্টো পাল্টা কিছুই উল্লেখ করেনি দলের লিপিকার।

সেনাদলের সবাইকে সাবধানে থাকতে বললেন সেটি, সিনাই পেনিনসুলা থেকে বেদুইনরা প্রায়ই নেমে এসে আক্রমণ চালায় ক্যারাভানগুলোর উপর। ওরা ডাকাতি আর খুন-জখম ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

'কিছু টের পাচ্ছ, রামেসিস?'

'মরুভূমি আমাকে সবসময় বিমোহিত করে, কিন্তু কেন জানি আজ অস্বস্তিবোধ করছি।'

'ওই দিয়ে তাকাও, ওই বালিয়াড়ির আড়ালে কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

মনোযোগ দিল যুবরাজ। অসওয়ানে গ্রানাইট খুঁজে বের করার সময় সেটি'র চেহারায় যে শক্ত ছাপটা ছিল, সেটাই এখন আবার ফিরে এসেছে।

'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঠিক বলেছ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মৃত্যুর শূন্যতা এখানে।'

কথা শুনে কেঁপে উঠল রামেসিস।

'বেদুইন?'

'নাহ, তার চাইতেও অনেক বেশি ভয়ংকর। অনেক বেশি নির্দয়।'

'আমাদের কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত?'

'লাভ নেই।'

ভয়কে জয় করার চেষ্টা চালাল রামেসিস। স্বর্ণখনির দিকে যাত্রাকারী দলটার কপালে কী হয়েছে? কোনও কোনও সৈন্যের বিশ্বাস, মরুভূমিতে দুষ্ট আত্মারা ঘোরাফেরা করে। কোনও মানুষ তাদেরকে হারাতে পারে না।

বালিয়াড়ি অতিক্রম করার আগে বিশ্রামের জন্য থামতে হলো ঘোড়া, গাধা আর সৈন্যদের। মরুভূমির উত্তাপে টিকে থাকতে হলে তা বাধ্যতামূলক, এদিকে পানির সরবরাহও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই এলাকার প্রধান কূপটা মাত্র দুই মাইল দূরে।

সূর্যাস্তের তিন ঘণ্টা আগে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। বালিয়াড়ি অতিক্রম করল খুব সহজেই। কূপটার কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। আচমকা পূর্ববর্তী দলের সদস্যদের দেখতে পেল সবাই। শ্রমিক আর দেহরক্ষীরা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি।

চোখের সামনে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে রামেসিস। কূপের চারপাশ জুড়ে উপর হয়ে শুয়ে আছে তারা। কালো, রক্তাক্ত জিহ্বাগুলো দেখে শিউরে উঠল সবাই।

একজনও বেঁচে নেই।

ফারাও না থাকলে সম্ভবত ভয়ে পালিয়ে যেত সৈন্যরা। কিন্তু সেটি তাঁবু টানার আদেশ দিলে চুপচাপ মেনে নিল সবাই। তবে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করতে ভুল হলো না। ঠিক হলো সেটি নিজে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করবেন।

সূর্যাস্তের আলোয় দাঁড়িয়ে সেটি'র প্রার্থনা সৈন্যদের মন শান্ত করে তুলল। কিছুক্ষণ পর এগিয়ে এলো চিকিৎসক।

'মৃত্যুর কারণ?'

'তৃষ্ণা, ফারাও।'

কথাটা শোনামাত্র কূপের দিকে এগিয়ে গেলেন সেটি। দলের সবাই ঠাণ্ডা, তৃপ্তিদায়ক পানির জন্য আগ্রহী হয়ে ছিল। বিশাল কুপটা একদম পানিতে ভর্তি হয়ে আছে।

'খালি করে ফেললে কেমন হয়?' পরামর্শ দিল রামেসিস।

একমত হলেন সেটি। সেই মতো নির্দেশ দিলেন নিজের দেহরক্ষীদের। মূল দলকে দুশ্চিন্তায় ফেলে লাভ নেই।

চাঁদের আলো যখন কূপের তলে পড়ল, তখন কাজে নামল রামেসিস। দড়ির মাথায় একটা পাত্র বেঁধে সাবধানে পানি তুলে আনল। সেটি'র সামনে ধরল সেটা। পানিটা শুঁকলেন তিনি, কিন্তু মুখে তুললেন না।

'একজনকে নিচে পাঠাও।'

নিজের বগলের নিচেই রশি বাঁধল যুবরাজ, চারজন সৈন্যকে বলল আস্তে আস্তে ওকে নিচে নামাতে। পানির মাত্র ছয় ফুট উপরে এসে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল নিচে কী রয়েছে, বেশ কয়েকটা গাধার মৃতদেহ পানিতে ভাসছে! কেঁপে, উপরে উঠে এলো সে।

'কূপটা বিষাক্ত।' ফারাওকে উদ্দেশ্য করে বলল যুবরাজ।

সেটি সাথে সাথে পাত্রের পানি মাটিতে ফেলে দিলেন।

'অগ্রবর্তী দলের লোকেরা সম্ভবত এই পানি খেয়েই মারা গিয়েছে। বেদুইনদের কাজ নিশ্চয়।'

আর এখন, ফারাও, রাজপ্রতিনিধি এবং সৈন্যদলের সবাই একই ভাবে মারা যাবে। যদি এই মুহূর্তেও উপত্যকা থেকে সরে আসে, তাহলেও নিরাপদে পৌঁছাবার আগে মারা পড়বে।

শক্ত ফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা।

'ঘুমিয়ে নাও,' আদেশ দিলেন সেটি। 'আমি আমাদের মা, তারকাচ্ছন্ন আকাশের সাথে কথা বলে দেখি।'

সকালে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। কোনও সৈনিককেই কূপ থেকে পানি পান করার অনুমতি দেয়া হলো না।

এক সেনা অন্যদেরকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা চালালো। কিন্তু তার সামনে এসে দাঁড়ালো রামেসিস। ভয় পেয়ে ঘুষি হাঁকাবার চেষ্টা চালালো লোকটা, তবে খুব সহজেই তাকে থামিয়ে দিল যুবরাজ।

'নিজেকে সামলাও। পাগলামী করলে কারও লাভ হবে না।'

'এক বিন্দু পানি নেই...'

'ফারাও আমাদের সাথে আছেন। সব আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।'

আর কিছু বলল না সৈন্যরা। রামেসিস সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমাদের কাছে এই এলাকার গোপন মানচিত্র আছে। নতুন আর পুরনো, সব ধরনের কূপের

অবস্থান উল্লেখ করা আছে। ফারাও তোমাদের সাথে থাকবেন। আর আমি পানির উৎস খুঁজে বের করব। অন্তত যেন আমরা ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি। বাকিটা আমাদের কষ্ট করে যেতে হবে। আমি ফিরে আসার আগে, নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে রাখো।'

দশ জন সৈনিক আর ছয়টা গাধা নিয়ে রওনা হলো রামেসিস, সবাই সাথে যতটা সম্ভব পানির থলে নিয়ে নিয়েছে। কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল, প্রতিটা পদক্ষেপ নেবার সাথে সাথে গুঙিয়ে উঠছে ওরা। উত্তপ্ত বালু প্রবেশ করেছে তাদের ফুসফুসে। কিন্তু রামেসিস হাল ছাড়তে রাজি নয়।

মানচিত্রে আঁকা প্রথম রাস্তাটা বালুর নিচে হারিয়ে গিয়েছে। তাই সেই রাস্তা বাদ দিয়ে পরের রাস্তা ধরল সে। এই রাস্তা শেষ মাথায় দেখা গেল একটা শুষ্ক নদীর শাখা। যে লোকটা মানচিত্র বানিয়েছে, নিজের কাজের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়নি সে। তৃতীয় রাস্তাটার মাথায় দেখা গেল শুকিয়ে খটখট করতে থাকা একটা কূপ, অনেক আগেই সেটা বালুতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

গোপন ম্যাপ না ছাতা! দশ বছর আগে হয়তো এই মানচিত্রটা কাজে আসত। কোনও অলস লিপিকার নিশ্চয় এই কাজ করেছে।

ফিরে এলো তারা। সেটি রামেসিসের চেহারা দেখেই বুঝে ফেললেন সব কিছু। ওকে আর কিছু বলতে হলো না। গত ছয় ঘন্টায় এক ফোঁটা পানি পান করেনি কেউ!

ফারাও মুখ খুললেন, 'সূর্য ঠিক মাঝ আকাশে আছে। রামেসিস আর আমি পানি খুঁজতে যাচ্ছি। ছায়া লম্বা হতে শুরু করলে ফিরে আসব।'

সেটি প্রথমেই একটা পাহাড়ের উপর উঠলেন। বয়সে কম হলেও, রামেসিস টের পেল সে তার পিতার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। হাতে শুধু একটা লাঠি ধরে আছেন ফারাও। দুটি অ্যাকাসিয়া ডাল দিয়ে বানানো ওটা, এক মাথায় লিলেন কাপড় দিয়ে বাঁধা।

কিছুক্ষণের মধ্যে বালিয়াড়ির উপর উঠে এলো ওরা। এখান থেকে মরুভূমির দৃশ্য মন কেড়ে নেয়ার মতো। প্রচণ্ড তৃষ্ণা নিজের উপস্থিতি জানান দেবার আগ পর্যন্ত দৃশ্যটা দেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে।

অ্যাকাসিয়ার ডাল দিয়ে বানানো লাঠিটা সামনে ধরে আছেন সেটি। ধীর পায়ে হাঁটছেন তিনি, হঠাৎ করে সেটা যেন নিজের ইচ্ছায় তার হাত থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল।

রামেসিস সামনে এগিয়ে তুলে নিল লাঠি, এগিয়ে দিল পিতার দিকে। সেটি আচমকা সমতল পাথরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওগুলো থেকে কাঁটা ওয়ালা গাছ বেরিয়ে আছে। আবারও লাঠিটা যেন তার হাত থেকে লাফ দিল।

'শ্রমিকদের ডেকে এখানে খুঁড়তে বলো।'

উধাও হয়ে গেল রামেসিসের ক্লান্তি। ফিরে এলো চল্লিশ জনকে নিয়ে। মাটি আলগা ছিল। দশ ফুট নিচে পানি খুঁজে পেল ওরা। সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এক সৈন্য।

'দেবতারা ফারাও-এর কানে কানে নির্দেশ দিয়েছে...উন্মত্ত নীল নদের মতো বইছে পানি!'

'আমার প্রার্থনার জবাব মিলেছে,' বললেন সেটি। 'এই কূপের নাম হবে 'ঐশ্বরিক আলো যেন সবসময় প্রজ্জ্বলিত থাকে'। সবাইকে নিজ নিজে পাত্র ভরে নিতে বলো। এরপর এখানে যেন একটা ক্যাম্প আর মন্দির বানান হয়। দেবতারাই-এর দেখভাল করবেন।'

একচল্লিশ

মেমফিসে রাজমহিষী দেবী হাথোরের মন্দিরে এসেছেন। আজ এখানে শিক্ষানবীস মেয়েদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। গায়িকা, নৃত্য বিশারদ এবং সুর বিশেষজ্ঞদের মাঝে যারা যারা দেবীর মন্দিরে যাজিকা হতে চায়, তারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণে ব্যস্ত।

টুইয়া মনোযোগ দিয়ে অংশগ্রহনকারীদেরকে দেখছেন। তার ব্যক্তিত্ব এমন প্রবল যে, রাজমহিষীর সামনে আসা মাত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে সবাই। কম বয়সে নিজেকেও এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে বলে তিনি জানেন, এখন তিনি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখালে তা এদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ যেকোনও যাজিকার প্রথম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

মনে মনে হতাশ হলেন তিনি, কারও মাঝেই তেমন বিশেষ কোনও গুণ আছে বলে মনে হচ্ছে না। হারেমের গান আর নাচের শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে হবে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। মাত্র একজন মেয়ে রানি টুইয়াকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। মেয়েটা এমন মনোযোগের সাথে বাঁশি বাজাচ্ছিল যেন বাইরের পৃথিবীর কথা ভুলেই গিয়েছে!

প্রতিযোগিতা শেষ হলে, সবাইকে নাস্তা পরিবেশন করা হলো। বাঁশিবাদিকার দিকে এগিয়ে গেলেন রানী। 'তোমার দক্ষতায় আমি মুগ্ধ।'

মেয়েটা বাউ করল।

'নাম কী?'

'নেফারতারি।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

'থিবসে জন্ম, এরপর প্রশিক্ষণের জন্য মেরওয়েরের হারেমে পাঠানো হয়েছিল।'

'এখন এলে মেমফিসে, তবে তোমাকে খুব একটা আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমার আশা ছিল, থিবসে ফিরে যাব। আমনের মন্দিরে যোগ দেব। আমার আশা, দেবতা আমনের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। কিন্তু বয়স কম বলে অনুমতি পাচ্ছি না।'

'তোমার বয়সী মেয়েরা সাধারণত এমন আশা রাখে না। জীবন নিয়ে এত হতাশা কেন, নেফারতারি?'

'হতাশ নয়, রানি সাহেবা। কিন্তু ধার্মিক জীবন আমাকে আকৃষ্ট করে।'

'বিয়ে করতে, সংসার করতে চাও না?'

'ওসব নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। আমার মন্দিরের পরিবেশ ভালো লাগে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে ওই জীবনে কয়েকদিন পরে ঢুকলে কেমন হয়?'

সাহস সঞ্চয় করে চোখ তুলে চাইল নেফারতারি।

'এই মন্দিরের কাজটাও বিশেষ এক সম্মান। কিন্তু আমি তোমাকে অন্য একটা দায়িত্ব নেবার প্রস্তাব দিচ্ছি, আমার গৃহস্থালির দায়িত্ব।'

রাজমহিষীর গৃহস্থালি পরিচালনার দায়িত্ব! সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের জন্যও এই কাজটা অত্যন্ত সম্মানজনক।

'আমার দীর্ঘ দিনের সখী গত মাসে মারা গিয়েছে,' জানালেন টুইয়া।

'অভিজ্ঞতা নেই, তার উপর...'

'তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ নও। নিজেকে প্রমাণের চেষ্টাটা তাই তোমার মাঝে বেশি থাকবে।'

'কিন্তু একই ব্যাপারটা আবার সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো?'

'আমি মানুষের যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেই বেশি। কি বলো?'

'ভাববার সময় পাওয়া যাবে কি?'

মজা পেলেন রানি। সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ হলে লাফিয়ে উঠত এই প্রস্তাবে।

'নাহ। যদি একবার মন্দিরে ঢুকে পড়, তাহলে আর আমাদের দেখা হবে না।'

বুকে হাত দিয়ে বাউ করল নেফারতারি।

'দায়িত্বটা মাথা পেতে নিলাম, রানি সাহেবা।'

সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস রানি টুইয়ার। প্রাতঃকালীন নিস্তব্ধতাটুকু বেশ উপভোগ করেন তিনি। তার মতো নেফারতারিও ভোরে উঠে পড়ে। দুজনে মিলে নাস্তা খেতে খেতে সারাদিনের পরিকল্পনা করে ফেলে।

মুহূর্তের আবেগে নেফারতারিকে নিয়োগ দেবার তিন দিন পর, টুইয়া উপলব্ধি করতে পারলেন, ভুল হয়নি তার। মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তেমনি কর্মক্ষম। অনভিজ্ঞ হলেও, কাজ বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না তার। মাঝে মাঝে মনে হয়, নেফারতারি যেন ওর মনের কথা বুঝতে পারছে। এরপর শুরু হয় রানির তৈরি হবার পালা।

আজকের দিনটা অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম। কেননা শানার তার মায়ের সাথে হঠাৎ করেই দেখ করতে এসেছে। রানি মাথায় পরচুলা পরছিলেন তখন।

'তোমার চাকর-বাকরদের যেতে বলো,' দাবী জানাল ছেলেটা। 'গোপন কথা আছে।'

'জরুরি কিছু?'

'হ্যাঁ।'

কথা না বাড়িয়ে সবাইকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন টুইয়া। শানারকে দেখে বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল।

'বলো, বাছা।'

'ভেবেছিলাম বলতে হবে না...

'বলে ফেল। আমাকে আর দুশ্চিন্তায় রেখো না।'

'কিন্তু...শুনলে যদি কষ্ট পাও?'

এবার আসলেই চিন্তায় পরে গেলেন টুইয়া। 'কিছু হয়েছে?'

'সেটি, রামেসিস এবং ওদের সাথে যাওয়া দলের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কোনও বিস্তারিত বিবরণ পাওনি?'

'শুধু জানি, মুরুভুমির দিকে বেশ কিছুদিন হলো রওনা দিয়েছে। বাজে বাজে সব গুজব রটেছে।'

'ওসবে কান দিও না। সেটি'র কিছু হলে, আমি টের পেতাম।'

'কীভাবে-'

'তোমার বাবা আর আমার মাঝে অদৃশ্য এক বন্ধন কাজ করে। একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকলেও, যোগাযোগ থাকে ঠিকই। তাই চিন্তা করো না।'

'তবুও ভেবে দেখ। এতদিনে ওদের ফিরে আসা উচিত ছিল। দেশকে সামলাতে হবে না?'

'আমি আর উজির মিলে সেদিকটা দেখছি।'

'আমার সাহায্য লাগবে?'

'নিজের কাজ মনোযোগ দিয়ে করো, এর চাইতে বেশি আর কিছু করার নেই। এত দুশ্চিন্তা করলে, নিজে একটা দল নিয়ে পিতা আর ভাইয়ের খোঁজে যাও না কেন?'

'মরুভূমিতে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। যদি তাদের কপালে দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটে থাকে, তাহলে একমাত্র অবশিষ্ট উত্তরাধিকারী হিসেবে আমার কি এখানেই থাকা উচিত হবে না?'

'এই প্রশ্নটা নিজের বিবেককেই জিজ্ঞাসা করো।' বললেন রানি।

চারদিনের বিরতিতে সেটি'র পাঠানো দু'জন দূতের একজনও মিশরে পৌছাতে পারেনি। পথিমধ্যে শানারের পাঠানো লোকেরা ওদের মেরে ফেলেছে। এরপর প্রাক্তন যুবরাজের কাছে খবরও পাঠিয়েছেঃ ফারাও এবং রাজপ্রতিনিধি বহাল তবিয়তে আছেন। ফারাও ঐশ্বরিক নির্দেশনা পেয়ে নতুন এক কূপ খুঁজে বের করেছেন।

অধিকাংশ সভাসদের ধারণা, সেটি আর রামেসিসের সাথে অশুভ কিছু একটা হয়েছে। পরিস্থিতিটাকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে চাইছিল শানার, কিন্তু ক্ষমতার রাশ শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে আছেন টুইয়া। স্বামী ও ছোট সন্তানের মৃত্যুর চাক্ষুষ কোনও প্রমাণ ছাড়া শানারকে রাজপ্রতিনিধি বানাবেন না তিনি।

আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মাঝে ফিরে আসবে দলটা, সেই সাথে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহনের সব সুযোগ হারাবে শানার। তবে এখনও আশা আছে। হয়তো অসহ্য উত্তাপ, সাপ আর বিছা সেই কাজটা করতে পারবে, যা বেদুইনরা পারেনি।

ঘুম হচ্ছে না আহমেনির।

প্রতিদিন সেটি আর রামেসিসের অভিযানের ব্যাপারে নতুন নতুন গুজব রটছে। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে তরুণ লিপিকার সিদ্ধান্ত নিল, নিজেই তদন্ত করে দেখবে।

যা ভাবা তাই কাজ, প্রথমেই খোঁজ নিতে গেল যে ওই দলের কাছ থেকে কোনও খবর এসেছে কিনা। তখনই জানতে পারল ভয়ংকর খবরটা। ফারাও এবং যুবরাজের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে কারও কিছু জানা নেই!

মাত্র একজন, ভাবল সে, একজন পারে জরুরি ভিত্তিতে খবর আনার জন্য একটা দলকে পাঠিয়ে দিতে। তিনি আর কেউ নন, রাজমহিষী টুইয়া। তাই তার সাথে দেখে করতে গেল সে।

প্রথমেই সামনে পড়ল অসাধারণ সুন্দরী এই মেয়ে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি খুব একটা আকর্ষণ না থাকলেও নেফারতারির নিখুঁত চেহারা, নীলচে-সবুজ চোখ ওর চোখ এড়ালো না।

'আমি রানিসাহেবার সাথে দেখা করতে চাই।'

'ফারাও নেই বলে একা তাকে অনেক কিছু সামলাতে হচ্ছে। আপনার আসার কারণ জানতে পারি?'

'ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনাকে চেনা চেনা লাগছে!'

'আমার নাম নেফারতারি। রানি সাহেবা আমাকে তার গৃহস্থালি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাকে বলতে পারেন, আমি তাকে জানিয়ে দেব।'

হার মেনে নিল আহমেনি।

'আমি যুবরাজের ব্যক্তিগত সহকারী এবং তার পাদুক-বহনকারী। আমার মনে হয় তার এবং ফারাও-এর খোঁজে এই মুহূর্তে বিশেষ দল পাঠানো উচিত।'

হাসল নেফারতারি। 'দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। রানি সাহেবা তার স্বামী এবং সন্তানের ব্যাপারটা জানেন।'

'জানেন...কিন্তু শুধু জানাই তো যথেষ্ট না!'

'ফারাও-এর কোনও বিপদ হয়নি।'

'তাহলে তাদের কাছ থেকে কোনও দূত আসেনি কেন?'

'এরচাইতে বেশি কিছু বলতে পারব না। শুধু এতটুকু বলি, রানির উপর ভরসা রাখুন।'

'দয়া করে আমার অনুরোধটা রানি সাহেবা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবেন।'

'তিনিও আপনার মতোই চিন্তিত; বিশ্বাস করুন, দরকার হলে তিনি পুরো মিশরীয় সেনাবাহিনীকেই পাঠিয়ে দেবেন।'

আহমেনি সফর করতে পছন্দ করে না। কিন্তু সেটাও এর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় তার মাথাতেও আসছে না। সাপুড়ে ছেলেটা মরুভূমির একদম ধারে থাকে, মেমফিস থেকে অনেক দূরে। অনেক...অনেক কষ্টে বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারল সে।

লোটাস বাড়ির বাইরে কাজ করছে। আহমেনিকে দেখে কাজ থামালো, বাড়ির ভেতরে আসার আহ্বান জানালো। কিন্তু দোরগোড়ায় একটা কোবরা দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ালো বেচারা।

'একেবারে নির্বিষ সাপ।' লোটাস নিশ্চিত করল ওকে। সাপটার মাথায় হাত বোলাতেই আরামে এদিক ওদিক মাথা দোলাতে শুরু করল প্রাণীটা। সেই সুযোগে ঘরে প্রবেশ করল আহমেনি। ভেতরে সাপের বিষ নিয়ে কাজে ব্যস্ত সেটাও।

'পথ হারিয়েছ নাকি, আহমেনি? অফিস থেকে বের হলে কী ভেবে?'

'রামেসিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

'কল্পনার লাগামটা একটু টেনে ধরো।'

'পূবদিকের মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছে সে। দশদিনের বেশি হলো কোনও খবর নেই।'

'দুই একবার খবর না আসতেই পারে।'

'শুধু তাই না...'

'তাহলে আরকি?'

'রানি টুইয়া হলেন পালের গোদা।'

আরেকটু হলে হাত থেকে বিষের পাত্র ফেলে দিত সেটাও। কড়া চোখে আহমেনির দিকে তাকালো সে।

'পাগল হলে না কি?'

'তার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, সাফ মানা করেছেন।'

'তেমন অস্বাভাবিক কিছু না ব্যাপারটা।'

'রানির ধারণা, সবকিছু ঠিক ঠাক আছে। ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি। তিনি এমনকি খোঁজ নেবার জন্য কোনও দল পাঠাতেও চান না।'

'লোকমুখে শোনা কথা?'

'না, সরাসরি নেফারতারি, তার গৃহস্থালির দায়িত্বে থাকা মেয়েটার মুখে শুনেছি।'

সেটাওকে হতাশ মনে হলো। 'তোমার ধারণা, রানি সাহেবা নিজ স্বামী-সন্তানকে হত্যা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছেন? অসম্ভব।'

'তথ্য-উপাত্ত সব তোমার সামনেই আছে।'

'সেটি আর টুইয়ার মতো নিখুঁত দম্পতি আর হয় না।'

'তাহলে তিনি সাহায্য করতে চাচ্ছেন না কেন?'

'যদি তোমার কথা ঠিকও হয়, তাহলে আমরা কী করতে পারি?'

'রামেসিসের খোঁজে যেতে পারি।'

'দল নিয়ে এসেছ?'

'নাহ, দরকার নেই। তুমি আর আমি হলেই চলবে।'

উঠে দাঁড়ালো সেটাও। 'তুমি মরুভূমির মাঝে হাঁটতে চাও? পাগল...বদ্ধ পাগল।'

'আমার সাথে যাবে?'

'অসম্ভব।'

'রামেসিসকে পরিত্যাগ করছ?'

'তোমার তত্ত্ব ঠিক হলে, সে এরইমাঝে মারা গিয়েছে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ?'

'ঠিক আছে। পানি আর গাধা আছে সাথে, সাপ তাড়াবার মতো কিছু দাও।'

'দিয়ে লাভ নেই, ব্যবহার জানো না।'

'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ!' বিদ্রুপ করল আহমেনি।

'শোন বন্ধু পাগলামি করছ।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, রামেসিসের সেবা করব।'

আর কোনও কথা না বলে গাধা পিঠে উঠে বসল লিপিকার, পূব দিকে রওনা হলো। অনভিজ্ঞ পিঠ আর কোমর যন্ত্রণায় যেন ত্রাহি ত্রাহি করে কাঁদছে! কিছুক্ষণ পরেই বিশ্রাম নেবার জন্য থামল সে। মাটিতে শুয়ে পড়ল।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মাঝে দেখা ভাবল, একটা লাঠি দরকার। কিন্তু কেন?

'যথেষ্ট হয়েছে?'

শব্দ দুটো কানে যাওয়া মাত্র চোখ খুলে উঠে বসল আহমেনি।

দেখতে পেল সেটাও পাঁচটা গাধা, প্রচুর পরিমাণে পানি আর মরুভূমিতে যাত্রা করার সময় লাগতে পারে এমন সব কিছু নিয়ে উপস্থিত!
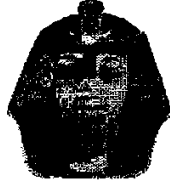
বিয়াল্লিশ

দুপুরে বেশ কজন প্রভাবশালী অতিথিকে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছে শানার। তাদেরকে সাথে নিয়েই খাচ্ছিল, এমন সময় দমকা হাওয়ার মতো ঘরে প্রবেশ করল ইসেট।

'দেশের এই অবস্থা, আর তুমি বসে বসে পেটপুজোয় ব্যস্ত!'

শানারের অতিথিরা অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। এদিকে ধীরে সুস্থে দাঁড়ালো ছেলেটা। উপস্থিত সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে বাইরে চলে এলো ইসেটকে নিয়ে।

'এসব কী?'

'হাত ছাড়।'

'এমন করছ কেন?'

'কেননা, সেটি আর রামেসিস যে উধাও হয়ে গিয়েছেন, সে ব্যাপারে কারও কোনও মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'রানির ধারণা, ওরা ভালো আছেন।'

'রানি?' ইসেট হতবাক হয়ে গিয়েছে।

'মা'র মতে ফারাও নিরাপদে আছেন।'

'কিন্তু কেউ তাদের খবরটা পর্যন্ত জানে না! যাই হোক, তোমার ওদের খুঁজতে যাওয়া উচিত।'

'মা'র বিরুদ্ধচারণ করব? কাজটা ঠিক হবে?'

'তার এই নিশ্চিত মনোভাবের কারণ কী?'

'অন্তরাত্মা।'

চোখ বড় বড় করে শানারের দিকে তাকিয়ে রইল ইসেট। 'ঠাট্টা করছ?'

'নাহ। একদম সত্যি কথা বলছি।'

'মাথা-টাথা বিগড়ে গিয়েছে নাকি তার?'

'দেখ, ইসেট। আমার কিছু করার নেই। ফারাও যখন অনুপস্থিত থাকেন, তখন রানিই সর্বেসর্বা।'

কথাটা বলামাত্র নিজেকে পরিতৃপ্ত বলে মনে হলো শানারের। ইসেটের মনের বর্তমান যে অবস্থা, তাতে যে মেয়েটা এই গুজব রটিয়ে দেবে, সে ব্যাপারে ওর

কোনও সন্দেহ নেই। রানিকে নিয়ে বাজে ধরনের গুজব রটলে, উপদেষ্টামণ্ডলী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। তাকে সরিয়ে শানারের হাতে তুলে দেবে ক্ষমতা!

ফেরার আগে পুরো খনন এলাকা একবার পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করল রামেসিস। দেখতে সুন্দর একটা চ্যাপেল বানানো হয়েছে। সেই সাথে খনি শ্রমিকদের জন্য থাকবার সুব্যবস্থা তো আছেই। সেটি'র আবিষ্কার করা কূপ অনেক বছর ধরে পানি সরবরাহ করবে। এদিকে সাথে আনা গাধাগুলো স্বর্ণের ভারে যেন হাঁটু গেড়ে বসবে!

একজন মানুষও মৃত্যুবরণ করেনি। সবাইকে নিয়ে ফিরে আসতে পারছে বলে, গর্বিত বোধ করছে ফারাও আর যুবরাজ। অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে দুই একজন। একজন তো বিষাক্ত কাঁকড়ার কামড় খেয়ে শয্যাশায়ী!

হাঁটতে হাঁটতে একটা পাহাড়ের উপর উঠে এলো রামেসিস, দূরে এক টুকরা সবুজ দেখতে পেল! সুখবরটা উচ্চ স্বরে জানিয়ে দিল সবাইকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবিশিষ্ট এক সৈনিক উড়তে থাকা ধুলোর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ছোট একটা ক্যারাভান আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।'

অনেক চেষ্টা করেও প্রথম প্রথম পাথর ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না রামেসিস। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল, ওই ক্যারাভানে কয়েকটা গাধা আর দু'জন মানুষ আছে কেবল।

'সন্দেহজনক ব্যাপার,' সৈনিকটি বলল। 'চোর হতে পারে। ছোট্ট একটা দল পাঠিয়ে দেখা যাক।' কয়েকজন সৈন্যকে পাঠানো হলো সাথে সাথে। আনন্দে, সবার ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে অবস্থা। সত্যি সত্যি মানুষ দুইজনকে বন্দি করে নিয়ে এলো তারা।

সেটাও রাগে ফেটে পড়ল যেন রামেসিসকে দেখে। এদিকে আহমেনির অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। 'জানতাম, তোমাকে খুঁজে পাব!' বলতে বলতে জ্ঞানই হারিয়ে ফেলল বেচারা।

সবার প্রথমে সফল অভিযানের জন্য পিতা আর ভাইকে অভিনন্দন জানালো শানার। বলল, তাদের এই অভিযানের কথা ইতিহাসে লেখা থাকবে। নিজেই তা লেখার প্রস্তাব দিল সে, কিন্তু সেটি আগেই দায়িত্বটা রামেসিসকে দিয়ে রেখেছেন।

আহমেনিকে সাথে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল যুবরাজ। সৈন্যরা ফারাও-এর অলৌকিকভাবে কূপ আবিষ্কার করার কথা বড় মুখ করে বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেন জানি আহমেনির মাঝে আগ্রহের কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ছেলেটা মরুভূমি সফরের ধকল সহ্য করতে পারেনি বলে!

'কী হয়েছে তোমার?' রামেসিস অবশেষে জানতে চাইল।

প্রস্তুত ছিল ছেলেটা। সত্যটা যত কষ্টকর হোক না কেন, বলতে তো হবেই।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার মা বিদ্রোহ করবেন।'

হেসে উঠল রামেসিস।

'পরিশ্রম করা কমাতে হবে তোমাকে বন্ধু।'

'আসলে তিনি কোনও অনুসন্ধানকারী দল পাঠাতে চাননি...'

'তুমি কি ফারাও আর তার স্ত্রীর মাঝে যে অদৃশ্য বন্ধন আছে, তা জানো না?'

'এখন জানি এবং মানি।'

'আরেকটা প্রশ্ন, ইসেটকে ভয় পাওয়ালে কীভাবে? আমি তো ভেবেছিলাম এতক্ষণে দৌড়ে আসবে।'

আহমেনি মাথা নত করে ফেলল, 'সে-ও...আমার মতোই অপরাধী।'

'কেন?'

'ইসেটও তোমার মাকে সন্দেহ করেছিল। সমস্যা হলো সে জনসম্মুক্ষে ঘোষণা করেছে।'

'ওকে ডেকে পাঠাই।'

'আসলে হয়েছে কী-'

'আসতে বলো!'

ইসেট এসেই নিজেকে রামেসিসের পায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলল।

'ক্ষমা করে দাও!'

যুবরাজের গোড়ালী আঁকড়ে ধরে পাতার মতো কাঁপছে সে।

'আমি দুশ্চিন্তায় মরতে...'

'সে জন্য আমার মাকে সন্দেহ করবে? গুজব রটাবে?'

'মাফ করে দাও।' কেঁদে ফেলল ইসেট।

রামেসিস মেয়েটার দুই কাঁধ ধরে তুলল। এখনও কাঁপছে সে।

'কার কার সাথে কথা বলেছিলে?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল যুবরাজ।

'মনে পড়ছে না। সম্ভবত সবাইকেই বলেছি।'

'অপবাদ দেয়াটা খুব খারাপ ব্যাপার, ইসেট। জিনিসটা এমন এক অপরাধ যে এর শাস্তি বিদ্রোহের সমান। নির্বাসনও দেয়া হতে পারে।'

ইসেট ভেঙ্গে পড়ল, মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরল রামেসিসকে।

'আমি তোমার হয়ে কথা বলব। দেখা যাক।'

ফারাও এসেই শাসনভার নিজ হাতে তুলে নিলেন। তার অনুপস্থিতিতে টুইয়া যথেষ্ট দক্ষ হাতে সব সামলিয়েছেন। তাই বিন্দুমাত্র সমস্যা হলো না তার। চাইলেই রামেসিসকে আরও ক্ষমতা দিতে পারেন তিনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে চান, যুবরাজ যেন সরাসরি তার কাছ থেকে শেখে।

রামেসিসের মাঝে যোগ্যতা আর ক্ষমতা দুটোই আছে। কিন্তু ফারাওকে যে চাপ নিতে হয়, তা নিতে পারবে কি না সেই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সময় জানাতে পারবে। ছেলেকে তৈরি করার জন্যই ফারাও এতটা চাপ দেন, এত জায়গায় নিয়ে যান। তবে এখনও অনেক কিছু শেখা বাকি আছে তার।

নেফারতারিকে ফারাও-এর সাথে পরিচিত করিয়ে দিলেন টুইয়া। হতচকিত মেয়েটা বাউ করল শুধু, কোনও কথা তার মুখ থেকে বের হলো না।

কয়েক মুহূর্ত মনোযোগের সাথে মেয়েটাকে দেখলেন সেটি। এরপর অনুরোধ জানালেন যেন, ভালোমতো কাজ করে সে।

ফারাও-এর দিকে একবারও না তাকিয়ে বিদায় নিল নেফারতারি।

মা'র সাথে দুপুরের খাবার খেল রামেসিস, সাথে করে প্রহরী আর যোদ্ধাকে নিয়ে এসেছে। তবে কার সাথে দেখা করতে এসেছে, তা ভেবে নিজেদেরকে সামলে রেখেছে প্রাণী দু'টো।

'একসাথে খেয়ে ভালো লাগল,' টুইয়া বললেন। 'তবে সম্ভবত তোমার কিছু বলার আছে। বলে ফেল!'

'ইসেট।'

'বাগদান ভেঙে ফেলেছ?'

'একটা অস্বাভাবিক বাজে কাজ করেছে সে।'

'তাই না কি?'

'হ্যাঁ, সে মিশরের রানির বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে।'

'কীভাবে?'

'সে ভেবেছিল, তুমি ফারাওকে হটিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছ।'

রামেসিসকে অবাক করে দিয়ে, হেসে ফেললেন রাজমহিষী।

'সভার সবাই মনে হয় সে সন্দেহই করেছে। বারবার আমাকে খোঁজার জন্য একটা দলকে পাঠাতে বলেছিল। মানুষজন আসলে তোমার বাবার সাথে আমার সম্পর্কের কথা বিশ্বাস করতেই চায় না।'

'ওহ! ইসেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে?'

'মেয়েটার আচরণে খুব একটা অস্বাভাবিকতা দেখছি না।'

'মানুষের অকৃতজ্ঞতা তোমাকে বিরক্ত করে না?'

'দুনিয়া এমনই।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই এক তরুণী এসে রানির পাশের টেবিলে কিছু কাগজপত্র রেখে দিল। কোনও কথা না বলে চুপচাপ চলে গেল বাইরে।

'কে মেয়েটি?'

'নেফারতারি, আমার গৃহস্থালির দায়িত্বে আছে।'

'আমি ওকে আগেও দেখেছি। এখানে এলো কীভাবে?'

'পরিস্থিতি। মন্দিরের যাজিকা হতে চেয়েছিল। ওখান থেকে ধরে এনেছি।'

'কিন্তু মেয়েটা তো একদম কমবয়সী। দায়িত্ব সামলাতে পারবে তো?'

'তোমার নিজের বয়স সতেরো। আমার এবং তোমার ফারাও-এর মতে, মানুষের বয়স নয় কর্ম দেখা উচিত। যাই হোক, ইসেটকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করো। ওর কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু পরেরবার থেকে যেন ভেবে চিন্তে মুখ খোলে সে।'
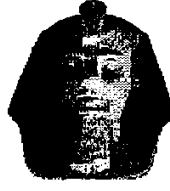
তেতাল্লিশ

আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে মেমফিসের প্রধান পোতাশ্রয়ে হাটছে রামেসিস। ওর সাথে আছে মেয়র, পোতাশ্রয় নিরাপত্তার প্রধান এবং সেই সাথে একদল রক্ষী।

প্রথম প্রথম জলরক্ষীরা ভেবেছিল, আক্রমণ হতে যাচ্ছে। সেই জন্য নৌবাহিনীর একটা অংশকে পাঠানোও হলো। কিন্তু বিদেশীদের আচরণে আক্রমণাত্মক কিছু ছিল না। বরঞ্চ মেমফিসে এসে ফারাও-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল তারা।

কড়া প্রহরার মাঝে নীল নদ ধরে মেমফিসে চলে এলো বিদেশীরা। হাজারে হাজারে মানুষ এসে জড়ো হলো তাদের দেখার জন্য। সচরাচর যেসব জাহাজ দেখে অভ্যস্ত তারা, এসব তাদের চাইতে আলাদা। দেখতেই শক্তিশালী মনে হয়।

রামেসিসের অনেক গুণ আছে, তবে ধৈর্য তাদের মাঝে নেই। কূটনীতির এক বিন্দুও শেখেনি সে। তবে কপাল ভালো, বিদেশীদের সাথে দেখা করার সময় তেমন বেশি কিছু বলতে বা করতে হয় না। আহমেনি ওকে সব লিখে দিয়েছে। আহসা এ কাজের জন্য ওর চেয়ে বেশি যোগ্য, মনে মনে ভাবল সে।

গ্রীক জাহাজগুলোর অবস্থা খুব খারাপ, সাগরে আবার নামার আগে অনেক মেরামত করে নিতে হবে। কয়েকটার তো কাঠ পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছে। পথে সম্ভবত জলদস্যুদের সাথে দেখা হয়েছিল।

সারির একদম প্রথম জাহাজটা পোতাশ্রয়ে এসে প্রবেশ করল। নোঙর ফেলার পর একটা তক্তা দেয়া হলো বিদেশীদের নামার জন্য।

আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল সবাই। দেখতে কেমন হবে বিদেশীরা?

সবার প্রথমে জাহাজ থেকে বাইরে পা রাখল মাঝারি আকৃতির, প্রশস্ত কাঁধের সোনালিচুলো এক পুরুষ। পঞ্চাশ বছর বয়সী লোকটার চেহারা রুক্ষ। একটা ব্রেস্টপ্লেট এবং বর্ম পরে আছে সে। পেতলের হেলমেটটা ধরে আছে বুকের সাথে, শান্তির প্রতীক। লোকটার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে লম্বা আর সুন্দর চেহারার এক মহিলা। রামেসিসের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা।

'আমি রামেসিস, মিশরের যুবরাজ এবং রাজপ্রতিনিধি। ফারাও-এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

'আমি মেনেলাউস, আট্রিয়াসের পুত্র, স্পার্টার রাজা এবং ইনি আমার রানী, হেলেন। আমরা এসেছি ট্রয় থেকে। দশ বছর দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে ওখান

থেকে জয় ছিনিয়ে এনেছি আমরা। আমার অনেক বন্ধুই মারা গিয়েছে। জাহাজের অবস্থাও যে ভালো না, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। মিশর কি আমাদেরকে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার অনুমতি দেবে?'

'উত্তরটা ফারাও-এর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'নাহ, সত্যি কথা বলছি।'

'ভালো। আমি যোদ্ধা, আগেও মানুষ মেরেছি। তবে আপনি যে কাউকে হত্যা করেনি, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'এতটা নিশ্চিত না হলেই ভালো করবেন।'

মেনেলাউসের ছোট ছোট কালো চোখগুলো রাগে ঝলসে উঠল।

'আমার প্রজা হলে, কল্লা কেটে এই অসম্মানের সাজা দিতাম।'

'কপাল ভালো, আমি মিশরীয়।'

মেনেলাউসের চোখে চোখ রাখল রামেসিস। স্পার্টার রাজা প্রথম নজর সরিয়ে নিল।

'আমি ফারাও-এর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করব।'

রামেসিস না করলেও, সভার অন্যরা গ্রীকদের আমন্ত্রণ জানাতে চাইল।

মেনেলাউস আর তার অবশিষ্ট সৈন্যরা মিশরের জন্য হুমকি না হলেও, তবে সে একজন রাজা এবং রাজাদের সাথে ব্যবহার করার বিশেষ নিয়ম রয়েছে। রামেসিস সব শুনলেও, একমত হতে পারল না। মেনেলাউস রুক্ষ স্বভাবের এক সৈনিক বই কিছু নয়। রক্তপিপাসু এই স্পার্টান যোদ্ধা শহরের পর শহর আক্রমণ আর লুটপাট করা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমন একজন লোককে দেশে পা রাখতে দেয়া উচিত নয় বলেই মনে করে সে।

স্বরাষ্ট্র সচিব, মেবা, সাধারণত চুপ চাপ থাকে। তবে আজ কথা বলে উঠল, 'রাজপ্রতিনিধির এমন শক্ত অবস্থান আমার কাছে বিপদজনক বলে মনে হচ্ছে। মেনেলাউসের ব্যাপারটা আরেকটু সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি নির্ভর করে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে। যেন সবাই আমাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে না পারে।'

'গ্রীকরা অভদ্র,' ঘোষণা করল রামেসিস। 'ওদের চোখ দেখেই তা বোঝা যায়।'

মেবা, ষাট বছর বয়সী দায়িত্বশীল চেহারার মানুষটা মুচকি হাসল। যেন রামেসিসের বাচ্চাদের মতো আচরণে মজা পাচ্ছে। 'অনুভূতি কখনও কূটনীতির ভিত্তি হতে পারে না। মাঝে মাঝে অপছন্দের মানুষটার সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতে হয়।'

'মেনেলাউস আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে,' বলে চলল রামেসিস। 'কথা দিয়ে কথা রাখার মতো মানুষ সে নয়।'

'রাজপ্রতিনিধির কম বয়স এবং অনভিজ্ঞতার কারণে হয়তো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন,' প্রতিবাদ করল মেবা। 'মেনেলাউস গ্রীক, মানছি। আমরা জানি ওরা সাধারণত বড় ধূর্ত হয়। হতে পারে মেনেলাউস ওর এখানে আসার সব কারণ খুলে বলেননি।'

'রাতের খাবারের জন্য মেনেলাউস আর তার স্ত্রীকে প্রাসাদে আমান্ত্রণ জানানো হোক,' ঘোষণা দিলেন সেটি। 'ওদের আচরণ দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

ফারাওকে ধাতু দিয়ে বানানো সুন্দর কয়েকটা পাত্র এবং নানা ধরনের কাঠ দিয়ে বানানো ধনুক উপহার দিল মেনেলাউস। এদিকে হেলেন সবুজ একটা পোশাক পরে ছিল, মেয়েটার চেহারা ঢাকা ছিল সাদা নেকাব দিয়ে। রানি টুইয়ার বাম পাশে বসলেন হেলেন, মেনেলাউস বসল সেটির ডান পাশে। কথা বার্তা সব মেবা-ই বলল। মদ খেয়ে মুখ আলগা হয়ে গেল স্পার্টান যোদ্ধার। ট্রয় যুদ্ধের কথা বলল, ওডিসিয়াসের ভ্রমণ কাহিনী, দেবতাদের নিষ্ঠুরতা কিছুই বাদ গেল না।

'চেহারা ঢেকে রেখেছ কেন?' গ্রীক ভাষাতেই টুইয়া হেলেনের কাছে জানতে চাইলেন।

'কেননা কেউ আমাকে দেখতে চায় না। এই চেহারার জন্য অনেক মানুষ মারা গিয়েছে! যখন প্যারিস, ট্রোজান রাজপুত্র, আমাকে অপহরণ করল, তখন যে এতকিছু হবে তা বুঝতে পারিনি। কষ্ট...অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছি সবাইকে।'

'কিন্তু এখন তো তুমি স্বাধীন, তাই না?'

নেকাবের নিচ থেকে একটা দুঃখের হাসি ভেসে এলো। 'মেনেলাউস আমাকে মাফ করবে না।'

'সময় সব ক্ষত সারিয়ে তোলে। এখন তো তোমরা একত্রিত হয়েছ।'

'ব্যাপারটা এত সহজ না...'

টুইয়া আর হেলেনকে চাপ দিলেন না।

'আমি আমার স্বামীকে ঘেন্না করি।' আচমকা বলে উঠল গ্রীক মহিলা।

'তাই?'

'হ্যাঁ, কখনও ভালবাসিনি। আমি ভেবেছিলাম, ট্রয় যুদ্ধে জয়ী হবে। রানি সাহেবা?'

'বলো, হেলেন!'

'দয়া করে আমাকে এখানে থাকতে দিন। আমি স্পার্টায় ফিরতে চাই না।'

শানার চীফ অভ প্রোটকল, তাই মেনেলাউসকে খুব সহজেই রামেসিসের সিট থেকে দূরে বসার ব্যবস্থা করে দিল। রাজপ্রতিনিধির পাশে বসেছিল সাদা দাঁড়ির এক বৃদ্ধ। জলপাই তেলে ডুবিয়ে আস্তে আস্তে নিজের খাবার মুখে তুলছে লোকটা।

'স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দরকার, রাজপুত্র!'

'আমার নাম রামেসিস।'

'আমি হোমার।'

'আপনি কি সেনানায়ক?'

'নাহ, আমি কবি। আমার দৃষ্টিশক্তি ভালো না, তবে স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।'

'কবি? মেনেলাউসের সাথে কবি!'

'শুনলাম, সে মিশরে আসছে। আর কে না জানে, মিশর অক্ষর আর জ্ঞানের আঁতুড়ঘর? তাই ভাবলাম এখানে এসে শান্তিতে কাজ করি।'

'মেনেলাউস এখানে বেশিদিন থাকবে না, অন্তত যদি আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় তো।'

'তোমার মতের দাম আছে?'

'থাকা উচিত। আমি রাজপ্রতিনিধি।'

'আপনার বয়স তো অল্প! আচ্ছা, গ্রীকদের এত অপছন্দ কোরো কেন?'

'আমি মেনেলাউসের কথা বলছি, আপনার ব্যাপারে না। কোথায় থাকছেন আপনি?'

'জাহাজের চাইতে আরামদায়ক একটা জায়গা হলেই হলো।'

'আমার সাহায্য গ্রহণ করবেন?'

'গ্রীক তো আপনি ভালোই জানেন দেখছি।'

'আমার এক বন্ধু শিখিয়েছে।'

'কবিতা পছন্দ হয়?'

'আমাদের বেশ কয়েকজন নামকরা লেখকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব আপনাকে।'

'আমাদের রুচি যদি এক হয়, তাহলে আর কোনও অসুবিধা হবে না।'

ফারাও-এর সিদ্ধান্ত শানারকে জানিয়ে দিল মেবা: মেনেলাউসকে মিশরে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জাহাজ মেরামত করে দেয়া হবে, তাকে মেমফিসের মাঝখানে একটা আবাসস্থলের ব্যবস্থাও করে দেয়া হবে। স্পার্টান সৈন্যরা মিশরীয় কমাণ্ডারদের অধীনে থাকবে।

ফারাও-এর বড় পুত্রকে দেয়া হলো স্পার্টান রাজাকে মেমফিস ঘুরে দেখাবার দায়িত্ব। দিনের পর দিন, মেনেলাউসকে মিশরীয় সংস্কৃতি বোঝাবার চেষ্টা করল ছেলেটা। কিন্তু গ্রীক লোকটার তাতে যেন কোনও আগ্রহই নেই।

তবে মিশরের স্থাপত্যবিদ্যায় আগ্রহ দেখাল সে। মন্দিরগুলো দেখে অভিভূত হয়ে গেল মেনেলাউস।

'একেবারে প্রথম শ্রেণীর দুর্গ!'

'ওগুলো দুর্গ নয়, আমাদের দেবতাদের আবাসস্থল।'

'যুদ্ধ দেবতা?'

'নাহ, টাহ হচ্ছেন শিল্প আর বিনোদনের দেবতা। হাথর হচ্ছেন আনন্দ আর গানের দেবী।'

'দেবতাদের চারপাশে এত পুরু দেয়াল দেয়ার কী দরকার?'

'মন্দিরের পুরোহিতরা অত্যন্ত প্রশিক্ষিত। আপনি যা-ই হন না কেন, বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানের মাঝে যেতে হবে আপনাকে।'

'অন্য ভাষায় স্পার্টার রাজা, জিউসের পুত্র এবং ট্রয় বিজয়ী এই মেনেলাউসও ওই দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।'

'ঠিক, তবে উৎসবের দিনগুলোতে ফারাও-এর অনুমতি সাপেক্ষে হয়তো প্রবেশ করতে পারবেন।'

'হুফ!'

শানারের ধৈর্য্যের যেন কোনও সীমা নেই। বারবার ট্রয়ের যুদ্ধের কথায় ফিরে গেল মেনেলাউস। শত্রুদের হাতে খুন হওয়া নিজের মিত্রদের কথা বলল, হেলেনের সমালোচনা করল এবং আশা করল, হোমার তাড়াতাড়ি নিজের মহাকাব্য শেষ করবে।

ট্রয়ের পতন ঘটল কীভাবে, খুব মনোযোগের সাথে তা বুঝতে চাইল শানার। 'এত দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধটা চলল!' মন্তব্য করল সে। 'আপনাদের পরিকল্পনায় দুই একটা ধোঁকাবাজী ছিল নিশ্চয়?'

প্রথম প্রথম ইতস্তত করলেও, পরে মুখ খুলল মেনেলাউস। 'ওডিসিয়াস হঠাৎ করে একটা বুদ্ধি বের করল। বলল একটা বিশালাকৃতির কাঠের ঘোড়া বানানো হবে। আমাদের সৈন্যরা ওতে লুকিয়ে থাকবে। ট্রোজানরা বোকার মতো নিজেদের ফটকের ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। রাতের আঁধারে বেরিয়ে এসে আমরা ট্রয় আক্রমণ করি।'

'আমি নিশ্চিত, ওডিসিয়াসের মাথা থেকে এমনি এমনি বুদ্ধিটা বের হয়নি।'

'আমরা একসাথে বসে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু...'

'সে নিশ্চয় আপনার চিন্তাগুলোকে ভাষায় পরিণত করছিল।' শানারের কথা শুনে গর্বে ফুলে উঠল মেনেলাউস।

শানার বেশিরভাগ সময় কাটালো স্পার্টান রাজার সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করার চেষ্টায়। মনে মনে পরিকল্পনা করে ফেলেছে এরইমধ্যে, এই রুক্ষ মানুষটাকে ব্যবহার করে রামেসিসকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেবে সে। ফিরে পাবে নিজের সিংহাসন।

চুয়াল্লিশ

নিজ বাগানে মেনেলাউসের মনোরঞ্জন করছে শানার। রুক্ষ গ্রীক কেন জানি গাঢ় সবুজ পাতা দেখতে ভালবাসে। একটু আগে কবুতরের মাংসের স্যুপ, ভাজা গরুর মাংস, মধু মিশ্রিত কোয়েল, সতর্কতার সাথে রান্না করা শুয়োরের মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরেছে ওরা। এখন রাজা মেনেলাউসের জন্য বাঁশি বাজাচ্ছে সুন্দরী তরুণীরা।

'মিশর একটা দেশই বটে,' মেনে নিল গ্রীক রাজা। 'যুদ্ধক্ষেত্রের চাইতেও ভালো।'

'আপনার আবাসস্থল নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই তো?'

'অভিযোগ! আরে না, বাড়িতে ফিরে নিজের জন্য ওমন একটা প্রাসাদ বানাবো ভাবছি।'

'চাকর-বাকরেরা কথা শুনছে?'

'খুব ভালো খেয়াল রাখছে আমার।'

মেনেলাউসের অনুরোধ মোতাবেক তার বাড়িতে একটা গ্রানাইটের বাথটাব স্থাপন করা হয়েছে। উষ্ণ পানি দিয়ে ভর্তি করে, ওটায় শুয়ে থাকে সে। শানার গ্রীক এই বীরের দেহ মালিশ করার জন্য এক মেয়েকেও নিযুক্ত করে দিয়েছে।

'সবই ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের এখানকার দাসীরা কথা শোনে না।' মেনেলাউস শানারকে বলল। 'স্পার্টার দাসীরা কিন্তু অন্যরকম, যা চাই তাই করে।'

'মিশরে কোনও দাস বা দাসী নেই।' জানাল শানার। 'ওই মেয়েদেরকে কাজের বিনিময়ে মজুরি দেয়া হয়।'

'দাস-দাসী নেই! তাহলে তো আমাদের কাছ থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত!'

'হ্যাঁ, মিশরের আপনার মতো লোকের দরকার।'

মেনেলাউস রেগে উঠল কিছুটা, 'কী বোঝাতে চাইছ?'

'মিশর ধনী আর শক্তিশালী দেশ, কিন্তু বহির্বিশ্বের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমাদের সরকারের আরও বন্ধুবৎসল হওয়া উচিত।'

'যা বুঝলাম, ফারাও এখানকার সরকার। আর তুমি তার সন্তান।'

'পিতাকে নিয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু তাই বলে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না।'

'সেটি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। এমনকি আগামেননও তার সামনে মাথা নত করবে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইলে বলব, ওই চিন্তা বাদ দাও। জিততে পারবে না।'

'বিদ্রোহের কথা কে বলছে? সবাই সেটিকে পূজা করে, ভালবাসে। কিন্তু লোকমুখে শুনলাম, তার স্বাস্থ্য ভালো না।'

'সেজন্যই তো রাজপ্রতিনিধি হিসেবে রামেসিসকে ঘোষণা করেছেন, শেখাচ্ছেন ছেলেটাকে।'

'রামেসিস যদি ক্ষমতা পায়, মিশরের পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'কিন্তু যদি ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, তাহলে সেটা সেটি'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া হবে না?'

'রামেসিস ফারাওকে বোকা বানিয়ে রেখেছে। আমার সাথে যোগ দিন, ভবিষ্যৎ...'

'আমার ভবিষ্যৎ আমার জানা। যত দ্রুত সম্ভব স্পার্টায় ফিরে যাওয়া।'

হেলেনকে মেরুরের হারেম দেখাচ্ছে নেফারতারি। প্রথম প্রথম গ্রীক সুন্দরী মনমরা হয়ে থাকলেও, টুইয়ার সংস্পর্শ বিগত বছরগুলোর দুঃখ অনেকটাই ফিকে করে দিয়েছে। তবে নতুন খবরটা শোনা মাত্র আবারও মুষড়ে পড়েছে বেচারি। গ্রীকদের দুটো জাহাজ এরইমাঝে পানিতে নামার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে! দ্রুতই চলে যেতে হবে তাকে।

পদ্ম ভাসছে, এমন এক পুকুরের পাশে বসে কান্নায় ভেঙে পড়লো হেলেন।

'ক্ষমা করো, নেফারতারি!'

'বাড়ি ফিরে গেলে আবার রানি হবেন আপনি।'

'রানি! মেনেলাউস হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে চুপ করে রইবে। সম্মানের চোখে ওকে দেখবে সবাই। বলবে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য বেচারা একটা শহর পর্যন্ত ধ্বংস করে এসেছে। প্রতিশোধ নিয়েছে নিজের অসম্মানের। কিন্তু আমার জন্য পরিস্থিতি হবে ভয়ংকর। তার চাইতে মৃত্যুই ভালো।'

শুধু শুধু সান্ত্বনাসূচক কোনও কথা বলল না নেফারতারি। উল্টো কাপড় বোনা শেখাতে শুরু করল হেলেনকে। দেখা গেল, গ্রীক সুন্দরী এ ব্যাপারে এক প্রতিভা! পেশাদার মানুষেরা পর্যন্ত তার বোনা কাপড়ের প্রশংসা করা শুরু করল। ট্রয়, মেনেলাউস আর স্পার্টার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, এমন সময় রানি টুইয়ার পালকি এসে হারেমের সামনে থামল।

হেলেন সাথে সাথে নিজেকে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল, কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। রানি সাহেবা এসেছেন মানে, মিশরে থাকার দিন ফুরিয়েছে। কিছুক্ষণ পর নেফারতারি এসে ওর মাথার কাছে দাঁড়ালো। 'রানি সাহেবা তোমার সাথে দেখা করতে চান।'

'আমাকে যেতে দিও না।'

'টুইয়াকে অপেক্ষা করানো উচিত হবে না।'

হার মেনে উঠে দাঁড়ালো হেলেন। ভাগ্যের উপর ওর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, আগেও কখনও ছিল না।

মিশরীয়রা যে জাহাজে নির্মাণের ব্যাপারে এতটা দক্ষ, সে কথা কল্পনাও করেনি মেনেলাউস। এতদিনে বুঝতে পারল, কেন লোকেরা বলাবলি করে যে, ফারাও-এর জাহাজ বিনা মেরামতে মাসের পর মাস চলতে পারে!

তবে বেশিক্ষণ এসব নিয়ে ভাবল না সে। বাড়ি ফেরার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে! শুধু হেলেনকে নিয়ে আসার অপেক্ষা।

দ্রুত পায়ে রাজমহিষীর আবাস স্থলের দিকে এগোল মেনেলাউস, মেরুর থেকে ফিরে আসার পর হেলেন ওখানেই উঠেছে। নেফারতারি ওকে স্বাগত জানাল।

মেনেলাউস স্ত্রীকে মিশরীয় প্রথা অনুসারে পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেল। লিলেন গাউনটা হেলেনের যৌবন ঢেকে রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

ভাগ্য ভালো, মিশরে কোনও প্যারিস নেই! ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনাও নেই।

ফারাও-এর আদেশ অনুসারে তা অসম্ভব। তাছাড়া এখানকার মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, এমনকি সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাও হতে পারে। কী বিশাল এক ভুলের মধ্যেই না আছে এই মিশরীয়রা! মনে মনে ভাবল মেনেলাউস।

মনোযোগ দিয়ে তাঁতে কাজ করছিল হেলেন। স্বামীকে আসতে দেখেও উঠে দাঁড়াল না।

'আমি এসেছি, হেলেন।'

'জানি।'

'এই কি তোমার স্বাগত জানাবার নমুনা?'

'তাহলে আর কীভাবে স্বাগত জানাতে বলো?'

'আমি...আমি তোমার স্বামী এবং প্রভু।'

'এখানকার প্রভু একজনই, ফারাও সেটি।'

'আমরা স্পার্টায় ফিরে যাচ্ছি।'

'আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।'

'ওসব রেখে এসো আমার সাথে।'

'আমি তোমার সাথে যাচ্ছি না মেনেলাউস।'

গ্রীক লোকটা স্ত্রী'র দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে জোর করে নিয়ে যাবে। কিন্তু ভোজবাজির মতো হেলেনের হাতে ড্যাগার উদয় হতে দেখে থেমে গেল।

'এক পা-ও এগিয়েছ তো আমি চিৎকার করব। মিশরে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।'

'তুমি আমার স্ত্রী! আমার সম্পত্তি!'

'রানী টুইয়া আমাকে তার তাঁতিদের কাজ পরিদর্শনের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি সেই দায়িত্ব পালন করতে চাই। কোনওদিন যদি বিরক্তি আসে, তাহলে স্পার্টায় ফেরা যাবে না হয়। যদি ততদিন অপেক্ষা করতে না চাও, তাহলে আমাকে ছাড়াই চলে যেতে পার।'

রাগে, বাড়ির ফলকে আছাড় মেরে মেরে দুইটা তলোয়ার আর তিনটা বর্শা ভেঙেছে মেনেলাউস। চাকর-বাকরেরা এমন আচরণ দেখে আরেকটু হলেই রক্ষীদেরকে ডেকে বসত। কিন্তু শানার থামাল তাদেরকে। গ্রীক লোকটার রাগ একটু শান্ত হয়ে না আসা পর্যন্ত সবাইকে দূরে দূরে থাকতে বলল। অবশেষে মেনেলাউস ক্লান্ত হয়ে পড়লে, বিয়ার এগিয়ে দিল ফারাও-এর বড় সন্তান।

একসাথে পুরোটা পানীয় গলায় ঢেলে বসে পড়ল স্পার্টার রাজা।

'কুত্তী! আমার সাথে এমন ব্যবহার!'

'আপনার রাগ বুঝতে পারছি, কিন্তু লাভ নেই। হেলেন নিজের জীবন নিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে।'

'ইচ্ছা! যে সমাজে নারীদের ইচ্ছার এত দাম, সেই সমাজের মুখ থুবড়ে পড়া উচিত।'

'মেমফিসে থাকবেন?'

'আর কোনও উপায় আছে? হেলেনকে ছাড়া স্পার্টায় চলে গেলে সবাই উপহাস করবে না! উচ্ছন্নে যাক মাগী!'

'গালাগালি করে লাভ নেই। এরচাইতে...'

গ্রীক লোকটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো শানার।

'আমি যদি ফারাও হই, তাহলে হেলেনকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

'আমার কী করতে হবে।'

'রামেসিসকে সরিয়ে দিন।'

'সেটি হয়তো একশ বছরের থুড়থুড়ে বুড়ো হলেও মরবেন না!'

'সিংহাসনে নয় বছর হলো বসেছেন তিনি। চাপটা তার প্রাণশক্তি অল্প অল্প করে শুষে নিচ্ছে। তবে আমাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে। সিংহাসন শুন্য হয়ে গেলে, সারাদেশে শোক পালন শুরু হবে। ঠিক তখন পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের।'

'কত দিন?' রাগান্বিত কণ্ঠে বলল মেনেলাউস। 'কত দিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের?'

'ধৈর্য ধরুন, আমাদের সময় আসবে। তবে সেই সময়ের আগে আড়ালে কিছু কলকাঠি নাড়তে হবে।'

রামেসিসের কাঁধে ভর দিয়ে নিজ আবাসস্থলটা ঘুরে ফিরে দেখছেন হোমার। প্রাসাদে রাজপ্রতিনিধির অফিস থেকে অল্প কিছুটা দূরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার। আরাম আয়েস নিয়ে কবির মাথাব্যথা নেই। তার একমাত্র অনুরোধ জলপাই তেল আর ওয়াইনের যেন কমতি না পরে। ওয়াইনের সাথে মেশাবার জন্য মৌরি আর ধনে পেলে আরও ভালো।

প্রায় অন্ধ হোমার প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ফুলের দিকে ঝুঁকছেন। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি তবে পাচ্ছেন না। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিলেন তিনি, 'অবশেষে! লেবু গাছ, স্রষ্টার অলৌকিক সৃষ্টি! কবিতা লিখতে হলে যার কোনও বিকল্প নেই! আমাকে এখানেই বসিয়ে দাও!'

কবির বসার জন্য একটা তেপায়া টুল নিয়ে এলো রামেসিস।

'শুকনো কিছু সেজ পাতা আনতে বলো।'

'আপনি কী অসুস্থ?'

'নাহ, ওগুলো দিয়ে কী হবে, তা পরে বলব। আগে আমাকে জানাও, ট্রয়ের যুদ্ধের ব্যাপারে তুমি কী জানো?'

'অনেক দিন ধরে চলা রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধ।'

'কাব্যিক হলো না কথাটা! আমি চাই কাব্যের ভাষায় অ্যাকিলিস আর হেক্টরের বিরত্বগাঁথা তুলে ধরতে। অবিনশ্বর হয়ে থাকবে আমার সেই রচনা! ইলিয়াড নাম দেব ওটার।'

মেনেলাউসকে নিয়ে গর্বিত শানার। গ্রীক বীর ওর হাতে হাত মিলাতে সম্মত হয়েছে। সেজন্য নিজেকে শুধরেও নিয়েছে অনেকটা। এদিকে গ্রীক সেনাবাহিনীর সৈন্যরা অনেক দিন থাকতে হতে পারে জেনে মেমফিসের পল্লী এলাকায় আস্তানা গেড়েছে। নানা ধরনের ব্যবসা করছে এখন। এক সময় সরকারের অনুমতি নিয়ে দোকানও দিয়ে বসল। অফিসার ও দক্ষ সৈন্যরা যোগ দিল মিশরীয় সেনাবাহিনীতে। ধীরে ধীরে স্থানীয় মেয়েদের সাথেও মিশতে শুরু করল তারা। সেটি বা রামেসিস, কেউ সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলেন না এতে। বুঝলেন না, তাদের অগোচরে নতুন এক ট্রোজান হর্স মিশরে প্রবেশ করেছে।

টুইয়ার উপস্থিতিতে আরেকবার হেলেনের সাথে দেখা করতে গেল মেনেলাউস। এবার একদম আদর্শ স্বামীর মতো আচরণ করল সে। জানাল, হেলেনের ইচ্ছা হলেই কেবল সে দেখা করতে আসবে। হেলেন সন্দিহান হলেও, অন্তত আপাতত রক্ষা পাওয়া গিয়েছে ভেবে খুশি হলো।

স্পার্টার রাজার পরবর্তী কাজটা আরও কঠিন: রামেসিসকে পটানো। আনুষ্ঠানিকভাবে দর্শন প্রার্থনা করে যুবরাজের সাথে দেখা করল সে। জানাল, অতিথি হিসেবে থাকার অনুমতি পেয়ে সে কৃতজ্ঞ। চেষ্টা করল, কোনওভাবেই যেন রামেসিসের বিরাগভাজন হতে না হয়।

এভাবেই শানার তার গ্রীক বন্ধুকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে চলল।

আহসা, আগের চেয়েও দামী পোশাক পরে শানারের জাহাজে বসে আছে। অন্য বারের মতোই এবারও গোপনে দেখা করছে তারা। হেলেনের সাথে মেনেলাউসের ঝামেলার কথা তরুণ কূটনীতিককে জানাল শানার। এরপর বলল, 'এশিয়ার খবর বলো।'

'প্রতিদিন পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। ছোট ছোট রাজ্যগুলো নিজেদের মাঝে গোলমাল করছে। আমাদের জন্য এরচেয়ে ভালো পরিস্থিতি আর কিছু হয় না। তবে সমস্যা হলো, এমনটা সব সময় থাকবে না। আমার মনে হয়, হিট্টিরা ওদের সাথে যোগাযোগ করে নিজের দলে টানার চেষ্টা করবে।'

'কতদিন সময় পেতে পারি আমরা?'

'বেশি হলে কয়েক বছর।'

'ফারাও কি এসব জানবেন?'

'জানবেন, তবে পরিস্থিতির আসল স্বরূপটা জানতে পারবেন না। আমাদের যারা যারা মাঠে কাজ করে, তারা একটু প্রাচীনপন্থী।'

'স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছ?'

'পুরোপুরি হয়নি, তবে অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি।'

'আমি এদিকে স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'এশিয়ায় আপনার কথা সবাই জানে, শানার। রামেসিস কে, সে ব্যাপারেই অধিকাংশের ধারণা নেই!'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটলে, সাথে সাথে আমাকে জানাবে।'
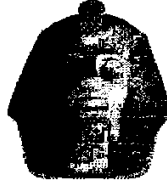
পঁয়তাল্লিশ

রাজত্বের দশম বৎসরে পা দিয়ে সেটি সিদ্ধান্ত নিলেন, রামেসিসকে জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে। যদিও তখন যুবরাজের বয়স মাত্র আঠারো! ওসাইরিসের রহস্য জানতে না পারলে সে কোনওদিন রাজত্ব করতে পারবে না। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে চাইছিলেন ফারাও, কিন্তু জীবন তাকে সেই সুযোগ দেবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই ছেলেকে নিয়ে অ্যাবিডসের দিকে রওনা দিলেন তিনি।

অ্যাবিডসে সেটি মিশরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মন্দিরটা গড়েছিলেন। দেবতা ওসাইরিসের মন্দির, যিনি খুন হয়েছিলেন ভাই সেটের হাতে। পিতার পিছু নিয়ে প্রথম দরজা গলে ভেতরে প্রবেশ করল রামেসিস। মন্দির প্রাঙ্গণে দুইজন পুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত আর পা ধুইয়ে, ওর দেহটাকে পবিত্র করে নিলেন। এরপর সবাই মিলে একটা পবিত্র কূপ পার হয়ে, মন্দিরের ভেতরের অংশের সামনে এসে উপস্থিত হলো।

ভেতরের অংশে ফারাওকে ওসাইরিসের মতো করে নানা ভঙ্গিমায় ভাস্কর্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটা ভাস্কর্যের সামনে শোভা পাচ্ছে ফুল আর খাবার ভর্তি পাত্র।

'এই সেই জায়গা, যেখানে আলো বাস করে।' সেটি বললেন।

রামেসিসের সামনে অনেকগুলো দরজা, দরজা পার হলেই ভেতরের মন্দির।

'সামনে এগোতে চাও?'

নড করল যুবরাজ।

খুলে গেল দরজা।

সাদা রোব পরিহিত ন্যাড়া মাথার এক পুরোহিত এগিয়ে এসে বাউ করল। রূপা দিয়ে বানানো মেঝেতে পা রাখার সাথে সাথে রামেসিসের মনে হলো, অন্য কোনও এক দুনিয়ায় চলে এসেছে।

ভেতরে অবস্থিত সাতটা চ্যাপেলের প্রতিটার সামনে দেবী মা'তের একটা করে মূর্তি রেখে দিলেন সেটি। এরপর ছেলেকে নিয়ে যেখানে এ যাবতকাল পর্যন্ত সব ফারাও-এর নাম লেখা আছে, সেখানে চলে এলেন।

'ইনারা সবাই মৃত,' বললেন সেটি। 'কিন্তু তাদের কা বেঁচে আছে এবং থাকবে অনন্ত কাল। তাই এদের কাছে পথনির্দেশনা ভিক্ষা করো। এখানে দেবতারা বাস করেন। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখো, তাদের আলো তোমাকে পথ দেখাবে।'

এরপর দেয়ালে লেখা হায়ারোগ্লিফস পড়ায় মন দিলেন পিতা-পুত্র। ওতে আদেশ দেয়া যাচ্ছে, ফারাওরা যেন নতুন নতুন মন্দির বানায়। দেবতারা যখন খুশি থাকেন, তখন তাদের আলো পৃথিবীর উপর এসে পড়ে।

মন্দিরের ভেতরে আঁকা একটা চিত্র দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রামেসিস: এক কিশোর, ফারাও-এর সহায়তা নিয়ে একটা বুনো ষাঁড়ের গলায় ফাঁস পড়াচ্ছে! জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া মুহূর্তটা এভাবে দেখতে পাবে, ভাবেনি।

ফারাওকে অনুসরণ করে যুবরাজ মন্দিরের বাইরে চলে এলো, এখন ওরা গাছে ছাওয়া ঢাল ধরে এগোচ্ছে।

'এই যে, দেখ। ওসাইরিসের কবর। খুব অল্প সংখ্যক মানুষের এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।'

সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভস্থ একটা সুড়ঙ্গে এসে নামল ওরা। লম্বা সুড়ঙ্গের দেয়ালে মৃত্যুর ওপারের দরজাগুলোর নাম লেখা। তীক্ষ্ণ এক বাঁক ঘুরতেই অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখতে পেল রামেসিস: মাটির নিচের একটা লেক। সেই লেকের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা কৃত্রিম দ্বীপ আর সেখান থেকে উঠে এসেছে বিশালাকার দশটা থাম। ছাদকে জায়গামত ধরে রেখেছে।

'ওসাইরিস প্রতি বছর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে, এই বিশাল সার্কোফ্যাগাসেই! শক্তির সাগর থেকে যেমন প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল, ঠিক তার অনুরূপ বলতে পারো ব্যাপারটাকে। এই অদৃশ্য সাগর থেকেই নীল নদের জন্ম। এই সাগর থেকেই আসে প্লাবন, আসে কুয়াশা, বৃষ্টি আর ঝর্ণা। পুরো বিশ্ব, সমগ্র মহাবিশ্বকে ঘিরে আছে তা, যেন রা প্রতিদিন তার নৌকা নিয়ে সফর করতে পারেন। নিজেকে এই সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়ে দাও। যেন তোমার আত্মা দৃশ্যমান পৃথিবী পরিত্যাগ করে এমন এক সাগর থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে, যা অনাদি। অনন্ত।'

পরের রাতে, রামেসিসের সামনে উন্মোচিত করা হলো ওসাইরিসের রহস্য। প্রথমেই অদৃশ্য সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা পানি পান করল সে, খেল ওসাইরিসের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা ময়দা। এরপর লিলেনের পোশাক পরানো হলো তাকে, সব শেষে শিয়ালের মুখোশ পরিহিত এক পুরোহিত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওকে।

কিন্তু আচমকা সেট-এর অনুসারী ওদের পথরোধ করে দাঁড়ালো, ওসাইরিসকে শেষবারের মতো হত্যা করতে চায় তারা। প্রথাগত লড়াই শুরু হলো, অলক্ষ্যে থেকে কেউ বাজানা বাজাচ্ছে। হোরেসের চরিত্রে অভিনয় করছে রামেসিস, দেবতা হোরেস ওসাইরিসের উত্তরাধিকারী ও সন্তান।

ওর চোখের সামনে মারা যাবার অভিনয় করলেন ওসাইরিস রূপধারী সেটি।

কিন্তু ওসাইরিসের পূজারীরা না থেমে যুবরাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল। একটা পবিত্র টিলার সামনে এসে ওদের দেখা হলো যাজিকাদের সাথে, রানি টুইয়াও ওদের মাঝে আছেন। আইসিস, দেবতা ওসাইরিসের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। তার উচ্চারণ করা শ্লোক, মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে ওসাইরিসকে। আইসিসের বলা প্রতিটা কথা রামেসিসের আজীবন মনে থাকবে। কেননা টুইয়ার মুখ দিয়ে যেন আইসিস নিজেই শব্দগুলো উচ্চারণ করছেন।

কয়েক সপ্তাহ অ্যাবিডসে অবস্থান করল রামেসিস। লম্বা লম্বা গাছ আর পবিত্র লেকের পাশে বসে ধ্যান করল সে। এই কদিনের মাঝে সে উপলব্ধি করতে পারল, মন্দিরে ধর্মীয় আর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পাশাপাশি চলে।

বেশ কয়েকবার ফারাওদের নামের তালিকা পড়ে দেখল রামেসিস। মা'তের নিয়ম অনুসারে এরা সবাই মিশর শাসন করেছেন। বেশ কয়েকজন ফারাও-এর সমাধিও আছে ওখানে।

আচমকা পরিস্থিতির পুরোটা উপলব্ধি করতে পারল বেচারা। ওর বয়স মাত্র আঠারো! হ্যাঁ, ভেতরে একটা আগুন জ্বলছে ওর। কিন্তু এখানে শায়িত ফারাওদের ধারে কাছে যাবার যোগ্যতাও ওর আছে কি? যোগ্যতা আছে সেটি'র সিংহাসনে বসার?

এতদিন কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রামেসিস, অ্যাবিডস্ ওকে বাস্তবতায় ফিরিয়ে এনেছে। সম্ভবত এই শিক্ষাটা দেবার জন্যই ওকে নিয়ে এসেছেন পিতা। মন্দির ছেড়ে নদীর দিকে এগোল সে। সময় হয়েছে মেমফিসে ফেরার, ইসেটকে বিয়ে করার। আর সেই সাথে পিতাকে জানাবার যে, তাঁর আর রাজপ্রতিনিধি হবার ইচ্ছা নেই।

ভাবনার মাঝে হারিয়ে গেল যেন রামেসিস, হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীর পর্যন্ত চলে এলো। নলখাগড়া সরাবার সাথে সাথে প্রাণীটাকে দেখতে পেল ও। নীচু হয়ে থাকা কান, থামের ন্যায় মোটা পা আর মাথায় বাঁকানো শিং নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই চার বছর আগে দেখা ষাঁড়টা!

শক্ত হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল রামেসিস। নিজের ভাগ্যকে এই বুনো প্রাণীটার হাতে ছেড়ে দেবে সে। যদি প্রাণীদের বাদশাহ, প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ংকর শক্তিটা ওর পেটে শিং ঢুকিয়ে দিতে চায়, তাহলে তাই হোক। আর যদি তা না করে, তাহলে নিজের জীবনকে দেবতাদের আশীর্বাদ বলে ধরে নেবে সে।

ছেচল্লিশ

মেনেলাউসের দিন যে খুব খারাপ কাটছে, তা বলা যাবে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। হেলেনও দয়া করে তাকে সঙ্গ দিতে রাজি হয়েছে এসব অনুষ্ঠানে। গ্রীক সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিজেদেরকে সামলে নিয়েছে। বলতে গেলে কোনও ঝামেলা না করেই, মিলে মিশে গিয়েছে স্থানীয়দের সাথে। আর এর পুরো কৃতিত্ব দেয়া হচ্ছে শানারকে।

সভার সবাই প্রশংসা করছে শানারের কূটনৈতিক ক্ষমতার। রাখঢাক রেখে নিন্দাও করেছে রামেসিসের প্রাথমিক শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের। এই আচরণকেও ওর নেতৃত্বের দুর্বলতা বলে প্রকাশ করছে অনেকে।

একটু একটু করে নিজের হারানো অবস্থান পুনরায় অর্জন করছে শানার। অ্যাবিডসে যুবরাজের কয়েক সপ্তাহ থাকায় আরও সুবিধা হয়েছে ওর। সেটি'র সিদ্ধান্ত নিয়ে কেউ প্রশ্ন না তুললেও, অনেকেই ভাবছে যে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শানার অবশ্য এখনই সরাসরি কিছু করতে চাচ্ছে না। রামেসিস প্রতিপক্ষ হিসেবে যথেষ্ট শক্ত। ওকে হারাতে হলে নানা দিক দিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে। তাই ধৈর্য্যের সাথে নিজের ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে চলছে প্রাক্তন যুবরাজ।

ওর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ সফল হয়েছে। দুই জন গ্রীক অফিসারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রাসাদের গার্ড হিসেবে। আস্তে আস্তে আরও বাড়বে এই সংখ্যা। তারপর সময় হলে ভেতর থেকে আঘাত হানবে তারা। কে বলতে পারে, ততদিনে হয়তো গ্রীকদের একজন রাজপ্রতিনিধির দেহরক্ষী দলেই ঢুকে পড়তে পারবে! মেনেলাউস আসার পর থেকে নিজের ভবিষ্যৎটাকে উজ্জ্বল মনে হচ্ছে শানারের।

পরিকল্পনার পরবর্তী অংশ হলো, ডাক্তারদের মুখ থেকে ফারাও-এর স্বাস্থ্যের আসল খবরটা বের করা দরকার। তাকে দেখে অসুস্থ মনে হলেও, শানার তার পিতাকে ভালোমতোই চেনে।

এখনই পিতার মৃত্যু চায় না সে। কেননা পরিকল্পনার আসল অংশটাই এখনও কাঁচা আছে, কাজে লাগবার সময় হয়নি। রামেসিস হয়তো ভাবছে, এখন ওর সময় চলছে। কিন্তু গর্দভটা জানে না, সময় যতই যাচ্ছে, আস্তে আস্তে শানারের জালে জড়িয়ে পড়ছে সে।

'দারুণ...' স্বীকার করল আহমেনি। ইলিয়াডের প্রথম অংশটা পড়ে অভিভূত হয়েছে সে।

তরুণ লিপিকারের প্রশংসা পেয়ে খুশি হলো হোমার। তবে সেই সাথে ছেলেটার কণ্ঠের অনিশ্চিয়তাটাও টের পেল।

'সমস্যা কোথায়?'

'আপনাদের দেবতারা একটু বেশিই মানুষের মতো।'

'মিশরে কি অন্যরকম?'

'গল্পে অনেকটা সেরকম। কিন্তু মন্দিরে আমাদেরকে অন্য কিছুই শেখানো হয়।'

'তরুণ এক লিপিকার নিশ্চয় তা জানে?'

'সব জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমাদের দেবতারা সৃষ্টির শক্তির অবতার। তাদের সেই শক্তি দক্ষ হাতে সামলাতে হয়।'

'আমি মহাকাব্য লিখছি! মহাকাব্যে ওমন দেবতা খাপ খায় না। আমার দেবতারা অ্যাকিলিস আর পেট্রোক্লিয়াসের মতো বীরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তাদের কর্মকাণ্ডের গল্প পড়তে শুরু করলে, নামিয়ে রাখতে পারবে না।'

আর কথা বাড়ালো না আহমেনি। মিশরীয় লেখকরা জ্ঞান আর বুদ্ধির কথা লিখে থাকেন। কিন্তু গ্রীকরা যে সবকিছুতেই যুদ্ধকে টেনে আনে, তা জানা আছে ওর।

'যুবরাজের সাথে দেখা হয় না বহুদিন।' অভিযোগ জানালো হোমার।

'অ্যাবিডসে আছে ও।'

'ওসাইরিসের মন্দিরে? জায়গাটা নাকি অনেক রহস্যময়?'

'হ্যাঁ।'

'কখন ফিরবে?'

'জানি না।'

শ্রাগ করল হোমার। 'নিশ্চয় নির্বাসনে গিয়েছে সে।'

চমকে উঠল আহমেনি। 'কী?'

'পরিস্থিতিটা নিজেই চিন্তা করে দেখ, ফারাও ঠিক করলেন, তার পুত্র রাজা হবার যোগ্য না। তাই তিনি তাকে পুরোহিত হবার জন্য আবিডোসে পাঠিয়ে দিলেন। মিশরের মতো ধর্মভীরু মানুষের দেশে, কাউকে আটকে রাখার জন্য মন্দিরের চাইতে আর কোনও জায়গা আছে?'

দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছে আহমেনি। হোমারের অনুমান ঠিক হলে, রামেসিসকে আর কখনও হয়তো দেখতে পাবে না সে। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু মোজেস আছে কারনাকে। আহসা এশিয়ায় আর সেটাও মরুভূমিতে। নিজেকে তাই কাজের মাঝে ডুবিয়ে দিল সে।

ওর অধস্তনেরা নকল কালির ব্যাপারে প্রচুর তথ্য বের করে এনেছে, কিন্তু নিরেট কোনও সূত্র পায়নি। আস্তে আস্তে নিজের ভেতর রাগ বেড়ে উঠতে অনুভব করল আহমেনি। এত পরিশ্রমের পরেও কোনও ফল আসবে না কেন? সিদ্ধান্ত নিল, সব কাগজ আবার পরখ করে দেখবে সে।

চুক্তির খসড়া, যেখানে 'র' শব্দটা লেখা ছিল, সেটা আবার পড়া মাত্র নতুন করে একটা বুদ্ধি এলো ওর মাথায়। পালের গোদা কীভাবে কাজটা করেছে, তা আন্দাজ করতে পারছে সে। নিশ্চিত হবার জন্য হাতের লেখা মিলিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল।

সাথে সাথে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। কিন্তু রামেসিস মন্দিরে আটকা পড়লে, তাতে কোনও লাভ হবে না।

নেফারতারিকে বলল ইসেট, রানি সাহেবার সাথে ওর এখুনি দেখা করা দরকার। তবে টুইয়া তখন দেবী হাথরের যাজিকার সাথে আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অপেক্ষা করতে হলো তাকে।

অনেক...অনেকক্ষণ পর ভেতরে যাবার অনুমতি পেল সে।

'রানি সাহেবা, আপনি কি দয়া করেও কোনও পদক্ষেপ নেবেন না?'

'কী হয়েছে?'

'রামেসিসের পুরোহিত হবার কোনও আগ্রহই নেই! কেনও বেচারাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে?'

ইসেটকে নিজের পাশে একটা নীচু টুলে বসার নির্দেশ দিলেন তিনি।

'মন্দিরের জীবন কি এতই খারাপ?'

'রামেসিসের বয়স মাত্র আঠারো! এই বয়সে ওর...'

'আমার ছেলে যে মন্দিরে থাকছে, সেটা তোমাকে কে বলল?'

'আহমেনি, ওর সহকারী।'

'রামেসিস অল্প কিছুদিনের জন্য অ্যাবিডসে থাকছে। **ভবিষ্যৎ ফারাওকে অনেক** আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। সময় হলেই ফিরবে।'

একই সাথে লজ্জা আর স্বস্তি অনুভব করল ইসেট।

কাঁধে একটা শাল জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নেফারতারি, বরাবরের মতো সবার আগে ঘুম থেকে উঠেছে। মনে মনে টুইয়ার সারাদিনের রুটিন আবার আউড়ে নিল মেয়েটি। রাজমহিষীর গৃহস্থালি সামলানো এত সহজ না। তিনি নিজেও সুচারুভাবে সবকিছু করেন। আশা করেন, তার সহকারী আর কর্মচারীরাও একই কাজ করবে।

রান্নাঘরে এসে দেখতে পেল, ঘরটা খালি! রাঁধুনিরা নিশ্চয় এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। প্রত্যেকের দরজায় কড়া নাড়ল নেফারতারি। কিন্তু জবাব পেল না। তাই একে একে সবার ঘরে উঁকি দিতে শুরু করল সে। সবগুলো খালি! কী হলো ওর কর্মচারীদের? আজ তো কোনও ছুটি বা উৎসবের দিন নয়। এতক্ষণে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল বেচারি। আর দশ মিনিটের মাঝে রানির সামনে খাবার পরিবেশন করতে হবে!

তাড়াতাড়ি পা চালালো সে। ভেবেছিল, হয়তো কর্মচারীরা সবাই পালিয়ে গিয়েছে। পালাবার সময় খাবার কিছু রেখে গিয়েছে কি না, তা দেখতে চাইছিল। কিন্তু পেল শুধু ময়দা। ময়দা পিষে কাই বানাবার সময় নেই হাতে। রানি টুইয়া নিশ্চয় রেগে যাবেন, চাকরি থেকে বের করে দিবেন ওকে।

তবে চাকরি হারাবার চাইতে, রানিকে ছেড়ে যাবার দুঃখ বেশি ভাবাচ্ছে ওকে। রানি সাহেবার সেবা না করতে পারলে নিজেকে অপূর্ণ মনে হবে তার।

'দিনটা ভালো যাবে।' নীচু একটা স্বর ভেসে এলো ওর পেছন থেকে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো নেফারতারি।

'যুবরাজ এখানে কী করছে?'

রামেসিস একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

'কেন? এখানে আমার উপস্থিতি কাম্য নয়?'

'আসলে...'

'ভালো কথা, আমার মা'র নাস্তা নিয়ে ভেব না।'

'কিন্তু পুরো প্রাসাদ ফাঁকা!'

'জ্ঞানী তাহ-হোটেপের একটা বাণী তো তোমার খুব পছন্দ-'নিখুঁত একটা শব্দ, সবচেয়ে বিরল সবুজ পান্নার চাইতেও দুষ্প্রাপ্য, অথচ গম পিষতে থাকা এক ক্রীতদাসীও সেটার মালিক হতে পারে।' তাই না?'

'তুমি কি আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য সব কর্মচারীকে বিদায় করে দিয়েছ?'

'আসবে ভেবেছিলাম।'

'তোমার এই কষ্টের জন্য কি কিছু ময়দা পিষে দেব?'

'নাহ, আমি শুধু চাই একটা নিখুঁত শব্দ।'

'তোমাকে আশাহত করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমার কাছে তেমন কোনও শব্দ নেই।'

'আমার বিশ্বাস আছে।'

'থাকলেও হয়তো বলা উচিত হবে না। তোমার এই কৌতুক আমার ভালো লাগেনি।'

হতচকিত মনে হলো যুবরাজকে। 'বলো, নেফারতারি।'

'সবাই ভেবেছিল, তুমি চিরতরের জন্য অ্যাবিডসে চলে গিয়েছ।'

'গতকাল ফিরেছি।'

'এসেই রানির কর্মচারিদের পেছনে লেগেছ?'

'অ্যাবিডসে, নীল নদের পারে, বুনো এক ষাঁড়ের সামনে পড়তে হয়েছিল আমার। সামনা সামনি হতে হয়েছে আমাদের। যে কয়টা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে ছিল প্রাণীটা, তারমাঝে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ষাঁড়টা যেহেতু আমাকে খুন করেনি, তাই নিজের জীবন চালাবার ভার নিজের হাতেই তুলে নেব আমি।'

'বেঁচে আছ দেখে খুশি হয়েছি। প্রার্থনা করি তুমি ফারাও হও।'

'তুমি বলছ, না কি তোমার মুখ দিয়ে আমার মা বলছেন?'

'মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই আমার। যাই হোক, আমি কি যেতে পারি?'

'আমি জানি, তুমি শব্দটা চাইলেই বলতে পার, নেফারতারি। ওই যে দামী পাথরের চাইতেও দামী শব্দ, সেটা।'

তরুণী বাউ করল। 'আমি আপনার এক বিনয়ী কর্মচারী, হে মিশরের রাজপ্রতিনিধি।'

'নেফারতারি!'

গর্বিত চোখ দুটো তুলে চাইল মেয়েটি। 'রানি সাহেবা নাস্তার পর আমার সাথে কথা বলে দিনের পরিকল্পনা ঠিক করেন। দেরি করা তিনি পছন্দ করেন না।'

রামেসিস হাত বাড়িয়ে নেফারতারিকে আলিঙ্গন করল। 'কী করলে আমাকে বিয়ে করবে?'

নম্র স্বরে জবাব দিল মেয়েটি। 'শুধু প্রস্তাবটা দিলেই হবে।'

সাতচল্লিশ

গিজার স্ফিংসের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে, রাজত্বের দশম বৎসর শুরু করলেন সেটি। ফারাও চিওপস, খেপ্রান আর মাইসেরিনাসের পিরামিড যে উপত্যকায় আছে, সেই উপত্যকার রক্ষাকর্তা এই স্ফিংস।

যুবরাজ হিসেবে পিতাকে সঙ্গ দিল রামেসিস। স্ফিংসের দেহটা সিংহের, কিন্তু মস্তক একজন ফারাও-এর মতো। বিশালাকার মূর্তিটার পাশে একটা স্তম্ভে সেটিকে দেখা যাচ্ছে। সেট এর প্রাণী, এক অরিক্সকে হত্যা করছেন তিনি। এই দৃশ্যটা দিয়ে বোঝানো হয়, অন্ধকারের শক্তিকে হারাবার ক্ষমতা সেটির আছে। আছে বিশৃঙ্খলার মাঝ থেকে শৃঙ্খলাকে বের করে আনার শক্তি।

'ষাঁড়টার সাথে দেখে হয়েছিল আবার,' ফিসফিস করে পিতাকে বলল রামেসিস। 'ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা।'

'তুমি সিংহাসনের উপর নিজের দাবী প্রত্যাহার করতে চাইছিলে। তাই বাঁধা দিতে চাইছিল।'

সেটি নিশ্চয় মনের কথা পড়তে জানেন! হয়তো তিনি নিজেই ওকে থামাবার জন্য বুনো ষাঁড়ের রূপ ধরেছিলেন!

'অ্যাবিডসের সব রহস্য আমি বুঝতে পারিনি।'

'যত বেশি বার পার, মন্দিরে যেও। এই দেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে তার কোনও বিকল্প নেই।'

'আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'জানি, তোমার মা খুশি হয়েছেন। আমারও আপত্তি নেই।'

পরিস্থিতির ভাব গাম্ভীর্য আরেকটু কম হলে হয়তো লাফিয়ে উঠত যুবরাজ। আচ্ছা, একদিন কি সেটির মতো মানুষের মনের কথা সে-ও বুঝতে পারবে?

আহমেনি শেষ কবে এমন উত্তেজিত দেখেছে, তা মনে নেই রামেসিসের।

'আমি সব জেনে গিয়েছি। পালের গোদা কে, তা-ও খুঁজে বের করে ফেলেছি! বিশ্বাসই হতে চায়নি প্রথমে। কিন্তু সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই দেখ!'

তরুণ লিপিকার সাধারণত গোছানো পরিবেশ পছন্দ করে। কিন্তু আজ ওর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রচুর প্যাপিরাস, কাঠের তক্তা আর বেলেপাথরের খণ্ড। গত কয়েকমাস ধরে জড়ো করা সব প্রমাণ নিয়ে বসেছে ও।

'যার কথা বলছি, সে-ই।' এক বাক্যে বলে দিল আহমেনি। 'এটা তার-ই হাতের লেখা। এখন আমি ওই সারথিকেও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারব। সেই সূত্রে সহিসকেও। চিন্তা করতে পার! লোকে তার সম্পর্কে কত উচ্চ ধারণা পোষণ করে, আর সে কি না...একটা চোর আর প্রতারক! কেন এমন করল?'

প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতে না চাইলেও, প্রমাণের ভারে মেনে নিতে বাধ্য হলো যুবরাজ।

'জানি না,' বলল সে। 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করব অবশ্যই।'

ডোলোরা আর সারী তাদের বাগানে অবস্থান করছে, এই মুহূর্তে পুকুরের মাছদের খাবার খাওয়াতে ব্যস্ত। অস্থির লাগছে ডোলোরার, গরমে ক্লান্ত। আচমকা এক ভৃত্য রামেসিসের আসার খবর জানাল।

'অবশেষে!' বলল ডোলোরা। এগিয়ে গিয়ে চুমু খেল ভাইয়ের গালে। 'সভার সবাই ভেবেছিল, তোমাকে আজীবনের জন্য অ্যাবিডসে পাঠান হয়েছে!'

'ভুল করেছে। সভাসদেরা দেশ পরিচালনা করে না।'

যুবরাজের গলার কাঠিন্য দম্পতিকে হতবাক করে দিল। অনেক পরিবর্তন এসেছে রামেসিসের মাঝে।

'আশা করি সারীকে সুখবর দেবার জন্য এসেছ।'

'আমি ওর সাথে একা একা কথা বলতে চাই।'

'ওর আর আমার মাঝে কোনও গোপনীয়তা নেই।' ফুঁসে উঠল ডোলোরা।

'তুমি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই!'

কিন্তু সারীকে দেখে মনে হলো, সে ভয় পাচ্ছে।

'এই লেখাটা চিনতে পারো?' প্রাক্তন শিক্ষকের দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিল রামেসিস। অসওয়ানে সেটিকে যেতে যে চিঠিটা প্রলুব্ধ করেছিল, এটাই সেই চিঠি।

সারী আর তার স্ত্রী একদম চুপ হয়ে গেল।

'সইটা নকল, কিন্তু হাতের লেখা সহজেই চেনা যায়। তুমি লিখেছ চিঠিটা, সারী। আমরা মিলিয়ে দেখেছি।'

'নকল, কেউ জাল করেছে-'

'শিক্ষকতা করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই ভালো মানের কালির মাঝে নকল কালি ঢুকিয়ে বিক্রি করার একটা উপায় খুঁজে বের করেছিলে। যখন বুঝলে ধরা পড়তে যাচ্ছ, পাততাড়ি গুটাতে চাইলে। নিজেই লিপিকার বলে, কাজ তোমার জন্য খুব সহজ ছিল। শুধু খসড়া করার একটা বেলেপাথর তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। আমার সহকারী সেটা আস্তাকুঁড়ে খুঁজে পেয়েছে। কাজটা করতে গিয়ে আরেকটু হলে নিজের জীবন খুইয়ে বসত। অনেক সময় ধরে আমাদের দুজনের সন্দেহ ছিল শানারের উপর। কেননা ওই খসড়ায় কেবল মালিকের নামের একটা অক্ষর অবশিষ্ট ছিল- 'র'। কিন্তু ওই অক্ষরটা শানারের নামের ছিল না, ছিল তোমার নামের, সারী। আমাকে যে সারথি মরুভূমিতে মরার জন্য ফেলে এসেছিল, সেই লোকটা তোমার হয়ে এক বছর চাকরীও করেছে। আমার ভাই নিরাপরাধ, দোষী তুমি।'

রামেসিসের প্রাক্তন শিক্ষক বার বার চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। এদিকে ডোলোরাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি।

'তোমার হাতে শক্ত কোনও প্রমাণ নেই।' বলল সারী।

'আমাকে ঘৃণা করো কেন?' জানতে চাইল রামেসিস।

'কারণ তুমি আমাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ,' চিৎকার করে উঠল ওর বোন। 'তোমার তুলনায় আমার স্বামী অনেকগুণে যোগ্য। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত আর দায়িত্বশীল। মিশরের শাসনক্ষমতা তার পাওয়া উচিত। আবার আমি ফারাও-এর কন্যা বলে, সেই দাবীও সে করতে পারে!' স্বামীর হাত ধরে তাকে সামনে এগিয়ে দিল ডোলোরা।

'উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমাদের দুজনকেই পাগল করে দিয়েছে।' রামেসিস বলল। 'বাবা-মা যেন কষ্ট না পান, সেজন্য আমি অভিযোগ করব না। কিন্তু তোমাদের মেমফিস ছাড়তে হবে। কোনও এক প্রাদেশিক শহরে গিয়ে জীবনের বাকি অংশটা চুপচাপ কাটিয়ে দাও। আর কোনও ঝামেলা করলে, দেশ ছাড়া করব।'

'আমি তোমার বোন, রামেসিস।'

'সেজন্যই তো এত অল্পে ছেড়ে দিচ্ছি।'

শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, আহমেনি অভিযোগ করবে না বলে জানাল। তবে তা কেবল রামেসিসের খাতিরে। ছেলেটার বন্ধুত্বের এই নিদর্শন দেখে মন কিছুটা হলেও ভালো হয়ে গেল রামেসিসের। বিচার চাইলে সে মানা করতে পারত না। অবশ্য এই

মুহূর্তে আহমেনিকে প্রতিশোধের চাইতে, রামেসিসের বিয়েতে কাকে কাকে দাওয়াত দেবে তা নিয়ে বেশি ব্যস্ত বলে মনে হচ্ছে।

'সেটাও আর লোটাস সরাসরি মেমফিসে আসবে। মোজেস সম্ভবত পরশুর আগে আসতে পারবে না। বাকি রইল কেবল আহসা। রওনা দিয়েছে, কিন্তু কতদিন লাগবে তা বলা যায় না।'

'অপেক্ষা করব নাহয়।'

'তোমার সৌভাগ্যে আমি খুশি। সবাই বলছে, নেফারতারির মতো সুন্দরী আর হয় না।'

'তোমার মনে হয় না?'

'একটা স্ক্রল বা কবিতা সুন্দর কি না তা বলতে পারি, কিন্তু মেয়েমানুষ?'

'হোমারের কী খবর?'

'তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

'তালিকায় নাম রেখেছ না?'

'হ্যাঁ।' বলতে বলতে দরজার দিকে তাকালো আহমেনি।

'কাউকে আশা করছ?'

'আমি করছি না, তবে তোমার করার কথা। ইসেট দেখা করার জন্য পাগল হয়ে আছে।'

ইসেট রাগে পাগলপারা হয়ে আছে। সে চেয়েছিল প্রেমিককে দেখা মাত্র চিৎকার চেঁচামেচি করবে, গালি দেবে। কিন্তু যখন রামেসিস নিজে এসে ওর সামনে দাঁড়ালো, ওলট পালট হয়ে গেল সব কিছু। অনেক পরিবর্তন এসেছে ছেলেটার মাঝে। এখন আর সেই কমবয়সী রাজপুত্র ওর সামনে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে মিশরের রাজপ্রতিনিধি।

মেয়েটির মনে হলো, নতুন একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এমন একজন, যার উপরে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই।

'আমি...তোমাকে দেখতে পেয়ে সম্মানিতবোধ করছি।'

'মা বলছিলেন, তুমি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছ?'

'তুমি ফিরছ না বলে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'এই যে ফিরে এসেছি।'

'শুনেছি...'

'আগামীকাল আমি নেফারতারিকে বিয়ে করছি।'

'সে খুব সুন্দরী আর...আমি গর্ভবতী।'

রামেসিস আলতো করে ইসেটের হাত নিজের হাতে তুলে নিল। 'তুমি কি ভেবেছিলে যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব? বাচ্চাটা আমাদের দুজনের। একদিন যদি আমি ফারাও হই, তবে নেফারতারি হবে রাজমহিষী। তবে যদি তুমি চাও আর সে অনুমতি দেয়, তাহলে তুমিও প্রাসাদে থাকতে পার।'

প্রেমিককে জড়িয়ে ধরল ইসেট। 'আমাকে ভালবাসো, রামেসিস?'

'অ্যাবিডস আর ওখানে দেখা বুনো ষাঁড় আমাকে নিজের পরিচয় বুঝতে সাহায্য করেছে। আমি অন্যান্য মানুষের মতো জীবন যাপন করতে পারব না। পিতা আমাকে অনেক ভারী এক বোঝা বহনের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি হয়তো পারব না, কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে। তুমি আমার মোহ, ইসেট। আমার বুনো যৌবনের চাহিদা। আর নেফারতারি? সে রানি।'

'আমি একসময় বুড়িয়ে যাব। তখন আর আমাকে চাইবে না।'

'আমি একটা গোত্রের প্রধান, ইসেট। আর নিজের গোত্রের খেয়াল আমি রাখব। প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি আমার গোত্রের একজন হবে?'

উত্তরে কেবল নিজের ঠোঁট জোড়া এগিয়ে দিল মেয়েটি।

একদম সাদামাটা একটা অনুষ্ঠান চেয়েছিল নেফারতারি, হলোও তাই। কয়েকজন কাছের মানুষ ছাড়া আর কাউকে দাওয়াতও দেয়া হয়নি। রানি টুইয়ার মতো করে পোশাক পরেছিল নেফারতারি। ল্যাপিস লাজুলি ব্রেসলেট, ছোট একটা লিলেন গাউন আর একটা গলার হার।

হোমার প্রায় অন্ধ, পুরো তো আর নন। তাই নেফারতারিকে দেখে বিমোহিত না হয়ে পারলেন না। একটু ইতস্তত করে স্বীকার করেই নিলেন যে, মেয়েটি হেলেনের চাইতেও আকর্ষণীয়।

'তোমার জন্য,' রামেসিসকে বলল মোজেস। 'কয়েকদিন বিশ্রাম পাচ্ছি।'

'কারনাকে খুব খাটতে হচ্ছে?'

'পুরো প্রকল্পটা এত বড় যে হিসেবে অল্প ভুল হলেই, অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে তাই সতর্ক থাকতে হয়।'

সেটি উপস্থিত ছিলেন না, তবে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। মিশর তাকে নিজের ছেলের বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্যও ছুটি দেয় না!

আনন্দময় দিনটির সমাপ্তি ঘটল রামেসিস আর নেফারতারির নিজ গৃহে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। আইনের চোখে এখন তারা স্বামী-স্ত্রী।

আটচল্লিশ

প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে সময় কাটছে শানারের। নতুন নতুন মানুষকে নিজের দলে ভেরাচ্ছে। সমাজের উচ্চ পদস্থ প্রায় প্রতিটা মানুষের সাথে দেখা করছে, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোয় অংশ নিচ্ছে। চীফ অভ প্রটোকলের চরিত্র দারুণ মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। আর সেই সুযোগ আরও বিস্তৃত করছে নিজের ষড়যন্ত্রের জাল।

ওর ভাইয়ের সবচেয়ে বড় ভুলটা নিজের কাজে লাগাচ্ছে শানার। আর তা হলো, এক সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করা! এরকম আগেও হয়েছে, আইনেও কোনও বাঁধা নেই। কিন্তু শানারের তীক্ষ্ণ জিহ্বার কারণে, সভা আর উচ্চ শ্রেণির সদস্যরা ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করছে। কে জানে এই অদ্ভুত আর খামখেয়ালি যুবরাজ ভবিষ্যতে আরও কত কী করে বসে! আর তাছাড়া ভবিষ্যৎ রাজমহিষী, নেফারতারি কী আচরণ করবে তার-ও কোনও ঠিক ঠিকানা নেই।

রামেসিসের পতন শুরু হয়েছে!

'বেচারী মেয়ে!' বলল শানার। ডোলোরার চেহারা আসলেই দেখার মতো হয়েছে। 'কিছু হয়েছে?'

'অনেক কিছু হয়েছে।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল মেয়েটি।

'আহা, বোন আমার...সব কিছু খুলে বল।'

'আমাকে আর সারীকে মেমফিস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ঠাট্টা করছ?'

'রামেসিসের আদেশ।'

'কেন?'

'ওর ওই কেঁচোর মতো দেখতে সহকারীর দাবী...আমার স্বামী না কি নানা অপরাধে অপরাধী। আমরা যদি শহর না ছাড়ি, তাহলে কোর্টে দাঁড় করাবে।'

'কোনও প্রমাণ আছে?'

গাল ফোলাল ডোলোরা। 'নিরেট কিছু নেই। কিন্তু মামলার ফল তো উভয় দিকেই যেতে পারে।'

'নিরেট নেই মানে! আসলেই কী তোমরা রামেসিসের ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিলে না কি?'

ইতস্তত করল রাজকন্যা।

'আমি বিচারক নই, তবে সত্যটা জানতে চাই।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আর কী করার ছিল! রামেসিস বাধ্য করেছে আমাদের।'

'চিৎকার করার দরকার নেই। বুঝতে পেরেছি।'

'রাগ করোনি?' অবাক হলো ডোলোরা।

'পরিকল্পনা কাজ করেনি বলে মন খারাপ হচ্ছে।'

'রামেসিস মনে করেছিল, তুমি সব কিছুর জন্য দায়ী। যাক, তুমি চাইলে আমি আর সারী তোমার দলে যোগ দিতে পারি।'

'কেবলই প্রস্তাবটা দিতে চাইছিলাম।'

'তবে প্রদেশে পাঠালে কতটা সাহায্য করতে পারব, জানি না।'

'পারবে। থিবসের কাছে আমার একটা ভিলা আছে। ওখানে থাকতে পার। আমি কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা আর পুরোহিতকে চিনি, যারা আমাদের ভাইকে খুব একটা পছন্দ করে না।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

চোখ ছোট ছোট করে ফেলল শানার। 'রামেসিসকে মেরে ফেলার পর, তোমাদের পরিকল্পনা কী ছিল?'

'আমরা ভেবেছিলাম...আসলে শুধু ওকেই...'

'নিজের স্বামীকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলে, তাই না? ভুলে যাও। শুধু আমাকে সমর্থন দাও। আমি ফারাও হতে চলেছি। আর আমি আমার বন্ধুদেরকে ভুলে যাই না। শত্রুদেরকেও নয়।'

শানারের আয়োজন করা অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে মেমফিস ছাড়তে পারল না আহসা। অবশ্য অনুষ্ঠানটা অনেক উপভোগ্য ছিল। দামী আর সুস্বাদু খাবার, মনোরঞ্জনের সুযোগ আর নিত্যনতুন গুজব শোনার এর চাইতে ভালো সুযোগ আর হয় না। প্রাক্তন যুবরাজের সাথে আলোচনাও, কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়েই সেরে ফেলল এই সুযোগে।

'তোমার পদোন্নতি একেবারে নিশ্চিত,' জানাল শানার। 'এক মাসের মাঝে তোমাকে এশিয়ার দূতদের প্রধান রূপান্তকারী পদে নিয়োগ দেয়া হবে।'

'কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।'

'দরকার নেই, শুধু আমাকে তথ্য সরবরাহ করে গেলেই চলবে। ভালো কথা, রামেসিসের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে এখনও বিশ্বাস করে তো?'

'চোখ বন্ধ করে।'

'স্থানীয়দের মাঝে কোনও অগ্রগতি হয়েছে?'

'হ্যাঁ। বেশ কয়েকজন ছোট খাট রাজা আপনাকে সমর্থন করবে। তবে শর্ত আছে। যদি তাদেরকে কিছু 'উপহার' দেয়া হয়, তাহলে।'

'স্বর্ণ?'

'সাধারণত ওটাই ব্যবহার করা হয়।'

'ফারাও ছাড়া আর কেউ স্বর্ণ...'

'ওয়াদা করতে দোষ কি? এখনই তো আর দিতে হচ্ছে না।'

'ভালো বুদ্ধি।'

'ফারাও হবার আগ পর্যন্ত, যে যাই চাক না কেন, তা দেবার ওয়াদা করাটাই ভালো হবে। যখন সময় আসবে, তখন দেখা যাবে খন।'

রামেসিস আর নেফারতারি অবিকল আগের জীবন যাপন করছে শুনে অবাক হয়ে গেল সভাসদেরা। রাজপ্রতিনিধি তার পিতার অধীনে কাজ করে যাচ্ছে, আর তার স্ত্রী এখনও রানি টুইয়ার গৃহস্থালি সামলাচ্ছে। অবশ্য শানার এটাকে ধোঁকা বলে ব্যাখ্যা করল। জানাল, রামেসিস আর নেফারতারি হলো ভেড়ার চামড়া পরিহিত নেকড়ে।

শানারের বিশাল পরিকল্পনা আস্তে আস্তে কাজে লাগতে শুরু করেছে। মোজেস বাদে আর কেউ ওর প্রলোভন অগ্রাহ্য করতে পারেনি। সময় এলে মোজেসের দুর্বলতাও ওর কাছে ধরা পড়বে।

আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে দলে ভেরাতে চাইছে শানার। সম্ভবত সফলও হবে। তবে সেজন্য দরকার একটা নাটক সাজানোর।

মেরুরে চলে গেল সে। ইসেট ওখানে সম্মানিত অতিথি হয়ে আছে।

'কেমন বোধ করছ?' সম্ভাষণ জানালো শানার।

'ভালো, ধন্যবাদ। আমার ছেলে রামেসিসের গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

'নেফারতারির সাথে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ভালো মেয়ে।'

'তোমাকে মেনে নিয়েছে...?'

'আমরা দুজনেই রামেসিসের স্ত্রী। আমাকে সে ভালোবাসলেই চলবে। আর কিছু চাই না।'

'সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি, তবে বিব্রতকর পরিস্থিতি।'

'রামেসিসকে বা ওকে যারা ভালবাসে, তাদের মন তুমি কোনওদিন বুঝতে পারনি। পরবর্তী যুবরাজের মা হিসেবে আমিও যথেষ্ট সম্মান পাব।'

'রামেসিস কিন্তু এখনও সিংহাসনে বসেনি।'

'তুমি কি ফারাও-এর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছ?'

'অবশ্যই না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? দেখ, তোমার ব্যাপারে আমি দুর্বল। রামেসিসের আচরণটা আমার ভালো লাগেনি। তোমার রাজমহিষী হওয়া উচিত।'

'স্বপ্ন ওটা, আমি বাস্তবতা পছন্দ করি।'

'তাই? আমি এই স্বপ্নকে সত্যি করতে পারি।'

'তোমার এত বড় সাহস? দেখছ না, আমি ওর সন্তান ধারণ করেছি?'

'ভেবে দেখ ইসেট। এছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার।'

প্রচুর উপহার দিয়ে আর প্রাচুর্যের লোভ দেখিয়েও, শানার সেটির কোনও ব্যক্তিগত চিকিৎসককে কিনতে পারল না। সৎ সবাই? নাহ, ভীত। সেটিকে ওরা প্রাক্তন যুবরাজের চাইতে অনেক বেশি ভয় পায়। তাই ফারাও-এর শারীরিক অবস্থাও তার অজানাই রইল।

তাই ঘুরপথে এগোল সে। ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন লেখেন আর সেই অনুসারে ওষুধ তৈরির দায়িত্ব পায় মন্দিরের গবেষণাগার।

শুধু যদি মন্দিরটার নাম জানা যেত...

অনেক কষ্টে সেই খোঁজটা বের করতে পারল সে। সেটির ওষুধ আসে সেখমেটের মন্দির থেকে। গবেষণাগারের প্রধান এক বৃদ্ধ মানুষ। তাকে লোভ দেখিয়ে লাভ হবে না। কিন্তু তার সহকারীর ব্যাপারটা ভিন্ন।

কী কী ওষুধ খাচ্ছেন সেটি, তা দেখে শানার বুঝতে পারল, সেটি বেশ গুরুতর অসুস্থ। আর তিন থেকে চার বছরের মাঝে মিশর তার ফারাওকে হারাবে,

গ্রীষ্ম শেষ হলে সেটি ফসলের দেবী, মহা দয়ালু কোবরার পূজা করলেন। কৃষকরা ফারাওকে ঘিরে ধরল। আর ফারাও নিজেও এসব সহজ সরল মানুষদেরকে সভাসদদের চাইতে বেশি পছন্দ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে পিতা-পুত্র একসাথে হাঁটতে বের হলো। কিন্তুক্ষণ পর, তালগাছের একটা বাগানের পাশে বসলেন তারা। যুবরাজের মনে হচ্ছিল, ফারাও ওকে কিছু বলবেন। হলোও তাই।

'ফারাও হবার পর, রামেসিস, মানুষের আত্মাকে ভালোভাবে দেখে নিও। তাদের পরামর্শই শুনবে, যারা মানসিকভাবে শক্ত। তোমাকে নিরপেক্ষভাবে পরামর্শ দেবে। যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন, মা'তের আইনের কথা মাথায় রেখে নেবে। দুর্নীতিগ্রস্তদের একদম ছাড় দেবে না। তেমনি যারা ওদেরকে দুর্নীতির পথে এনেছে, তাদেরকেও না।

'কিন্তু পিতা, আপনি আরও বহুকাল রাজত্ব করবেন। এখনও তো আপনার রাজত্বের পঁচিশ বছর আমরা উদযাপন করিনি!'

'পঁচিশ বছর! তা হবার নয়। আমার নাম হয়তো অনেকদিন সবাই মনে রাখবে, কিন্তু এই নশ্বর দেহের আয়ু আর বেশি নেই।'

রামেসিসের মনে হলো, বুকে কেউ চাপ দিয়ে ধরেছে। 'কিন্তু আপনাকে এখনও মিশরের প্রয়োজন।'

'বাছা, তোমাকে অনেক পরীক্ষা দিয়ে আসতে হয়েছে। বয়সের তুলনায় তুমি অনেক বেশি পরিপক্ব। তবে তোমার জীবন এখনও শুরুই হয়নি। বয়স বাড়লে ওই বুনো ষাঁড়ের চোখের দৃষ্টির কথা মনে রেখো। ওটাকে নিজের অনুপ্রেরণা বানিও।'

'আপনার পাশে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটাকে অনেক সহজ মনে হয়। আশা করি ভাগ্য আপনাকে আরও বহুবছর সিংহাসনে বসার অনুমতি দেবে।'

'নিজেকে প্রস্তুত করার কাজে মন দাও বাছা।'

'আমাকে কি সভাসদেরা ফারাও বলে মেনে নেবে?'

'আমি মারা যাবার সাথে সাথে তোমার বিরোধীপক্ষ মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াবে। প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধটা একা একা লড়তে হবে তোমাকে।'

'কোনও মিত্র ছাড়াই?'

'এমনকি তোমার পরিবারের সদস্যদেরকেও পাশে পাবে না। যাদেরকে সবচেয়ে বেশি দয়া দেখিয়েছ, তাদের কাছ থেকেই পাবে বিশ্বাসঘাতকতা। কাছের বন্ধু-বান্ধবদের থেকেও সাবধান। শুধু নিজের উপর ভরসা করবে। কেননা সেদিন তোমাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসবে না।'

ঊনপঞ্চাশ

ইসেট স্বাস্থ্যবান এক ছেলে সন্তানকে জন্ম দিল। নাম রাখা হলো, খেমোসেট। অর্থ-যাকে প্রথম থিবসে দেখা গিয়েছিল। রামেসিস বাচ্চাটাকে দেখার পর, দাই মার হাতে তুলে দেয়া হলো ওটাকে। যেন বাচ্চার সুন্দরী মা বিশ্রাম নিতে পারে। নিজ সন্তানকে দেখে রামেসিসের যেন খুশি বাঁধ মানছিল না।

কিন্তু সে চলে যাবার পর, নিজেকে বড় একা একা মনে হচ্ছিল ইসেটের। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল শানারের বলা কথাগুলো। রামেসিস ওকে রেখে নেফারতারির কাছে চলে গিয়েছে। মেয়েটাকে ঘৃণা করতে পারলে ভালো লাগত তার, কিন্তু নেফারতারি এমন মেয়ে যে অন্যকে খুব সহজেই জয় করে নিতে পারে। ইসেটও তার ব্যতিক্রম নয়।

মেমফিস ছেড়ে থিবসে চলে আসাটা এখন বোকামি বলে মনে হচ্ছে। অনেক আকর্ষণীয় অনেক কিছুই আছে এখানে, কিন্তু জায়গাটা তো আর তার বাড়ি নয়।

হয়তো ঠিকই বলেছিল শানার, রামেসিসের প্রস্তাব মেনে নেয়া উচিত হয়নি।

শুকনো কয়েকটা সেজ পাতা গুঁড়ো করলেন হোমার। এরপর সেই পাউডারগুলোকে একটা মাঝারী আকারের শামুকের খোলার মাঝে ভরে আগুন ধরলেন, ফাঁপা একটা নলখাগড়া খোলের ভেতরে ঢুকিয়ে শ্বাস টানলেন আগ্রহের সাথে।

'অদ্ভুত কাজ কারবার।' মন্তব্য করল রামেসিস।

'লিখতে সুবিধা হয়,' কবি জবাব দিলেন। 'তোমার সুন্দরী স্ত্রী'র কী খবর?'

'এখনও রানি সাহেবার হয়ে কাজ করছে।'

'তোমাদের মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীন। অবশ্য আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে অন্যান্য অনেক প্রথা কেমন কেমন মনে হয়।'

'যেমন?' জানতে চাইল রামেসিস।

'রাগ করবে না তো?'

'রাগ করব কেন? আপনার কোনও কথায় যদি আমার দেশের উন্নতি হয়, তাহলে সমস্যা কী!'

'গ্রীসে আমরা আলাপ আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেই, কেউ কারও কথার সাথে একমত হতে পারে না। অথচ এখানে ফারাও-এর আদেশ সবাই শিরোধার্য মনে করে!'

'তিনি মা'তের সেবক, ভারসাম্য বজায় রাখা তার কাজ। তাকে অমান্য করলে, দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা নেমে আসবে। মানুষ পরিণত হবে প্রাণীতে।'

'মনুষ্যত্বের প্রতি তোমার খুব একটা ভরসা নেই দেখি।'

'একদম নেই। মানুষকে এমনি ছেড়ে দিলে, অনাচারে ডুবে যাবে সবকিছু।'

আরেকটা টান দিল হোমার। 'আমার ইলিয়াডে একজন মানুষের কথা পাবে তুমি। এমন একজন যে ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে পারত। তোমার এই দেশের জন্য আমার আশংকাবোধ হচ্ছে। তোমার পিতা জ্ঞানী মানুষ, কিন্তু ভবিষ্যতে...'

'আপনিও কি জ্যোতিষী না কি?'

'কোন কবি নয়, বল? যাই হোক, বর্তমানে মিশরে শান্তি বিরাজ করছে। কিন্তু আর কতদিন করবে? আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, যুবরাজ। দেখছি, বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে তীর ঝড়ছে, তরুণ দেহগুলোকে ছিন্নবিছিন্ন করছে। সামনে যুদ্ধ আছে রামেসিস, সেটাকে এড়ানো যাবে না!'

শানারের হয়ে প্রচণ্ড খাটছে সারী আর ডোলোরা। আলোচনা করে ঠিক করেছে, রামেসিসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে এবং শানারের দরবারে ভালো পদ পেতে এর কোনও বিকল্প নেই।

শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের সাথে খুব সহজেই ভাব জমিয়ে ফেলল ডোলোরা। হাজার হলেও, সে ফারাও সেটি'র কন্যা। নতুন বানানো বান্ধবীদের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, দক্ষিণে এসেছে প্রাদেশিক জীবন সম্পর্কে জানার জন্য। কারনাকে অবস্থিত দেবতা আমনের মন্দিরের সাথে পরিচিত হবার জন্য।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এমনকি ব্যক্তিগত আলোচনার সময়েও রামেসিসের ব্যাপারে গুজব ছড়াতে ছাড়ল না ডোলোরা! সেটি অসাধারণ একজন রাজা, তার বিকল্প কেউ হতে পারে না। কিন্তু রামেসিস হয়ে উঠবে একনায়ক, থিবসের সম্ভ্রান্ত পরিবারকে সম্মান দেখাবে না। আহমেনির মতো নীচু বংশের মানুষেরা সমাজের উঁচু স্থান দখল করবে। এসব বলে বলে, রামেসিসের বিরুদ্ধে সবার মন বিষিয়ে তুলল সে।

সারী তুলনামুলক সুক্ষ্ণ পথ অবলম্বন করল। কাপের প্রাক্তন এই প্রধান, কারনাকের একটা স্কুলের শিক্ষকতার ভার নিল। সবাইকে মুগ্ধ করল তার বিনয়ের অভিনয় দিয়ে। পুরোহিতদের মুগ্ধ করল জ্ঞানের ছটা দেখিয়ে। তবে স্ত্রীর মতো সে-ও বিষ ছড়াতে ভুল করল না।

মোজেস যে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছে, সেখানে যাবার অনুমতি জোগাড় করতে বেশি বেগ পেতে হলো না তার। প্রাক্তন ছাত্রের সাথে দেখা করে তাকে মন খুলে সাধুবাদ জানালো।

রোদে পোড়া চামড়া আর লম্বা দাঁড়ি মোজেসের চেহারায় রুক্ষ একটা ভাব এনে দিয়েছে। একটা বিশাল থামের ছায়ায় বসে ধ্যান করছিল সে।

'তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে খুব খুশি লাগছে! আমার আরেক ছাত্র কর্মজীবনে দারুণ কাজ দেখাচ্ছে!'

'এত জলদি খুশি হবার দরকার নেই। পুরো কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হব না।'

'সবাই তোমার কাজের প্রশংসা করছে মোজেস, এই প্রশংসা তোমার প্রাপ্য।'

'কাজে এসেছ না কি এমনি?'

'নাহ, কাজে না। ডোলোরা আর আমি থিবসের ঠিক বাইরের একটা ভিলায় উঠেছি। কারনাকের একটা স্কুলে শিক্ষকতার দায়িত্ব নিয়েছি।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল মোজেস। 'পদাবনতি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছে?'

'সত্যিটা শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'রামেসিস আমাকে চাকরিচ্যুত করেছে। আমার আর ওর বোনের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সব অভিযোগ এনেছে।'

'প্রমাণ আছে?'

'এক বিন্দুও নেই। থাকলে আমাকে এখন জেলে যেতে হতো। ওকে তো চেনই।'

'তা ঠিক।' ভাবল মোজেস। হতবাক হয়ে গিয়েছে এই খবরে।

'ক্ষমতা ওকে বদলে দিয়েছে। ডোলোরা, আমি দু'জনেই ওর শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ওকে বোঝাতে গিয়েছি বলে আজকে এই অবস্থা!'

'নির্বাসনে নিজেকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়?'

'নির্বাসন? আমার তা মনে হয় না। গ্রাম্য পরিবেশ আমার ভালো লাগে। কমবয়সীদের শেখানোর মতো আনন্দও আর কিছুতে নেই।'

'নিজেকে অবিচারের শিকার বলে মনে হচ্ছে না?'

'কী আর করা! রামেসিস এখন রাজপ্রতিনিধি।'

'কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার একটা অপরাধ।'

'আমার কথা বাদ দাও, নিজে সাবধান থেকো।'

'আমাকে কেন সাবধানে থাকতে হবে!'

'আমার ধারণা, একে একে নিজের সব পুরানো বন্ধুকে সরিয়ে দিতে চায় সে। আমাদের থেকে আর কোনও ফায়দা পাবার নেই যে। নেফারতারিও একই রকম। নিজেদেরকে একটা দল ভাবছে তারা। বাকি বিশ্ব ওদের প্রতিপক্ষ। সাবধান মোজেস! সাবধান!'

সচরাচর যতটা সময় ধ্যান করে, আজ তার চেয়ে বেশি সময় বসে ধ্যানে রইল হিব্রু তরুণ। প্রাক্তন শিক্ষককে সম্মান করে সে, রামেসিসের বিরুদ্ধে কোনও দিন কিছু বলতেও শোনেনি। বিয়েটা কি আসলেই বদলে দিল ওর বন্ধুকে?

সিংহ আর হলদে কুকুর, দু'জনেই নেফারতারিকে মেনে নিয়েছে। রামেসিস আর নেফারতারি ছাড়া আর কেউ যোদ্ধার ধারে কাছে ঘেঁষার সাহস পায় না। দশ দিন পর পর এই পোষা প্রাণী দুটোকে নিয়ে বেরাতে বের হয় ওরা। মেয়েটার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটা আচরণ যেন চিৎকার করে ঘোষণা দেয়, এই মেয়ে রানি হবার জন্যই জন্মেছে!

স্ত্রী'র প্রতি অদ্ভুত এক ভালোলাগায় ভরে যায় রামেসিসের মন। ইসেটের প্রতি ভালবাসার সাথে এর তুলনা হয় না। নেফারতারি যেন ওর মনের গহীনে ডুব দিতে জানে, ইসেট জানত না।

'অসম্ভব,' প্রতিবাদ জানালো আহমেনি। 'মেনে নেয়া যায় না।'

রামেসিস তার সহকারীর প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ করায় এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, মাঝে মাঝে সে কানই দেয় না।

'কী মেনে নেয়া যায় না?' বলল ও। 'এবার তোমাকে দুই নম্বরি প্যাপিরাস ধরিয়ে দিয়েছে না কি?'

'ওকাজ করে যে কেউ পার পাবে না, তা তুমি জান। কিন্তু তোমার আশেপাশে কী হচ্ছে, তা দেখ না?'

'ফারাও এখনও সুস্থ আছেন। আমার মা আর স্ত্রী একে অন্যকে খুব ভালবাসে আর সম্মান করে। দেশ শান্তিতে আছে, হোমার মহাকাব্য লিখছে...আর কী? ওহ, বুঝতে পেরেছি! তুমি এখনও অবিবাহিত!'

'ঠাট্টা রাখো তো,' ঝামটা দিল আহমেনি। 'আসলেই কি অদ্ভুত কিছু নজরে পড়ছে না?'

'নাহ।'

'নজর তো সারাদিন নেফারতারির উপরেই থাকে, অন্য কিছু দেখবে কীভাবে? দেবতাদের ধন্যবাদ যে আমি আছি।'

'তা ঠিক, এবার দয়া করে বলো তো!'

'কিছু গুজব কানে এসেছে। কেউ একজন তোমার সুনাম ধ্বংস করতে নেমেছে।'

'শানার?'

'তোমার বড় ভাই কয়েক মাস ধরে একদম চুপচাপ আছে।'

'আরে গুজবই তো, কান দিও না।'

'আমি মানতে পারছি না।'

'একদিন ওই সভা থেকে সব বুড়া হাবড়াদের তাড়াব আমি। ওদের গুজব রটানো ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।'

'কথাটা তারাও জানে, তাই তোমার বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে তা নিশ্চিত।'

'সেটি আমাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। বাকি সব বাতুলতা।'

'তোমার ধারণা, শানার হাল ছেড়ে দিয়েছে?'

'কেবলই তো বললে, চুপ চাপ আছে।'

'সেটাই তো সন্দেহজনক!'

'তুমি খুব বেশি দুশ্চিন্তা করো, বন্ধু। সেটি আছেন তো!'

'ঠিক, সেটি আছেন। কিন্তু যখন থাকবেন না...' মনে মনে ভাবল আহমেনি। সিদ্ধান্ত নিল, যেভাবেই হোক পরিস্থিতির ভয়াবহতা রামেসিসকে দেখিয়ে ছাড়বে।
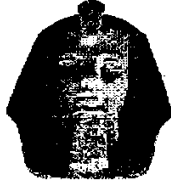
পঞ্চাশ

নেফারতারির গর্ভে জন্ম নেয়া রামেসিসের মেয়ে মাত্র দুই মাস বেঁচেছিল। এরপর অপুষ্টিতে ভুগে না ফেরার দেশে হারিয়ে গেল পিচ্চিটা। তবে চিকিৎসদেরকে আরও বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল মা।

যুবরাজ বলতে গেলে এক মুহূর্তের জন্যও স্ত্রীর কাছ ছাড়া হয়নি। অবশ্য নেফারতারি একবারের জন্যও অভিযোগ করেনি। শিকার হিসেবে বাচ্চাদেরকে মৃত্যুর বেশি পছন্দ।

তবে ছোট খামোসেট খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিল। ইসেট তখন থিবসের সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠায়, এক দাই মা লালন পালন করছিল ছেলেটাকে। ডোলোরা আর সারীর মুখে রামেসিসের ব্যাপারে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা।

শুধু ইসেট নয়, কথার জালে ফেঁদে অনেককেই পাকড়াও করতে সমর্থ হয়েছিল ওরা। দক্ষিণের এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটা রামেসিসকে দেখতে শুরু করল ভয়ের চোখে। যেন ক্ষমতা পেলে ও যা ইচ্ছা তাই করবে বলে শহরবাসীরা নিশ্চিত।

অল্প অল্প করে, শানারের দেয়া প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল বেচারি।

আগের চাইতেও কঠোর পরিশ্রম করে চলছেন সেটি। সুযোগ পেলেই রামেসিসকে ডেকে পাঠান, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। লেখালেখিতে সেটির খুব একটা বিশ্বাস নেই বলে, মুখেই নিজের অর্জিত জ্ঞান ছেলের মাঝে পৌঁছে দেন তিনি।

'শুধু এসব জানলেই চলবে না,' সাবধান করে দিলেন সেটি। 'ধরে নাও এই জ্ঞান হলো এক পদাতিকের ঢাল আর তলোয়ার। যখন দেশের সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চলবে, সবাই কৃতিত্ব দাবী করে দৌড়ে আসবে। আর যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে দোষ পড়বে তোমার ঘাড়ে। যদি কোনও ভুল হয়েই যায়, তাহলে অন্য কাউকে দোষারোপ না করে সেই ভুলটার সমাধান খুঁজে বের করায় মন দেবে। মনে রেখ, ক্ষমতা ব্যবহার করা বড় কঠিন কাজ। কথা আর কাজের ভারসাম্য খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট করতে হয়। যাই হোক, সময় হয়েছে বাছা। তোমাকে এবার একলা এক অভিযানে যেতে হবে।'

রামেসিস কী বলবে বুঝে পেল না। অভিযানের চাইতে পিতার পায়ের কাছে বসে জ্ঞান আরোহন করায় ওর আগ্রহ বেশি।

'নুবিয়ার ছোট একটা গ্রাম ভাইসরয়ের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। পরিষ্কার কোনও খবরও পাচ্ছি না। তোমার কাজ হবে, আমার পক্ষ হয়ে ওখানকার অবস্থান পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।'

এতদিন পরেও, নুবিয়ার সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয়ে গেল রামেসিস। একবার তো ভাবল, সেনাবাহিনী ফেরত পাঠিয়ে নিজে এই দেশটার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়!

কিন্তু সামনে ঝুঁকে থাকা ভাইসরয়কে দেখে সম্বিত ফিরল ওর।

'আশা করি আমার পাঠানো তথ্যগুলো ফারাওকে সন্তুষ্ট করেছে!'

'করলে তো আজ আমি এখানে থাকতাম না।'

'কেন? পরিস্থিতি তো একদম পরিষ্কার। একটা গ্রাম আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাদেরকে এখনই দমাতে হবে।'

'আমাদের কেউ মারা গিয়েছে?'

'না, কিন্তু তার কারণ হলো আমি কোনও ঝুঁকি নেইনি। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'পরিস্থিতি এত গুরুতর হলে, আপনি পদক্ষেপ নেননি কেন?'

হচকচিয়ে গেল ভাইসরয়। 'আসলে...হয়েছে কী...শত্রু সংখ্যা না জেনে-'

'এখুনি আমাকে গ্রামটায় নিয়ে চলুন।' ভাইসরয়কে থামিয়ে দিল রামেসিস।

'এখুনি! এই গরমে? আমি তো ভেবেছিলাম দিনের শেষভাগে-'

ততক্ষণে রামেসিস রথ চালিয়ে দিয়েছে।

নীল নদের ঠিক পাশে অবস্থিত গ্রামটা, তাল গাছের বাগানের ছায়ায় অবস্থিত। পুরুষেরা গাভীর দুধ দুইছে, মেয়েরা খাবার তৈরি করছে আর নগ্ন বাচ্চারা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে পানিতে।

চারপাশের পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছে মিশরীয় সেনাবাহিনী। সংখ্যায় গ্রামবাসীর কয়েকগুণ হবে।

'এই আপনার বিদ্রোহী?' ভাইসরয়কে জিজ্ঞাসা করল রামেসিস।

'চোখের দেখায় ভুলবেন না।' উত্তর দিল লোকটা।

এদিকে খবর নিয়ে এলো স্কাউট, এখানে কোনও নুবিয়ান যোদ্ধার ছায়াও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'গ্রামের প্রধান আমার কতৃর্ত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।' বলল ভাইসরয়। 'উচিত শিক্ষা না দিলে, আরও অনেকে তাকে অনুসরণ করতে পারে। পুরো গ্রামটাকেই মাটিতে মিশিয়ে দেয়া উচিত।'

ঠিক তখন এক গ্রাম্য মহিলা মিশরীয় বাহিনীকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সাথে সাথে নদী থেকে দৌড়ে চলে এলো বাচ্চারা। পুরুষেরা দুধ দোয়ানো বাদ দিয়ে তীর ধনুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'দেখেছেন!' বলল ভাইসরয়। 'বলেছিলাম না?'

গ্রামের ভেতর থেকে এগিয়ে এলো প্রধান। চুলে অস্ট্রিচ পাখির পালক, বুকে লাল একটা স্যাশ আর ডান হাতে ছয় ফুট লম্বা পাইক ধরে আছে।

'আক্রমণ করবে মনে হচ্ছে,' সাবধান করে দিল ভাইসরয়। 'তার আগেই তীরন্দাজদের আক্রমণ করা উচিত!'

'আপনার না, আমার আদেশ মেনে চলে ওরা।' লোকটার উপর যেন কথার চাবুক হানল রামেসিস। 'আমি ঠাণ্ডা মাথায় সব শুনে এগোতে চাই।'

'কিন্তু...আসলে কী করতে চাইছেন আপনি?'

কথা না বলে পরনের সব যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলল রামেসিস। এরপর হাঁটা ধরল গ্রামের দিকে।

'মহামান্য যুবরাজ!' চিৎকার করে উঠল ভাইসরয়। 'ফিরে আসুন! ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে!'

কিন্তু লোকটার কথায় পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে চলল যুবরাজ, একদৃষ্টিতে নুবিয়ান প্রধানের দিকে তাকিয়ে আছে। যখন লোকটার হাতে ধরা পাইক নড়ে উঠল, তখন মনে হলো ভুল করেছে ও। কিন্তু বুনো ষাঁড় যখন তার কিছু করতে পারেনি, এক নুবিয়ান গ্রাম্য প্রধান তার কী ক্ষতি করতে পারবে!

'আপনি কে?'

'রামেসিস, ফারাও সেটি'র পুত্র এবং মিশরের রাজপ্রতিনিধি।'

বৃদ্ধ লোকটা পাইক নামিয়ে ফেলল। 'আমি এই গ্রামের প্রধান।'

'মা'তের নিয়ম যতদিন মেনে চলবেন, ততদিন তাই থাকবেন।'

'আমরা মেনে চলি, কিন্তু আপনার ভাইসরয় নিয়মটা ভুলে গিয়েছে।'

'গুরুতর অভিযোগ।'

'সত্য তো সত্যই। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি, কিন্তু সে করছে না কেন?'

'সব কথা খুলে বলুন।'

'করের বিনিময়ে আমাদেরকে ময়দা দেবে বলেছিল। কোথায় সেই ময়দা?'

'কর কোথায়?'

'দিচ্ছি, আসুন।'

যোদ্ধাদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোল বৃদ্ধ, রামেসিস তার পিছু নিল। ভাইসরয় ভেবেছিল, এই বুঝি মেরে ফেলা হলো রাজপ্রতিনিধিকে। কিন্তু কোনও নুবিয়ান স্পর্শ পর্যন্ত করল না ওকে।

করের দ্রব্যাদি দেখানো হলো রামেসিসকে। স্বর্ণের গুঁড়ো, প্যান্থারের চামড়া, অস্ট্রিচের ডিম সবই আছে।

'যদি আপনার লোক নিজের ওয়াদা রক্ষা না করে, তাহলে যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় নেই।'

'যুদ্ধের দরকার হবে না,' প্রধানকে নিশ্চিত করল রামেসিস। 'ময়দা পেয়ে যাবেন।'

শানার চেয়েছিল, বিনা যুদ্ধে রামেসিসের ফিরে আসাটাকে কাপুরুষত্ব বলে আখ্যা দিতে। কিন্তু ভাইসরয় ওকে মানা করল। গোপন আলোচনায় লোকটা শানারকে জানাল, সেনাবাহিনীর মধ্যে রামেসিস অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই ওকে জনসম্মুখে কাপুরুষ বলাটা শানারের জন্যই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াতে পারে। যুক্তিটা মেনে নিল ফারাও-পুত্র, সেনাবাহিনীকে খেপিয়ে তোলা ঠিক হবে না। অবশ্য ফারাও হবার পর, সবাইকে দেখে নেবে সে।

তবে এতদিনে প্রায় সবাইকে শানার বুঝিয়ে ফেলেছে যে, রামেসিস যুদ্ধ ছাড়া কিছুই বোঝে না। যতদিন সেটি আছেন, ততদিন নাহয় পুত্রকে তিনি সামলে রাখবেন। কিন্তু তার পর? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

এই মুহূর্তে মিশরের দরকার শান্তি, যুদ্ধ না। গোয়েন্দারা তো এ-ও বলছে, হিট্টিরা মিশর দখলের চিন্তা বাদ দিয়ে এখন শান্তির জন্য কাজ করছে। আর তাই, বর্তমান সময়ে রামেসিসের মতো যোদ্ধা যুবরাজের প্রয়োজন নেই।

শানারের যুক্তিটা উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছে অকাট্য আর নিরেট বলেই মনে হলো। তথ্য-উপাত্তও তার পক্ষে।

দুইটি প্রদেশের গর্ভনরদের সাথে দেখা করে তাদের সমর্থন আদায় করে ফিরে আসার পথে আহসার সাথে গোপনে মিলিত হলো শানার। বরাবরের মতোই, দামী পোশাক পড়ে এসেছে ছেলেটা। যদি রামেসিসের পতনের পরও আহসা বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে আরও উঁচু পদে নিয়োগ করতে হবে ছেলেটাকে, মনে মনে ভাবল শানার। আজ অবশ্য অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে ওকে, খাবার নাড়াচাড়া করছে শুধু।

'রান্না ভালো হয়নি?' জানতে চাইল শানার।
'আসলে অস্থির লাগছে।'
'ব্যক্তিগত সমস্যা?'
'আরে, নাহ।'
'তাহলে? কর্মক্ষেত্রে?'
'নাহ, তাও না।'
'তবে নিশ্চয় রামেসিস আমাদের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে!'
'আমি নিশ্চিত ও কিছুই জানে না।'
'তাহলে এত অস্থিরতা কেন?'
'হিট্টিদের নিয়ে ভাবছি।'
'খবর অনুযায়ী ওরা তো শান্তই আছে।'
'আনুষ্ঠানিক খবরে তাই বলা হয়েছে।'
'তোমার কি মনে হয়, ওরা ঘাপলা করতে পারে?'
'হিট্টিদেরকে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন অসভ্য বর্বর জাতি মনে করলে ভুল হবে। ওরা এতদিন চেয়েছে আমাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে হারিয়ে মিশর দখল করতে। কিন্তু যখন সেটা ব্যর্থ হলো, তখন অন্য পথ ধরতে চাচ্ছে।'
'আরও কিছু ছোটখাট রাজপুত্রকে কিনে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে, এই তো?'
'আমাদের এশিয়া বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করে।'
'তবে তুমি তা মনে করো না!'
'এখন আর করি না।'
'তোমার ধারণা বলো তাহলে।'
'ওরা চাইছে, মিশরের ভেতর থেকে একটা বিদ্রোহকে জাগিয়ে তুলতে।'
'সেই সম্ভাবনা কম। সেটি তা হতে দেবেন না।'
'সেটি জানলে তো!'
আহসার যোগ্যতা জানে বলে, শানার কথাটা ফেলে দিতে পারল না।
'এবার হিট্টিরা আরও সাবধানতার সাথে এগোবে। চার বা পাঁচ বছরের মাঝে মাঠে নামবে তারা।'
'পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখো। আর আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কিছু বলো না।'
'কাজটা খুব একটা সহজ হবে না।'
'চিন্তা করো না, আমার কথা শোনো। তুমি যেন তোমার প্রাপ্যটা পাও, তা আমি দেখব।'

একান্ন

সমুদ্রের ধারে অবস্থিত জেলেদের গ্রামটায় জীবন ঢিমেতালে অতিবাহিত হয়। বারো জনের চাইতে কম সদস্য নিয়ে গঠিত এখানকার নৌ-পুলিশ। একদম সহজ ওদের কাজ, ঝামেলা হয় না বললেই চলে। ষাট বছর বয়সী মোটাসোটা কমান্ডারের কাজ হলো, মাঝে মাঝে গ্রামটাকে অতিক্রম করে যাওয়া জাহাজের নাম টুকে রাখা। বিদেশ থেকে ফিরে আসা জাহাজগুলো অন্য শাখা ধরে আসে।

দলের অন্যদের কাজ মূলত জেলেদেরকে জাল গুটাতে সাহায্য করা। সেই সাথে তাদের নৌকার উপর নজর রাখা। বিনিময়ে গ্রামের জেলেরা ওদেরকে উপহার দেয় মাছ। আবার অনুষ্ঠানের সময় গ্রামবাসীদেরকে নিজেদের মদ পানের অনুমতি দেয় পুলিশ।

'একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে, স্যার।'

কমান্ডার বিকালটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে ভালবাসে। আরামের জায়গা ছেড়ে উঠতে চাচ্ছিল না।

'ওদের নাম লিখে রাখো।'

'সমুদ্র থেকে আসছে।'

'ভুল দেখেছ নিশ্চয়, আবার দেখ।'

'এদিকেই আসছে, স্যার।'

অবাক হয়ে উঠে এলো কমান্ডার। এমন সময় তো জাহাজের এদিকে আসার কথা না। কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেল, লম্বা একটা জাহাজ গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

'মিশরীয় না...'

এদিকে কোনও গ্রীক জাহাজের আসার কথা না। ফারাও পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন: অনুপ্রবেশকারীদেরকে ধরে নেভির কাছে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে ওদেরকে।

'বর্ম পরে নাও,' কমাণ্ডার আদেশ দিলেন। কিন্তু শান্ত জীবনযাপন করে করে সৈন্যরা সব ভুলে গিয়েছে। কীভাবে বর্শা ধরতে হয়, কীভাবে তলোয়ার আর তীর-ধনুক ব্যবহার করতে হয় তাও মনে নেই।

অদ্ভুত জাহাজের আরোহীদের দেখতে পেল কমাণ্ডার। লম্বা লম্বা গোঁফ, হেলমেটে সত্যিকারের শিং, তীক্ষ্ণ তলোয়ার আর গোলাকার ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জলদস্যুরা।

বো-তে দাঁড়িয়ে আছে একজন দানব।

সৈন্যদের একজন নড করে বলল, 'পিশাচ একটা।'

'আরে নাহ, মানুষ।' উত্তর দিল কমান্ডার। 'তীর ছোঁড়!'

সাথে সাথে দুইটা তীর উড়ে গেল জলদস্যুদের দিকে। একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, অন্যটা বুকে এসে লাগার আগেই তলোয়ার দিয়ে দুই টুকরা করে ফেলল দানবটা।

'এদিকে!' আরেক সৈন্য চিৎকার করল। 'আরেকটা জাহাজ দেখতে পাচ্ছি!'

'আক্রমণ চালাচ্ছে,' কমাণ্ডার একমত হলো। 'পিছিয়ে যাও সবাই।'

অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন সেটি। রামেসিস যখন প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো, তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে পৃথিবী।

'ব-দ্বীপ উপকূল থেকে খবর এসেছে,' পুত্রকে বললেন তিনি। 'আমার উপদেষ্টারা বলছে, ব্যাপারটা ছোট। সহজেই সামলানো যাবে। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

'কী হয়েছে?'

'জলদস্যু এক গ্রামে আক্রমণ করেছে। ওখানকার নৌ-পুলিশ পিছিয়ে এসেছে। কিন্তু বলছে, পরিস্থিতি ওদের নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'মিথ্যা বলছে না কি?'

'সেটা খুঁজে বের করার জন্য তোমাকে যেতে হবে।'

'আচ্ছা। কিন্তু আপনার সন্দেহ হলো কেন?'

'এই জলদস্যুরা লুণ্ঠন করতে ভালবাসে। যদি ওরা ভেতরের দিকে আসে, তাহলে সমস্যা হতে পারে।'

রামেসিস জানতে চাইল, 'নৌ-পুলিশ কেমন দক্ষ?'

'আমার মনে হয় না, ওরা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।'

'এক ঘণ্টার মাঝে রওনা দিচ্ছি।'

ফারাও অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি পুত্রের সাথে যেতে পারলে খুশি হতেন। রাজত্বের চোদ্দতম বছরে এসে পা দিয়েছেন তিনি। তবে অসুস্থতা তাকে পেয়ে বসেছে। তাও কপাল ভালো, রামেসিসকে নিজ জ্ঞানের পুরোটা দিতে চাচ্ছেন তিনি।

প্রায় বিশ মাইল ভেতরে এসে নিজেদেরকে সামলে নিয়েছে নৌ-পুলিশের দলটা, অস্থায়ী দুর্গ বানিয়ে অপেক্ষা করছে ওখানে। যুবরাজকে সৈন্য নিয়ে আসতে দেখে দৌড়ে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো তারা।

সবার সামনে ছিল মোটা সোটা কমান্ডার। রামেসিসের রথের সামনে নিজেকে ছুঁড়ে দিল সে।

'আমাদের সবাই এখানে উপস্থিত, যুবরাজ! কেউ মারা যায়নি!'

'উঠে দাঁড়াও।'

ভয়ে কেঁপে উঠল সবাই।

'আমরা...আমরা আসলে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতাম না। কচুকাটা হয়ে যেতাম সবাই।'

'ওদের অবস্থান সম্পর্কে বলো।'

'এখনও উপকূলেই আছে, আরেকটা গ্রাম দখল করেছে।'

'তোমাদের কাপুরুষত্বের কারণে।'

'যুবরাজ...বিপক্ষ দলে অনেক সদস্য ছিল!'

'আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।'

কমান্ডার কোনও রকমে পথ থেকে সরে দাঁড়ালো।

দক্ষিণের দিকে জাহাজ চালাবার আদেশ দিল রামেসিস। জলদস্যুদের বিরুদ্ধে, নৌ-পুলিশের বিরুদ্ধে রাগে ফেটে পড়ছে সে। তাই অমানুষের মতো খাটাচ্ছে মাল্লাদের।

জাহাজ থেকে নেমে বলতে গেলে প্রায় অন্ধের মতো আক্রমণ চালালো রামেসিস। জলদস্যুরা দখলকৃত দুই গ্রামে আস্তানা গেড়েছে। এরপর কী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। সামনে এগোবে না কি ফিরে যাবে!

রামেসিস ওদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিল। সংখ্যায় অনেক কম হলেও, জলদস্যুরা যুদ্ধ চালাল। দানবটা ধরা পড়ার আগে একাই বিশজন পদাতিককে ধরাশায়ী করে ফেলল।

অর্ধেকের চাইতে বেশি জলদস্যু মারা পড়ল, জ্বালিয়ে দেয়া হলো তাদের জাহাজ, কিন্তু তবুও তাদের দলনেতা মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানাল।

'তোমার নাম?'

'সেরামান্না।'

'তোমার দেশ কোথায়?'

'সারডিনিয়া। আমাকে হারাতে পারো, কিন্তু তাতে লাভ নেই। আমার দ্বীপ থেকে আরও অনেক নৌকা ছুটে আসবে। দলে দলে আসবে তারা। থামাতে পারবে না তোমরা। আমরা মিশরের ধনরত্ন চাই।'

'নিজেদের যা আছে, তা নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট নও?'

'সার্ডরা দেশ জয় করতে ভালবাসে। তোমাদের পিচ্চি সৈন্যরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।'

জলদস্যুর বেয়াদবি আর সহ্য করতে পারল না। একটা তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল।

'থামো!' আদেশ দিল রামেসিস। 'তোমাদের মাঝে কার এই দানবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আছে?'

কেউ এগিয়ে এলো না। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সেরামান্না। 'নিজেদেরকে তোমরা যোদ্ধা বলে দাবী করো?'

'কী চাও তুমি?' রামেসিস আচমকা জানতে চাইল। হঠাৎ করা এই প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেল দানব।

'স্বর্ণ, অলংকার আর অবশ্যই, মেয়ে মানুষ!'

'আমি যদি ওসবের সাথে আরও কিছু দেই, তাহলে আমার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হবে?'

দানবটার চোখ এত বড় বড় হয়ে গেল যে, বিশাল চেহারার প্রায় পুরোটা যেন দখল করে নিল ওই চোখ দুটো।

'মেরে ফেলতে চাইলে ফেল! কিন্তু ঠাট্টা করো না!'

'একজন প্রকৃত যোদ্ধা খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উত্তরটা কি হবে?'

'আমার বাঁধন খুলে দাও!'

যুবরাজের ইঙ্গিতে দুই পদাতিক ভয়ে ভয়ে আদেশ পালন করল। সেরামান্না এগিয়ে এলো। রামেসিস লম্বা, তবে দানবটার সামনে ওকে ক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল। ঝুঁকি না দিয়ে তীরন্দাজেরা সেরামান্নার দিকে লক্ষস্থির করল।

সার্ড লোকটার চোখে খুনের নেশা দেখতে পেল রামেসিস।

কিন্তু তবুও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে, যেন সেরামান্নাকে নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়।

এদিকে সার্ড লোকটাও যুবরাজের মাঝে ভয়ের কোনও লক্ষণ দেখতে পেল না।

সেরামান্না এক হাঁটু মাটিতে গেঁড়ে বসল, মাথা নীচু করে বলল, 'আপনার আদেশ আমার জন্য শিরোধার্য, মহামান্য।'

বায়ান্ন

নিন্দায় ভেঙ্গে পড়ল মেমফিস। ওরা কী তাদের সন্তান সেনাবাহিনীতে পাঠায়নি? মিশরের ছেলেরা কি দেহরক্ষী হিসেবে যোগ্য নয়? এক অসভ্য বর্বরকে রামেসিসের প্রধান দেহরক্ষীর পদে দেখে রাগে যেন ফেটে পড়ল সমাজের উচ্চশ্রেণী। ওই অসভ্যটা যদি যুবরাজের পিঠে ছোঁড়া বসায়, তাহলে?

এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় ছাড়ার মতো মানুষ শানার নয়। রামেসিসের এই বোকার মতো কাজটা ছাড়াও, ওর হাতে আরেকটা অব্যর্থ অস্ত্র তুলে দিয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে, নিজের বেশিরভাগ সময় সে যুদ্ধ অনুশীলন আর পোষা সিংহের সাথে লড়াই করে বেরাচ্ছে সে। এসবে সেরামান্নাও যোগ দেয় ওর সাথে।

অন্যান্য দেহরক্ষীদের অবশ্য দানব সার্ডকে নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। রামেসিস নিজ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সেরামান্নাকে সেরা বাড়িটা দেয়া হয়েছে থাকার জন্য। মদ আর সুস্বাদু খাবারের কোনও অভাব নেই। দানবকে দেখে মুগ্ধ হয়ে সুন্দরীরাও ভিড় জমাচ্ছে দানবটার আশেপাশে।

নিজের হেলমেট, ব্রেস্টপ্লেট আর সুচালো তলোয়ার রেখেছে সেরামান্না। তবে সার্ডিনিয়ার প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করেছে রামেসিসের প্রতি আনুগত্যে। দেশে থাকা অবস্থায় সে ছিল গরীব, সবাই ওকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু এখানে সে ধনী আর সম্মানিত। রামেসিসের প্রতি তাই কৃতজ্ঞ সে।

রাজত্বের চোদ্দতম বছরে এসে সেটি দেখতে পেলেন, এবারের নীল নদের প্লাবনটা দুর্বল হবে বলে মনে হচ্ছে। খরা বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়াও বিচিত্র না। খবরটা পাবার সাথে সাথে, ফারাও অসওয়ানের বিশেষজ্ঞদের কাছে খবর পাঠালেন। ওরা সাধারণত নদীতে পানির উচ্চতা পরিমাপ করে থাকে, বছরের পর বছর ধরে তাই করে আসছে। রামেসিসকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ক্রমশ বেড়ে চলা ক্লান্তিকে পাত্তা না দিয়ে ফারাও তার পুত্রকে নিয়ে জেবেল এল-সিলসিলার দিকে রওনা দিলেন। প্রাচীন কালের প্রথা অনুসারে, ওখান থেকেই বন্যার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য নদীতে পুজোর অর্ঘ্য দিলেন সেটি। অনেক কিছু ছিল সেই অর্ঘ্যে: চুয়ান্ন পাত্র ভর্তি দুধ, সাদা পাউরুটির তিনশত টুকরা, সত্তরটা কেক, আটাশটা মধু ভর্তি পাত্র, আটাশ ঝুরি আঙুর, চব্বিশটা ফিগ, আটাশটা খেজুর, পমগ্রেনেড আর জিজিফাস। সেই সাথে রয়েছে শসা, সীম, সিরামিকের মূর্তি, আটচল্লিশ পাত্র ভর্তি সুগন্ধী, স্বর্ণ, রূপা, তামা, অ্যালাবাস্টার আর বাছুর, হাস, কুমির ও জলহস্তী আকারের কেক।

তিন দিন পর পানির উচ্চতা বেড়ে উঠল, কিন্তু তবুও যথেষ্ট পরিমাণে নয়। এখন ক্ষীণ আশা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইল না।

মিশরের ইতিহাসে প্রাচীনতম স্থাপনা হলো হেলিওপোলিসের দ্য হাউজ অফ লাইফ বা জীবনের আধার। এই মন্দিরে ঠাঁই হয়েছে রহস্যময় সব স্ক্রোলের। গোপন আচার-অনুষ্ঠান, আকাশে তারকাদের মানচিত্র, রাজকীয় আদেশ, ভবিষ্যৎ বাণী, পুরাণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত আর জ্যামিতি, কৃষি বিদ্যা, ভাস্কর্য ইত্যাদি অনেক বিষয় সম্পর্কিত স্ক্রোলে ভরা এই মন্দিরটা।

'একজন ফারাও-এর জন্য,' ঘোষণা করলেন সেটি। 'এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আর নেই। কোনও বিষয়ে সন্দেহ হলেই, এখানে চলে এসো। জীবনের আধার নামে পরিচিত এই জায়গাটাতে এক হয়ে আছে মিশরের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। আমার ন্যায় তুমিও এখান থেকে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা কোরো।'

সেটি মন্দিরের পরিচালককে 'নীল নদের বই' নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। এক কমবয়সী পুরোহিত তা নিয়ে এলো। ছেলেটাকে পরিচিত লাগলো রামেসিসের।

'বাখেন? তুমি? এখানে?'

'আপনার সেবায় নিয়োজিত, যুবরাজ।'

'রাজকীয় আস্তাবলের কী হলো?'

'বয়স বাইশ হতেই, আমার দুনিয়াবি পেশা ত্যাগ করে চলে এসেছি।'

দেখতে অবিকল সেই আগের বাখেন, তবে চেহারাটা যেন অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। শক্ত পোক্ত দেহ, ফুলে ওঠা হাতের পেশি আর গভীর কণ্ঠস্বরের কারণে

ছেলেটাকে পুরোহিত বলে মনে হয় না। প্যাপিরাসের একটা স্ক্রোল খুলে টেবিলে বিছিয়ে দিল সে, এরপর বিদায় নিল।

'ওর উপর নজর রেখ,' পরামর্শ দিলেন সেটি। 'কয়েক সপ্তাহের মাঝে বাখেন থিবস ছেড়ে কারনাকে চলে যাবে। আবার দেখা হবে তোমাদের।'

তেরশ বছরের বেশি পুরনো প্যাপিরাসটা মনোযোগের সাথে পড়লেন ফারাও। নীল নদের পানি কমে গেলে কী করা দরকার, তা ওতে লেখা আছে।

উপায় পেয়ে গেলেন সেটি। জেবেল এল-সিলসিলায় যে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন, তা অসওয়ান, থিবস আর মেমফিসেও দিতে হবে।

লম্বা সফর থেকে ফিরে আসার পর যেন সেটিকে ক্লান্তি পেয়ে বসল।

যখন কর্মচারীরা এসে তাকে জানাল, পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়েছে, তখন প্রতিটা প্রাদেশিক গর্ভনরকে পানি ধরে রাখার আদেশ দিলেন তিনি।

প্রতি দিন সকালে ক্লান্ত আর দুর্বল ফারাও রামেসিসের সাথে আলোচনা করছেন। ছেলেকে মা'তের ব্যাপারে বললেন। মা'ত ন্যায়ের দেবী হলেও, মিশরের মানুষ তাকে কল্পনা করে হালকা-পাতলা এক মহিলা হিসেবে। কেবল মাত্র তার নিয়ম মেনে চললেই সূর্য আলো দেবে, ফসলে ভরে উঠবে মাঠ, দুর্বলেরা রক্ষা পাবে সবলদের হাত থেকে, নির্বিঘ্নে পরিচালিত হবে মিশর। একজন ফারাও-এর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হলো, মা'তের আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারা।

পিতার কথা শুনে নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হলো রামেসিস। তবে অনেক চেষ্টা করেও ফারাও-এর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানতে চাইতে পারল না। আসলে বুঝতে পারছে, জ্ঞানী পিতার সান্নিধ্য আর বেশি দিন কপালে জুটবে না। তবে শুনতে চাইছে না। যতটুকু সম্ভব একসাথে সময় কাটাবার আশায় নেফারতারি, আহমেনি আর সব বন্ধুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করল সে। ফারাও-এর কণ্ঠই হয়ে উঠল ওর দুনিয়া।

নেফারতারির অবশ্য তাতে কোনও আপত্তি নেই। আহমেনির সাহায্য নিয়ে রামেসিসের দায়িত্বগুলো সে নিজেই সামলাতে পারে।

চিকিৎসকদের সর্বশেষ বলা কথাগুলো সন্দেহের আর কোনও অবকাশ রাখল না। সেটি'র রোগ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে। কান্না চেপে ভয়ংকর খবরটা সভা,

প্রাদেশিক গভর্নর আর আমনের প্রধান পুরোহিতকে জানিয়ে দিল শানার। চিকিৎসকরা চেষ্টা করে চলছেন, তবে খুব একটা বেশি আশা নেই। অবশ্য ফারাও-এর মৃত্যুর চাইতেও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে শানার আর ওর সমর্থকদের জন্য: রামেসিসের সিংহাসনে আরোহণ।

সমর্থকদের সাবধান করে দিল শানার। জানাল, দেশের সুরক্ষার জন্যই ওদেরকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। ওর এই সতর্কবাণী শুনে সবাই নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

ব্যবসায়ী আর দোকানীর বেশ ধরে থাকা, মেনেলাউসের গ্রীক সৈন্যরা যার যার অস্ত্রে শান দিতে শুরু করল। স্পার্টান রাজার আদেশ পেলেই আবার অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। আচমকা কাজটা করবে বলে, ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সুযোগ কেউ পাবে বলে মনে হয় না। এই আইন মেনে চলা লোকদেরকে কেউ বিদ্রোহী বলে কল্পনাও করবে না!

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে, অস্থিরতা বেড়ে চলছে মেনেলাউসের। যুদ্ধে নামার আর তর সইছে না তার। ট্রয়ের যুদ্ধে যেমন শত্রুপক্ষের পেট ফেড়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে এনেছিল, গুঁড়িয়ে দিয়েছিল শত্রুসেনার মাথা, তেমনি করে মিশরীয় সেনাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে মন চাইছে। যুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথে হেলেনের চুল ধরে মেয়েটাকে স্পার্টায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে, অবাধ্যতার কড়া শাস্তি দেবে।

সাফল্যের ব্যাপারে আশান্বিত শানার। ওর সমর্থকের সংখ্যাও কম না। পরিকল্পনাও সুদূর প্রসারী। তবে পুরো পরিকল্পনার মাঝে কাঁটা একটাইঃ সেরামান্না। সার্ডিনিয়ান লোকটাকে দেহরক্ষী করে শানারের পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভেস্তে দিয়েছে রামেসিস। দানবটাকে না হারিয়ে কেউ যুবরাজের ধারে কাছে যেতে পারবে না। আর মেনেলাউস ছাড়া আর কেউ সে কাজ পারবে বলেও মনে হয় না।

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে অপেক্ষায় রইল শানার। এখন শুধু সেটি'র মৃত্যুর অপেক্ষা।

'আজ ফারাও তোমার সাথে দেখা করতে পারবেন না।' বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন টুইয়া।

'শরীর কি আগের চেয়ে খারাপ?'

'চিকিৎসকরা কাঁটাছেঁড়া না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হালকা একটা ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে তাকে।' টুইয়াকে দেখে বোঝার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে কতটা ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি।

'সত্যি কথাটা জানতে চাই, আশা আছে কোনও?'

'আমার তা মনে হয় না। একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি।'

মা'র চোখে অশ্রু দেখতে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল রামেসিস।

'সেটি মৃত্যুকে ভয় পান না। তিনি ওসাইরিস আর তার বিচারকদের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত।'

'আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'নিজেকে প্রস্তুত করে নাও, বাছা। তোমার পিতার নাম যেন ইতিহাসে উজ্জ্বল করে রাখতে পার, সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।'

রাত নামলে কাজ শুরু করে সেটাও আর লোটাস। এ বছরের প্লাবন অন্যান্য বারের মতো শক্তিশালী না হলেও, নিজের কাজ ঠিকই করে গিয়েছে। ডুবিয়ে মেরেছে অগণিত ইঁদুর আর সরীসৃপদের। যারা বেঁচে গিয়েছে, তাদের মতো শক্তপোক্ত নমুনা আর হয় না।

সাপুড়ে দম্পতি নজর দিয়েছে মরুভূমির বিশেষ এক এলাকার দিকে। সেখানে বড় বড় বিষধর কোবরা বাস করে। সামনে সামনে এগিয়ে চলছে সেটাও, পেছনে লোটাস। মেয়ে হলেও, অভিজ্ঞতা কোনও অংশে কম নেই লোটাসের। কিন্তু তবুও সেটাও সবসময় সামনে থাকার ঝুঁকিটা নেয়। একটা দ্বিমুখী লাঠি, একটা কাপড়ের থলে আর কাঁচের পাত্র আছে মেয়েটার হাতে। সাপ ধরে বিষ বের করে নেয়া তার দৈনন্দিন কাজের মাঝে পড়ে।

পূর্ণ চন্দ্র উঠেছে আজ। সমস্যা হলো, এই চাঁদ সাপদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। নিচু গলায় মন্ত্র আউড়াতে আউড়াতে এগোচ্ছে সেটাও। আসলে এই অনুচ্চ স্বরে কথা বললে, কোবরা সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

প্লাবনের আগে বিশালাকার এক কোবরা দেখতে পেয়েছিল ছেলেটা। গর্তটাকেও চিনে রেখেছিল। দুটো সমতল পাথরের মাঝখানে ছিল সেটা। সাপ ধরতে ঠিক সেই গর্তের কাছেই এসেছে ওরা। পাশের বালিতে আঁকাবাঁকা ছাপ দেখে বুঝতে পারল, এখান দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই একটা বড় সড় কোবরা চলে গিয়েছে। কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে পড়ল সেটাও, এখনও মন্ত্র আউড়ে চলছে।

হঠাৎ লাফ দিল লোটাস। সেটাও দেখতে পেল, তার স্ত্রী কালো কোবরাটার সাথে লড়াই করছে। কিছুক্ষণের মাঝে সাপটাকে থলেতে পুরে ফেলল মেয়েটা।

'তোমার পিছন দিক থেকে এসেছিল।' ব্যাখ্যা করল সে।

'এমন কথা আগে শুনিনি,' বলল সেটা। 'খুব খারাপ কিছু আসছে সামনে। এটা তারই চিহ্ন।'

তেপান্ন

এত ঝামেলার মাঝেও, দেখা করার অনুমতি দেয়ায় টুইয়াকে কৃতজ্ঞতা জানালো হেলেন।

'কী যে বলব...'

'দরকার নেই, হেলেন।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার স্বামীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক সে কামনা করি।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমিও আজকাল প্রার্থনা করে বেশি সময় কাটাই।'

'আরেকটা কারণে প্রার্থনা করি। আমি ভয় পাচ্ছি রানি সাহেবা।'

'কেন, বাছা?'

'আমার স্বামীর মাঝে পরিবর্তন লক্ষ করে। এই কিছুদিন আগেও মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াত। এখন কেমন যেন অহংকার দেখা যাচ্ছে তার মাঝে। নিশ্চয় ভাবছে, অতি দ্রুত আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

'সেটি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেও, তোমার নিরাপত্তা মিশর নিশ্চিত করবে।'

'ভয় পাচ্ছি তাও।'

'মেনেলাউস এখানে অতিথি! ও আবার কী করবে?'

'আমি আপনার সাথে এই প্রাসাদে থাকতে চাই।'

'শান্ত হও হেলেন। তোমার কোনও বিপদ হবে না।'

রানি সাহেবার দেয়া নিশ্চয়তা সত্ত্বেও, মন থেকে ভয় দূর হলো না হেলেনের। লোকটা নিশ্চয় ওকে মিশর থেকে বের করে নেবার কোনও উপায় খুঁজে পেয়েছে। স্বামীর উপর নজর রাখতে হবে, মনে মনে ঠিক করে নিল সে। এমনকি টুইয়াও নিরাপদে নন! মেনেলাউসের সাথে মানুষের চাইতে হিংস্র প্রাণীর মিল বেশি। চাহিদা পূরণ না হলে রাগে পাগল হয়ে ওঠে।

রামেসিসকে উদ্দেশ্য করে ডোলোরার লেখা চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল আহমেনি।

প্রিয় ভাই,

আমি এবং আমার স্বামী তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত। তবে পিতা সেটি'র স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা তার চাইতেও বেশি। আমাদেরকে ক্ষমা করার সময় কি এখনও হয়নি? মেমফিসই আমার বাড়ি। জানি, তোমার মনটা অনেক বড়। আশা করি আমাদেরকে ক্ষমা করে ফিরে আসার অনুমতি দেবে। যেন আমরা এই কঠিন সময়ে সেটি আর টুইয়ার পাশে দাঁড়াতে পারি। তাদেরকে সাহস দিতে পারি। যেন আমাদের পরিবার একসাথে কঠিন সময়টা একসাথে মোকাবেলা করতে পারে। সারীও আমার মতোই অনুতপ্ত। প্রার্থনা করি, আমাদেরকে মাফ করে আবার কাছে টেনে নেবে তুমি।

'আরেকবার পড়ে শোনাও, আস্তে আস্তে পড়বে।' অনুরোধ করল যুবরাজ।

কথামতো কাজ করল আহমেনি। 'উত্তর দেবার দরকার দেখি না।' বলল সে।

'একটা নতুন প্যাপিরাস নাও।'

'তুমি মাফ করে দেবে?'

'ডোলোরা আমার বোন, আহমেনি। একটু বেশিই কড়াকড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আমি কড়াকড়ি করছি! তার তুমি বেশি নরম হয়ে পড়ছ। এই দুই জন আবার তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

'আমি চাই, তুমি একটা চিঠি লেখো আহমেনি।'

'হাতে ব্যথা। তোমার নিজের হাতে লেখা চিঠি ওদেরকে অনেক বেশি শান্তি দেবে।'

'কথা বাড়িও না তো।'

রাগে গজগজ করতে করতে কলম হাতে নিল আহমেনি।

'সংক্ষেপেই সারব। লিখ, *কোনও পরিস্থিতিতেই তোমার মেমফিসে ফেরা যাবে না। যদি ফের, তাহলে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আরেকটা কথা, ফারাও-এর সাথে যোগাযোগের কথা কল্পনাও করো না।*'

আহমেনি যেন ঝড় তুলল প্যাপিরাসে।

কয়েক ঘণ্টা ধরে সান্ত্বনা দেবার পর একটু ধাতস্থ হলো ডোলোরা। রামেসিসের উত্তর পড়ে একেবারে ভেঙে পড়েছে মেয়েটা।

শানার যে সত্যটা ওর সামনে তুলে ধরেছে, তা এতক্ষণে বুঝতে পারল ইসেট। রামেসিস আসলে ক্ষমতালোভী। যেখানেই যায়, ধ্বংস ছড়ায়। ছেলেটাকে যতই ভালবাসুক না কেন, মিশরের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হলে শত্রুপক্ষের সাথে হাত না মিলিয়ে আর কোনও উপায় নেই।

শানার-ই মিশরের ভবিষ্যৎ। রামেসিসকে ভুলে গিয়ে ওর সাথেই নতুন সংসার বাঁধবে ইসেট।

দেবতা আমনের প্রধান পুরোহিত এবং আরও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ শানারকে সমর্থন করছে বলে জানাল সারী। ইসেটের মনে যতটুকু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল, তা-ও আর রইল না।

সূর্য উদয় হবার কিছুক্ষণ পর নির্মাণ এলাকায় গিয়ে মোজেস দেখল, তখনও একজন লোক পর্যন্ত আসেনি। অথচ আজ ছুটির দিন নয়। আবার এতদিন ধরে দেখার পর, শ্রমিকদের ফাঁকিবাজ ভাবতে ওর মন সায়ও দিচ্ছে না।

কিন্তু কেউ যে নেই, সে কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, এই প্রথম বারের মতো পুরো মন্দিরটাকে নীরব আর নির্জন অবস্থায় দেখতে পারছে সে।

একা একা বেশ কিছুক্ষণ কাটাবার পর, এক ফোরম্যানকে দেখতে পেল সে। এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইল, 'আজ কেউ কাজে আসেনি যে?'

'আপনি জানেন না?'

'কী জানি না? আমি কেবল জেবেল এল-সিলসিলা থেকে ফিরলাম।'

'এখানকার কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফারাও মেমফিসে আছেন। তিনি থিবসে এসে অনুমতি না দেয়ার আগে শেষ পর্যায়ের কাজ ধরা যাবে না।'

কেমন যেন অপূর্ণ মনে হলো কারণটাকে। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রকল্পে সেটি'র ন্যায় একজন মানুষ আসবেন না, তা হতে পারে না। যদি না...যদি না তিনি ভয়াবহ রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেটি মারা যাবেন, ভাবাই যায় না। রামেসিস নিশ্চয় ভেঙে পড়েছে।

পরবর্তী জাহাজ ধরে মেমফিসের দিকে রওনা দিল সে।

'কাছে এসো, রামেসিস।'

জানালার পাশে রাখা এক কাঠের বিছানায় শুয়ে রয়েছেন সেটি। অস্তমিত সূর্যের আলো এসে পড়ছে ঘরটায়।

এখনও আশা আছে, ভাবল রামেসিস! সেটি এত সহজে হার মানার মানুষ নন। তিনি নিশ্চয়...

'ফারাও হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তার আদলে গড়া মানুষ,' সেটি বললেন। 'তিনি মা'তের নিয়ম অনুসারে পদক্ষেপ নেন। দেবতাদের সম্মান করবে, রামেসিস। প্রজাদের মাঝে কোনও পার্থক্য করবে না। সবাইকে সমান চোখে দেখবে।'

'আপনিই ফারাও, পিতা।'

'মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখছি আমি। নাহ, রামেসিস, মরণকে আমি হার বলে মনে করি না। মনে করি, এটা আসলে একটা সফর। যে সফরে যাবার জন্য আমি নিজেকে তৈরি করেছি। রাজত্বের প্রথম দিন থেকে তোমারও নিজেকে তৈরি করে নেয়া উচিত।'

'ভিক্ষা চাইছি, পিতা। আমাকে ছেড়ে যাবেন না।'

'তোমার জন্ম হয়েছে শাসন করতে, ভিক্ষা চাইতে না।'

'আপনাকে মিশরের দরকার।'

'সৃষ্টির শুরু থেকে মিশর ছিল দেবতাদের কন্যা। আর দেবতাদের পুত্র ছিলেন ফারাও। আমার পরে তোমাকেই এই সিংহাসনে বসতে হবে রামেসিস। আমার কাজটাকে নিজের কাজ বানাতে হবে, ছাড়িয়ে যেতে হবে আমাকে। তোমার নামের অর্থ জানো তো-'রা যাকে জন্ম দিয়েছেন।' নিজের নামের প্রতি সুবিচার করো হে আলোর সন্তান।'

'আরও কত শত প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে জানা বাকি!'

'বুনো ষাঁড়ের মুখোমুখি দাঁড়াবার দিনটার কথা মনে পড়ে? সেদিন থেকেই আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে আসছি। ভাগ্যে কী আছে, তা কেউ জানে। তোমার সেই ভাগ্যের প্রভু হতে হবে।'

'আমি এই দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত নই, পিতা।'

'কেউ কখনও প্রস্তুত থাকে না। আমাদের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তোমার দাদা যখন মারা যান, আমি তোমার মতোই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর হতভম্ব ছিলাম। যে লোক শাসন ক্ষমতা খুঁজে বেরায়, সে পাগল। দেবতারাই শাসককে নির্বাচন করেন। ফারাও হিসেবে মনে রাখবে, তুমি প্রথমে প্রজাদের দাস। আর তাই নিজের উপরে

প্রজাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে তোমাকে। মিশরকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসতে হবে।'

সূর্যের আলো যেন সোনা হয়ে সেটি'র দেহ স্পর্শ করে যাচ্ছে। রামসিসের মনে হলো, তার দেহ থেকেই যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে!

'অনেক বাঁধা আসবে তোমার পথে,' সাবধান করে দিলেন ফারাও। 'তাই তোমাকে সাবধান হতে হবে। শক্তিশালী সব শত্রু তোমাকে শেষ করে দিতে চাইবে। তাই নিজেকে নির্ভীক করে তুলতে হবে। নেফারতারি তোমার যোগ্য স্ত্রী। আকাশে উড়ে বেড়ানো বাজ পাখির মতো হও, পুত্র আমার! সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো সেটির গলা। চোখজোড়া যেন অন্য কোনও দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। যে দুনিয়া একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

শানার খুব দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। সেটি মৃত্যুশয্যায় আছেন, তা নিশ্চিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা আসেনি। সময়ের আগে মাঠে নেমে লাভ নেই। ওকে কাজ শুরু করতে হবে, যখন ফারাও-এর দেহ মমি করার প্রক্রিয়া শুরু হবে তখন। ছেষট্টি দিনের জন্য ফাঁকা থাকবে সিংহাসন। এরপর বিদ্রোহ করলে তা হবে রামেসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

মেনেলাউস আর সৈন্যরাও লড়াই করার জন্য ছটফট করছে। ডোলোরা জানিয়েছে, ইসেট ওকেই সমর্থন জানাবে। দেবতা আমনের প্রধান পুরোহিত নিরপেক্ষ থাকবে বলে জানিয়েছে। থিবসের উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরাও ওর দলে। মেবা, স্বরাষ্ট্র সচিব, অধিকাংশ সভাসদকে পটিয়ে রেখেছে।

নিজের অজান্তেই ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে রামেসিস। তার পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কিন্তু শানার ওকে নিয়ে করবেটা কী? যদি রামেসিস ভালোয় ভালোয় সব ছেড়ে দেয়, তাহলে কি নুবিয়ায় পাঠিয়ে দেবে? তবে ওখানে গিয়ে যে সে বিদ্রোহ করার জোগাড় যন্ত্র করবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে? আর যাই হোক, চুপ চাপ বসে থাকার মতো মানুষ ওর ছোট ভাইটি না। মৃত্যুই পারে সব সমস্যার সমাধান দিতে। কিন্তু নিজের ভাইয়ের রক্তে হাত রাঙাতে চায় না শানার। লোকে কী বলবে!

তাই মেনেলাউসের সাথে রামেসিসকে গ্রীকে পাঠিয়ে দিতে হবে, ভাবল শানার। আনুষ্ঠানিকভাবে বললেই চলবে যে ছেলেটা নিজের দাবী প্রত্যাহার করে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওকে বন্দি করে রাখবে স্পার্টার রাজা। আর

নেফারতারিকে কোনও প্রাদেশিক মন্দিরে পাঠিয়ে দিলেই হবে। মেয়েটার আজীবনের স্বপ্ন তো তাই ছিল, নয় কি?

রাজমহিষী নিজে সেটি'র মৃত্যুর খবর সবাইকে জানালেন। রাজত্বের পনেরোতম বৎসরে, ফারাও ওপারের দুনিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেছেন।

তখন থেকেই শোক পালন শুরু হয়ে গেল। মন্দিরগুলো বন্ধ করে দিয়ে ধর্মীয় সব আচারও বন্ধ করে দেয়া হলো। কেবল মৃতদের জন্য প্রতি সকাল আর সন্ধ্যায় বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হলো।

পরবর্তী ছেষট্টি দিন ধরে দাঁড়ি-গোঁফ কামানো থেকে বিরত থাকল পুরুষেরা, মহিলারা চুল কাঁটা থেকে। মাংস বা মদ খাওয়াও নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো মিশর জুড়ে। ফারাও মারা যাবার পর, শূন্য পড়ে রইল সিংহাসন। এমন সময়গুলোতে মিশর আর মা'ত, দুজনেই বিপদে পড়ে যান। রাজমাতা আর যুবরাজ ধারে কাছে থাকলেও, সিংহাসন ফাঁকা পড়ে রইল।

সীমান্তবর্তী দলের সদস্যরা সতর্ক হয়ে গেল। সেটি মারা যাওয়ায়, মিশরের প্রতিবেশী একটু বেশি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে। হিট্টিদের আচমকা আক্রমণ করে বসার সম্ভাবনাও হিসাবে রাখতে হবে। জলদস্যু আর বেদুইনদের কথা নাহয় বাদ দেয়া গেল! সেটি'র সাথে সাথে কি মিশরের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাও ধ্বসে পড়েছে?

মৃত্যুর দিনটাতেই সেটি'র মরদেহ নীল নদের পশ্চিম তীরে নিয়ে যাওয়া হলো। রানি টুইয়াকে প্রধান করে শুরু হলো এক বিশেষ ধর্মীয় আচার, মৃত ফারাওকে বিচার করার জন্য। তিনি নিজে, তার ছেলেরা, উজির, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরা, পুরোহিত আর সরকারী পদস্থ লোকেরা প্রতিজ্ঞা করলেন, সেটি একজন ন্যায়বান ফারাও ছিলেন। আর তার বিরুদ্ধে কারও কোনও অভিযোগ নেই।

জীবিতরা সিদ্ধান্ত নিল, সেটি'র আত্মা মৃত্যু নদী পার হয়ে ওপারে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আর তার দেহ পাঠানো হবে মমি করার জন্য। কাজ শেষে মৃতদেহটা পাঠিয়ে দেয়া হবে ভ্যালি অফ দ্য কিং'সে।

আহমেনি, সেটাও আর মোজেস সবাই দুশ্চিন্তায় পরে গিয়েছে। রামেসিস কারও সাথে দেখা করতেও রাজি হচ্ছে না। বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ব্যক্তিগত ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সে। মাঝে মাঝে নেফারতারির সাথে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করছে না।

আহমেনিকে আরও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে শানার। পিতার মৃত্যুতে শোক পালন করার পর, যেন পুরো মেমফিস জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। প্রতিটা অনুষ্ঠান, প্রতিটা সমাবেশে দেখা যাচ্ছে তাকে।

টুইয়া চাইলে শানারকে সামলাতে পারতেন, কিন্তু তার দায়িত্ব এখন স্বামীকে দেখে শুনে রাখা। সেটিকে তার সার্কোফ্যাগাসে শুইয়ে দেবার আগ পর্যন্ত তিনি স্বামীকে ছেড়ে এক পা-ও নড়তে পারবেন না। শানারকে থামাবার আর কেউ নেই!

সিংহ আর হলদে কুকুরটা প্রভুর সাথে যেন লেপ্টে আছে, সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

রামেসিসের সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শুধু পিতার কথা শুনত সে। তাকে অনুসরণ করত। সেটিকে পাশে পেলে সিংহাসনে বসতে ভয় পেত না, ও, সমস্যাও হতো না। এর আগে উপলব্ধি করতে পারেনি যে, সিংহাসনে যখন সে বসবে তখন পিতার ছায়া ওর মাথার উপরে থাকবে না।

মাত্র পনেরো বছরের রাজত্ব, এত কম! অ্যাবিডস, কারনাক, মেমফিস, হেলিওপোলিস, গুনরাহ-এই অসাধারণ শাসক জীবদ্দশায় কম মন্দির বানাননি। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর রামেসিস নিজের বয়স টের পেল, মাত্র তেইশ! ফারাও হবার বয়স বা যোগ্যতা, কোনওটাই হয়নি ওর।

আসলেই কি রামেসিস আলোর পুত্র নামে পরিচিত হবার যোগ্য?

নির্ঘণ্ট

১. হারেম-প্রাচীন মিশরে হারেম বলতে বোঝানো হতো অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা দেয়, এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে।

২. ফাইয়ুম-বর্তমান কায়রো থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটা এলাকা।

৩. মা'ত-সত্য আর সামঞ্জস্যের দেবী।

৪. জাবোয়া-ইঁদুর সদৃশ প্রাণী।

৫. ফ্লিন্ট-চকমকি পাথর।

৬. স্যাশ-উর্দির অংশ হিসেবে কোমরে জড়ানোর এক ফালি কাপড়।

৭. সার্কোফ্যাগাস-শবাধার।

৮. মুর‍্যাল-দেয়ালে আঁকা স্বাভাবিকের চাইতে বড় আকারের চিত্র।

৯. টেরাকোটা-মাটি দিয়ে নির্মিত।

১০. বার্ক-এক ধরনের জলযান। দেবতাদের বার্ক সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে।

১১. মনোলিথ-একশিলা স্তম্ভ।

১২. মিশরীয় পুরাণ অনুযায়ী, দেবতা রা প্রতিদিন তার নৌকার পেছনে সূর্যকে বেঁধে বিশ্ব পরিক্রমণ করেন।

১৩. স্ক্রোল-লেখার জন্য ব্যবহৃত কাগজ বা চামড়ার পাকানো ফালি।